এবিষয়ে প্রগাঢ়রূপে মনোনিবেশ করিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, এবং পরম সুখের বিষয় এই যে এদেশে সাধারণরূপে বিদ্যা-প্রচারের যথার্থ পথ নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হর্বর্ট মেডোক সাহেবও এবৎসর হিন্দুকালেজাদির পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের পারিতোষিক বিতরণের সমাজে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতেও বালকদিগের স্বদেশীয় ভাষানুশীলনের আবশ্যকতা বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা অত্যন্ত খেদের বিষয়, যে তিনি ক্রমাগত ৩৫ বৎসর ভারতবর্ষে রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কেবল এদেশ পরিত্যাগ কালে আপনার উৎসাহ প্রকাশ করিলেন, এবং যে ছাত্র আগামি বর্ষে কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে সর্ব্বোত্তম রচনা করিতে পারিবেক, তাঁহাকে এক স্বর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক দিতে স্বীকৃত হইলেন।

স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলন ব্যতিরেকে সাধারণরূপে বিদ্যা প্রচার হওয়া কখনই সম্ভাবিত নহে, ইহা এই পত্রিকাতে বারম্বার প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। সম্প্রতি এবিষয় যে কোন কোন রাজ-সংক্রান্ত এবং বিশেষতঃ শিক্ষাসমাজ সম্পর্কীয় প্রধান ব্যক্তির হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, ইহা অতি শুভ চিহ্ন। বীটন সাহেব পরম বিদ্যোৎসাহী, এবং ব্রিটেনের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া প্রধান প্রধান উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন; এতাদৃশ মহানুভব ব্যক্তির কথা সকলকেই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাঁহার ও মেডোক সাহেবের দৃষ্টান্ত দ্বারা এপ্রকার অনুভবও হয়, যে ক্রমে ক্রমে অনেকেরই এবিষয়ে মনোযোগ হইতেছে, এবং ইংরাজী যে এদেশীয় লোকের স্বজাতীয় ভাষা হইবেক, এ অভিপ্রায় এইক্ষণে বিজ্ঞলোকদিগের স্বপ্ন-কল্পিত ব্যাপারের ন্যায় অলীক বোধ হইয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত পরোপকারী মহাশয়েরা স্বজাতিবিষয়ক আপন ভাষা শিক্ষায় যে পরামর্শ দিয়াছেন, ছাত্রদিগের তদনুবর্ত্তী হওয়া অতি কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহারা কি প্রকারে তৎকার্য্য [illegible] হইতে পারে, [illegible] [illegible]

প্রায়, গবর্ণমেন্টের কার্য্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। গবর্ণমেন্ট হইতে এপর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার কোন উপায় হইল না। সংবাদ-পত্র-সম্পাদকেরা যত চীৎকার করুন, আর অন্য ব্যক্তিরাই বা ইহার কর্ত্তব্যতা পক্ষে যত যুক্তি প্রদান করুন, কিছুতেই তাঁহারা সচেতন হয়েন না; তাঁহারা বধির হইয়া রহিয়াছেন। এক্ষণে হিন্দুকালেজে বাঙ্গলা শিক্ষার নিয়ম আছে বটে, কিন্তু সে নাম মাত্র নিয়ম। তথায় পাঠের শৃঙ্খলা নাই, উপযুক্ত শিক্ষক নাই, পাঠ্য গ্রন্থও নাই এবং কেহ তদ্বিষয়ে তত্ত্বাবধারণও করেন না। বাঙ্গলা শিক্ষা করা, আর না করা এক প্রকার ছাত্রদিগেরই স্বেচ্ছাধীন। [illegible] ও তাঁহাদিগকে গ্রাহ্যই করেনা, [illegible] যে অবহেলা করিলে তাহাদিগকে শাসন করিবারও লোক নাই। ইহাতে তাহাদের যে প্রকার ব্যুৎপত্তির সম্ভাবনা, তাহা প্রত্যক্ষই হইতেছে। হিন্দুকালেজ-সংক্রান্ত বাঙ্গলা পাঠশালাতে যে প্রকার অধ্যয়নের রীতি আছে, তাহাও [illegible]। তথায় সুশিক্ষিত হইবার আর এক বিষম প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছে; ইংরাজী ভাষা শিক্ষাতেই লোকের অত্যন্ত অনুরাগ, কারণ তদ্দ্বারা বিবিধপ্রকার বিদ্যাভ্যাস, এবং উপজীবিকা উপার্জ্জনের আশু উপায় হইতে পারে। হিন্দুকালেজের প্রচলিত নিয়মানুসারে কোন বালকের বয়ঃক্রম অষ্টবর্ষের অধিক হইলে তাহার আর তথায় প্রবেশ করিবার অধিকার থাকে না, সুতরাং যাহারদিগের কিঞ্চিৎ বিশেষ রূপে বিদ্যাশিক্ষার বাসনা থাকে, তাহারা সপ্তবৎসর বয়ঃক্রম হইলে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার অনুরোধে কি প্রকারে আর বাঙ্গলা পাঠশালায় বদ্ধ থাকিতে পারে? এমত কোন ভবিষ্যৎ আশাও নাই যে তাহার উপর নির্ভর করিয়া স্বীয় ভাষা শিক্ষাতে নিরন্তর নিযুক্ত থাকিবেক। এবিষয়ে রাজ-পুরুষদিগের অবহেলনার কথা কি কহিব! পূর্ব্বে এপ্রকার নিয়ম ছিল, যে যে বালক বাঙ্গলা শিক্ষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাহাকে ইংরাজী অধ্যয়নের নিমিত্ত বিনা বেতনে বিদ্যালয় বিশেষে নিযুক্ত করা যাইবেক। কিন্তু ই

৭ হে অগ্নি! স্বভাবতঃ দীপ্যমান্ ও পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্ট যে তুমি তোমাকে অন্ন সম্পন্ন যজমান সকল এইরূপ হবির্দ্দানাদি দ্বারা উপাসনা করিতেছে। শত্রু হইতে উত্তীর্ণ যজমানেরা সপ্ত বষট্কার দ্বারা তোমাকে সম্যক্ রূপে প্রদীপ্ত করিতেছে।

৪২৯

৮ ঘ্নন্তোবৃত্রমতরন্রোদসী অ-
পউরু ক্ষয়ায চক্রিরে। ভুবৎ কণ্বে
বৃষা দ্যুম্ন্যাহুতঃ ক্রন্দদশ্বোগবি-
ষ্টিষু।

৮ হে অগ্নে ‘ঘ্নন্তঃ’ অস্মৎসহায়েন ত্বয়া দেবাঃ প্রহরন্তঃ ‘বৃত্রং’ ‘অতরন্’ উত্তীর্ণবন্তঃ। তদনন্তরং ‘রোদসী’ দ্যাবাপৃথিব্যৌ ‘অপঃ’ অন্তরিক্ষঞ্চ ‘ক্ষয়ায’ প্রাণিনাং নিবাসার্থং ‘উরু’ বিস্তারোপেতা অকার্ষুঃ তথা চক্রিরে। ত্বম্ ‘কণ্বে’ কণ্বনামকে মহর্ষৌ ‘বৃষা’ কামানাং বর্ষিতা ‘দ্যুম্নী’ ধনবান্ ‘আহুতঃ’ সর্ব্বতঃ হোমদ্রব্যৈশ্চ ‘ভুবৎ’ ভবতু যথা ‘গবিষ্টিষু’ গোবিষয়েচ্ছাযুক্তেষু সংগ্রামেষু ‘অশ্বঃ’ ‘ক্রন্দৎ’ শব্দং কুর্ব্বন্ অভীষ্টস্য প্রাপকঃ তদ্বৎ

৮ হে অগ্নি! অন্য দেবতারা তোমার সাহায্যে বৃত্রাসুরকে অতিক্রম করিয়াছেন, তদনন্তর দ্যুলোক, ভূলোক এবং অন্তরিক্ষ লোককে প্রাণি সমূহের নিবাসের নিমিত্ত বিস্তৃত করিয়াছেন। তুমি কণ্ব মুনির বিষয়ে অভিলষিত প্রদাতা, ধনবান্ ও হোমযুক্ত হও। যেমন গো বিষয়েচ্ছাযুক্ত সংগ্রামে অশ্ব শব্দ করিয়া অভীষ্ট প্রাপক হয়।

৪৩০

৯ সংসীদস্ব মহাঁ অভিশোচস্ব
দেববীতমঃ। বি ধূমমগ্নে অরুষং
মিয়েধ্য সৃজ প্রশস্ত দর্শতং।

৯ হে ‘অগ্নে’ ত্বং ‘সংসীদস্ব’ বর্হিষি উপবিশ। ‘মহাঁ’ মহান্ গুণাধিকোত্তরসি ‘দেববীতমঃ’ অতিশয়েন দেবান্ কাময়মানোসি ‘অভিশোচস্ব’ দীপ্যস্ব। হে ‘মিয়েধ্য’ মেধার্হ ‘প্রশস্ত’ উৎকৃষ্ট অগ্নে ‘অরুষং’ গমনশীলং ‘[illegible]’ দর্শনীয়ং [illegible] ‘বি-সৃজ’ বিশেষেণ সম্পাদয়।

৯ হে অগ্নি! তুমি বর্হিতে উপবেশন কর, মহৎ ও দেবতাভিলাষী তুমি দীপ্তিমান্ হও। হে মেধাবী উৎকৃষ্ট অগ্নি! তুমি গমনশীল ও দর্শনীয় ধূমকে বিশেষ রূপে নির্গত কর।

৪৩১

১০ যংত্বা দেবাসোমনবে দধু-
রিহ যজিষ্ঠং হব্যবাহন। যংক-
ণ্বোমেধ্যাতিথির্দ্ধনস্পৃতং যংবৃ-
ষা যমুপস্তুতঃ।১।৩।৯।

১০ হে ‘হব্যবাহন’ হবিষোবাহক অগ্নে ‘মনবে’ মনোরনুগ্রহায় ‘দেবাসঃ’ দেবাঃ ‘যজিষ্ঠং’ অতিশয়েন পূজ্যং ‘যং’ ‘ত্বা’ ত্বাং ‘ইহ’ দেবযজনদেশে ‘দধুঃ’ ধৃতবন্তঃ। ‘মেধ্যাতিথিঃ’ মেধার্হৈঃ যাগকুশলৈঃ অতিথিভিঃ যুক্তঃ ‘কণ্বঃ’ ‘যং’ ত্বাং ‘ধনস্পৃতং’ ধনেন প্রীণয়িতারং দধে ইতি শেষঃ। তথা ‘বৃষা’ ইন্দ্রঃ ‘যং’ ত্বাং দধে তথা ‘উপস্তুতঃ’ অন্যোহপি স্তোতা যজমানঃ ‘যং’ ত্বাং দধে সঃ ত্বং সংসীদস্ব ইতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ।১।৩।৯।

১০ হে হবির্ব্বাহক অগ্নি! সমুদায় দেবতারা পরম পূজ্য যে তুমি তোমাকে মনুর অনুগ্রহের নিমিত্ত এই দেবার্চ্চনা স্থানে ধারণ করিয়াছেন, আর ধন দান দ্বারা সকলের তৃপ্তি কারক যে তুমি তোমাকে যাগ কুশল অতিথি বিশিষ্ট কণ্ব ঋষি ধারণ করিয়াছেন। এবং ইন্দ্র ও স্তুতিকারী অন্য যজমান তোমাকে ধারণ করিয়াছেন।১।৩।৯।

৪৩২

১১ যমগ্নিং মেধ্যাতিথিঃ কণ্ব-
ঈধঋতাদধি। তস্য প্রেষোদীদি-
যুস্তমিমাঋচস্তমগ্নিং বর্দ্ধয়ামসি।

১১ ‘মেধ্যাতিথিঃ’ মেধ্যাঃ যাগযোগ্যাঃ অতিথয়ঃ ঋত্বিগ্রূপাঃ যস্য তাদৃশঃ ‘কণ্বঃ’ ঋষিঃ ‘ঋতাৎ’ আদিত্যাৎ ‘অধি’ অধ্যাহৃত্য ‘যং’ ‘অগ্নিং’ ‘ঈধে’ দীপ্তবান্ ‘তস্য’ অগ্নেঃ ‘ইষঃ’ গমনস্বভাবাঃ রশ্ময়ঃ ‘প্র-দীদিযুঃ’ প্রকর্ষেণ দীপ্যন্তে। তথা ‘তং’ ‘অগ্নিং’ ‘ইমাঃ’ অস্মাভিঃ প্রযুজ্যমানাঃ ‘ঋচঃ’ বর্দ্ধয়ন্তীতি শেষঃ। বয়মপি ‘তং’ অগ্নিং স্তোত্রৈঃ ‘বর্দ্ধয়ামসি’ বর্দ্ধয়ামঃ।

১১ যাগশীল ঋত্বিক্ বিশিষ্ট কণ্ব ঋষি সূর্য্য হইতে যে অগ্নিকে আহরণ করিয়া দীপ্ত করিয়াছেন, সেই অগ্নির গমনশীল রশ্মি সকল প্রকৃষ্ট রূপে দীপ্তি পাইতেছে। এই ঋক্ সকল সেই অগ্নিকে বাড়াইতেছে, আর আমরাও সেই অগ্নিকে বাড়াইতেছি।

৪৩৩

১২ রায়স্পূর্দ্ধি স্বধাবোস্তি হি তেগ্নে দেবেষ্বাপ্যং। ত্বং বাজস্য শ্রুত্যস্য রাজসি সনোমৃল মহাঁ অসি।

১২ হে 'স্বধাবঃ' অন্নবন্ 'অগ্নে' অস্মাকং 'রায়ঃ' ধনানি 'পূর্দ্ধি' দেহি। হে অগ্নে 'তে' তব 'দেবেষু' 'আপ্যং' প্রাপণীয়ং সখ্যং 'হি' খলু 'অস্তি' বিদ্যতে। 'ত্বং' 'শ্রুত্যস্য' শ্রবণীয়স্য 'বাজস্য' অন্নস্য 'রাজসি' ঈশ্বরোভবসি 'সঃ' ত্বং 'নঃ' অস্মান্ 'মৃল' সুখয় 'মহা' মহান্ গুণৈরধিকঃ 'অসি'।

১২ হে অন্ন বিশিষ্ট অগ্নি! আমারদিগকে ধন দান কর। হে অগ্নি! দেবতাদিগের সহিত তোমার সখ্য আছে, তুমি শ্রবণীয় অন্নের ঈশ্বর, তুমি আমারদিগকে সুখী কর, তুমি অতি মহান্।

যূপঃ দেবতা

৪৩৪

১৩ ঊর্দ্ধ্ব ঊষুণ ঊতয়ে তিষ্ঠা দেবোন সবিতা। ঊর্দ্ধোবাজস্য সনিতা যদঞ্জিভির্বাঘদ্ভির্বিহ্বয়ামহে।

১৩ হে যূপাত্মকস্তম্ভনিষ্ঠ অগ্নে 'ণঃ' নঃ অস্মাকং 'ঊতয়ে' রক্ষণায় 'ঊর্দ্ধঃ' উন্নতঃ 'ঊষু' এব 'তিষ্ঠা' তিষ্ঠ। 'সবিতা' সূর্য্যঃ 'দেবঃ' 'ন' ইব যথা উন্নতঃ তিষ্ঠতি তদ্বৎ। 'ঊর্দ্ধঃ' উন্নতঃ সন্ 'বাজস্য' অন্নস্য 'সনিতা' দাতা ভব 'যৎ' যস্মাৎ কারণাৎ 'অঞ্জিভিঃ' আজ্যেন যূপং অঞ্জদ্ভিঃ 'বাঘদ্ভিঃ' যজ্ঞ নেতৃভিঃ ঋত্বিগ্ভিঃ সহ 'বিহ্বয়ামহে' নানাবিধ স্তোত্রবিশেষেণ আহ্বয়ামঃ।

১৩ হে যূপকাষ্ঠস্থিত অগ্নি! আমারদিগের রক্ষার নিমিত্ত উন্নত হইয়া স্থিতি কর, যেমন সূর্য্য দেবতা উন্নত হইয়া স্থিতি করিতেছেন। তুমি উন্নত হইয়া আমারদিগকে অন্ন দান কর, যেহেতু আজ্য দ্বারা যূপ সেচন কারী যজ্ঞ সম্পাদক ঋত্বিক্দিগের সহিত আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

৪৩৫

১৪ ঊর্দ্ধ্বোনঃ পাহ্যংহসোনি কেতুনা বিশ্বং সমত্রিণং দহ। কৃধী নঊর্দ্ধ্বাঞ্চরথায় জীবসে বিদা দেবেষু নোদুবঃ।

১৪ হে যূপনিষ্ঠ অগ্নে 'ঊর্দ্ধঃ' উন্নতঃ সন্ 'নঃ' অস্মান্ 'কেতুনা' জ্ঞানেন 'অংহসঃ' পাপাৎ 'নি' নিতরাং 'পাহি' পালয়। 'বিশ্বং' সর্ব্বং 'অত্রিণং' অত্তারং ভক্ষকং রাক্ষসং 'সং' সম্যক্ 'দহ' ভস্মীকুরু। 'নঃ' অস্মান্ 'ঊর্দ্ধান্' উন্নতান্ 'কৃধী' কৃধি কুরু কিমর্থং 'চরথায়' লোকে চরণায় 'জীবসে' জীবনায় চ। 'নঃ' অস্মাকং 'দুবঃ' ধনং হবিঃস্বরূপং 'দেবেষু' 'বিদা' লম্ভয়।

১৪ হে যূপ স্থিত অগ্নি দেবতা! তুমি উন্নত হইয়া জ্ঞান দ্বারা আমারদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর, সমুদায় ভক্ষক রাক্ষসকে সম্যক্ রূপে ভস্ম কর, লোকে বিচরণ এবং জীবন ধারণের নিমিত্ত আমারদিগকে উন্নত কর, আমারদিগের হবি স্বরূপ ধন দেবতাদিগকে প্রদান কর।

অগ্নির্দ্দেবতা

৪৩৬

১৫ পাহি নো অগ্নে রক্ষসঃ পাহি ধূর্ত্তেররাব্নঃ। পাহি রীষত উত বা জিঘাংসতোবৃহদ্ভানোযবিষ্ঠ্য ।।১।৩।১০।

১৫ হে 'বৃহদ্ভানো' 'যবিষ্ঠ' যুবতম 'অগ্নে' 'নঃ' অস্মান্ 'রক্ষসঃ' বাধকাৎ রাক্ষসাদেঃ 'পাহি' পালয় তথা 'অরাব্ণঃ' ধনাদীনাং অদাতৃরূপাৎ 'ধূর্ত্তেঃ' হিংসকাৎ 'পাহি' তথা 'রীষতঃ' রিষতঃ হিংসকাঃ ব্যাঘ্রাদেঃ 'পাহি' 'উত বা' অথ বা 'জিঘাংসতঃ' হন্তুমিচ্ছতঃ শত্রোঃ সকাশাৎ পাহি।১।৩।১০।

১৫ হে উজ্জ্বল কিরণযুক্ত যুবশ্রেষ্ঠ অগ্নি! উপদ্রব কারক রাক্ষসাদি হইতে আমারদিগকে রক্ষা কর, ধনাদির অদাতা ধূর্ত্তলোক হইতে রক্ষা কর, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু হইতে রক্ষা কর এবং হননোদ্যত শত্রু হইতে রক্ষা কর।১।৩।১০।

৪৩৭

১৬ ঘনেব বিষ্বগ্বিজহ্যরাব্ণস্তপুর্জম্ভ যো অস্মধ্রুক্। যো মর্ত্ত্যঃ শিশীতে অত্যক্তুভির্মা নঃ স রিপুরীশত।

১৬ হে 'তপুর্জম্ভ' তপ্যমানরশ্মিযুক্ত অগ্নে 'অরাব্ণঃ' অস্মভ্যং দেয়স্য ধনস্য অদাতৄন্ বৈরিণঃ 'বিষ্বক্' সর্ব্বতঃ 'বি' বিশেষেণ 'জহি' মারয় 'ইব' যথা 'ঘন' ঘনেন কঠিনেন দণ্ডপাষাণাদিনা ভাণ্ডাদিভঞ্জনং করোতি তদ্বৎ। 'যঃ' অন্যোপি রিপুঃ 'অস্মধ্রুক্' অস্মদ্বিষয়ে দ্রোহকারী ভৎসনাদিনা বাধতে 'যঃ' চ অন্যঃ 'মর্ত্ত্যঃ' শত্রুঃ 'অক্তুভিঃ' আয়ুধৈঃ অস্মান্ 'অতি-শিশীতে' তনূকরোতি প্রহরতি। 'সঃ' 'রিপুঃ' ভৎসনপ্রহারকারী দ্বিবিধোপি শত্রুঃ 'নঃ' অস্মান্ প্রতি 'মা ঈশত' শক্তঃ 'মা' ভূৎ।

১৬ হে উজ্জ্বল কিরণযুক্ত অগ্নি! আমারদিগের ধনের অদাতা বৈরি সকলকে সর্ব্বতোভাবে হনন কর, যেমন দৃঢ় দণ্ড পাষাণাদি দ্বারা ভাণ্ডাদি ভঙ্গ করে। আমারদিগের দ্রোহকারী যে শত্রু ভৎসনাদি দ্বারা আমারদিগকে বাধা দেয়, আর যে শত্রু বাণ দ্বারা আমারদিগকে প্রহার করে, যেন সেই উভয় প্রকার শত্রু আমারদিগের হিংসা করিতে সমর্থ না হয়।

৪৩৮

১৭ অগ্নির্বব্রে সুবীর্য্যমগ্নিঃ কণ্বায় সৌভগং। অগ্নিঃ প্রাবন্মিত্রোত মেধ্যাতিথিমগ্নিঃ সাতা উপস্তুতং।

১৭ 'অগ্নিঃ' 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যোপেতং ধনং উদ্দিশ্য 'বব্রে' যাচিতঃ। সঃ 'অগ্নিঃ' 'কণ্বায়' মহর্ষয়ে 'সৌভগং' শোভনধনাদিরূপং ভাগ্যং প্রায়চ্ছৎ ইতিশেষঃ। তথা সঃ 'অগ্নিঃ' 'মিত্রা' অস্মন্মিত্রাণি 'প্রাবৎ' রক্ষিতবান্ 'উত' অপি চ 'অগ্নিঃ' 'মেধ্যাতিথিং' মেধযোগ্যোঃ অতিথিভিরুপেতং ঋষিং প্রাবৎ তথা 'উপস্তুতং' অন্যমপি স্তোতারং যজমানং 'সাতৌ' ধনাদি দান নিমিত্তং প্রাবদিতিশেষঃ।

১৭ বীর্য্য বিশিষ্ট ধন দানার্থে যে অগ্নি প্রার্থিত হয়েন, সেই অগ্নি কণ্ব ঋষিকে ধনাদি রূপ সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন। সেই অগ্নি আমারদিগের মিত্র সকলকে এবং পূজনীয় অতিথি বিশিষ্ট ঋষিকে রক্ষা করিয়াছেন এবং অন্য স্তোতা যজমানকেও ধনাদি দান করিবার নিমিত্ত রক্ষা করিয়াছেন।

৪৩৯

১৮ অগ্নিনা উর্ব্বশং যদুং পরাবর্তউগ্রাদেবং হবামহে। অগ্নির্নযন্নববাস্ত্বং বৃহদ্রথং উর্বীতিং দস্যবে সহঃ।

১৮ 'অগ্নিনা' সহ অবস্থিতান্ 'উর্ব্বশং' উর্ব্বশনামকং 'যদুং' যদুনামকং 'উগ্রাদেবং' উগ্রাদেবনামকঞ্চ এতান্ রাজর্ষীন্ 'পরাবতঃ' দূরদেশাৎ 'হবামহে' আহ্বয়ামঃ। সচ 'অগ্নিঃ' 'নববাস্ত্বং' নববাস্ত্বনামকং 'বৃহদ্রথং' বৃহদ্রথনামকং 'উর্বীতিং' উর্বীতিনামকঞ্চ এতান্ রাজর্ষীন্ 'নয়ৎ' ইহ আনয়তু। কীদৃশঃ অগ্নিঃ 'দস্যবে' অপদ্রবহেতোঃ চৌরস্য 'সহঃ' অভিভবিতা।

১৮ অগ্নির সহবাসী উর্ব্বশ, যদু, ও উগ্রদেব নামক রাজর্ষি সকলকে দূর দেশ হইতে আমরা আহ্বান করি। সেই অগ্নি নববাস্ত্ব বৃহদ্রথ ও উর্বীতি নামক রাজর্ষি সকলকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন। অগ্নি আমারদিগের উপদ্রবকারী শত্রুকে বিনাশ করেন।

৪৪০

১৯ নি ত্বামগ্নে মনুর্দ্দধে জ্যো-তির্জ্জনায় শশ্বতে। দীদেথ কণ্ব-ঋতজাতউক্ষিতোযং নমস্যন্তি কৃষ্টয়ঃ।

১৯ হে 'অগ্নে' 'জ্যোতিঃ' প্রকাশরূপং 'ত্বাং' 'শশ্বতে' বহুবিধায় 'জনায়' যজমানায় 'মনুঃ' প্রজাপতিঃ 'নি-দধে' দেবযজনদেশে স্থাপিতবান্। হে অগ্নে ত্বং 'ঋতজাতঃ' ঋতেন যজ্ঞেন নিমিত্তভূতেন উৎপন্নঃ 'উক্ষিতঃ' হবির্ভিস্তর্পিতঃ সন্ 'কণ্বং' এতন্নামকে মহর্ষৌ 'দীদেথ' দীপ্তবান্। 'যং' অগ্নিং 'কৃষ্টয়ঃ' মনুষ্যাঃ 'নমস্যন্তি' নমস্কুর্ব্বন্তি।

১৯ হে অগ্নি! তুমি প্রকাশ স্বরূপ, বহু প্রকার যজমানের নিমিত্ত প্রজাপতি তোমাকে দেবতাদিগের অর্চ্চন স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন, হে অগ্নি! যজ্ঞোৎপন্ন তুমি হবি দ্বারা তর্পিত হইয়া কণ্ব ঋষিকে দীপ্ত করিয়াছ, এবং মনুষ্য সকল তোমাকে নমস্কার করে।

৪৪১

২০ ত্বেষাসো অগ্নেরমবন্তো অর্চ্চয়োভীমাসোন প্রতীতয়ে। রক্ষস্বিনঃ সদমিদ্যাতুমাবতোবিশ্বং সমত্রিণং দহ।১।৩।১১।

২০ 'অগ্নেঃ' 'অর্চ্চয়ঃ' জ্বালাঃ 'ত্বেষাসঃ' দীপ্তাঃ 'অমবন্তঃ' বলবন্তঃ 'ভীমাসঃ' ভয়ঙ্করাঃ অতঃ অস্মাভিঃ 'প্রতীতয়ে' 'ন' প্রত্যেতুং শক্যাঃ ইতি শেষঃ। হে অগ্নে ত্বং 'রক্ষস্বিনঃ' বলবতঃ 'যাতুমাবতঃ' যাতুধানান্ অসুরান্ 'সদং' সর্ব্বদা 'ইৎ' এব 'সং-দহ' সম্যগ্ভস্মীকুরু তথা 'বিশ্বং' সর্ব্বং 'অত্রিণং' ভক্ষকং অস্মদ্বাধকং শত্রুং সংদহ।১।৩।১১।

২০ অগ্নির শিখা সকল প্রদীপ্ত বল বিশিষ্ট ও ভয়ঙ্কর, এই কারণে আমারদিগের বুদ্ধিগম্য হইবার বিষয় নহে। হে অগ্নি! তুমি বলবান্ অসুরদিগকে সর্ব্বদা সম্যক্ রূপে ভস্ম কর, এবং আমারদিগের ক্লেশদায়ক সমুদায় শত্রুকে ভস্ম কর।১।৩।১১।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়।

মধ্বাচারী।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে বৈষ্ণবদিগের চারি প্রধান সম্প্রদায় আছে। তন্মধ্যে শ্রীসম্প্রদায় ও তাহার শাখা প্রশাখা স্বরূপ কনিষ্ঠ সম্প্রদায় সমুদায়ের বৃত্তান্ত ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করা গিয়াছে। দ্বিতীয় প্রধান সম্প্রদায়ের নাম ব্রহ্ম সম্প্রদায়; মধ্বাচার্য্য তাহার প্রবর্ত্তক. এপ্রযুক্ত লোকে এসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগকে মধ্বাচারী বলিয়া থাকে। ভারতবর্ষের উত্তর খণ্ডে তাঁহারদিগের মতের প্রচার নাই, তবে তথায় কখন কখন এসম্প্রদায়ের লোক দেখা যায় বটে, কিন্তু অধিক নহে। এদিকে তাঁহারদিগের একটিও মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

এসম্প্রদায় শ্রীবৈষ্ণব অপেক্ষা আধুনিক। ইহার প্রবর্ত্তক মধ্বাচার্য্য দাক্ষিণাত্যের অন্তঃপাতি তুলব-দেশ-নিবাসী মধিজী ভট্ট নামা এক ব্রাহ্মণের পুত্র। ১১২১ শকে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার মতানুগামী লোকদিগের এই প্রকার বিশ্বাস আছে, যে পবন দেব নারায়ণের আদেশ ক্রমে ধর্ম্ম পালনার্থে অবতীর্ণ হইয়া মধ্বাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ হইলেন *। তিনি অনন্তেশ্বরের মঠে বিদ্যাভ্যাস করেন, এবং নয় বৎসর বয়ঃক্রমের সময় সনক-কুলোদ্ভব অচ্যুত প্রচনামা আচার্য্য সন্নিধানে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপরেই গীতাভাষ্য প্রস্তুত করিয়া হিমালয়ে বদরিকাশ্রম তীর্থে উপনীত হইয়া মহর্ষি বেদব্যাসকে প্রদান করিলেন। ব্যাসদেবও তাঁহাকে বহু সমাদর পূর্ব্বক তিনটি শালগ্রাম শিলা উপহার দিলেন। তিনি সুব্রহ্মণ্য, উদিপি ও মধ্যতলের মঠত্রয়ে ঐ শিলাত্রয় প্রতিষ্ঠা করিলেন, তদ্ব্যতিরেকে উদিপিতে আর এক কৃষ্ণ মূর্ত্তি স্থাপনা করিলেন। তদ্বিষয়ে এইরূপ উপাখ্যান আছে। কোন বণিকের এক

* সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে তাঁহার নাম পূর্ণ প্রজ্ঞ বলিয়া লিখিত আছে। অন্যান্য অনেক স্থানে তাঁহার আনন্দতীর্থ উপাধি আছে।

খান সমুদ্রপোত দ্বারকা হইতে মলয়বর দেশে যাইতে যাইতে তুলব দেশের নিকটে গিয়া জল মগ্ন হয়। তাহাতে এক কৃষ্ণ-বিগ্রহ গোপীচন্দন-মৃত্তিকার মধ্যে আবৃত হইয়াছিল, মধ্বাচার্য্য দৈব জ্ঞান বলে জানিতে পারিয়া উক্ত প্রতিমা আনয়ন পূর্ব্বক উদিপিতে প্রতিষ্ঠা করিলেন। তদবধি উদিপি নগর এতৎসম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থ-রূপে পরিগণিত হইল *। মধ্বাচার্য্য তথায় কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া গীতাভাষ্য, সূত্রভাষ্য, ঋগ্‌ভাষ্য, দশোপনিষদ্ভাষ্য, অনুবাকানুনয় বিবর্ণ, অনুবেদান্তরস প্রকরণ, ভারত-তাৎপর্য্য নির্ণয়, ভাগবত তাৎপর্য্য, গীতা তাৎপর্য্য, কৃষ্ণামৃত মহার্ণব, তন্ত্রসার প্রভৃতি ৩৭ খান গ্রন্থ রচনা করেন। কিয়ৎ কালানন্তর দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া পরিশেষে বদরিকাশ্রমে গমন পূর্ব্বক ব্যাসদেবের সমভিব্যাহারে বাস করিতে লাগিলেন†। মধ্বাচারিরা কহেন অদ্যাপি তথায় অবস্থিতি করিতেছেন।

মধ্বাচারিদিগের গ্রন্থে মধ্বাচার্য্যের এই প্রকার উপাখ্যান আছে, তন্মধ্যে তুলব-নিবাসী মধিজি ভট্টের ঔরসে জন্ম, অচ্যুত প্রচের নিকট উপদেশ গ্রহণ, ও উদিপির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এই দুই তিন টি কথা সপ্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

মধ্বাচার্য্যের শিষ্য মণ্ডলীর আশু বৃদ্ধি হওয়াতে, তিনি উদিপির মন্দির ভিন্ন ক্রমে ক্রমে আর আট মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বিবিধ প্রকার বিষ্ণু-মূর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বীয় ভ্রাতাকে ও গোদাবরী-তীরস্থ ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব আট জন সন্ন্যাসীকে তাহার অধ্যক্ষ করিলেন। ঐ সমুদায় মন্দিরই অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাহার প্রত্যেক অধ্যক্ষ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকের লিখিত নিয়মানুসারে পর্য্যায় ক্রমে ২ বা ২॥ বৎসর উদিপির মন্দিরের অধ্যক্ষতা করিয়া আসিতেছেন।

যে সময়ে যিনি অধ্যক্ষ থাকেন, তখন তাঁহাকেই সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। লোকানুরাগ ও যশোলাভ বিষয়ে অধ্যক্ষদিগের পরস্পর জিগীষা প্রযুক্ত ব্যয়ের বাহুল্য হইয়া উঠে, সুতরাং তথাকার নিরূপিত উপস্বত্ব দ্বারা নির্ব্বৃতি পায় না*। একারণ মন্দিরাধ্যক্ষ সন্ন্যাসিরা স্বাবকাশ কালে দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক বিষয়ী শিষ্যদিগের নিকট দান সংগ্রহ করিয়া এক এক সময় বহু ধন প্রাপ্ত হন, এবং তাহার অধিকাংশই আপন আপন অধ্যক্ষতা কালে উদিপির মন্দিরে ব্যয় করেন।

এই আট মঠ সমুদায়ই তুলব রাজ্যে স্থাপিত আছে†। তদ্ব্যতিরেকে মধ্বাচার্য্য পদ্মনাভ তীর্থকে আর কতিপয় মঠ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিলেন, এবং তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত ব্যাসশালগ্রাম ও রামচন্দ্রের কতিপয় মূর্ত্তি সমর্পণ করিয়া কহিলেন, "আমার মত প্রচার কর, ও উদিপির দেবালয়ের আনুকুল্যার্থে ধন সংগ্রহ কর"। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ভাগে পদ্মনাভ তীর্থের মঠ চতুষ্টয় বিদ্যমান আছে; তাঁহার পরম্পরাগত শিষ্যেরা তথাকার অধ্যক্ষ। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে উদিপির দেবালয়ে গমন করেন, কিন্তু তথাকার অধ্যক্ষতা করেন না।

সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণদিগেরই এসাম্প্রদায়িক লোকের গুরু হইবার অধিকার আছে। তাঁহারা নিতান্ত অন্ত্যজ ব্যতিরেকে আর সকল জাতিকেই উপদেশ দিয়া থাকেন। প্রত্যেক গুরুরই কিয়ৎ সংখ্যক পৈতৃক শিষ্য

---

* দাক্ষিণাত্যের অন্তঃপাতি তুলবদেশে সমুদ্র হইতে ১॥ ক্রোশ অন্তরে পাপনাশিনী নদীর নিকট উদিপি নগর।

† ব্যাসদেব ও শঙ্করাচার্য্য উভয়েরই সহিত মধ্বাচার্য্যের সাক্ষাৎকার হওয়া অসম্ভব। ১১২১ শকে মধ্বাচার্য্যের জন্ম হয়, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য সপ্তম শত শকে বর্ত্তমান ছিলেন [যথা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ৪২ সংখ্যা ৪০৮ পৃষ্ঠা]। অতএব ইহাঁরদিগের উভয়ের পরস্পর সমকালবর্ত্তী হওয়া কোন প্রকারে যুক্তিসিদ্ধ নহে।

* ১৩০০০ সহস্র টাকার ন্যূন নহে, বরঞ্চ কখন কখন ২০০০০ সহস্র টাকার অধিক ব্যয় হয়।

† কানুর, পেজাওর, আদমার, কনয়ার, কৃষ্ণপুর, সিরূর, সোদে ও পুত্তিগে এই আট স্থানে আট মঠ আছে।

আছে, এবং তাঁহার গুরুত্ব পদ বিক্রয় ও বন্ধক দিবারও অধিকার আছে।

এতৎসাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসি আচার্য্যেরা দণ্ডিদিগের ন্যায় যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন, দণ্ড কমণ্ডলু গ্রহণ করেন, মস্তক মুণ্ডন করেন, এবং এক এক খণ্ড গৈরিক বস্ত্র পরিধান করেন। তাঁহারা বাল্যকালেই সন্ন্যাস গ্রহণ করাতে সংসারের কোন সম্পর্ক রাখেন না। মধ্বাচারিরা স্কন্ধে ও বক্ষঃস্থলে তপ্ত লৌহ দ্বারা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মের চিহ্ন করেন, এবং শ্রীবৈষ্ণবদিগের ন্যায় নাসামূল অবধি কেশ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধ্ব রেখা দ্বয় চিহ্নিত করিয়া তাহার নাসা-মূল-লগ্ন প্রান্ত দ্বয় ভ্রূমধ্যবর্ত্তি রেখা দ্বারা সংযুক্ত করিয়া দেন; তবে বিশেষ এই যে রামানুজ বৈষ্ণবেরা ঊর্দ্ধ্ব পুণ্ড্রের মধ্য দিয়া এক রক্তবর্ণ রেখা করেন, মধ্বাচারিরা তৎ পরিবর্ত্তে নারায়ণ-নিবেদিত দগ্ধ গন্ধদ্রব্যের ভস্ম দ্বারা এক কৃষ্ণবর্ণ রেখা করিয়া তৎপ্রান্তে হরিদ্রা দ্বারা এক বর্ত্তুলাকার তিলক করেন।

ইঁহারাও অপরাপর বৈষ্ণবের ন্যায় বিষ্ণুকে বিশ্ব-কারণ পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন, এবং তাহার প্রামাণ্য দেখাইবার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ দশোপনিষদ্ বহির্গত কতিপয় উপনিষদ্ ও অন্যান্য গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। আদৌ এক মাত্র অদ্বিতীয় বিষ্ণু ছিলেন,* পরে সমুদায় জগৎ তাঁহারই শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে†। ইঁহারা বিষ্ণুর অশেষ প্রকার স্বতন্ত্র ও অনির্ব্বচনীয় উত্তম গুণ স্বীকার করেন‡, এবং কহেন যেমন এক জন স্বতন্ত্র আছেন, সেই রূপ আর এক জন পরতন্ত্র আছেন, অর্থাৎ বিষ্ণু স্বতন্ত্র এবং জীব পরতন্ত্র ¶। ইঁহারা জীব ও পরমেশ্বরের পৃথক্ সত্তা স্বীকার করাতে দ্বৈতবাদী নামে খ্যাত হইয়াছেন, এবং তৎপ্রযুক্ত শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ আচার্য্যের মতের সহিত ইঁহারদিগের মতের বৈলক্ষণ্য হইয়াছে। ইঁহারা বলেন জীবাত্মা নিত্য, ঈশ্বরের অধীন, ও তাঁহার সহিত চিরন্তন-সম্বন্ধযুক্ত, কিন্তু উভয়ে একীভূত নহে।

যথা পক্ষী চ সূত্রঞ্চ নানাবৃক্ষরসা যথা।
যথা নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ শুদ্ধোদলবণে যথা॥
চোরাপহার্য্যৌ চ যথা যথা পুংবিষয়াবপি।
তথা জীবেশ্বরৌ ভিন্নৌ সর্ব্বদৈব বিলক্ষণৌ॥

মহোপনিষৎ।

পক্ষী ও সূত্রে, বৃক্ষ ও রসে, নদী ও সমুদ্রে, শুদ্ধজল ও লবণে, চোর ও অপহৃত দ্রব্যে এবং পুরুষ ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে যেমন বিভিন্নতা আছে, সেই রূপ জীব ও ঈশ্বর নিত্যই ভিন্ন আছেন।

ইঁহারা পরমাত্মাতে জীবের লয় অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তি স্বীকার করেন না। ইঁহারা শৈবদিগের যোগ ও বৈষ্ণবদিগের সাযুজ্য উভয়ই অস্বীকার করেন*। ইঁহারদিগের মতে নারায়ণ বৈকুণ্ঠ ধামে লক্ষ্মী, ভূমি ও নীলা দেবী† নাম্নী পত্নী ত্রয়ের সহিত স্বর্গীয় বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় ঐশ্বর্য্য সুখ সম্ভোগ করেন। তিনি স্বরূপাবস্থায় গুণাতীত, কিন্তু যখন তাঁহার মায়ার সহিত সংযোগ হয়, তখন সত্ত্ব, রজঃ, তমো গুণ ত্রয় বিষ্ণু ও ব্রহ্মা এবং শিব রূপে আবির্ভূত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতে থাকেন। তাঁহারা মায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং মায়ার যোগেই স্বস্ব কার্য্য সম্পাদন করেন। তদ্ভিন্ন সৃষ্টি বিষয়ে এপ্রকার আর আর উপাখ্যান আছে যে ব্রহ্মা, শিব ও অপরাপর দেব গণ ইঁহারা বিশ্ব-কারণ নারায়ণের হৃদয়, ললাট, পার্শ্ব ও অন্য অন্য অঙ্গ হইতে জন্মিয়াছেন, আর বিষ্ণু-প্রধান পুরাণ সমু-

---

* একোনারায়ণআসীৎ ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ।
আনন্দএকএবাগ্রআসীন্নারায়ণঃ প্রভুঃ॥

† বিষ্ণোর্দ্দেহাৎজগৎসর্ব্বমাবিরাসীৎ।

‡ স্বতন্ত্রোভগবান্ বিষ্ণুর্নির্দোষোঽশেষসদ্গুণঃ।
তত্ত্ববিবেকে।

¶ স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রঞ্চ দ্বিবিধং তত্ত্বমিষ্যতে
তত্ত্ববিবেকে।

* তাঁহারা ইহার প্রমাণার্থে বেদ ও পুরাণের বচন বলিয়া এই সকল বচন উদ্ধৃত করেন। যথা
সর্ব্বজ্ঞাল্পজ্ঞভেদাৎ সর্ব্বশক্ত্যল্পশক্তিনঃ।
স্বাতন্ত্র্যপারতন্ত্র্যাভ্যাং সম্ভোগোনেশজীবয়োঃ॥
গরুড়পুরাণে।
আত্মাহি পরমস্বতন্ত্রোধিগুণোজীবোঽল্পশক্তিরস্বতন্ত্রঃ।
ভাল্লবেয়োপনিষৎ।

† দুর্গা অথবা মায়া।

তম প্রস্তরময় প্রাসাদ, অতি গভীর বদ্ধমূলপ্রকাণ্ড তরুবর, তুষারাবৃত উচ্চতম শৈলশিখর, সকলই এককালে বিলুপ্ত হইবেক, চিহ্ন মাত্রও থাকিবেক না। মনুষ্যের সুখৈশ্বর্য্য জীবন যৌবন কিছুরই স্থিরতা নাই। অদ্য যাহাকে সুখ ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ পূর্ব্বক কালযাপন করিতে দেখা যায়, কল্য তাহাকেই নিষ্ঠুর দরিদ্রতার অত্যাচারে দুঃখ ভোগ করিতে দেখিতে হয়; অদ্য যাহার সুস্থতার হিল্লোলে প্রফুল্লানন দৃষ্টি করা যায়, কল্য তাহাকে বিষম ব্যাধির যন্ত্রণায় পীড়িত ও মুমূর্ষু দেখিতে হয়; অদ্য যে জীবিত প্রতিষ্ঠ বলিষ্ঠ, কল্য তাহাকে মৃত ও ধরাতলে শয়িত দেখিতে হয়। এই পৃথিবীর সকলই অনিত্য। অধুনা যে সকল ইন্দ্রিয় আমারদিগের শরীরে থাকিয়া আপনারদিগের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, সে সকল ইন্দ্রিয় অদ্য অথবা অব্দ শতান্তে এক দিবস স্ব স্ব কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবেই, ইহাতে সন্দেহ নাই। এমত এক দিবস অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন কর্ণ আর মধুর বা কর্কশ কোন শব্দই শ্রবণ করিবেনা, নাসিকা আর সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ কোন বস্তুরই আঘ্রাণ লইবেনা, চক্ষুঃ আর সুন্দর কি কুৎসিত কোন পদার্থ দর্শন করিবে না, রসনা আর মধুর বা তিক্ত কোন রসাস্বাদনে সমর্থ হইবে না, এবং হস্ত আর কোমল বা কঠিন কোন বস্তুরই স্পর্শ বোধ করিবে না, সকলেই অবসন্ন হইয়া রহিবে। যে কাল-নিদ্রার ভঙ্গ নাই, তাহাতে আমরা অভিভূত হইব, এবং আমারদিগের জীবন চেষ্টার এক মাত্র আধার এই শরীর শবরূপে ধরাতলে কাষ্ঠ লোষ্টের ন্যায় নিশ্চেষ্ট রহিবেক। এক্ষণে যে মস্তক আমারদিগের শরীরের ভূষণ স্বরূপ বিরাজ করিতেছে, এবং যাহাতে আমারদিগের বুদ্ধি বৃত্তি সকলই নিহিত আছে, তাহাও এক দিবস নদী তীরে বা কোন বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রমধ্যে পথিকেরা অনাবৃত ও পতিত দর্শন করিয়া মানব জীবনের অনিত্যতা আলোচনা করিবে। অধুনা যে অস্থি সকল আমারদিগের শরীরের স্থানে স্থানে বিন্যস্ত রহিয়াছে, সে সকলও এক দিবস ঐরূপ কোন ক্ষেত্রে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পতিত রহিতে দৃষ্ট হইবে। মনুষ্যের জীবন অতি চঞ্চল, কখন্ কাহার মৃত্যু হইবে তাহার কিছুই স্থির নাই। আমরা নিশ্চিত জানি না, কত দিন এই মর্ত্ত্য লোকে বসতি করিব, আমরা দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিয়া জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া ইহ লোক হইতে যে অবসৃত হইব, তাহারই বা নিশ্চয় কি? আমরা এই পৃথিবীতে অদ্য-প্রসূত শিশুকে মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিতে দেখিতেছি, পঞ্চম বর্ষীয় বালককে মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইতে দৃষ্টি করিতেছি, এবং বয়স্ক ব্যক্তিকেও পরলোকে যাত্রা করিতে দেখিতেছি। এক দিবস আমারদিগের মৃত্যু হইবে আমরা ইহাই মাত্র জানি, কিন্তু সে ঘটনার সময় যে কখন্ উপস্থিত হইবে তাহার কিছুই নিশ্চয় জানি না। অদ্যকার এই রজনীতেও আমারদিগের কাল গ্রাসে পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে, আর অর্দ্ধ দণ্ড পরে আমরা সকলে একত্র হইয়া যে ঈশ্বর উপাসনা করিব, সেই আমারদিগের শেষ বারের উপাসনাও হইতে পারে। আমি এইক্ষণে যে বক্তৃতা পাঠদ্বারা আপনারদিগের মনে মানব-জীবনের অনিত্যতার বিষয় মুদ্রিত করিয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছি, ইহার শেষ ভাগ পর্য্যন্ত পাঠ করিতে না করিতেই আমার অন্তিম কাল উপস্থিত হইতেও পারে, এবং আমি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত সঞ্চিত পুণ্য পাপের সহিত লোকান্তরে গমন করিতে পারি। অতএব উপস্থিত কালেই অবধারিত কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করা অতি আবশ্যক, ভাবি কালের প্রতি নির্ভর পূর্ব্বক কোন মতেই কাল বিলম্ব করা উচিত হয় না। জীবন গত হইবার পূর্ব্বেই জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করা অতি কর্ত্তব্য। পরমেশ্বর যে মহৎ অভিপ্রায়ে আমারদিগকে এই অমূল্য জীবন প্রদান করিয়াছেন, সে অভিপ্রায় অবগত হইয়া তদনুসারে কার্য্য করা অতি প্রয়োজনীয়; যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় শীঘ্রই তাহা সম্পাদন করা উচিত, কারণ আমারদিগের জীবন অতি চঞ্চল, এবং কখন্ কাহার মৃত্যু হইবে তাহার কিছুই স্থির

নাই। পরক্ষণে অবধারিত মৃত্যু হইবে জানিতে পারিলে আমরা যেরূপ আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হই, এক্ষণেও সেই রূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য। দূরবর্ত্তী মৃত্যুর নিমিত্তে আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তির ন্যায় প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করা উচিত। যদিও আমরা এইক্ষণে মৃত্যুকে দেখিতে না পাইতেছি, তথাপি আমারদিগের নিশ্চয় জানিতে হইবে, আমরা জীবনের পথে যত অগ্রসর হইতেছি, ততই শমন নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে আগমন পূর্ব্বক আমারদিগের নিকটস্থ হইতেছে। আমরা এই সংসারে ধন মান যশোপার্জ্জনার্থে নিরন্তর ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত পশ্চাৎ অবলোকন করিবার অবকাশ পাই না, সুতরাং মৃত্যু যে আমারদিগের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করি না। যদি আমরা আপনারদিগের পুরোভাগে সর্ব্বদা দৃষ্টি না করিয়া সময়ে সময়ে পশ্চাৎ ভাগে দৃষ্টি করিবার অভ্যাস করিতাম, তাহা হইলে এক্ষণে অসম্পন্ন কর্ত্তব্য হইয়া যেরূপ নিশ্চিন্ত চিত্তে কাল যাপন করিতেছি, এরূপ আচরণ কখনই করিতাম না। অতএব ভাবি কালকে অপেক্ষা না করিয়া বর্ত্তমান হইতেই আপনারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবধারণ করা উচিত, এবং তাহা অবধারণ করিয়া তদ্রূপ আচরণ করিতে প্রাণপণে যত্ন করা উচিত, কোন মতেই কাল বিলম্ব করা বিহিত নহে, কারণ আমারদিগের জীবন অতি চঞ্চল, এবং কখন্ কাহার মৃত্যু হইবে তাহার কিছুই স্থির নাই। যদি আমরা নিশ্চয় জানিতে পারি যে পরমেশ্বরকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রীতি ও শ্রদ্ধা করা উচিত, এবং তাঁহার অনন্ত গুণ চিন্তন পূর্ব্বক শুদ্ধ অন্তঃকরণে উপাসনা করা কর্ত্তব্য, তবে এই সকল অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে কদাপি যত্নের শৈথিল্য অথবা কালগৌণ করা উচিত হয় না। পরমেশ্বর যে আমারদিগের উপাস্য এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতির আস্পদ, ইহা এই অনন্ত বিশ্বের কার্য্য এবং মানব জীবনের সমুদায় বিষয় আলোচনা করিলেই অনায়াসে উপলব্ধি হইবে। আমরা সকলেই জ্ঞাত আছি এবং বিশ্বের ও জীবনের কার্য্যালোচনা পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে পরমেশ্বর করুণাময়, তাঁহার করুণার সীমা নাই। আমরা তাঁহা হইতেই এই অমূল্য জীবন, অমূল্য বুদ্ধি বৃত্তি, সকলই প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি আমারদিগের জীবনের জীবন, নয়নের নয়ন, এবং মনের মন হয়েন, তাঁহার অজস্র করুণা স্রোতে আমরা নিরন্তর সন্তরণ করি। তিনি আমারদিগের যথার্থ মঙ্গল বেত্তা এবং পবিত্র সুখ দাতা; তিনি আমারদিগের পিতা, মাতা, ভ্রাতা সকল হইতে প্রিয়তর; তাঁহার সদৃশ আমারদিগের প্রিয়তম বন্ধু আর কেহই নাই। আমরা তাঁহা হইতে পিতা মাতা প্রভৃতি সুহৃদ্বর্গকে লাভ করিয়াছি, তিনি আমারদিগের পিতার পিতা এবং বন্ধুর বন্ধু হয়েন। এই সংসারের সমস্ত প্রিয়তম ব্যক্তির সহিত এক সময়ে আমারদিগের বিচ্ছেদ হইবে, কিন্তু তাঁহার সহিত কোন কালেই বিচ্ছেদ হইবে না, তাঁহার সহিত আমারদিগের চির সম্বন্ধ। তিনিই আমারদিগের সম্পদ, তিনিই আমারদিগের সৌভাগ্য, অতএব প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার প্রীতি পূর্ণ পবিত্র আনন দর্শন কর এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনার্থে অবিশ্রান্ত যত্ন পাও। লোক বা বিপদ ভয়ে, ধন বা যশোপার্জ্জনের ব্যাঘাত সম্ভাবনায়, ঐ সকল গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে ভাবি কালকে অপেক্ষা করিয়া কোন মতে ক্ষান্ত থাকিবে না, কারণ আমারদিগের জীবন অতি চঞ্চল, এবং কখন্ কাহার মৃত্যু হইবে তাহার কিছুই স্থির নাই। পরমেশ্বর আমারদিগের উপাস্য এবং প্রীতির পরমাস্পদ, ইহা যখন প্রতীত হইবে, তখনই হইতে যাবৎ জীবন তাঁহার উপাসনাতে— তদীয় প্রীতিতে মগ্ন হওয়া উচিত, অদ্য কল্য করিয়া কাল হরণ করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ আমারদিগের জীবনের কোন স্থিরতা নাই এবং শমন সর্ব্বদাই পশ্চাতে উপস্থিত আছে। যদি মনুষ্যকে আপনার সদৃশ প্রীতি করা এবং যথাসাধ্য স্বদেশের উপকার করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম রূপে জানি, তবে আমারদিগের লোভাদি রিপু সকলকে বশীভূত করিয়া

এবং স্বার্থপরতাকে বিসর্জ্জন দিয়া পরের ও স্বদেশের উপকারার্থে যত্ন করা উচিত, লোক বা বিপদ নিন্দা বা অপমান ভয়ে তাহাতে ক্ষান্ত থাকা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ভাবি জীবনের প্রতি নির্ভর পূর্ব্বক উপযুক্ত কাল প্রতীক্ষায় বিলম্ব করা অনুচিত। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য অথবা জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিলে যদি আমারদিগকে কোন ঘোরতর বিপদে পতিত হইতে হয়, কিম্বা কোন গুরুতর দুঃখ ও ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তথাপি কর্ত্তব্য সাধনে পরাংমুখ হওয়া উচিত নহে, দুঃখ বা বিপদ ভয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। ধৈর্য্যাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক দুঃখ ও বিপদের সহিত যুদ্ধ করিতে সসজ্জ হও, কারণ যিনি ইহারদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত শূর। আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরেতে প্রীতি কর এবং তাঁহার করুণার প্রতি নির্ভর পূর্ব্বক নিঃশঙ্ক হইয়া পরের ও স্বদেশের উপকারে রত হও, কোন মতেই ভীত হইও না "আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন"। শুভ কার্য্যে কদাপি কাল বিলম্ব করিও না, কারণ আমারদিগের জীবন অতি চঞ্চল, এবং কখন্ কাহার মৃত্যু হইবে তাহার কিছুই স্থির নাই।

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়—পর্ব্বসংগ্রহ

১৮ সংখ্যক পত্রিকার ২৩০ পৃষ্ঠের পর

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত নন্দন! তুমি যে সমন্ত পঞ্চক তীর্থের উল্লেখ করিয়াছ, আমরা তাহার স্বরূপ ওজবিশেষ বিবরণ জানিতে বাঞ্ছা করি। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে সাধু ব্রাহ্মণ গণ! আমি সমন্তপঞ্চক বৃত্তান্ত ও অন্যান্য নানাশুভ কথা কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। সকল শস্ত্রধারি শ্রেষ্ঠ পরশুরাম ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিতে পিতৃ বধ ক্রোধে অধীর হইয়া ভূয়োভূয়ঃ ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিয়াছিলেন। সেই অনল তুল্য তেজস্বী ঋষি নিজ বীর্য্যে সমস্ত ক্ষত্রিয় কুল উৎসন্ন করিয়া সমন্তপঞ্চকে পঞ্চ রুধির হ্রদ করেন। আমরা শুনিয়াছি, তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া সেই সেই রুধির হ্রদে রুধির দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ ক্রিয়া করেন। অনন্তর ঋচীক প্রভৃতি পিতৃগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ রাম! আমরা তোমার এই রূপ পিতৃভক্তি ও বিক্রম দর্শনে অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর। রাম কহিলেন, হে পিতৃগণ! যদি আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ও আমাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে এই বর দেন, যে আমি রোষপরবশ হইয়া ক্ষত্রিয়কুল সংহার দ্বারা যে পাপগ্রস্ত হইয়াছি, যেন তাহা হইতে মুক্ত হই, এবং আমার এই হ্রদ সকল তীর্থ রূপে ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হয়। পিতৃগণ যথাপ্রার্থিত বর প্রদান পূর্ব্বক ক্ষমস্ব বলিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, তখন তিনি ক্ষান্ত হইলেন।

সেই পঞ্চ রুধির হ্রদের অদূরে যে দেশ আছে তাহাকে পরম পবিত্র সমন্তপঞ্চক কহে। পণ্ডিতেরা কহেন, যে দেশ যে চিহ্নে চিহ্নিত, তদ্দ্বারাই সে দেশের নাম নির্দ্দেশ করা উচিত। কলি ও দ্বাপরের অন্তরে সমন্তপঞ্চকে কুরু পাণ্ডব সৈন্যের যুদ্ধ হইয়াছিল। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধবাসনায় সেই ভূদোষ* বর্জ্জিত ক্ষেত্রে সমাগত ও সেই স্থানেই নিধন প্রাপ্ত হয়। হে ব্রাহ্মণ গণ! সেই দেশের নামের এই ব্যুৎপত্তি। সে দেশ পবিত্র ও রমণীয়। হে ব্রত পরায়ণ মহর্ষি গণ! উক্ত দেশ ত্রিলোকে যেরূপ বিখ্যাত সে সমুদায় নিবেদন করিলাম।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত নন্দন! তুমি যে অক্ষৌহিণী শব্দ প্রয়োগ করিলে আমরা তাহার যথার্থ অর্থ শ্রবণের বাসনা করি। তোমার অবিদিত কিছুই নাই; অতএব কত পদাতি, কত অশ্ব, কত রথ, ও কত গজে

* হিংসা, স্তের, মিথ্যা প্রভৃতি।

এক অক্ষৌহিণী হয়, তাহা সবিশেষ বর্ণন করু। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন; এক রথ, এক গজ, পাঁচ জন পদাতি, তিন অশ্ব, ইহাতে এক পত্তি হয়; তিন পত্তিতে এক সেনামুখ; তিন সেনামুখে এক গুল্ম; তিন গুল্মে এক গণ; তিন গণে এক বাহিনী; তিন বাহিনীতে এক পৃতনা; তিন পৃতনাতে এক চমূ; তিন চমূতে এক অনিকিনী, আর দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী হয়। সমুদায়ে, এক অক্ষৌহিণীতে ২১৮৭০ এক বিংশতি সহস্র অষ্ট শত সপ্ততি সংখ্যক রথ; তাবৎ সংখ্যক গজ; ১০৯৩৫০ এক লক্ষ নয় সহস্র তিন শত পঞ্চাশ জন পদাতি; আর ৬৫৬১০ পঞ্চ ষষ্টি সহস্র ছয় শত দশ অশ্ব থাকে। আমি আপনারদিগকে যে অক্ষৌহিণীর কথা কহিয়াছিলাম, সংখ্যাতত্ত্ব বেত্তারা তাহার এইরূপ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৌরব ও পাণ্ডবদিগের এই রূপ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সমন্তপঞ্চকে একত্র হইয়াছিল; এবং কৌরবদিগকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া, অদ্ভুত শক্তিকাল প্রভাবে সেই স্থানেই নিধন প্রাপ্ত হয়; পরমাস্ত্রবেত্তা ভীষ্মদেব দশ দিবস যুদ্ধ করেন। তৎপরে দ্রোণাচার্য্য পাঁচ দিন কুরু সৈন্য রক্ষা করেন। শত্রুঘাতী কর্ণ দুই দিন যুদ্ধ করেন। শল্য অর্দ্ধ দিবস মাত্র। তৎপরেই গদা যুদ্ধ। সেই দিবসের নিশাগমে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য তিন জনে পরামর্শ করিয়া বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রাগত সমস্ত যুধিষ্ঠির সৈন্য সংহার করেন।

হে শৌনক! আমি আপনকার যজ্ঞে যে ভারত কীর্ত্তন আরম্ভ করিতেছি, ব্যাস শিষ্য ধীমান্ বৈসম্পায়ন জনমেজয়ের যজ্ঞে তাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই ইতিহাসের আদিভাগে, মহানুভাব নরপতি গণের যশঃ ও বীর্য্যের সবিস্তর বর্ণনা নিমিত্ত, পৌষ্য, পৌলোম ও আস্তীক এই তিন পর্ব্ব আছে। এই গ্রন্থ বিচিত্র অর্থ, পদ, ও আখ্যান এবং বহুবিধ আচার নিয়মে পরিপূর্ণ। যেমন, মোক্ষার্থিরা এক মাত্র উপায় বোধে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া থাকেন; সেইরূপ প্রাজ্ঞনেরা এক মাত্র শ্রেয়ঃ সাধন বোধ করিয়া এই পরম পবিত্র ইতিহাস গ্রন্থের উপাসনা করেন। যেমন সমুদায় জ্ঞাতব্য পদার্থ মধ্যে আত্মা এবং সমস্ত প্রিয় বস্তু মধ্যে জীবন শ্রেষ্ঠ; সেইরূপ এই পরম পবিত্র ইতিহাস সর্ব্ব শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ। যেমন আহার ব্যতিরেকে শরীর ধারণের আর উপায় নাই; সেইরূপ এই ইতিহাস গ্রন্থোক্ত কথা ব্যতিরিক্ত ভূমণ্ডলে আর কথা নাই। যেমন অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষি ভৃত্যেরা সৎকুলজাত প্রভুর সেবা করে; সেইরূপ কবিগণ জ্ঞান লাভ বাসনায় এই ভারতের সেবা করিয়া থাকেন। যেমন সমুদায় লৌকিক ও বৈদিক বাক্য স্বর ও ব্যঞ্জনে অর্পিত; সেইরূপ এই উৎকৃষ্ট ইতিহাস গ্রন্থে শ্রেয়ঃ সাধনী বুদ্ধি অর্পিত আছে।

এইক্ষণে আপনারা সেই অশেষ প্রজ্ঞার আকর, সুচারু রূপে রচিত, অতর্কনীয় বিষয়ের মীমাংসা যুক্ত, বেদার্থ ভূষিত ভারতাখ্য ইতিহাসের পর্ব্ব সংগ্রহ শ্রবণ করুণ। সর্ব্ব প্রথমে, অনুক্রমণিকা পর্ব্ব; দ্বিতীয় পর্ব্ব সংগ্রহ পর্ব্ব; তৎপরে পৌষ্য, পৌলোম, আস্তীক, ও আদি বংশাবতরণ পর্ব্ব; তৎপরে পরমাদ্ভুত সম্ভব পর্ব্ব; তৎশ্রবণে শরীরের রোমাঞ্চ হয়। তৎপরে, জতুগৃহ দাহ; তৎপরে হিড়িম্ব বধ; তৎপরে বক বধ; তৎপরে চৈত্র রথ; তৎপরে দ্রৌপদী স্বয়ম্বর, তৎপরে বৈবাহিক পর্ব্ব; তৎপরে বিদুরাগমন ও রাজ্য লাভ পর্ব্ব; তৎপরে অর্জ্জুন বনবাস; তৎপরে সুভদ্রা হরণ; সুভদ্রা হরণের পর যৌতুকাহরণ পর্ব্ব; তৎপরে খাণ্ডবদাহ ও ময়দানব দর্শন পর্ব্ব। তৎপরে সভাপর্ব্ব; তৎপরে মন্ত্রণাপর্ব্ব; তৎপরে জরাসন্ধ বধ; তৎপরে দিগ্বিজয় পর্ব্ব; দিগ্বিজয়ের পর রাজসূয় পর্ব্ব; তৎপরে অর্ঘাভিহরণ; তৎপরে শিশুপাল বধ; তৎপরে দ্যূত পর্ব্ব; তৎপরে অনুদ্যূত পর্ব্ব; তৎপরে অরণ্য পর্ব্ব; তৎপরে কির্ম্মীর বধ পর্ব্ব; তৎপরে অর্জ্জুনাভিগমন পর্ব্ব; তৎপরে কিরাত পর্ব্ব; এই পর্ব্বে মহাদেবের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ বর্ণিত আছে। তৎপরে ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের তীর্থ যাত্রা পর্ব্ব; তৎপরে জটাসুর বধ পর্ব্ব; তৎপরে যক্ষযুদ্ধ; তৎপরে [illegible]লোকাভিগমন; তৎপ-

রে নলোপাখ্যান পর্ব্ব; তৎশ্রবণে ধর্ম্মলাভ ও করুণ রসের উদয় হয়। তৎপরে পতিব্রতা মাহাত্ম্য; তৎপরে পরমাদ্ভুত সাবিত্রী মাহাত্ম্য; তৎপরে নিবাতকবচ যুদ্ধ; তৎপরে অজগর পর্ব্ব; তৎপরে মার্কণ্ডেয় সমস্যা; তৎপরে দ্রৌপদী সত্যভামা সম্বাদ; তৎপরে ঘোষ যাত্রা; তৎপরে মৃগ স্বপ্ন; তৎপরে ব্রীহিদ্রৌণিক; তৎপরে ইন্দ্রদ্যুম্ন পর্ব্ব; তৎপরে জয়দ্রথ কর্ত্তৃক বন হইতে দ্রৌপদী হরণ; তৎপরে রামোপাখ্যান; তৎপরে কুণ্ডলাহরণ; তৎপরে অরণীহরণ পর্ব্ব; তৎপরে বিরাট পর্ব্ব; তৎপরে পাণ্ডব প্রবেশ; তৎপরে সময় পালন; তৎপরে কীচক বধ; তৎপরে গোগ্রহণ; তৎপরে অভিমন্যু ও উত্তরার বিবাহ পর্ব্ব; তৎপরে পরমাদ্ভুত উদ্যোগ পর্ব্ব; তৎপরে সঞ্জয় যাত্রা; তৎপরে চিন্তা প্রযুক্ত ধৃতরাষ্ট্রের জাগরণ; তৎপরে পরমগুহ্য সনৎসুজাত পর্ব্ব; ইহাতে আত্ম জ্ঞানের কথা আছে। তৎপরে যান সন্ধি; তৎপরে ভগবদ্যাত্রা; তৎপরে মাতলীয়োপাখ্যান; তৎপরে গালব চরিত; তৎপরে সাবিত্রী উপাখ্যান; বামদেবোপাখ্যান; বৈণ্যোপাখ্যান; জামদগ্ন্যোপাখ্যান; তৎপরে ষোড়শ রাজিক পর্ব্ব; তৎপরে কৃষ্ণের সভা প্রবেশ; তৎপরে বিদুলাপুত্র শাসন; তৎপরে কৃষ্ণপ্রত্যাখ্যান ও বিদুলাপুত্র দর্শন; তৎপরে সৈন্যোদ্যোগ ও শ্বেতোপাখ্যান; তৎপরে মহাত্মা কর্ণের বিবাদ; তৎপরে মন্ত্র নিশ্চয় পূর্ব্বক কার্য্য চিন্তন; তৎপরে সেনাপতি নিয়োগাখ্যান; তৎপরে শ্বেত বাসুদেব সম্বাদ; তৎপরে কুরু পাণ্ডব সৈন্য নির্যাণ; তৎপরে সৈন্য সংখ্যা; তৎপরে অমর্ষবর্দ্ধক উলূক নামক দূতের আগমন; তৎপরে অম্বোপাখ্যান; তৎপরে অদ্ভুত ভীষ্মাভিষেক পর্ব্ব; তৎপরে জম্বুদ্বীপ সন্নিবেশ পর্ব্ব; তৎপরে ভূমি পর্ব্ব; তৎপরে দ্বীপ বিস্তার কথন পর্ব্ব; তৎপরে ভগবদ্গীতা পর্ব্ব; তৎপরে ভীষ্ম বধ পর্ব্ব; তৎপরে দ্রোণাভিষেক; তৎপরে সংশপ্তক [illegible] তৎপরে অভিমন্যু বধ পর্ব্ব; তৎপরে [illegible] জ্ঞা পর্ব্ব; তৎপরে জয়দ্রথ বধ; তৎপরে ঘটোৎকচ বধ; তৎপরে পরমাদ্ভুত দ্রোণ বধ পর্ব্ব; তৎপরে নারায়ণাস্ত্র ত্যাগ পর্ব্ব, তৎপরে কর্ণ পর্ব্ব; তৎপরে শল্য পর্ব্ব; তৎপরে হ্রদ প্রবেশ; তৎপরে গদা যুদ্ধ পর্ব্ব; তৎপরে অতি বীভৎস সৌপ্তিক পর্ব্ব; তৎপরে অতি নিদারুণ ঐষীক পর্ব্ব; তৎপরে জল প্রদানিক পর্ব্ব; তৎপরে স্ত্রী বিলাপ পর্ব্ব; তৎপরে কুরু বংশীয়দিগের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া পর্ব্ব; তৎপরে ব্রাহ্মণ বেশ ধারি চার্ব্বাক রাক্ষসের নিগ্রহ পর্ব্ব; তৎপরে শান্তি পর্ব্ব; এই পর্ব্বে রাজধর্ম্মানুশাসন ও আপদ্ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। তৎপরে মোক্ষ ধর্ম্ম পর্ব্ব; তৎপরে শুক প্রশ্নাভিগমন; ব্রহ্ম প্রশ্নানুশাসন; দুর্ব্বাসার প্রাদুর্ভাব ও মায়া সম্বাদ পর্ব্ব; তৎপরে আনুশাসনিক পর্ব্ব; তৎপরে ধীমান্ ভীষ্মের স্বর্গারোহণ পর্ব্ব; তৎপরে সর্ব্ব পাপক্ষয়কারি অশ্বমেধ পর্ব্ব; তৎপরে অধ্যাত্মবিদ্যা প্রতিপাদক অনুগীতা পর্ব্ব; তৎপরে আশ্রম বাস পর্ব্ব; তৎপরে পুত্র দর্শন পর্ব্ব; তৎপরে নারদাগমন পর্ব্ব; তৎপরে অতি দারুণ মৌসল পর্ব্ব; তৎপরে মহাপ্রস্থান; তৎপরে স্বর্গারোহণ পর্ব্ব; তৎপরে খিল নামক হরিবংশ পর্ব্ব; তাহাতে বিষ্ণু পর্ব্ব, শিশুচর্য্যা, কংস বধ, ও পরমাদ্ভুত ভবিষ্য পর্ব্ব উক্ত হইয়াছে। মহাত্মা ব্যাসদেব এই শত পর্ব্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; পরে লোমহর্ষণ পুত্র উগ্রশ্রবাঃ নৈমিষারণ্যে যথাক্রমে অষ্টাদশ পর্ব্ব কীর্ত্তন করেন। ভারত সংক্ষেপ রূপ পর্ব্ব সংগ্রহ উক্ত হইল।

পৌষ্য, পৌলোম, আস্তীক, আদিবংশাবতরণ, সম্ভব, জতুগৃহ, হিড়িম্ব বধ, বক বধ, চৈত্ররথ, দ্রৌপদী স্বয়ম্বর, বৈবাহিক, বিদুরাগমন, রাজ্যলাভ, অর্জ্জুন বনবাস, সুভদ্রাহরণ, যৌতুকানয়ন, খাণ্ডবদাহ, ময় দর্শন, এই সমস্ত আদি পর্ব্বের অন্তর্গত। পৌষ্য পর্ব্বে উতঙ্কের মাহাত্ম্য ও পৌলোমে ভৃগু বংশ বিস্তার বর্ণিত আছে। আস্তীক পর্ব্বে সমুদায় সর্প কুল ও গরুড়ের উৎপত্তি, ক্ষীর সমুদ্র মথন, উচ্চৈঃশ্রবার জন্ম, রাজা জনমেজয়ের সর্প-সত্রানুষ্ঠান

প্রভৃতি ও ভরতবংশীয় মহাত্মাদিগের কীর্ত্তন আছে। সম্ভব পর্ব্বে অশেষ রাজকুল, অন্যান্য বীর পুরুষ ও মহর্ষি দ্বৈপায়নের উৎপত্তি; দেবতাগণের অংশাবতার; সর্প, গন্ধর্ব্ব, পক্ষী, ও অন্য অন্য নানা জীবের উদ্ভব, যে ভরতের নামানুসারে লোকে ভারতকুল প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তপঃপরায়ণ কণ্ব মুনির আশ্রমে, দুষ্মন্তের ঔরসে, শকুন্তলা গর্ভে, তাঁহার জন্ম গ্রহণ; শান্তনুগৃহে গঙ্গা গর্ভে মহাত্মা বসুদিগের পুনর্জ্জন্ম, ও তাঁহাদিগের স্বর্গারোহণ; তদীয় তেজোভাগ সমষ্টি; ভীষ্মের জন্ম; তাঁহার রাজ্যপরিত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন, প্রতিজ্ঞা পালন, স্বীয় ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদের রক্ষণ, চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্র বীর্য্যের রক্ষা ও তাঁহাকে রাজ্যে প্রতিপাদন; অণীমাণ্ডব্য শাপে ধর্ম্মের নরলোকে উৎপত্তি; বরদান বলে দ্বৈপায়নের ঔরসে জন্ম; ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও পাণ্ডবদিগের উৎপত্তি আছে।

দুর্য্যোধনের বারণাবত যাত্রা মন্ত্রণা; ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের হিতার্থে পথে তাঁহাকে ম্লেচ্ছ ভাষায় বিদুরের হিতোপদেশ প্রদান; বিদুরের পরামর্শে সুরঙ্গ নির্ম্মাণ; জতুগৃহে পঞ্চপুত্র সহিত নিদ্রিতা নিষাদীর ও পুরোচন নামক ম্লেচ্ছের দাহ; ঘোর অরণ্যে পাণ্ডবদিগের হিড়িম্বা দর্শন ও সেই স্থানে মহাবল ভীম কর্ত্তৃক হিড়িম্ব বধ; ঘটোৎকচের জন্ম; মহা তেজস্বি মহর্ষি ব্যাসদেবের সন্দর্শন; তদীয় আদেশানুসারে একচক্রা নগরে ব্রাহ্মণ গৃহে পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাত বাস; বকরাক্ষস বধ ও তদ্দর্শনে নগর বাসি লোকের বিস্ময়; দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম; ব্রাহ্মণ মুখে দ্রৌপদীর পরমাদ্ভুত জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ব্যাসের উপদেশানুসারে দ্রৌপদী লাভাভিলাষে স্বয়ম্বর দর্শনার্থে পাণ্ডবদিগের পাঞ্চাল দেশ যাত্রা; গঙ্গাতীরে গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণকে পরাজয় করিয়া তাহার সহিত মৈত্রী স্থাপন ও তৎসমীপে তপতী, বশিষ্ঠ ও ঔর্ব্বের উপাখ্যান শ্রবণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃ সহিত অর্জ্জুনের পাঞ্চালাভিমুখে গমন; পাঞ্চাল নগরে সমাগত সর্ব্ব নৃপতি সমক্ষে লক্ষ্য ভেদ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের দ্রৌপদী লাভ; তদ্দর্শনে জাতক্রোধ রাজগণের এবং শল্য ও কর্ণের ভীমার্জ্জুন কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজয়; ভীম ও অর্জ্জুনের তাদৃশ অপ্রমেয় অমানুষ বীর্য্যদর্শনে পাণ্ডব বোধ করিয়া কৃষ্ণ বলরামের তৎ সাক্ষাৎকারার্থ ভার্গবগৃহ গমন; পাঁচ জনের এক ভার্য্যা হইবেক, এই নিমিত্ত দ্রুপদের বিমর্ষ; তদুপলক্ষে পরমাদ্ভুত পঞ্চেন্দ্রোপাখ্যান কথন; দ্রৌপদীর দেব বিহিত অমানুষ বিবাহ; ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডব সমীপে বিদুর প্রেরণ; বিদুরের উপস্থিতি ও কৃষ্ণ দর্শন; পাণ্ডবদিগের খাণ্ডব প্রস্থ বাস ও রাজ্যার্দ্ধ প্রাপ্তি; নারদের আজ্ঞায় পঞ্চ ভ্রাতার দ্রৌপদী বিষয়ে নিয়ম ও প্রতিজ্ঞা; দ্রৌপদী সহিত নির্জ্জনোপবিষ্ট যুধিষ্ঠির সমীপে গমন ও তথা হইতে অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক শবরগণের ব্রাহ্মণের অপহৃত গোধন প্রত্যানয়ন করিয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে অর্জ্জুনের বনপ্রস্থান; বনবাস কালে উলূপী নাম্নী নাগ কন্যার সহিত সমাগম; তীর্থ পর্য্যটন ও বভ্রুবাহন জন্ম, তপস্বি ব্রাহ্মণ শাপে গ্রাহযোনি প্রাপ্ত পঞ্চ অপ্সরার শাপমোচন; প্রভাস তীর্থে কৃষ্ণের সহিত সমাগম; দ্বারকাতে কৃষ্ণের সম্মতি ক্রমে সুভদ্রা প্রাপ্তি; যৌতুক প্রদানার্থে কৃষ্ণের খাণ্ডব প্রস্থাগমনের পর সুভদ্রা গর্ভে মহাতেজাঃ অভিমন্যুর জন্ম; দ্রৌপদীর পুত্রোৎপত্তি; কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন জল বিহারার্থে যমুনাগমন করিলে তথায় উভয়ের চক্র ও ধনুঃ প্রাপ্তি; খাণ্ডবদাহ এবং ময়দানব ও ভুজঙ্গের অগ্নি দাহ হইতে মোক্ষণ; মন্দপাল নামক মহর্ষির শার্ঙ্গী গর্ভে তনয়োৎপত্তি। বহু বিস্তৃত আদি পর্ব্বে এই সকল বিষয় বর্ণিত আছে। মহর্ষি ব্যাসদেব এই পর্ব্বে দুই শত সপ্তবিংশতি অধ্যায় সংখ্যা করিয়াছেন। মহাত্মা মুনি ইহাতে আট সহস্র আট শত চতুরশীতি শ্লোক কহিয়াছেন।

সভা নামক বহু বৃত্তান্ত যুক্ত দ্বিতীয় পর্ব্ব আরম্ভ হইতেছে।

পাণ্ডবদিগের সভা নির্ম্মাণ; কিঙ্কর দর্শন; দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক ইন্দ্রাদি লোক-

পাল সভা বর্ণন; রাজসূয় যজ্ঞারম্ভ; জরাসন্ধ বধ; গিরিব্রজ নিরুদ্ধ রাজগণের কৃষ্ণ কর্তৃক উদ্ধার; পাণ্ডবদিগের দিগ্বিজয়; উপঢৌকন লইয়া রাজাদিগের রাজসূয় মহাযজ্ঞে আগমন; রাজসূয়ের অর্ঘ দান প্রস্তাব কালে শিশুপাল বধ; যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের তাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শনে দুর্য্যোধনের বিষাদ ও ঈর্ষ্যা; সভা মণ্ডপে ভীমকৃত দুর্য্যোধনোপহাস; দুর্য্যোধনের ক্রোধ; দ্যূত ক্রীড়ার অনুষ্ঠান; দ্যূতকার শকুনি কর্তৃক দ্যূতে যুধিষ্ঠিরের পরাজয়; দ্যূতার্ণব মগ্না পরম দুঃখিতা স্নুষা দ্রৌপদীর মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক উদ্ধার; পাণ্ডবদিগের উদ্ধার দেখিয়া দুর্য্যোধন কর্তৃক পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়ার্থে তাহাদিগের আহ্বান ও পরাজয় পূর্ব্বক বন প্রেরণ; মহাত্মা দ্বৈপায়ন সভাপর্ব্বে এই সমস্ত ব্যাপার কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই পর্ব্বে অষ্ট সপ্ততি অধ্যায় আছে। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই পর্ব্বে দ্বিসহস্র পঞ্চ শত একাদশ শ্লোক আছে জানিবেন।

অতঃপর আরণ্য নামক তৃতীয় পর্ব্ব।

মহাত্মা পাণ্ডবেরা বন প্রস্থান করিলে পুরবাসি গণের যুধিষ্ঠিরানুগমন, অনুগত দ্বিজ গণের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহার্থ ধৌম্য ঋষির উপদেশানুসারে মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সূর্য্যারাধনা, সূর্য্য প্রসাদাৎ অন্ন লাভ; ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক হিতবাদি বিদুরের পরিত্যাগ; ধৃতরাষ্ট্র পরিত্যক্ত বিদুরের যুধিষ্ঠিরাদি সমীপ গমন; ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে তাহার পুনরাগমন; কর্ণের পরামর্শ ক্রমে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের বনস্থ পাণ্ডব বিনাশ মন্ত্রণা; তাহার দুষ্ট অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ব্যাসের সত্বর আগমন; ব্যাস কর্তৃক দুর্য্যোধনাদির বন গমন নিবারণ; সুরভির উপাখ্যান; মৈত্রেয়ের ধৃতরাষ্ট্র সমীপে আগমন; মৈত্রেয়ের ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দান; মৈত্রেয়ের রাজা দুর্য্যোধনকে শাপ প্রদান; ভীমসেন কর্তৃক সংগ্রামে কির্ম্মীর রাক্ষস বধ; শকুনি ছল পূর্ব্বক দ্যূতে পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিয়াছে শুনিয়া বৃষ্ণি বংশীয় ও পাঞ্চালদিগের আগমন; জাতক্রোধ কৃষ্ণের অর্জ্জুন কর্তৃক সান্ত্বনা; কৃষ্ণের নিকট দ্রৌপদীর বিলাপ ও পরিতাপ; দুঃখার্ত্তা দ্রৌপদীকে কৃষ্ণের আশ্বাস প্রদান; সৌভপতি শাল্বের বধ কীর্ত্তন; কৃষ্ণ কর্তৃক সপুত্রা সুভদ্রার দ্বারকা নয়ন; ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক দ্রৌপদী তনয়দিগের পাঞ্চাল নগরে নয়ন; পাণ্ডবদিগের রমণীয় দ্বৈতবনে প্রবেশ; তথায় দ্রৌপদী ও ভীমের সহিত যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন; ব্যাসদেবের পাণ্ডব সমীপে আগমন ও যুধিষ্ঠিরকে প্রতিস্মৃতি নামক বিদ্যাদান; ব্যাসের অন্তর্দ্ধানের পর পাণ্ডবদিগের কাম্যক বন প্রবেশ; অস্ত্র লাভার্থে মহাবীর্য্য অর্জ্জুনের প্রবাস গমন; কিরাতরূপি মহাদেবের সহিত যুদ্ধ; ইন্দ্রাদি লোকপাল দর্শন, অস্ত্র লাভ, অস্ত্র শিক্ষার্থে ইন্দ্রলোক গমন; পাণ্ডব বৃত্তান্ত শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তা; পাণ্ডবদিগের পরম জ্ঞানি মহর্ষি বৃহদশ্ব দর্শন; দুঃখার্ত্ত যুধিষ্ঠিরের বিলাপ ও পরিতাপ; ধর্ম্ম করুণ রসজনক নলোপাখ্যান; দময়ন্তী ও নলের চরিত কীর্ত্তন; যুধিষ্ঠিরের বৃহদশ্ব হইতে অক্ষহৃদয় নামক বিদ্যা প্রাপ্তি; স্বর্গ হইতে লোমশ ঋষির পাণ্ডবদিগের নিকট আগমন; বনবাসগত মহাত্মা পাণ্ডবদিগের নিকট লোমশ কর্তৃক স্বর্গবাসি অর্জ্জুনের বৃত্তান্ত কথন; অর্জ্জুন বাক্যানুসারে পাণ্ডবদিগের তীর্থাভিগমন; তীর্থের ফল ও পবিত্রত্ব কীর্ত্তন; মহর্ষি নারদ কর্তৃক পুলস্ত্য তীর্থ যাত্রা; মহাত্মা পাণ্ডবদিগের তীর্থযাত্রা; কুণ্ডল দান দ্বারা কর্ণের ইন্দ্র হস্ত হইতে মুক্তি; গয়াসুরের যজ্ঞ বর্ণনা; অগস্ত্যোপাখ্যান, ও বাতাপি ভক্ষণ, সন্তান লাভার্থে অগস্ত্য মুনির লোপামুদ্রা পাণিগ্রহ; কৌমার ব্রহ্মচারি ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত কীর্ত্তন; অতি তেজস্বি জামদগ্ন্য রামের চরিত কথন; কার্ত্তবীর্য্য ও হৈহয়দিগের বধ বর্ণন; প্রভাস তীর্থে যদুবংশীয়দিগের সহিত পাণ্ডবদিগের সমাগম; সুকন্যার উপাখ্যান; শর্য্যাতি রাজার যজ্ঞে চ্যবন মুনি কর্তৃক অশ্বিনী কুমার যুগলের সোমপীথি কার্য্যে বরণ; অশ্বিনীকুমারযুগলের অনুগ্রহে চ্যবনের যৌবন প্রাপ্তি; মান্ধাতার উপাখ্যান; জন্তু নামক রাজপুত্রের উপাখ্যান; মহর্ষি

পুত্র লাভ বাসনায় সোমক রাজার জন্তু নামক পুত্রের প্রাণ বধ পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান ও শত পুত্র প্রাপ্তি; অত্যুৎকৃষ্ট শ্যেন কপোতোপাখ্যান; ইন্দ্র ও অগ্নির শিবি রাজাকে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা; অষ্টাবক্রোপাখ্যান; জনক যজ্ঞে নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ বরুণপুত্র বন্দির সহিত অষ্টাবক্র মুনির বিবাদ; অষ্টাবক্রের বন্দি পরাজয় পূর্ব্বক সাগর জল মগ্ন পিতার উদ্ধার; যবক্রীত ও মহাত্মা রৈভ্যের উপাখ্যান; পাণ্ডবদিগের গন্ধমাদন যাত্রা ও নারায়ণাশ্রমে বাস; গন্ধমাদনে অবস্থান কালে পুষ্পাহরণার্থে দ্রৌপদীর ভীম প্রেরণ; গমন কালে ভীম কর্ত্তৃক কদলীবন মধ্যস্থ মহাবল হনুমানের দর্শন; পুষ্পাহরণার্থে ভীমের সরোবরাবগাহন; মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসগণের ও মণিমান প্রভৃতি মহাবীর্য্য যক্ষদিগের সহিত ভীমের যুদ্ধ; ভীম কর্ত্তৃক জটাসুর নামক রাক্ষসের বধ; রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার অভিগমন; পাণ্ডবদিগের আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে গমন ও বাস; দ্রৌপদীর মহাত্মা ভীমসেনকে উৎসাহ প্রদান; ভীমের কৈলাসারোহণ; তথায় মণিমান্ প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত যক্ষগণের সহিত যুদ্ধ; পাণ্ডবদিগের কুবের সহিত সমাগম; দিব্যাস্ত্র লাভানন্তর অর্জ্জুনের ভ্রাতৃগণের সহিত সমাগম; হিরণ্যপুরবাসি নিবাতকবচ গণের ও পুলোমা পুত্র কালকেয়দিগের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ; অর্জ্জুন কর্ত্তৃক তাহারদিগের রাজার প্রাণ বধ; যুধিষ্ঠির সকাশে অর্জ্জুনের অস্ত্র সন্দর্শনে উপক্রম; দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক তৎ প্রতিষেধ; গন্ধমাদন হইতে পাণ্ডবদিগের অবতরণ; গহনবনে পর্ব্বত তুল্য প্রকাণ্ড মহাবল ভুজগেন্দ্র কর্ত্তৃক ভীম গ্রহণ; প্রশ্ন কথন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের ভীমোদ্ধার; মহাত্মা পাণ্ডবদিগের পুনর্ব্বার কাম্যক বনে আগমন; কাম্যকস্থিত নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবদিগের দর্শনার্থে কৃষ্ণের আগমন; মার্কণ্ডেয় সমস্যা; মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক বেণপুত্র পৃথু রাজার উপাখ্যান কীর্ত্তন; সরস্বতী ও তার্ক্ষ্য মুনি সম্বাদ; তদনন্তর মৎস্যোপাখ্যান কথন; ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান; ধুন্ধুমারোপাখ্যান; পতিব্রতার উপাখ্যান; অঙ্গিরার উপাখ্যান; দ্রৌপদী সত্যভামা সম্বাদ; পাণ্ডবদিগের দ্বৈতবনে পুনরাগমন; ঘোষ যাত্রা; গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের বন্ধন; অর্জ্জুন কর্ত্তৃক গন্ধর্ব্ব বন্ধন হইতে দুর্য্যোধনের মোচন; যুধিষ্ঠিরের মৃগ স্বপ্ন দর্শন; কাম্যক বনে পুনর্গমন; বহু বিস্তৃত ব্রীহিদ্রৌণিক উপাখ্যান; দুর্ব্বাসার উপাখ্যান; আশ্রম মধ্য হইতে জয়দ্রথ কর্ত্তৃক দ্রৌপদী হরণ; মহাবল মহাবেগ ভীম কর্ত্তৃক জয়দ্রথের পঞ্চশিখাকরণ; বহু বিস্তৃত রামায়ণোপাখ্যান; যুদ্ধে রাম কর্ত্তৃক রাবণ বধ; সাবিত্রীর উপাখ্যান; কুণ্ডল দ্বয় দান দ্বারা ইন্দ্র হইতে কর্ণের মুক্তি; সন্তুষ্ট ইন্দ্রের কর্ণকে এক-পুরুষ-ঘাতিনী শক্তি (অস্ত্র বিশেষ) দান; আরণেয় উপাখ্যান; ধর্ম্মের স্বপুত্রানুশাসন; বর প্রাপ্তি পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের পশ্চিম দিক্ প্রস্থান। আরণ্যক পর্ব্বে এই সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তিত আছে। এই পর্ব্বে দুই শত একোনসপ্ততি অধ্যায় ও একাদশ সহস্র ছয় শত চৌবট্টি শ্লোক আছে।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

মনুষ্যের প্রকৃতি নির্ণয় ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ

৬৮ সংখ্যক পত্রিকার ২২৩ পৃষ্ঠের পর

জগদীশ্বর মনুষ্যকে কিরূপ প্রকৃতি দিয়াছেন, এবং বাহ্যবস্তুর সহিত তাহার কিরূপ শুভকর সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

মনুষ্যের ভৌতিক প্রকৃতি।

অস্থি, মাংস, রক্ত, নাড়ী, মস্তিষ্ক প্রভৃতি বিবিধ বস্তু দ্বারা শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে; তৎ সমুদায়ই ভৌতিক-পদার্থ-রচিত ও ভৌতিক নিয়মের অধীন। অপরাপর জড় পদার্থের ন্যায় শরীরও উচ্চ ভূমি হইতে পতিত হইলে আহত হয়, এবং অগ্নি-সংযুক্ত হইলে দগ্ধ হয়। অতএব মনুষ্যের সুখ দুঃখ জগতের ভৌতিক নিয়মের উপর কত নির্ভর

করে, তাহা জানিতে হইলে প্রথমতঃ ভৌতিক পদার্থ সমুদায়ের কার্য্য দেখিয়া ভৌতিক নিয়ম নিরূপণ করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ শরীরের কি প্রকার গঠন, ও কি প্রকার নিয়মে তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে হয়; তৃতীয়তঃ তাহার সহিত ভৌতিক নিয়মের কি প্রকার সম্বন্ধ, তাহারও নির্দ্দেশ করিতে হয়। এ সমুদায় অবগত হইলে আমরা ভৌতিক নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিয়া তদ্দ্বারা কত উপকৃত হইতে পারি তাহার নিশ্চয় করিতে পারা যায়; এবং ভৌতিক পদার্থের অনিবার্য্য শক্তি দ্বারাই বা আমাদিগের কত দুঃখ হয়, আর অজ্ঞান প্রযুক্তই বা কত ক্লেশের উৎপত্তি হয় তাহাও নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। পশ্চাৎ এবিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ করা যাইবেক, সম্প্রতি ইহা নিশ্চয় জানা উচিত যে যাবদীয় ভৌতিক পদার্থ আছে, তাহাদের যথা নিয়মে নিয়োগ করিতে না পারিলেই দুঃখোৎপত্তি হয়। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে। তদ্দ্বারা লোকের অন্ন পাক, অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ, বাষ্প-যন্ত্রের কার্য্য সম্পাদন, ইত্যাকার সহস্র সহস্র প্রকার উপকার দর্শিতেছে। তবে যে অগ্নি দ্বারা কাহারও গৃহ দাহ হইয়া সর্ব্বনাশ, বা শরীর দগ্ধ হইয়া প্রাণ সংহার, অথবা অন্য প্রকার অশুভ ঘটনা হয়, তাহা অসাবধানতা প্রযুক্তই হইয়া থাকে। বল ও বুদ্ধির চালনার দ্বারা ঐ সমস্ত বিপদের নিবারণ হইতে পারে কি না তাহা বিবেচনা করা উচিত। এই প্রকার যুক্তিপরম্পরা ক্রমে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা ধ্রুব জ্ঞান হইবে যে পরমেশ্বর মনুষ্যের সুখাভিপ্রায়েই সমস্ত ভৌতিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং প্রায়ই আমাদিগের নিয়ম প্রতিপালনে ত্রুটি প্রযুক্ত দুঃখের উৎপত্তি হয়। যদি আমরা বিশ্ব সম্রাটের সমুদায় ভৌতিক ও অন্যান্য নিয়ম প্রতিপালনে সমর্থ হই, তবে ভূলোক পরম সুখাস্পদ স্বর্গলোক হইয়া উঠে।

মনুষ্যের শারীরিক প্রকৃতি।

মনুষ্য শরীরী জীব, সুতরাং শারীরিক নিয়মের অধীন। পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, যে শরীরী বস্তু শরীরান্তর হইতে উৎপন্ন হয়, আহার দ্বারা সজীব থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার বৃদ্ধি, হ্রাস, ও ভঙ্গ হয়। এই সমুদায় বিষয় যথা নিয়মে সম্পন্ন হইলে সুখোৎপত্তি হয়, আর তাহা না হইলেই দুঃখ ঘটনা হয়।

প্রথমতঃ বীজ যদি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, তবে তদুৎপন্ন শরীরী বস্তুও সর্ব্ব সুলক্ষণসম্পন্ন হয়, আর বীজের বৈলক্ষণ্য হইলে তাহা হইতে যে বস্তুর উৎপত্তি হয় তাহারও বৈলক্ষণ্য ঘটে। যাহার কোন কোন প্রাণাশ্রয় অংশ নষ্ট হইয়াছে, এমত বীজ বপন করিলে, তদুৎপন্ন তৃণও তত্তৎ অংশহীন হয়। যদি কোন বীজের সমুদায় অংশ পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু কুস্থানে স্থিতি বা কালান্তর দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম ঘটে, আর তাহা সুন্দর রূপ পরিপক্ক না হইয়া থাকে তবে তদুৎপন্ন বৃক্ষ সতেজ হয় না, এবং দীর্ঘ কাল সজীবও থাকে না। মনুষ্যের বিষয়েও এই প্রকার নিয়ম। অপক্ব বয়স্ক বা পীড়িতাবস্থায় সন্তান হইলে সে সন্তান কখনই হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয় না। বরঞ্চ অল্প কালেই জরাগ্রস্ত ও মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইয়া অপরাধী পিতা মাতাকে শোকাকুল করিয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ শরীরী জীবদিগের আপন আপন স্বভাবানুযায়ী উৎকৃষ্ট-গুণান্বিত পরিমিতরূপ জল, বায়ু, জ্যোতি, ও খাদ্য সামগ্রী, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমুদায় অজস্র মরণাপন্ন নিতান্ত আবশ্যক। এই নিয়ম প্রতিপালন করিলে দেহের শক্তি ও মনের বৃত্তি সমুদায় সতেজ হয়, শরীরের সুস্থতা বোধে চিত্তের স্ফূর্ত্তি জন্মে, এবং অন্তঃকরণ সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে। রোগ যন্ত্রণা ও অকাল মৃত্যু এ সমুদায় ঐ নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। পশ্চাদুক্ত উদাহরণ দ্বারা এ বিষয় দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। পূর্ব্বে আয়র্লণ্ড দ্বীপের এক সাধারণ সূতিকাগারে উত্তম বায়ু সঞ্চারের উপায় ছিল না, এপ্রযুক্ত তথায় যত সন্তান জন্মিত ভূমিষ্ঠ হইবার পর নয় দিনের মধ্যে ত-

কাল বষ্ঠ অংশের মৃত্যু হইত। পরে অধ্যক্ষেরা তথায় উপাদেয় বায়ু সঞ্চালনের উপায় করিয়া দিলে উক্ত কালের মধ্যে কেবল [illegible] শতি ভাগের এক ভাগ মাত্র কাল প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

তৃতীয়তঃ শরীরের সমুদায় অঙ্গ যথা নিয়মে চালনা করা আবশ্যক। এনিয়ম প্রতিপালন করিলে শরীর স্বচ্ছন্দে থাকে, অঙ্গ চালনার সমকালেই দেহ স্ফূর্ত্তি হয়, এবং [illegible] বিবিধ প্রকার উপকার উৎপন্ন হয়; আর তাহা লঙ্ঘন করিলে শরীরের সুস্থতা ভঙ্গ, গ্লানি বোধ, এবং সর্ব্বদা অসুখ ও ক্লেশ যাতনা হয়, সুতরাং শরীর ও মনের শক্তি সমুদায় নিস্তেজ হইতে থাকে।

বাঙ্গালা দেশের লোক এই ত্রিবিধ শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ বিষয়ের যেমন উদাহরণ স্থল এমন আর দ্বিতীয় নাই। এদেশের লোক [illegible] দুর্ব্বল ও নির্ব্বীর্য্য হইল [illegible] বিজাতীয় রাজার অধীন হইয়া এপ্রকারে হেয় হইল [illegible] মস্ত এমত দরিদ্র ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল? এ সমস্ত প্রশ্নের এক মাত্র সিদ্ধান্ত এই যে তাহারা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের এই সকল নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া এপ্রকার দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে।

জগদীশ্বর মনুষ্য ব্যতিরিক্ত আর আর জন্তুদিগকে বিচার শক্তি প্রদান করেন নাই, কিন্তু তাহাদিগের [illegible] জগতের সহিত তাহারদের প্রকৃতির এপ্রকার সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন যে, তাহারদের [illegible] ভোজ্য বস্তু সমুদায় বিনা যত্নে উৎপন্ন হয় — বসুমতী [illegible] অনবরত তাহারদের খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছেন। সেই রূপ পরমেশ্বর তাহারদের গাত্রাচ্ছাদন সম্পাদন করিবার কৌশল-জ্ঞান প্রদান [illegible] নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের লোম, পশম, পক্ষাদি দ্বারা তাহাদের শরীর আবৃত ও সুশোভিত করিয়া দিয়াছেন। পরমেশ্বরের জ্ঞান শক্তি প্রভাবের এই সমস্ত নিদর্শন দেখিয়া এরূপ নিশ্চয় করা যুক্তি বহির্ভূত নহে যে তিনি ইচ্ছা করিলে মনুষ্যের বিষয়েও এরূপ করিতে পারিতেন যে তাঁহার শস্য ফলাদি ভোজ্য দ্রব্য বিনা আয়াসে উৎপন্ন হইত, এবং তাঁহার গাত্রাচ্ছাদনও স্বভাবতই তাঁহার শরীরে জন্মিতে পারিত; কিন্তু জগদীশ্বর আমারদিগের হিতাভিপ্রায়ে তাহা করেন নাই। তাঁহার এই অখণ্ডনীয় অনুমতি আছে, যে ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন, শস্য ছেদন ও বস্ত্র নির্ম্মাণাদি ব্যতিরেকে কখনই লোক যাত্রা নির্ব্বাহ হইবেক না — বিনা পরিশ্রমে কখনই দেহ পুষ্টি হইবার বিষয় নহে। কিন্তু জগদীশ্বর যেমন অযত্ন সম্ভূত অন্ন বস্ত্র প্রদান করেন নাই [illegible] তৎসমুদায় সম্পাদনার্থে আমারদিগের শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায় প্রদান করিয়াছেন — বিবেচনানুসারে চালনা করিলেই তাহাদের স্ফূর্ত্তি হয়, ও তদ্দ্বারা [illegible] মনের পরিতৃপ্তি জন্মে। পুনশ্চ তিনি যেমন মানসিক ও শারীরিক শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তদুপযোগী উর্ব্বরা ভূমি সমুদায় [illegible] স্তুতঃ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন ও বহু গুণোৎপাদক বীজ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি আমারদিগের রচনা শক্তি প্রদান করিয়াছেন, ও বিবিধ প্রকার বস্ত্র বয়নোপযোগী দ্রব্যের সৃজন করিয়াছেন, আমরা বুদ্ধিবলে তদ্দ্বারা উত্তমোত্তম বিচিত্র বসন প্রস্তুত করিয়া শীত নিবারণ ও শোভাবর্দ্ধন করিতে পারি। পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমারদিগের অযত্ন-সম্ভূত অন্ন বস্ত্র না দিয়াও সকলি দিয়া রাখিয়াছেন; আপাততঃ পশুদিগকে মনুষ্যের অপেক্ষা সুখী ভাগ্যধর বোধ হয়, কিন্তু সুবিবেচনা পূর্ব্বক মনুষ্যের স্বভাব ও বাহ্য বস্তুতে তাহার উপযোগিতার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চয় হইবে যে, ভূমণ্ডলে মনুষ্যই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। অন্ন বস্ত্র আহরণের নিমিত্ত তাঁহার যে কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতেই তাঁহার এমত মহত্ত্ব হইয়াছে। জগদীশ্বর লোকের অন্ন বস্ত্র প্রয়োজনের সহিত ভূমির উৎপাদকতা গুণের যে প্রকার শুভকর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়াছেন, তাহাতে পৃথিবীর কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিরা প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিলেই

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য অষ্টমানুবাকে
দ্বিতীয়ং সূক্তং

কণ্বঋষিঃ গায়ত্রং ছন্দঃ
মরুদ্দেবতা

৪৪২

১ ক্রীলং বঃ শর্দ্ধো মারুতমনর্ব্বাণং রথে শুভং। কণ্বা অভি প্রগায়ত।

১ হে 'কণ্বাঃ' কণ্বগোত্রোৎপন্নাঃ মহর্ষয়ঃ 'বঃ' যুষ্মদর্থং 'মারুতং' মরুৎসমূহরূপং 'শর্দ্ধঃ' বলং 'অভি' অভিতঃ 'প্রগায়ত' প্রকর্ষেণ স্তুত। কীদৃশং শর্দ্ধঃ 'ক্রীলং' বিহরণশীলং 'অনর্ব্বাণং' ভ্রাতৃব্যরহিতং 'রথে' স্বকীয়ে 'শুভং' শোভমানং।

১ হে কণ্ব গোত্রোৎপন্ন মহর্ষি গণ! তোমরা আপনারদিগের নিমিত্ত বিহরণশীল, শত্রুরহিত, রথে শোভমান, মরুৎ সমূহ রূপ প্রবল বলকে সর্ব্বতোভাবে স্তব কর।

৪৪৩

২ যে পৃষতীভির্ঋষ্টিভিঃ সাকং বাশীভিরঞ্জিভিঃ। অজায়ন্ত স্বভানবঃ।

২ 'যে' মরুতঃ 'পৃষতীভিঃ' বিন্দুযুক্তাভিঃ 'সাকং' সহ তথা 'ঋষ্টিভিঃ' আয়ুধৈঃ সহ তথা 'বাশীভিঃ' বাগ্ভিঃ সহ তথা 'অঞ্জিভিঃ' অলঙ্কারৈঃ সহ 'স্বভানবঃ' স্বকীয়দীপ্তিযুক্তাঃ 'অজায়ন্ত' ইতি সম্পন্নাঃ তান্ স্তুমঃ ইতি শেষঃ।

২ যে মরুদ্গণ পৃষতির সহিত, অস্ত্রের সহিত, বাক্যের সহিত, অলঙ্কারের সহিত দীপ্তিযুক্ত হইয়াছিলেন আমরা তাঁহারদিগকে স্তব করি।

৪৪৪

৩ ইহেব শৃণ্ব এষাং কশা হস্তেষু যদ্বদান্। নি যামঞ্চিত্রমৃঞ্জতে।

৩ 'এষাং' মরুতাং 'হস্তেষু' স্থিতাঃ 'কশাঃ' অশ্বতাড়নসাধনাঃ 'যৎ' যং শব্দং 'বদান' বদন্তি কুর্ব্বন্তি তং শব্দং 'ইহ' অত্র 'এব' স্থিত্বা 'শৃণ্বে' শৃণোমি। সঃ শব্দঃ 'যামন্' সংগ্রামে 'চিত্রং' বিবিধং শৌর্য্যং 'নি' নিতরাং 'ঋঞ্জতে' অলঙ্করোতি।

৩ এই মরুদ্গণের হস্তস্থিত কশা সকল যে ধ্বনি করে সেই ধ্বনি এই স্থানে থাকিয়াই আমি শুনি। সেই ধ্বনি সংগ্রামে বীরত্বকে অলঙ্কৃত করে।

৪৪৫

৪ প্র বঃ শর্দ্ধায় ঘৃষ্বয়ে ত্বেষদ্যুম্নায় শুষ্মিণে। দেবত্তং ব্রহ্ম গায়ত।

৪ হে ঋত্বিজঃ ' বঃ ' যুষ্মাকং সম্বন্ধিনে ' শর্দ্ধায় ' প্রসহনশীলায় ' তুবুগ্রে ' শত্রুক্লেশকারিণে ' ত্বেষদ্যুম্নায় ' দীপ্যমানযশসে ' শুষ্মিণে ' বলবতে মরুদ্গণায় ' প্র গায়ত ' সুষ্ঠুং ' ব্রহ্ম ' হবির্লক্ষণমন্নং ... কীদৃশং ব্রহ্ম ' দেবত্তং ' দেবৈর্দত্তং দেবতানুগ্রহাৎ লব্ধং।

৪ হে ঋত্বিক্ সকল ! তোমারদিগের সম্বন্ধী, যুদ্ধে সহনশীল, শত্রুর ক্লেশকারী, দীপ্যমান যশোযুক্ত, বলবান্ যে মরুদ্গণ তাঁহারদিগকে দেবতা হইতে লব্ধ অন্ন উদ্দেশ করিয়া তোমরা স্তব কর।

৪৪৬

৫ প্রশংসা গোষ্বঘ্ন্যং ক্রীলং যচ্ছর্দ্ধো মারুতং। জম্ভে রসস্য বাবৃধে ॥১।৩।১২।

৫ ' গোষু ' মরুৎমাতৃভূতপৃশ্নিপ্রভৃতিষু ধেনুষু অবস্থিতং ' অঘ্ন্যং ' অহন্তব্যং ' ক্রীলং ' ক্রীড়োপেতং ' মারুতং ' মরুৎসম্বন্ধি ' শর্দ্ধঃ ' প্রসহনশীলং তেজঃ ' যৎ ' অস্তি হে ঋত্বিজঃ তৎ ' প্রশংস ' প্রশংসত স্তুহি। ' রসস্য ' গোক্ষীরস্য সম্বন্ধি তত্তেজঃ ' জম্ভে ' উদরে ' বাবৃধে ' বৃদ্ধং অভূৎ।১।৩।১২।

৫ পৃশ্নি প্রভৃতি ধেনুতে অবস্থিত, হননাযোগ্য, ক্রীড়োপেত, মরুৎ সম্বন্ধি, সহনশীল যে তেজ আছে, হে ঋত্বিক্ সকল ! সেই তেজের স্তব কর। গোক্ষীর সম্বন্ধী সেই তেজ উদরে বৃদ্ধি হউক।১।৩।১২।

৪৪৭

৬ কো বো বর্ষিষ্ঠ আ নরো দিবশ্চ গ্মশ্চ ধূতয়ঃ। যৎসীমন্তং ন ধূনুথ।

৬ ' দিবঃ ' দ্যুলোকস্য ' চ ' অপি ' গ্মঃ ' ভূলোকস্য ' চ ' অপি ' ধূতয়ঃ ' কম্পনকারিণঃ হে ' নরঃ ' নেতারঃ মরুতঃ ' বঃ ' যুষ্মাকং মধ্যে ' আ ' সমন্তাৎ ' বর্ষিষ্ঠঃ ' বৃদ্ধতমঃ ' কঃ ' ? ' যৎ ' যস্মাৎ ' সীং ' সর্ব্বতঃ ' অন্তং ' বৃক্ষাগ্রং ' ন ' ইব ধূনুথ চালয়থ।

৬ হে আকর্ষণশীল মরুদ্গণ ! স্বর্গলোক ও ভূলোকের সর্ব্বতোভাবে কম্পনকারী যে তোমরা তোমারদিগের মধ্যে কে প্রবল, যেহেতু তোমরা সকল বস্তুকে বৃক্ষাগ্রের ন্যায় চালনা কর।

৪৪৮

৭ নি বো যামায় মানুষো দধ্র উগ্রায় মন্যবে। জিহীত পর্ব্বতো গিরিঃ।

৭ হে মরুতঃ মত্তঃ ভবদ্ভ্যো চালিতঃ ' পর্ব্বতঃ ' বহুবিধপর্ব্বযুক্তঃ ' গিরিঃ ' শিখরঃ ' জিহীত ' গচ্ছেৎ অতঃ ' বঃ ' যুষ্মাকং ' যামায় ' গমনার্থং কশ্চিৎ ' মানুষঃ ' গৃহস্বামী মনুষ্যঃ গৃহদাঢ্যার্থং দৃঢ়ং স্তম্ভং ' নি দধ্রে ' নিক্ষিপ্তবান্ ভবদীয়গমনেন চালিতং গৃহং পতিষ্যতীতি ভীত্যা অতিশয়েন দৃঢ়স্তম্ভপ্রক্ষেপঃ। কীদৃশায় যামায় ' উগ্রায় ' তীব্রায় ' মন্যবে ' চালনার্থং অভিমন্যমানায়।

৭ হে মরুদ্দেবতা সকল ! যেহেতু তোমারদিগের ভয়ানক বেগবিশিষ্ট গমন দ্বারা বহু শৃঙ্গযুক্ত পর্ব্বত চালিত হয়, সেই হেতু কোন গৃহস্থ মনুষ্য তোমারদিগের গমনে গৃহের পতন ভয়ে গৃহমধ্যে দৃঢ়তর স্তম্ভ নিক্ষেপ করিয়াছে।

৪৪৯

৮ যেষামজ্মেষু পৃথিবী জুজুর্বাঁ ইব বিশ্পতিঃ। ভিয়া যামেষু রেজতে।

৮ হে মরুতঃ ' যেষাং ' যুষ্মাকং ' যামেষু ' গমনেষু ' অজ্মেষু ' ক্ষেপকেষু সৎসু ' পৃথিবী ' ভূমিঃ ' রেজতে ' কম্পতে ' জুজুর্বাঁ ' বয়োহানিরোগাদিনা জীর্ণঃ ' বিশ্পতিঃ ' প্রজাপালকঃ রাজা ' ইব ' ' ভিয়া ' বৈরিভয়াৎ।

৮ হে মরুদ্দেবতা সকল ! তোমারদিগের গমন কালে পৃথিবী কম্পিত হয়, যেমন রোগাদি দ্বারা জীর্ণ রাজা শত্রুর ভয়ে কম্পিত হয়।

৪৫০

৯ স্থিরং হি জানমেষাং বয়ো মাতুর্নিরেতবে। যৎসীমনু দ্বিতা শবঃ।

৯ 'এষাং' মরুতাং 'জানং' জন্মস্থানং আকাশং 'স্থিরং' চলনরহিতং 'চিৎ' খলু। 'মাতুঃ' জননীভূতাৎ আকাশাৎ 'বয়ঃ' পক্ষিণঃ 'নিরেতবে' নির্গমনং কর্তুং শক্নুবন্তীতি শেষঃ। 'যৎ' যস্মাৎ কারণাৎ 'শবসা' বলেন বলং 'অনু' অনুক্রমেণ 'দ্বীং' মরুতঃ 'দ্বিতা' দ্বৈধেন দ্যাবাপৃথিব্যোর্বিভজ্য বর্ত্ততে অতঃ তদীয়ং জানং স্থিরং ভবতীতি প্রকৃতার্থঃ।

৯ মরুদ্দেবতাদিগের জন্মস্থান অচল আকাশ, যেহেতু তাঁহারদিগের বল যথাক্রমে সর্ব্বতোভাবে স্বর্গলোক ও ভূলোক উভয়কে বিভাগ করিয়া রাখিয়াছে। এই আকাশ হইতে পক্ষি সকল নির্গত হইতে সমর্থ হয়।

৪৫১

১০ উদুত্যে সূনবোগিরঃ কাষ্ঠাঅজ্মেষ্বত্নত। বাশ্রাঅভিজ্ঞু যাতবে। ১। ৩। ১৩।

১০ 'গিরঃ' বাচঃ 'সূনবঃ' উৎপাদকাঃ 'ত্যে' প্রসিদ্ধাঃ মরুতঃ 'অজ্মেষু' অজনেষু গমনেষু সৎসু 'কাষ্ঠাঃ' 'অপঃ' 'উৎ' 'অত্নত' 'উ' এব 'অত্নত' অতনিষত বিস্তারিতবন্তঃ। তদনন্তরং [illegible] 'বাশ্রাঃ' হম্বারবোপেতা গাঃ 'অভিজ্ঞু' জান্বাভিমুখ্যং মধ্যান্তবর্ত্তি তথা 'যাতবে' গন্তুং প্রেরিতবন্তঃ ইতি শেষঃ। ১।৩।১৩।

১০ বাক্যোৎপাদক মরুদ্দেবতা সকল স্বীয় গমনানন্তর জলকে বিলক্ষণ রূপে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন, এবং বিস্তীর্ণ জলপানার্থ হম্বারব বিশিষ্ট গো সকলকে সত্বর গমনের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন। ১। ৩। ১৩।

৪৫২

১১ ত্যংচিদ্বা দীর্ঘং পৃথুং মিহোনপাতমমৃধ্রং। প্রচ্যাবয়ন্তি যামভিঃ।

১১ 'ত্যং' তং মেঘং 'চিৎ' অপি 'ঘ' প্রসিদ্ধাঃ মরুতঃ 'যামভিঃ' স্বকীয়গমনৈঃ 'প্রচ্যাবয়ন্তি' প্রকর্ষেণ গময়ন্তি। কীদৃশং 'দীর্ঘং' আয়ামোপেতং 'পৃথুং' তির্য্যগ্বিস্তৃতং 'মিহঃ' সেচনীয়স্য জলস্য 'ন' 'পাতং' পাতয়িতারং বৃষ্টিং অকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ 'অমৃধ্রং' কেনাপ্যহিংস্যং।

১১ দীর্ঘ, বক্রবিস্তৃত, বৃষ্টির অকারক, অহিংসনীয় মেঘকে মরুদ্দেবতা সকল স্বীয় গমন দ্বারা গমন করাইতেছেন।

৪৫৩

১২ মরুতোযদ্ধবোবলং জনাং অচুচ্যবীতন। গিরীরচুচ্যবীতন।

১২ হে 'মরুতঃ' 'যৎ' যস্মাৎ কারণাৎ 'হ' এব 'বঃ' যুষ্মাকং 'বলং' অস্তি অস্মাদেব কারণাৎ 'জনান্' জনান্ প্রাণিনঃ 'অচুচ্যবীতন' স্বস্বব্যাপারেষু প্রেরয়ত তথা 'গিরীঃ' গিরীন্ মেঘান 'অচুচ্যবীতন' প্রেরয়ত।

১২ হে মরুদ্দেবতা সকল! যেহেতু তোমারদিগের ক্ষমতা আছে সেই কারণে তোমরা প্রাণি সকলকে স্বস্ব ব্যাপারে প্রেরণ কর এবং মেঘ সকলকে প্রেরণ কর।

৪৫৪

১৩ যদ্ধ যান্তি মরুতঃ সংহ ব্রুবতেধ্বন্না। শৃণোতি কশ্চিদেষাং।

১৩ 'যৎ' যদা 'হ' খলু 'মরুতঃ' 'যান্তি' গচ্ছন্তি 'অধ্বন্' অধ্বনি মার্গে মরুতঃ 'সং' সম্যক্ 'হ' অন্যোন্যং 'ব্রুবতে' ধ্বনিং কুর্ব্বন্তি। 'এষাং' মরুতাং শব্দং 'কশ্চিৎ' যঃ কোপি 'শৃণোতি'।*

১৩ যখন মরুদ্দেবতা সকল গমন করেন তখন সর্ব্বতোভাবে পথে শব্দ করেন, এই সকল মরুদ্দেবতার শব্দ সকলেই শ্রবণ করে।

৪৫৫

১৪ প্রযাত শীভমাশুভিঃ সন্তি কণ্বেষু বোদুবঃ। তত্রোষু মাদয়াধ্বৈ।

১৪ হে মরুতঃ যূয়ং 'আশুভিঃ' বেগবদ্ভিঃ স্বকীয়ৈর্বাহনৈঃ 'শীভং' শীঘ্রং 'প্রযাত' প্রকর্ষেণ কর্ম্মভূমিং গচ্ছত। 'কণ্বেষু' মেধাবিষু অনুষ্ঠাতৃষু 'বঃ' যুষ্মাকং 'দুবঃ' দুবাংসি পরিচরণানি 'সন্তি'। 'তত্র' তেষু পরিচারকেষু কণ্বেষু 'উষু' এব 'মাদয়াধ্বৈ' তৃপ্তাঃ ভবত।

১৪ হে মরুদ্দেবতা সকল! তোমরা বেগবান্ স্বীয় বাহন দ্বারা শীঘ্র কর্ম্ম ভূমিতে গমন কর, অনুষ্ঠাতা কণ্বদিগের মধ্যে তোমার পরিচরণ হইতেছে। কণ্বদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হও।

৪৫৩

·১৫ অস্তি হি ষ্মা মদায় বঃ স্মসিষ্মা বয়মেষাং। বিশ্বং চিদায়ুর্জীবসে ॥১।৩।১৪॥

১৫ হে মরুতঃ 'বঃ' যুষ্মাকং 'মদায়' তৃপ্তয়ে অস্তিঃ প্রযুজ্যমানং হবিঃ 'অস্তি' বিদ্যতে হি। 'স্মি' সুষ্ঠু। 'এষাং' যুষ্মাকং ভৃত্যভূতাঃ 'বয়ং' আমরা বিদ্যামহে। 'জীবসে' জীবিতুং 'বিশ্বং' সর্ব্বং 'আয়ুঃ' 'চিৎ' অপি প্রযচ্ছত ।১।৩।১৪।

১৫ হে মরুদ্দেবতা সকল! তোমারদিগের তৃপ্তির নিমিত্ত আমারদিগের কর্ত্তৃক প্রযুজ্যমান হবি আছে, তোমারদিগের ভৃত্য স্বরূপ আমরা বিদ্যমান আছি। আমারদিগের বাঁচিবার নিমিত্ত সকল আয়ুঃ প্রদান কর ।১।৩।১৪।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

৬১ সংখ্যক পত্রিকার ২৪ পৃষ্ঠের পর।

মনুষ্যের মানসিক প্রকৃতি

গত মাসের পত্রিকায় মনুষ্যের ভৌতিক ও শারীরিক প্রকৃতির বিষয় প্রতিপাদন করা গিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার মানসিক প্রকৃতির বিবরণ করা আবশ্যক। মানসিক বৃত্তি সমুদায়কে তিন ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা কাম, হিংসা, ক্ষুৎপিপাসা, সাবধানতা প্রভৃতি যে সমস্ত প্রবৃত্তি মনুষ্যে এবং অন্যান্য প্রাণিতেও আছে*, তাহার নাম প্রাণিনিষ্ঠ প্রবৃত্তি; ভক্তি, দয়া, পরহিতৈষণা প্রভৃতি যে সমস্ত প্রবৃত্তি কেবল মনুষ্যেতেই আছে, তাহার নাম নরমাত্রিক প্রবৃত্তি; আর দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং উপমিতি, অনুমিতি, পরিমিতি, সংখ্যা প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা পদার্থ বোধ হয়, তাহার নাম বুদ্ধিবৃত্তি।

জগতের কোন না কোন বস্তুর সহিত প্রত্যেক মানসিক বৃত্তির নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। যখন কোন বৃত্তির স্ফূর্ত্তি থাকে, তখন তাহার উপভোগ্য বিষয় প্রাপ্তির অভিলাষ হয়, আর তাহার স্ফূর্ত্তি না থাকিলেও তদুপভোগ্য বিষয় উপস্থিত হইলে তাহার উদ্রেক হইতে থাকে। এইরূপ আমারদিগের মনের সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের অত্যাশ্চর্য্য শুভকর সম্বন্ধ নিরূপিত থাকাতে সংসারে যখন যে কার্য্য আবশ্যক, ঈশ্বর প্রসাদে তখনই তৎ সাধনে যত্ন হয়। ধনের প্রয়োজন হইলে উপার্জ্জনের ইচ্ছা হয়, আততায়ি শত্রু নিবারণের প্রয়োজন হইলে যুদ্ধেতে প্রবৃত্তি হয়, ও বিপদ্ পতন হইলে ধৈর্য্যের সঞ্চার হয়।

মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের পরস্পর শুভাশুভ সম্বন্ধানুসারে বিবিধ প্রকার সদসৎ কার্য্যের উৎপত্তি হয়। প্রথমতঃ যদি আমারদিগের অপকৃষ্ট প্রবৃত্তি* সকল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমুদায়ের বিরুদ্ধকারী না হইয়া স্বস্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত থাকে, তবে তাহা কদাপি অন্যায় কার্য্য বলা যায় না, এবং তদুৎপন্ন সুখও গর্হিত সুখ নহে। ধন উপার্জ্জন করা, পান ভোজন করা, পুত্রোৎপাদন করা, এসমস্ত কার্য্যের প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ কুপ্রবৃত্তি নহে। যখন তাহারা বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির আয়ত্ত না থাকিয়া তদ্বিরুদ্ধ পথে সঞ্চরণ করে, তখনই তাহারদিগকে কুপথগামি বলা যায়। যদি কোন বণিক্ ক্রেতার নিকট মিথ্যা-কথন দ্বারা আপনার পণ্য বস্তুর দোষ গোপন করে, এবং আরোপিত করিয়া তাহার গুণ ব্যাখ্যা করে, অথবা অন্যান্য বণিকের পণ্য দ্রব্যের নিন্দা করে, তবে এককর্ম্মকে গর্হিত কর্ম্ম বলিতে হয়, কারণ এস্থলে সে ব্যক্তি ধন-লুব্ধ হইয়া

* সকল প্রবৃত্তি সকল জন্তুতে নাই, কেবল মনুষ্যেতে ইহার সমুদায়ই আছে।

* অর্থাৎ প্রাণিনিষ্ঠ প্রবৃত্তি।

বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির শাসন অবহেলন করিলেক। এরূপ ব্যবহারের ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে যদিও ঐ দুরাশয় বণিকের ইষ্ট লাভ হইতে পারে, কিন্তু চরমে তাহার বিস্তর অনিষ্টোৎপত্তি হয়; কারণ সে ব্যক্তি সকলের নিন্দনীয় ও অবিশ্বস্ত হয়, এবং আপনি ধর্ম্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সুখে বঞ্চিত হয়। এইরূপ এক-ধর্ম্মাসক্ত হইয়া অন্য ধর্ম্মের অতিক্রম করাও দোষ। রাজা যদি বিচার-স্থলে দয়াসক্ত হইয়া দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন; ও ধনাঢ্য ব্যক্তি কুপাত্রে দান করিয়া আলস্য বা কুকর্ম্মে উৎসাহ প্রদান করেন, অথবা অপারামত ব্যয় করিয়া সর্ব্বস্ব নষ্ট করেন; এবং যদি কেহ সাতিশয় ভক্তি-রস-পরায়ণ হইয়া সমস্ত কালহরণ পূর্ব্বক আর আর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে পরাঙ্মুখ থাকেন, তবে তাঁহারদের এসমস্ত ব্যবহারকে কখনই সুব্যবহার বলা যায় না। বস্তুতঃ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি-বৃত্তি সমুদায় যদি অন্য কোন মানসিক বৃত্তির বিরুদ্ধকারী না হয়, তবে তদুৎপন্ন কার্য্য পরম শুভকর তাহার সংশয় নাই। পরমেশ্বর যখন আমারদিগকে উপার্জ্জনেচ্ছা দিয়াছেন, তখন উপার্জ্জন করা উচিত; যখন কামরিপু দিয়াছেন, তখন জীব-প্রবাহ রক্ষা করা উচিত; যখন জিজীবিষা* দিয়াছেন, তখন জীবন রক্ষার যত্ন করা উচিত; যখন বুভুক্ষা† দিয়াছেন, তখন অন্ন পান দ্বারা দেহ রক্ষা করা উচিত; যখন দয়া দিয়াছেন, তখন দয়া করা উচিত; যখন ভক্তি দিয়াছেন, তখন ভক্তি করা উচিত; কিন্তু এক বৃত্তির প্রয়োজনানুরোধে অন্য বৃত্তিকে অতিক্রম করা কখনই উচিত নহে। অতএব এইরূপ অবধারণ করা যায় যে যে কার্য্য কোন বৃত্তির অসম্মত নহে, সেই কার্য্য কর্ত্তব্য। যে স্থলে কোন কার্য্যে এক বৃত্তির প্রবৃত্তি থাকে, আর অন্য কোন বৃত্তি তাহার প্রতিকূল হয়, সেস্থলে বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অনুসারী হইয়া কর্ম্ম করিবেক, কারণ আমারদিগের বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রয়োজক বৃত্তি সমুদায়ই সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু সকলের মন সমান নহে, কাহারও অধিক বুদ্ধি কাহারও অল্প বুদ্ধি; কাহারও অধিক দয়া, কাহারও অল্প দয়া; কাহারও এক রিপু প্রবল, কাহারও অন্য রিপু প্রবল। অতএব যদি মনোবৃত্তি সমুদায় স্বভাবতঃ তেজস্বি হয়, ও তাহারদিগের পরস্পর সামঞ্জস্য থাকে, এবং তাহারা বিবিধ প্রকার ভৌতিক ও মানসিক বিদ্যানুশীলন দ্বারা সম্যক্ রূপে মার্জ্জিত হয়, তবে তৎ সম্মত কার্য্যই সৎকার্য্য। যে স্থলে আমারদিগের স্থূল প্রবৃত্তির সহিত কোন ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বা বুদ্ধি-বৃত্তির বিরোধ জন্মে, সেস্থলে বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিবেক। যিনি এরূপ অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সাধু।

আমারদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে হইলে মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের গুণাগুণ ও কার্য্যাকার্য্যের বিচার করা আবশ্যক। অগ্রে কাম ক্রোধাদি প্রাণিনিষ্ঠ প্রবৃত্তি, এবং তৎপরে দয়া, ভক্তি প্রভৃতি নরমাত্রিক প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি বৃত্তির বিষয় আলোচনা করা যাইবেক। আমারদিগের প্রাণিনিষ্ঠ প্রবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি এউভয়ের পরস্পর বিশেষ বিভিন্নতা এই যে কেবল আত্ম রক্ষা ও পরিবারাদি প্রতিপালনই প্রাণিনিষ্ঠ প্রবৃত্তির মুখ্য বিষয়, আর পরমেশ্বরেতে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সাধারণের হিত চেষ্টা করা আমারদিগের সমুদায় ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রয়োজন। তদ্বিশেষ পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে। জগদীশ্বর আমারদিগের প্রতি নানা বিষয়ের ভারার্পণ করিয়াছেন, ও নানা প্রকার ভোগের অধিকারী করিয়াছেন, এবং তদুপযোগী পৃথক্ পৃথক্ মানসিক বৃত্তি প্রদান করিয়া অত্যাশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে তাহার বিবরণ করিয়া তাঁহার অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি।

পরমেশ্বর আমারদিগকে স্ব স্ব জীবন রক্ষার্থে যত্নশীল করিবার নিমিত্ত জিজীবিষা দিয়াছেন, এবং জীবন রক্ষার নিমিত্ত

* জিজীবিষার অর্থ জীবিত থাকিবার ইচ্ছা।
† ভোজনের ইচ্ছা।

অন্ন গ্রহণ করা আবশ্যক, এপ্রযুক্ত বুভুক্ষার সৃষ্টি করিয়াছেন। আমারদিগের এই উভয় বৃত্তিই আত্ম সম্বন্ধীয়।

কাম,স্নেহ,ও আসঙ্গলিপ্সা* এতিনও আত্ম বিষয়ক। পরমেশ্বর জীব-প্রবাহ রক্ষার্থে স্ত্রী পুরুষ দ্বিপ্রকার জাতি সৃষ্টি করিয়া তদুপযোগী কাম রিপু সৃজন করিয়াছেন, পুত্রাদিয়া তদুপযোগী স্নেহ দিয়াছেন, এবং মিত্র মণ্ডলীর মিত্রতা সম্পাদনার্থে আসঙ্গলিপ্সা প্রদান করিয়াছেন। কামের বিষয় স্ত্রী বা স্বামী,স্নেহের বিষয় সন্তান,ও আসঙ্গলিপ্সার বিষয় মিত্র। এই সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হইলে মনের তৃপ্তি জন্মে, নচেৎ দুঃখানুভব হয়, কিন্তু ঐ স্ত্রী বা স্বামি প্রভৃতির শুভাভিলাষ করা কামাদির ধর্ম্ম নহে। যে ব্যক্তি কেবল কাম রিপুর বশীভূত হইয়া স্ত্রী বা স্বামীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে, সে ব্যক্তি নিতান্ত ইন্দ্রিয় পরায়ণ ও অনুরাগশূন্য, তাহার প্রীতি পাত্রের হিতানুষ্ঠান বিষয়ে কখনই যত্ন হয় না। কিন্তু যে প্রেমানুরাগী ব্যক্তি বুদ্ধি-বৃত্তি, উপচিকীর্ষা†, ন্যায়পরতা ইত্যাদি প্রধান বৃত্তি সমুদায়ের বশবর্ত্তী হইয়া চলে, সে ব্যক্তি নিঃস্বার্থ হইয়া আপন প্রেম-পাত্রের হিত চেষ্টা করে, এবং তৎকালে অতি অপূর্ব্ব সুখ সম্ভোগ করে। যদি দেশ বিশেষের কোন ইন্দ্রিয় সুখাসক্ত ব্যক্তি কোন অধর্ম্মশীলা পূর্ণ যৌবনা রমণীর অসামান্য রূপ লাবণ্য সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করে, তবে পরে সে ব্যক্তির অবশ্যই অনুতাপে তাপিত হইতে হয়, কারণ যদিও তাহার রূপ লাবণ্য মনোহর বটে, কিন্তু দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর পাণি-গ্রহণ করা আমারদিগের বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অনুমত নহে। স্নেহ বশতঃ সন্তানে অনুরাগ জন্মে,কিন্তু সন্তানের শুভানুধ্যায়ী হওয়া স্নেহের স্বভাবাধীন নহে, সে কেবল উপচিকীর্ষার কার্য্য। পিতা মাতার স্নেহ যদি বুদ্ধি-বৃত্তি ও উপচিকীর্ষার আয়ত্ত না থাকে, তবে ভুরি ভুরি স্থলে তাঁহারা আপনারাই স্বীয় সন্তানের অনিষ্টকারী হয়েন। কত কত বালকের পিতা মাতা সাতিশয় পুত্রানুরাগ বশতঃ বিদ্যাভ্যাস শ্রমসাধ্য বলিয়া আপন পুত্রকে তাহা হইতে পরাঙ্মুখ রাখেন। অনেকে পুত্রকে পাপাসক্ত দেখিয়াও তাহার কুপ্রবৃত্তি নিবারণ করেন না, ও পুত্রের সহিত বিচ্ছেদ হওয়া দুঃসহ যাতনার বিষয় ভাবিয়া তাহাকে দৃষ্টি-বহির্ভূত করিতে চাহেন না, এবং অত্যাবশ্যক কার্য্যেও দূরদেশ গমনের অনুমতি প্রদান করেন না। প্রগাঢ় স্নেহ তাঁহারদিগের অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এইরূপ আসঙ্গলিপ্সা গুণ দ্বারা মিত্র লাভের ইচ্ছা হয়। কিন্তু মিত্রের ইষ্ট চিন্তা করা আসঙ্গলিপ্সার কার্য্য নহে। যে ব্যক্তির আসঙ্গলিপ্সা ও উপচিকীর্ষা উভয় বৃত্তি উত্তম আছে, সেই ব্যক্তিই মিত্রের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়—মিত্রের দুঃখে দুঃখী ও মিত্রের সুখে সুখী হয়, নতুবা কেবল আসঙ্গলিপ্সা মাত্র থাকিলে যেমন এক মেষ অন্য মেষের সংসর্গে থাকিতে ভাল বাসে, সেইরূপ এক মনুষ্য অন্য মনুষ্যের সংসর্গ করিতে পারিলেই চরিতার্থ হয়। যদি দুই ধনাঢ্য মিত্রের আসঙ্গলিপ্সা, আত্মাভিমান, এবং যশঃস্পৃহা, এই তিন বৃত্তি প্রবল থাকে, আর তাদৃশ উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা না থাকে, তবে যাবৎ তাঁহারদের উভয়ের অবস্থার ন্যূনাধিক্য না হয়, তাবৎ তাহারদিগের মিত্রতা থাকিতে পারে, কারণ ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ্দ থাকাতে উভয়েরই আত্মাভিমান রক্ষা পায়, ও যশঃস্পৃহাও পূর্ণ হয়; কিন্তু তন্মধ্যে যদি এক জন দৈবাৎ সম্ভ্রমচ্যুত ও দরিদ্র-দশা প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার সহিত মিত্রতা রাখিলে অপর ব্যক্তির মান থাকে না, এবং হীনের সহিত মিত্রতা রাখিলে লোকে হীন বোধ করিবে এই বিবেচনায় যশোবাসনাও সিদ্ধ হয় না। সুতরাং এমত স্থলে অবিলম্বেই সুহৃদ্ভেদ হইয়া উঠে, এবং ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি আপনার পূর্ব্ব মিত্র পরিত্যাগ পুরঃসর অপর কোন আত্ম সদৃশ ব্যক্তিকে মিত্র রূপে বরণ করিতে প্রবৃত্ত হ-

* যদ্দ্বারা অন্যেতে আসক্তি হয়, তাহার নাম আসঙ্গলিপ্সা।

† উপকার করিবার ইচ্ছা।

য়। সংসারে সর্ব্বদাই এপ্রকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে, এবং সর্ব্বদেশে এই প্রাচীন নীতি প্রচলিত আছে যে বিপদ্-কালেই সুহৃচ্ছেদ হয়। যেমন বসন্তকালের নব-পল্লব-শোভিত কুসুমিত তরু-শাখা সকল গ্রীষ্ম ঋতুর প্রবল বায়ুবেগে ছিন্ন হয়, সেইরূপ সৌভাগ্য কালের মিত্রতা দৌর্ভাগ্য কালে লয় প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ এরূপ মিত্রতার মূলেই দোষ থাকে, কারণ স্বার্থ-পরতাই যে মিত্রতার মূলীভূত, স্বার্থ-হানি হইলেই স্বভাবতঃ তাহার ভেদ হইবে, ইহার আশ্চর্য্য কি। যদি আসঙ্গলিপ্সা রূপ বীজ, ধর্ম্ম রূপ বারি সেচনে অঙ্কুরিত হইয়া মিত্রতা রূপ মনোহর তরু উৎপন্ন করে, তবেই তাহা সুখ স্বরূপ কুসুম-সৌরভে পরিপূর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতে থাকে। এতাদৃশ মিত্রতাই যথার্থ মিত্রতা।

প্রতিবিধিৎসা* ও জিঘাংসা†—সংসারে বিস্তর উৎপাত আছে, ও সকল বিষয়েরই নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক ঘটিয়া থাকে, তন্নিবারণার্থে পরমেশ্বর আমারদিগকে প্রতিবিধিৎসা, অর্থাৎ প্রতিবিধানের ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। আততায়ি নিবারণে অপরাঙ্মুখ হওয়া, বিপদুদ্ধারার্থে অপ্রতিহত চিত্তে যত্ন করা, এবং আর আর অভীষ্ট সাধনের প্রতিবন্ধক মোচনার্থে দৃঢ় সাহস প্রকাশ করা, এসমুদায়ই প্রতি বিধিৎসার কার্য্য। আমারদিগের এপ্রকার কোন মনোবৃত্তি না থাকিলে এ দুঃখময় সংসারে বাস করা কাহার সাধ্য হইত? জিঘাংসা বৃত্তিও এ পৃথিবীতে সম্যক্ আবশ্যক। জিঘাংসাতেই ক্রোধের উদ্রেক হয়, এবং ক্রোধ দ্বারা মনুষ্যের বহুতর অত্যাচার নিবারিত হয়। অতএব যে পৃথিবীতে দুঃখ ও বিপদ আছে, যে পৃথিবীতে লোকে পরানিষ্ট চেষ্টা করে, যে পৃথিবীতে এক জীবের আহারার্থে অন্য জীবের প্রাণ সংহার হয়, ও যে পৃথিবীর বহুতর শোভা ও সুখ কেবল জন্ম মৃত্যুর উপর নির্ভর করে, জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা এই দুই মনোবৃত্তি সে পৃথিবীর সম্যক্ উপযুক্ত হইয়াছে। যদিও পর দুঃখ মোচন ও বিপদ উদ্ধারার্থে এই উভয় বৃত্তিকে চালনা করা যাইতে পারে, কিন্তু পরের হিতাভিলাষ করা তাহাদের কার্য্য নহে, সে কেবল উপচিকীর্ষারই কার্য্য।

* প্রতিবিধানের ইচ্ছা।
† হননের ইচ্ছা।

নির্ম্মিমিৎসা—আমারদিগের দেহ রক্ষণ ও লোক যাত্রা নির্ব্বাহার্থে গৃহ, বস্ত্র, অস্ত্রাদি বিবিধ দ্রব্যের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সংসারে ইহার কিছুই অযত্ন সম্ভূত বৃক্ষ, গিরি-গুহা, বা গাত্র লোমের ন্যায় আপনা হইতে উৎপন্ন হয় না। এনিমিত্ত জগদীশ্বর তৎ-সমুদায় দ্রব্য-নির্ম্মাণোপযোগি অনেক প্রকার বস্তু সৃজন পূর্ব্বক সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ে আমারদিগের প্রবৃত্তি সঞ্চারণার্থে নির্ম্মিমিৎসা অর্থাৎ নির্ম্মাণের ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। যখন বাহিরে মৃৎপ্রস্তরাদি অসংখ্য দ্রব্য সমন্ততঃ বিস্তৃত রহিয়াছে, আর অন্তঃকরণে ইচ্ছা ও বুদ্ধি আছে, তখন মনোহর অট্টালিকা, মহোচ্চ জয়স্তম্ভ, এবং সুকৌশল-সম্পন্ন প্রবল-বেগবান্ বাষ্পীয় পোত কেন না প্রস্তুত হইবে? এস্থলে বাহ্য বস্তুর সহিত মনের কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে!

জুগোপিষা—অন্তঃকরণে মুহুর্ম্মুহুঃ কত কত ভাবের উদয় হইতেছে, ও মনে মনে কত শত বিষয়ের মন্ত্রণা করিতে হইতেছে, তাহা বচনাতীত। তাহা কার্য্য কালেই প্রকাশ করা উচিত, নতুবা অসময়ে ব্যক্ত করিলে আপনার ও পরের কার্য্য হানি ও অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা। অতএব জগদীশ্বর আমারদিগের জুগোপিষাবৃত্তি অর্থাৎ গোপন করিবার ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন।

বিবৎসা—পুনঃ পুনঃ বাস পরিবর্ত্তন করিলে গার্হস্থ্য কর্ম্মের সুরীতি, রাজশাসনের সুশৃঙ্খলা, আচার ব্যবহারের সুনিয়ম, বিদ্যা বৃদ্ধি, ও সভ্যতার উন্নতি এসমুদায় কিছুই হয় না। অতএব পরমেশ্বর আমারদিগকে বিবৎসা বৃত্তি অর্থাৎ এক স্থানে স্থিতি করিবার ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। জন্ম-ভূমি যে পরম রমণীয় বোধ হয়, তা

হার এই কারণ। এই সমুদায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বৃত্তিতেও পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কি পরমাশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ পাইতেছে।

আত্মাদর — পরমেশ্বর আমারদিগকে স্বকীয় জীবন রক্ষার্থে যেরূপ জিজীবিষা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ আমারদিগের আত্ম বিষয়ে যত্ন, আত্ম গৌরব, ও স্বাধীনতার অনুরাগ ইত্যাদি নানা বিষয় সম্পাদনার্থে আত্মাদর নামক বৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। নির্ম্মিৎসা, জুগোপিষা, বিবৎসা ও আত্মাদর এ চারি বৃত্তি যে পরহিত চেষ্টার প্রতি কারণ নহে, তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে।

অর্জনস্পৃহা—এই বৃত্তি বশতঃ ধনাধিকারের অভিলাষ, সঞ্চয়ে সুখ বোধ, ও সঞ্চিত বিষয় ক্ষয়ে দুঃখোৎপত্তি হয়। জগদীশ্বর সংসারে বিবিধ প্রকার ভোগ্য সামগ্রী সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, এবং তৎসমুদায়ের সংগ্রহ নিমিত্ত আমারদিগকে এই প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। আমারদিগের অন্যান্য প্রবৃত্তির ন্যায় অর্জনস্পৃহাও বহুপকারিণী; উপার্জ্জনশীল না হইলে দানশীলও হওয়া যায় না। কিন্তু স্বতঃ পরোপকার করা এপ্রবৃত্তির ধর্ম্ম নহে। যে সকল বাণিজ্য-ব্যবসায়ী লোক উপার্জনবাসনা-পরবশ হইয়া মিত্রতা করে, তাহাদের একের কুটিল ব্যবহারে অন্যের উপার্জনের ব্যতিক্রম ঘটিলেই তৎক্ষণাৎ বিচ্ছেদের সঞ্চার হয়, এবং প্রণয়ামৃত-সঞ্চারের পরিবর্ত্তে অবিলম্বে শত্রুবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তাহারদিগের মিত্রতা মালা অর্জনস্পৃহা রূপ সূত্র দ্বারা গ্রথিত থাকে, যখন সেই সূত্র ছেদ হয়, তখন আর কি প্রকারে তাহারদিগের সৌহার্দ্দ রক্ষা পাইতে পারে? তাহারা অর্থ-লিপ্সু হইয়া মিত্রতা করে, সুতরাং তাহার অন্যথা হইলেই প্রণয় ভঙ্গ হয়। সংসারে এপ্রকার ঘটনা অহরহঃ ঘটিতেছে। তাহারা যদি পক্ষপাত পরিত্যাগ পুরঃসর আপনারদিগের মনোগত ভাব আলোচনা করিয়া দেখে, তবে অবশ্য জানিতে পারিবে যে ধনাকাঙ্ক্ষাই তাহারদিগের মিলন হইবার মূলীভূত কারণ, সুতরাং সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার প্রতিবন্ধকতা ঘটিলে যে বিচ্ছেদ হয়, ইহা স্বাভাবিক বটে। যাহারা কেবল অপকৃষ্ট প্রবৃত্তি সাধনা দ্বারা সুখ লাভের বাসনা করে, তাহারদিগের কর্ম্ম বৃক্ষে এই প্রকার ফল সর্ব্বদাই ফলে।

লোকানুরাগপ্রিয়তা — আমারদিগের লোকানুরাগপ্রিয়তা অর্থাৎ লোকের নিকট অনুরাগ প্রাপ্তির অভিলাষ আছে, এবং লোকেও প্রশংসা দ্বারা সে অভিলাষ পূর্ণ করে। জগদীশ্বর অন্তঃকরণের সহিত লোকের এই শুভকর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া আমারদিগের যশস্কর কার্য্যে উৎসাহ বৃদ্ধির সুন্দর উপায় করিয়াছেন। এই যশোবাসনা বশে ভূপতি গণ সযত্ন হইয়া প্রজাপালন করেন, গ্রন্থকর্ত্তারা কত কত সদুপদেশ-জনক পরম-হিত-কর গ্রন্থ রচনা করেন, ও অন্যান্য কত প্রকার ব্যক্তি লোকের হিতার্থে প্রাণপণ করিয়া চেষ্টা করেন। যদিও যশস্কর কার্য্য দ্বারা লোকের মঙ্গলোৎপত্তি হওয়া সম্যক্ রূপে সম্ভাবিত বটে, কিন্তু মঙ্গল কামনা করা এবৃত্তির কার্য্য নহে। লোকের নিকট সুখ্যাতি ও সমাদর লাভই এবৃত্তির এক মাত্র বিষয়। যখন আমরা যশোভিলাষ-পরবশ হইয়া কাহারও হিতানুষ্ঠানে অনুরাগী হই, তখন লোকের নিকট সুখ্যাতি-বাদ শ্রবণ পূর্ব্বক আত্ম সন্তোষ লাভই আমারদিগের মনোগত থাকে। বরঞ্চ যদি কাহারও হিত করিতে গেলে তাহার অনুরাগের ত্রুটি সম্ভাবনা হয়, তবে যশোলোভী ব্যক্তি তাহা হইতে বিরত হয়েন। যদি আমারদিগের কোন আত্মীয় ব্যক্তি কোন দূষ্য কর্ম্ম করে, তবে আমারদিগের উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা বশতঃ তাহার দোষ সপ্রমাণ করিয়া তাহার দুষ্প্রবৃত্তি দমন করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কিন্তু যদি আমারদিগের লোকানুরাগ-প্রিয়তা অতি প্রবল হয়, এবং উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি তাহার নিকট পরাভূত থাকে, তবে কি জানি সে ব্যক্তি আমারদিগকে প্রশংসা না করে, ও আমারদিগের উপর কোপান্বিত হয়, এই আশ-

স্কায় আমরা তাহার দোষ খণ্ডনে নিরস্ত হই, বরঞ্চ তাহার সন্তোষার্থে গুরু দোষকে লঘু করিয়া বর্ণনা করি। যশোলোভি কার্য্য যে সাত্ত্বিক নহে ইহা সাধারণ রূপে প্রসিদ্ধ আছে। তিনি যদি কোন পুণ্যজনক কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, আর লোকে জানিতে পারে যে কেবল যশোলোভে সে কর্ম্ম করিতেছেন, তবে তাহারা তাঁহার প্রতিষ্ঠা করে না। তাহারা কহে অমুক সাত্ত্বিক ভাবে একর্ম্ম করে নাই, এবং তজ্জন্য তাহার সম্যক্ ফলভোগও হইবে না। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! মনুষ্য খ্যাতি-লাভ রূপ স্বার্থ সাধনে তৎপর হইয়া কার্য্য করে, অথচ তদ্দারা পৃথিবীর অনেকানেক মহোপকার হয়। এমত পরম সুন্দর কৌশল আর কাহা কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইতে পারে!

সাবধানতা—আমারদিগের সাবধানতা বৃত্তি এই রোগ-শোক-দুঃখময়ী পৃথিবীর অত্যুপযুক্ত হইয়াছে। মানব দেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইতে পারে, জলে মগ্ন হইতে পারে, প্রহারে ভগ্ন হইতে পারে, অত্যন্ত হিম ও প্রচণ্ড রৌদ্রে পীড়িত হইতে পারে, ইত্যাদি বিবিধ প্রকারে আহত ও নষ্ট হইতে পারে; অতএব জগদীশ্বর আমারদিগকে সাবধানতা গুণ প্রদান করিয়াছেন, এবং তদ্দারা তাঁহার এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে 'সদা সাবধান থাক'। এই বৃত্তি থাকাতে আমরা ভাবি বিপদ্ পতন নিবারণ করিতে পারি, ও আমারদিগের অপরাপর বৃত্তি সমুদায়কে তদনুকূল ব্যাপারে নিয়োজন পুরঃসর যাহাতে তাহারদের নিয়মাতিক্রম না হয়, এমত যত্ন করিতে পারি। যখন আমারদের কার্য্য কালে কোন বৃত্তির আতিশয্য হয়, তখন সাবধানতা উপস্থিত হইয়া তাহার শমতা করে। যে ব্যক্তির সম্যক্ সাবধানতা না থাকে, তাহার পদে পদে ভ্রম ও পুনঃ পুনঃ বিপদ্ ঘটনা হয়। সাবধানতা মনুষ্যের স্বাভাবিক গুণ। সুতরাং প্রথম মনুষ্যেরও এস্বভাব ছিল তাহার সংশয় নাই। অতএব এইক্ষণকার ন্যায় তৎকালের লোকেরও নানা প্রকার বিপদ্ ঘটনার সম্ভাবনা ছিল; নতুবা তাঁহারদের সাবধানতা গুণ থাকিবার সম্যক্ বৈয়র্থ্য হয়, ও মানসিক প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর পরস্পর উপযোগিতাও থাকে না। অতএব বসুমতী এইক্ষণকার ন্যায় তখনও দুঃখশালিনী ছিলেন। সর্ব্বজাতীয় লোকেরা কহিয়া থাকেন আদৌ ভূমণ্ডল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দধাম ছিল, তখন পৃথিবীতে দুঃখের লেশও ছিল না, তখন রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুর সঞ্চারও হয় নাই। এসকল ভাব মনে করিলে পরম সুখোদয় হয় বটে, কিন্তু বিচারে তাহা রক্ষা পায় না। যখন জিঘাংসা, প্রতিবিধিৎসা, সাবধানতা এসমুদায় মনুষ্যের স্বাভাবিক বৃত্তি, অর্থাৎ আদ্য কালের মনুষ্যদিগেরও এ সমস্ত গুণ ছিল, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে তৎকালেও পশ্বাদি হনন ও আততায়ি নিবারণ করিবার, এবং বিপদ্ ভয়ে সাবধান হইবার প্রয়োজন ছিল। সাবধানতা বৃত্তিও মনুষ্যের আত্ম সম্বন্ধী তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে।

যে সমস্ত বৃত্তি মনুষ্য ও অন্যান্য জন্তু উভয়েতেই আছে, তাহার অধিকাংশেরই বিবরণ করা গেল। যাবৎ এই সমুদায় বৃত্তি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির আয়ত্ত না হয়, তাবৎ আত্ম রক্ষা, ও আত্ম সন্তোষই মনুষ্যের সমুদায় কার্য্যের প্রয়োজন বলিয়া বোধ থাকে; তাবৎ তিনি পরের শুভাভিপ্রায়ে কোন কর্ম্ম করেন না। আমরা এই সমস্ত বৃত্তি দ্বারা আত্ম রক্ষা ও আত্ম হিত সাধন করিব, জগদীশ্বর এই অভিপ্রায়ে তাহারদের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহারা প্রত্যেকে যদি অন্য অন্য বৃত্তির বিরুদ্ধকারী না হইয়া স্বস্ব ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে, তবেই পরম মঙ্গল স্বরূপের মঙ্গলাভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। কিন্তু যদি তাহার কোন প্রবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমুদায়কে পরাভব পুরঃসর স্বপ্রধান হইয়া উঠে, এবং আমারদিগের তাবৎ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক স্বরূপ হয়,

তবে তদ্দ্বারা বিস্তর অনিষ্টোৎপত্তির সম্ভাবনা। এদেশীয় লোকের চরিত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে এবিষয়ের বিস্তর উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লোক-যাত্রা নির্ব্বাহার্থে ধন উপার্জ্জন করা আবশ্যক, এপ্রযুক্ত পরমেশ্বর আমারদিগকে উপার্জ্জনের প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু লোকে বুদ্ধির মন্ত্রণা ও ধর্ম্মের শাসন পরিত্যাগ পুরঃসর ধনলুব্ধ হইয়া চৌর্য্য বৃত্তি ও উৎকোচ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। পরমেশ্বর জীব-প্রবাহ রক্ষার্থে কাম রিপুর সৃজন করিয়াছেন; লোকে তাঁহার এই তাৎপর্য্য অবহেলন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে যথেচ্ছাচারী হইয়া পাপ পঙ্কে মগ্ন হয়। আমারদিগের আত্ম মর্য্যাদা বোধ, আত্ম বিষয়ে যত্ন, ও স্বাধীনতাতে অনুরাগ সঞ্চার ইত্যাদি বিষয়ের নিমিত্ত পরমেশ্বর আমারদিগকে আত্মাদর-বিশিষ্ট করিয়াছেন; এক্ষণকার বিদ্যাভিমানী যুবক সম্প্রদায় ঐ প্রবৃত্তিকে বুদ্ধি ও ধর্ম্মের আয়ত্ত না করিয়া বিদ্যামদে গর্ব্বিত হইয়া প্রাচীন লোকদিগকে অনাদর ও অবজ্ঞা করিয়া থাকে। শরীর পোষণার্থে ভোজন শক্তি ও পান শক্তি প্রদান করিয়াছেন; অনেকে অপরিমিত ভোজন ও মাত্রাতিশয় মদিরা পান দ্বারা শারীরিক ও মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ভগ্নকায়, নির্ব্বীর্য্য, ও হত-জ্ঞান হয়, এবং পাপাসক্ত হইয়া নানাবিধ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করে, ও অকাল বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয়। অতএব আপন প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া, অর্থাৎ পরমেশ্বরের নিয়ম সমুদায় অবগত হইয়া, তদনুযায়ী ব্যবহার না করিলে কখনই সুখলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই পরম পবিত্র মঙ্গল স্বরূপের সুচারু সুখাবহ নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন কর, তবে শরীর সবল ও সুস্থ থাকিবে, অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে উজ্জ্বলিত ও ধর্ম্ম ভূষণে বিভূষিত হইবে, এবং জন্ম হইতে আনন্দ স্রোতে অবিশ্রান্ত বহিতে থাকিবে!

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়—পর্ব্বসংগ্রহ

৬৯ সংখ্যক পত্রিকার ২০ পৃষ্ঠের পর

হে মুনিগণ! অতঃপর বহু বিস্তৃত বিরাট পর্ব্ব শ্রবণ করুন। পাণ্ডবেরা বিরাট নগরে গমন পূর্ব্বক, শ্মশানে অতিপ্রকাণ্ড শমীতরু দৃষ্টিগোচর করিয়া, তাহাতে স্বস্ব অস্ত্র স্থাপন করিলেন এবং নগরে প্রবেশ করিয়া ছদ্ম বেশে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় ভীমসেন, দ্রৌপদী সম্ভোগাভিলাষি, কামান্ধ দুরাত্মা কীচকের প্রাণ দণ্ড করেন। রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের অন্বেষণার্থে চতুর্দ্দিকে সুচতুর চরমণ্ডলী প্রেরণ করেন। তাহারা মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সন্ধান করিতে পারিল না। প্রথমতঃ ত্রিগর্ত্তেরা বিরাট রাজার গোধন হরণ করে। তাহারদিগের সহিত বিরাটের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ত্রিগর্ত্তেরা বিরাটকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছিল; ভীম তাঁহাকে মুক্ত করেন। পাণ্ডবেরা ত্রিগর্ত্তদিগকে পরাজয় করিয়া বিরাটের অপহৃত গোধন উদ্ধার করিলেন। তৎপরে কৌরবেরা তাঁহার গোধন হরণ করেন। অর্জ্জুন নিজ বিক্রমে সমস্ত কৌরবদিগকে রণে পরাজয় করিয়া গোধন প্রত্যাহরণ করিলেন। বিরাট রাজা, সুভদ্রা-গর্ভ সম্ভূত শত্রু-ঘাতী অভিমন্যুকে উদ্দেশ* করিয়া, অর্জ্জুনকে নিজ কন্যা উত্তরা সম্প্রদান করিলেন। অতি বিস্তৃত বিরাট নামক চতুর্থ পর্ব্ব বর্ণিত হইল। এই পর্ব্বে মহর্ষি সপ্তষষ্টি অধ্যায় গণনা করিয়াছেন। এক্ষণে শ্লোক সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ করুন। এই পর্ব্বে বেদবেত্তা মহর্ষি দ্বিসহস্র পঞ্চাশৎ শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অতঃপর উদ্যোগ নামক পঞ্চম পর্ব্ব শ্রবণ করুন। পাণ্ডবেরা বিপক্ষ জয়ার্থ উৎসুক হইয়া উপপ্লব্য নামক স্থানে অবস্থিত হইলে, দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন বাসুদেব

* অর্থাৎ অভিমন্যুর সহিত বিবাহ হইবেক এই উদ্দেশে।

সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; এবং উভয়েই প্রার্থনা করিলেন, "তুমি এই যুদ্ধে আমাদের সহায়তা কর"। মহামতি কৃষ্ণ উত্তর করিলেন, "এক পক্ষে এক অক্ষৌহিণী সেনা পক্ষান্তরে আমি একাকী। কিন্তু আমি যুদ্ধ করিব না, কেবল মন্ত্রি স্বরূপ থাকিব; তোমরা ইহার কে কি প্রার্থনা কর বল"। হিতাহিত [illegible]জ্ঞানবিজ্ঞ দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন সৈন্য প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু অর্জ্জুন যুদ্ধ বিমুখ কৃষ্ণকে মন্ত্রিত্বে বরণ করিলেন। মদ্ররাজ শল্য পাণ্ডবদিগের সাহায্যার্থ যাইতেছিলেন; দুর্য্যোধন পথে তাঁহার দর্শন পাইয়া, উপহার প্রদান দ্বারা বশীভূত করিয়া, এই বর প্রার্থনা করিলেন, "তুমি আমার সাহায্য কর।" শল্য অঙ্গীকার করিয়া পাণ্ডবদিগের নিকট প্রস্থান করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া শান্ত্ব-বাক্যে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ইন্দ্রের বৃত্রাসুর জয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন। পাণ্ডবেরা কৌরব সমীপে পুরোহিত প্রেরণ করিলেন। প্রতাপবান্ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডব প্রেরিত পুরোহিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া শান্তি স্থাপন বাসনায় সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের নিকট দূত স্বরূপ পাঠাইলেন। বাসুদেবের ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চিন্তায় ধৃতরাষ্ট্রের নিদ্রা ত্যাগ হইল। বিদুর মহাপ্রাজ্ঞ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বহুতর অদ্ভুত হিতবাক্য শ্রবণ করাইলেন। মহর্ষি সনৎসুজাতও, রাজাকে মনস্তাপান্বিত ও শোক বিহ্বল দেখিয়া, পরমোৎকৃষ্ট অধ্যাত্ম শাস্ত্র শুনাইলেন। সঞ্জয় প্রভাতে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া, "কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন একাত্মা" বলিয়া বর্ণনা করিলেন। মহামতি কৃষ্ণ কৃপা[illegible] হইয়া, বিরোধ ভঞ্জন ও শান্তি স্থাপনার্থে, হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন উভয় পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। এই স্থলে দম্ভোদ্ভব রাজার উপাখ্যান; মহাত্মা মাতলির [illegible]র্থে বরান্বেষণ, মহর্ষি গালবের চরিত্র, ও বিদুলার স্বপুত্রানুশাসন কীর্ত্তিত আছে। কৃষ্ণ, কর্ণ দুর্য্যোধন প্রভৃতির দুষ্ট মন্ত্রণা জ্ঞাত হইয়া সমস্ত রাজাদিগকে স্বীয় যোগেশ্বরত্ব প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর কর্ণকে নিজ রথে আরোহণ করাইয়া তাহার সহিত অশেষবিধ পরামর্শ করিলেন। কর্ণ গর্ব্বান্বিতা প্রযুক্ত তদীয় পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন না। শত্রু যাত্রী কৃষ্ণ, হস্তিনা হইতে উপপ্লব্যে প্রত্যাগমন করিয়া, পাণ্ডবদিগের নিকট আদ্যোপান্ত অবিকল বর্ণনা করিলেন। তাহারা তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, হিতাহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক, সংগ্রামের সমুদায় সজ্জা করিলেন। তদনন্তর সমুদায় পদাতি, অশ্ব, রথ, গজ যুদ্ধার্থে হস্তিনা নগর হইতে নির্গত হইল। রাজা দুর্য্যোধন, মহাযুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ব দিবসে উলূক নামক এক ব্যক্তিকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। তৎপরে সৈন্য সংখ্যা, ও কাশিরাজ দুহিতা অম্বার উপাখ্যান। বহু বৃত্তান্তযুক্ত সন্ধি বিগ্রহ বিশিষ্ট উদ্যোগ নামক ভারতীয় পঞ্চম পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। মহর্ষি উদ্যোগ পর্ব্বে এক শত ষড়শীতি অধ্যায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং হে তপোধন গণ উদারমতি মহাত্মা ব্যাসদেব এই পর্ব্বে ষট্ সহস্র, ষট্ শত, অষ্টনবতি, শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অতঃপর অদ্ভুত ভীষ্ম পর্ব্ব বর্ণিত হইতেছে। এইপর্ব্বে সঞ্জয় জম্বু খণ্ড নির্ম্মাণ বর্ণনা করেন। যুধিষ্ঠির সৈন্য অত্যন্ত বিষাদ প্রাপ্ত হয়। দশাহ ঘোরতর যুদ্ধ হয়। মহামতি বাসুদেব অধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধ হেতুবাদ দ্বারা অর্জ্জুনের মায়া মোহ জনিত বিষাদ নিরাকরণ করেন। যুধিষ্ঠির-হিতাকাংক্ষী, উদারমতি কৃষ্ণ, বিশেষ পর্য্যালোচনা করি[illegible]ত্বর রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক, অতিক্রুত গমনে প্রতোদহস্তে* নির্ভয়চিত্তে ভীষ্মকে সংহার করিতে যান; এবং সকল-শস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে বাক্যরূপ দণ্ড দ্বারা তাড়না করেন। অর্জ্জুন শিখণ্ডিকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া তীক্ষ্ণতর শর প্রবাহ দ্বারা ভীষ্মকে রথ হইতে ভূতলে পাতিত করেন। ভীষ্ম শর শয্যায় শয়ন

* যষ্টি; দণ্ড।

করিলেন। বহু বিস্তৃত ভারতীয় মত পর্ব্ব কথিত হইল। বেদবেত্তা ব্যাস ভীষ্মপর্ব্বে একশত সপ্তদশ অধ্যায় ও পঞ্চ সহস্র, অষ্ট শত, চতুরশীতি শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন।

তদনন্তর বহু বৃত্তান্তযুক্ত, বিচিত্র দ্রোণ পর্ব্ব আরম্ভ হইতেছে। প্রতাপবান্ মহাস্ত্রবেত্তা দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রীত্যর্থে প্রতিজ্ঞা করিলেন "ধীমান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে বন্ধ করিয়া আনিব"। সংশপ্তকেরা অর্জ্জুনকে রণক্ষেত্র হইতে অপসারিত করে। সংগ্রামে শক্র তুল্য, মহারাজ ভগদত্ত, সুপ্রতীক নামক স্বীয় হস্তির পরাক্রমে যুদ্ধে অতি দুর্দ্ধর্ষ ও ভয়ানক হইয়া উঠেন। অর্জ্জুন তাঁহার প্রাণ দণ্ড করেন। জয়দ্রথ প্রভৃতি অনেক মহারথেরা একত্র হইয়া অতি পরাক্রান্ত, অপ্রাপ্ত যৌবন, শিশুপ্রায় অভিমন্যুর প্রাণ বধ করেন। অভিমন্যু হত হইলে, অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সংহার পূর্ব্বক জয়দ্রথের জীবন নাশ করেন। মহাবাহু ভীম ও মহারথ সাত্যকি রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে অর্জ্জুনের অন্বেষণার্থ দেবতাদিগেরও অতি দুর্দ্ধর্ষ কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করেন। হতাবশিষ্ট সংশপ্তকেরা সংগ্রামে নিঃশেষ হয়। দ্রোণপর্ব্বে অলম্বুষ, শ্রুতায়ুঃ, বীর্য্যবান্, জলসন্ধ, সোমদত্তি, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ ও ঘটোৎকচাদি অন্যান্য বীরপুরুষেরা নিহত হয়েন। দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে নিপাতিত হইলে, অশ্বত্থামা অমর্ষ পরবশ হইয়া অতি ভয়ঙ্কর নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করেন। এই পর্ব্বে উৎকৃষ্ট রুদ্র মাহাত্ম্য, ব্যাসদেবের আগমন এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতের সপ্তমপর্ব্ব উদাহৃত হইল। দ্রোণপর্ব্বে যে সকল পরাক্রান্ত, পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পৃথিবী পাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, প্রায় সকলেই নিধন প্রাপ্ত হয়েন। তত্ত্বদর্শী মহর্ষি পরাশর সূনু বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দ্রোণ পর্ব্বে এক শত সপ্ততি অধ্যায় ও অষ্ট সহস্র, নব শত, নবশ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন।

অতঃপর পরমাদ্ভুত কর্ণ পর্ব্ব উক্ত হইতেছে। ধীমান্ শল্যের সারথি কার্য্যে নিয়োগ; ত্রিপুর নিপাত বর্ণন; প্রস্থান কালে কর্ণ ও শল্যের পরস্পর কলহ; কর্ণ তিরস্কারার্থ শল্যের হংস কাকীয় উপাখ্যান কথন; মহাত্মা অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক পাণ্ড্যরাজার বধ, তৎপরে দণ্ডসেন ও দণ্ডের বধ। সর্ব্ব ধনুর্দ্ধর সমক্ষে কর্ণ সহিত দ্বৈরথ* যুদ্ধে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রায় প্রাণ সংশয় ঘটে। যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কোপ। কৃষ্ণ অনুনয় দ্বারা অর্জ্জুনের কোপ শান্তি করিলেন। ভীম প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে দুঃশাসনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া তদীয় শোণিত পান করেন। অর্জ্জুন দ্বৈরথ যুদ্ধে মহারথ কর্ণের প্রাণ সংহার করেন। মহাভারতের অষ্টম পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। কর্ণ পর্ব্বে একোন সপ্ততি অধ্যায় ও চারি সহস্র, নব শত, চতুঃষষ্টি শ্লোক কীর্ত্তিত হইয়াছে।

অতঃপর বিচিত্র শল্য পর্ব্ব আরম্ভ হইতেছে। কৌরব সৈন্য বীর শূন্য হইলে, মদ্রেশ্বর শল্য সেনাপতি হইলেন। শল্য পর্ব্বে যাবদীয় রথ যুদ্ধ ও কৌরব পক্ষীয় প্রধান বীরদিগের বিনাশ কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের হস্তে শল্যের ও সহদেব হস্তে শকুনির প্রাণ বধ হয়। দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্য অল্প মাত্রাবশিষ্ট দেখিয়া হ্রদ প্রবেশ পূর্ব্বক জলস্তম্ভ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ব্যাধেরা ভীমকে তাহার সন্ধান বলিয়া দিল। অত্যন্ত অভিমানী দুর্য্যোধন, ধীমান্ ধর্ম্মরাজের তিরস্কার বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া হ্রদ হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, ভীমসেনের সহিত গদাযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। গদাযুদ্ধ কালে বলরাম তথায় উপস্থিত হইলেন। সরস্বতী দেবী ও অশেষ তীর্থের পবিত্রত্ব কীর্ত্তন ও তুমুল গদাযুদ্ধ বর্ণন। ভীম অতি প্রচণ্ড গদাঘাতে যুদ্ধে রাজা দুর্য্যোধনের ঊরু ভঙ্গ করিলেন। অদ্ভুত নবম পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। এই পর্ব্বে বহু বৃত্তান্ত

* দুই রথির পরস্পর যে যুদ্ধ হয়।

সঙ্কলিত উনষষ্টি অধ্যায় সংখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে শ্লোক সংখ্যা কথিত হইতেছে। কৌরবদিগের কীর্ত্তি কীর্ত্তক মুনি তিন সহস্র দুই শত, বিংশতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অতঃপর অতি দারুণ সৌপ্তিক পর্ব্ব বর্ণন করিব। পাণ্ডবেরা রণক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলে পর, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা এই তিন মহারথ সায়ংকালে, রুধিরাক্ত সর্ব্বাঙ্গ, ভগ্নোরু, অভিমানী রাজা দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজা রণক্ষেত্রে পতিত আছেন। দৃঢ়ক্রোধ, মহারথ অশ্বত্থামা প্রতিজ্ঞা করিলেন, "ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সমুদায় পাঞ্চাল ও অমাত্য সহিত সমস্ত পাণ্ডবদিগের প্রাণ সংহার না করিয়া গাত্র হইতে তনুত্রাণ উদঘাটন করিব না।" রাজাকে এইরূপ কহিয়া তিন মহারথেই তথা হইতে অপক্রান্ত হইয়া সূর্য্যাস্ত সময়ে বন মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অতি প্রকাণ্ড বট বিটপিতলে উপবিষ্ট হইলেন। অশ্বত্থামা তথায় রাত্রিকালে এক পেচককে অনেক কাকের প্রাণ হিংসা করিতে দেখিয়া, পিতৃবধ স্মরণে কোপাবিষ্ট হইয়া, নিদ্রান্বিত পাঞ্চালদিগের প্রাণবধ সংকল্প করিলেন। তদনুসারে শিবির দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন, এক বিকটাকার, অতি প্রকাণ্ড, ভয়ানক রাক্ষস আকাশ পর্য্যন্ত রোধ করিয়া তথায় অবস্থিত আছে। অশ্বত্থামা যত অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, রাক্ষস সমুদায় ব্যর্থ করিল। তখন তিনি সত্বর মহাদেবের আরাধনা করিয়া, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহযোগে নিদ্রাগত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চাল ও সপরিবার দ্রৌপদী-নন্দনদিগের বধ করিলেন। কৃষ্ণের বলাশ্রয় প্রভাবে কেবল পঞ্চ পাণ্ডব ও সাত্যকি মাত্র রক্ষা পাইলেন; অবশিষ্ট সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি পাণ্ডবদিগকে সম্বাদ দিল "অশ্বত্থামা নিদ্রাভিভূত পাঞ্চালদিগের প্রাণ বধ করিয়াছে"। দ্রৌপদী পুত্র-শোকে আর্ত্তা ও পিতৃ ভ্রাতৃ বধ শ্রবণে কাতরা হইয়া অনশন সংকল্প করিয়া ভর্ত্তৃগণ সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন। মহাপরাক্রান্ত, বীর্য্যবান্ ভীমসেন দ্রৌপদীর মনস্তুষ্টি সম্পাদনার্থে, তদীয় বচনানুসারে, গদা গ্রহণ পূর্ব্বক কুপিত চিত্তে গুরু পুত্রের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অশ্বত্থামা ভীমের ভয়ে অভিভূত, রোষপরবশ ও দৈব প্রেরিত হইয়া, "পৃথিবী অপাণ্ডবা হউক" এই বলিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণ "এরূপ করিও না" বলিয়া অশ্বত্থামাকে নিষেধ করিলেন। পাপাত্মা অশ্বত্থামার এইরূপ অনিষ্টাচরণে অভিনিবেশ দেখিয়া, অর্জ্জুন অস্ত্র দ্বারা সেই অস্ত্রের নিবারণ করিলেন। অশ্বত্থামা দ্বৈপায়ন প্রভৃতি পরস্পর শাপ প্রদান করিলেন। পাণ্ডবেরা মহারথ দ্রোণ পুত্রের স্থানে মণি গ্রহণ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে দ্রৌপদী হস্তে সমর্পিলেন। সৌপ্তিক নামক দশম পর্ব্ব উদাহৃত হইল। উত্তম-তেজা, ব্রহ্মবাদী, মহাত্মা মুনি সৌপ্তিক পর্ব্বে অষ্টাদশ অধ্যায় ও অষ্টশত সপ্ততি শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন। ঐষীক পর্ব্ব এই পর্ব্বের অন্তর্গত।

অতঃপর করুণ রসোদ্বোধক স্ত্রী পর্ব্ব আরম্ভ হইতেছে। এই পর্ব্বে, পুত্রশোক সন্তপ্ত, প্রজ্ঞাচক্ষুঃ রাজা ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে ভীমসেন প্রাণবধ সংকল্প করিয়া কৃষ্ণানীত লৌহময়ী দৃঢ় প্রতিমা, (ভীম প্রতিমূর্ত্তি,) ভগ্ন করেন। বিদুর অবগাঢ় বিদ্যা সম্বদ্ধ হেতুবাদ দ্বারা, শোকাভিভূত ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের সাংসারিক মায়ামোহ নিরাকরণ এবং তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করেন। শোকার্ত্ত ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুরিকাগণ সহিত রণক্ষেত্র দর্শনার্থ গমন করেন। বীর পত্নীদিগের অতি করুণ বিলাপ এবং গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের কোপাবেশ ও মোহ। ক্ষত্রিয় নারীগণ যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত পিতা ভ্রাতা ও পুত্রদিগকে দেখিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ, পুত্র-পৌত্র-শোককাতরা গান্ধারীর কোপ শান্তি করেন। পরম ধার্ম্মিক, মহাপ্রাজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির যথাশাস্ত্র রাজাদিগের শরীর দাহ করাইলেন। প্রেত তর্পণ আরম্ভ হইলে কুন্তী কর্ণকে স্বীয় গূঢ়োৎপন্ন পুত্র বলিয়া অঙ্গীকার ও প্রকাশ

করিলেন। মহর্ষি ব্যাস এই একাদশ পর্ব্ব রচনা করিয়াছেন। এই পর্ব্ব শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিলে, সজ্জনদিগকে শোকে অভিভূত ও অশ্রু জলে আকুলিত হইতে হয়। ধীমান ব্যাসদেব স্ত্রী পর্ব্বে সপ্তবিংশতি অধ্যায় ও সাত শত পঞ্চ সপ্ততি শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অতঃপর শান্তিপর্ব্ব; ইহার অধ্যয়নে বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতৃ ভ্রাতৃ পুত্র মাতুল প্রভৃতি সংহার করাইয়া তৎপরোনাস্তি নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়েন। শরশয্যারূঢ় ভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্ম শ্রবণ করান। ঐ সকল ধর্ম্ম জ্ঞানাভিলাষি রাজগণের অবশ্য জ্ঞেয়। ঐ মহাপুরুষ কাল ও কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক আপদ্ধর্ম্ম কীর্ত্তন করেন। ঐ সকল ধর্ম্ম অবগত হইলে নর সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয়। অনন্তর বিচিত্র মোক্ষধর্ম্ম ও সবিস্তর ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রাজ্ঞ জন-প্রীতিপ্রদ, দ্বাদশ পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। হে তপোধন গণ! শান্তি পর্ব্বে ত্রিশত ঊনচত্বারিংশৎ অধ্যায় আছে জানিবেন। ধীমান্ পরাশর নন্দন এই পর্ব্বে চতুর্দ্দশ সহস্র, সপ্ত শত, সপ্ত শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

হে মহর্ষি গণ! ইহার পরেই অতি প্রশস্ত অনুশাসন পর্ব্ব জানিবেন। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির, ভাগীরথী পুত্র ভীষ্মের নিকট ধর্ম্ম নির্ণয় শ্রবণ করিয়া হত শোক ও স্থির চিত্ত হইলেন। এই পর্ব্বে ধর্ম্ম ও অর্থের অনুকূল ব্যবহারীয় ব্যবহার প্রদর্শন; অশেষবিধ দানের পৃথক্ পৃথক্ ফল নির্দ্দেশ; সদসৎ পাত্র বিবেক: দান বিধি কথন; আচার বিধি নির্ণয়; সত্যস্বরূপ নিরূপণ; গো ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন; দেশ কালানুসারে ধর্ম্ম রহস্য মীমাংসা ও ভীষ্ম দেবের স্বর্গারোহণ কীর্ত্তন আছে। ধর্ম্ম নির্ণয়যুক্ত, বহু বৃত্তান্তালঙ্কৃত, অনুশাসন নামক ত্রয়োদশ পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। এই পর্ব্বে এক শত ষট্‌চত্বারিংশৎ অধ্যায় ও অষ্ট সহস্র শ্লোক সংখ্যাত হইয়াছে।

তৎপরে আশ্বমেধিক নামক চতুর্দ্দশ পর্ব্ব। সম্বর্ত্ত মুনি ও মরুত্ত রাজার উপাখ্যান; যুধিষ্ঠিরের হিমালয়স্থিত স্বর্ণ রাশি প্রাপ্তি; পরীক্ষিতের জন্ম। পরীক্ষিৎ অশ্বত্থামার অস্ত্রানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন; কৃষ্ণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে জীবন দান করেন। উৎকৃষ্ট যজ্ঞিয় অশ্ব রক্ষার্থ, তদনুগামি অর্জ্জুনের নানা স্থানে কুপিত রাজপুত্র গণের সহিত যুদ্ধ। চিত্রাঙ্গদা গর্ভ সম্ভূত নিজ পুত্র বভ্রুবাহনের সহিত যুদ্ধে অর্জ্জুনের প্রাণ সংশয় ঘটে। অশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে নকুলের বৃত্তান্ত। পরমাদ্ভুত আশ্বমেধিক পর্ব্ব উক্ত হইল। তত্ত্ব দর্শী মহর্ষি এই পর্ব্বে এক শত তিন অধ্যায় ও তিন সহস্র, তিন শত, বিংশতি শ্লোক নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তৎপরে আশ্রম বাস নামক পঞ্চদশ পর্ব্ব জানিবেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বিদুর ও গান্ধারী সমভিব্যাহারে অরণ্য প্রবেশ পূর্ব্বক ঋষিদিগের আশ্রমে বাস করেন। গুরু শুশ্রূষা পরায়ণা, পতিব্রতা কুন্তী তাঁহাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া পুত্র রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদনুগামিনী হইলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধ হত, লোকান্তরগত পুত্র পৌত্র গণ ও অন্যান্য পার্থিবদিগকে জীবিত পুনরাগত অবলোকন করিলেন। তিনি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রসাদাৎ এইরূপ অত্যুৎকৃষ্ট আশ্চর্য্য সন্দর্শন করিয়া শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সস্ত্রীক পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। বিদুর ও মহামাত্য বিদ্বান্ জিতেন্দ্রিয় গবল্গণ পুত্র সঞ্জয় ধর্ম্ম পথ আশ্রয় করিয়া সদ্গতি পাইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নারদ সন্দর্শন পাইয়া তাঁহার প্রমুখাৎ যদুবংশীয়দিগের কুলক্ষয় বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন। অত্যদ্ভুত আশ্রম বাসাখ্য পর্ব্ব উক্ত হইল। তত্ত্বদর্শী ব্যাস এই পর্ব্বে দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় ও এক সহস্র, পাঁচ শত, ছয় শ্লোক গণনা করিয়াছেন।

হে মহর্ষি গণ! অতঃপর অতি দারুণ মৌষল পর্ব্ব জানিবেন। এই পর্ব্বে ব্রহ্ম শাপ নিগৃহীত পুরুষ শ্রেষ্ঠ যাদবেরা আপানে* সুরাপানে মত্ত ও দৈব প্রেরিত হইয়া

* যেস্থানে উপবিষ্ট হইয়া সুরাপান করে।

এরকা* রূপি বজ্র দ্বারা পরস্পর প্রহার করেন। রাম ও কেশব কুলক্ষয় করিয়া পরিশেষে উভয়ে সর্ব্বসংহারকারি উপস্থিত কালকে অতিক্রম করিলেন না†। নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন আসিয়া দ্বারকা যাদব-শূন্য নিরীক্ষণ করিয়া, যৎপরোনাস্তি বিষাদ ও মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আত্ম মাতুল নরশ্রেষ্ঠ বসুদেবের সংস্কার করিয়া অন্যান্য প্রধান প্রধান যাদবদিগেরও সংস্কার করিলেন। অনন্তর দ্বারকা হইতে বালক ও বৃদ্ধদিগকে স্বসমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে যাইতে বিপৎকালে গাণ্ডীবের পরাভব‡ ও দিব্যাস্ত্র সমুদায়ের অপ্রসন্নতা¶ অবলোকন করিলেন। এবং যাদব রমণীদিগের অপহরণ এবং প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্যের অনিত্যতা দর্শনে সাতিশয় নির্ব্বেদ‖ প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মরাজ সন্নিধানে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সন্ন্যাসাবলম্বনের বাসনা করিলেন। মৌষল নামক ষোড়শ পর্ব্ব পরিকীর্ত্তিত হইল। তত্ত্বদর্শী দ্বৈপায়ন এই পর্ব্বে আট অধ্যায় ও তিন শত বিংশতি শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন।

তৎপরে মহাপ্রস্থানিক নামক সপ্তদশ পর্ব্ব জানিবেন। এই পর্ব্বে, পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দ্রৌপদী দেবী সমভিব্যাহারে মহাপ্রস্থান গমন করেন। তাঁহারা লৌহিত্যসাগরতীরে উত্তীর্ণ হইয়া অগ্নির সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। অর্জ্জুন মহাত্মা অগ্নির আদেশানুসারে, পূজা পূর্ব্বক তাঁহাকে সর্ব্ব ধনুঃশ্রেষ্ঠ দিব্য গাণ্ডীব প্রদান করিলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীকে নিপতিত ও নিধন প্রাপ্ত দেখিয়া তাহারদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। মহাপ্রস্থানিক নামক সপ্তদশ পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। তত্ত্বদর্শী ঋষি এই পর্ব্বে তিন অধ্যায় ও তিন* শত বিংশতি শ্লোক নিরূপণ করিয়াছেন।

তৎপরে অলৌকিক অত্যাশ্চর্য্য স্বর্গপর্ব্ব। মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মরাজ, দয়ার্দ্র হৃদয়তা প্রযুক্ত, স্বসমভিব্যাহারি কুক্কুর ব্যতিরেকে দেবলোকাগত দিব্যরথে আরোহণ করিতে সম্মত হইলেন না। ধর্ম্ম, মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের এই রূপ অবিচলিত ধর্ম্ম নিষ্ঠা দর্শনে পরম প্রীত হইয়া, কুক্কুর রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন দিলেন। যুধিষ্ঠির তৎসমভিব্যাহারে স্বর্গারোহণ করিলেন। দেবদূত ছল ক্রমে তাঁহাকে নরক দর্শন করাইল। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সেই স্থানে অবস্থিত আজ্ঞানুবর্ত্তি ভ্রাতৃগণের কাতর শব্দ শ্রবণ করিলেন। ধর্ম্ম ও ইন্দ্র তাঁহার ক্ষোভ নিরাকরণ করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আকাশ গঙ্গায় অবগাহন করিয়া মানব দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, স্বধর্ম্মার্জ্জিত স্থান প্রাপ্ত হইয়া, ইন্দ্রাদি দেবগণ সমভিব্যাহারে পরমাদরে পরমানন্দে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ধীমান্ ব্যাসদেব প্রোক্ত স্বর্গারোহণ নামক অষ্টাদশ পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। মহাত্মা ঋষি এই পর্ব্বে পাঁচ অধ্যায় ও দুই শত নয় শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন।

এই রূপে অষ্টাদশ পর্ব্ব সবিস্তর উক্ত হইল। তৎপরে হরিবংশ, ও ভবিষ্য পর্ব্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহর্ষি হরিবংশে দ্বাদশ† সহস্র শ্লোক গণনা করিয়াছেন। মহাভারতের পর্ব্ব সংগ্রহ নিরূপিত হইল।

* তৃণ বিশেষ: শর্ড়ী।

† অর্থাৎ তাঁহারাও কালগ্রাসে পতিত হইলেন

‡ প্রভাবক্ষয়, শত্রুনিবারণ শক্তি লোপ।

¶ অস্ফূর্ত্তি।

‖ তত্ত্বজ্ঞান, আপদ, ঈর্ষ্যা ইত্যাদি কারণে আপনার প্রতি অবজ্ঞা ও অনাদর।

* "শ্লোকাস্তত্র শতত্রয়ং। বিংশতিশ্চ তথা শ্লোকাঃ সংখ্যাতাস্তত্ত্বদর্শিনা।" এই মূলের যথাশ্রুত অর্থ লিখিত হইল। কিন্তু মহাপ্রস্থান পর্ব্বে [ন্যূনাধিক] এক শত ত্রয়োবিংশতি শ্লোকের অধিক নাই। এই নিমিত্ত টীকাকার নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য বলেন "শতত্রয়ং" এই শব্দে "এক শত তিন" এই অর্থ করিয়া বিংশতি সহ যোগে "এক শত ত্রয়োবিংশতি" এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

† যেরূপ অধ্যায় ও শ্লোক সংখ্যা লিখিত হইল, প্রতিপর্ব্বেই তাহার ন্যূনাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে বন পর্ব্ব ও হরিবংশে অত্যন্ত অসঙ্গত। প্রতিজ্ঞাত সংখ্যা অপেক্ষা বন পর্ব্বে প্রায় ছয় সহস্র শ্লোক অধিক ও হরিবংশে ন্যূনাধিক চারি সহস্র। পণ্ডিতেরা মীমাংসা করেন লিপিকর প্রমাদ বশতঃ সংখ্যা গত ন্যূনাধিক্য ঘটিয়াছে।

যুদ্ধাভিলাষে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী একত্র সমাগত হইয়াছিল। অষ্টাদশ দিবস ঐ মহাদারুণ যুদ্ধ হয়।

যে দ্বিজ অঙ্গ * ও উপনিষদ্ সহিত চারি বেদ জানেন কিন্তু এই আখ্যান গ্রন্থ জানেন না তিনি কখনই বিচক্ষণ হয়েন না। অমিত বুদ্ধি ব্যাসদেব এই গ্রন্থকে অর্থ শাস্ত্র ধর্ম্ম শাস্ত্র ও কাম শাস্ত্র স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন পুংস্কোকিল কলরব শ্রবণ করিয়া, কর্কশ কাক শব্দ শ্রবণে অনুরাগ হয় না; সেইরূপ এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রান্তর শ্রবণে অভিরুচি থাকে না। যেমন পঞ্চভূত হইতে ত্রিবিধ লোক সৃষ্টি নিষ্পন্ন হয়; সেইরূপ ইতিহাসোত্তম হইতে কবি গণের বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। যেমন চতুর্ব্বিধ† প্রজা অন্তরিক্ষের অন্তর্গত; হে দ্বিজ গণ! সেইরূপ যাবদীয় পুরাণ এই উপাখ্যানে অন্তর্ভূত আছে। যেমন মনের ক্রিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়; সেইরূপ এই আখ্যান শাস্ত্র অশেষবিধ ক্রিয়া ‡ ও গুণের¶ আশ্রয়। যেমন আহার ব্যতিরেকে শরীর ধারণের অন্য উপায় নাই; সেইরূপ এই উপাখ্যানের অন্তর্গত কথা ব্যতিরিক্ত ভূমণ্ডলে আর কথা নাই। যেমন অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষি ভৃত্যেরা সৎকুলজাত প্রভুর সেবা করিয়া থাকে; সেইরূপ সমস্ত কবিগণ এই উপাখ্যানের উপাসনা করেন। যেমন গৃহস্থাশ্রম অন্যান্য সমস্ত আশ্রম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; সেইরূপ এই কাব্য অন্যান্য কবিকৃত কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

তোমারদিগের সর্ব্বদা ধর্ম্মে মতি হউক; যেহেতু পরলোকগত ব্যক্তির ধর্ম্মই এক মাত্র বন্ধু। অর্থ ও স্ত্রী সাতিশয় নৈপুণ্য সহকারে উপাসিত হইলেও কোন কালে আত্মীয়ও স্থায়ী হয় না।

যে ব্যক্তি দ্বৈপায়নের ওষ্ঠপুট বিগলিত, অপ্রমেয়, পরম পবিত্র, পাপহর, মঙ্গলকর ভারত পাঠ শ্রবণ করে; তাহার পুষ্কর* জলাভিষেকের প্রয়োজন কি? ব্রাহ্মণ দিবাভাগে ইন্দ্রিয়াসঙ্গ দ্বারা যে পাপ সঞ্চয় করেন, মহাভারত কীর্ত্তন করিয়া সায়ংকালে সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। আর রাত্রিকালে কায়মনোবাক্যে যে পাপানুষ্ঠান করেন; মহাভারত কীর্ত্তন করিয়া প্রাতঃকালে তাহা হইতে মুক্ত হয়েন। যে ব্যক্তি বহুশ্রুত† বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ-শৃঙ্গ সমন্বিত গো শত দান করে; আর যে ব্যক্তি পরম পবিত্র ভারত কথা শ্রবণ করে; সর্ব্ব কালেই এই উভয়ের ফল তুল্য। যেমন বিস্তীর্ণ সমুদ্র প্লব‡ দ্বারা অনায়াস গম্য হয়; সেইরূপ অগ্রে পর্ব্ব সংগ্রহ শ্রবণ করিলে এই মহার্থ, অত্যুৎকৃষ্ট, মহৎ আখ্যান শাস্ত্র মনুষ্যের পক্ষে সুগম হয় জানিবেন।

পর্ব্ব সংগ্রহঃ সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা

গত ২৫ বৈশাখ রবিবার নিয়মিত সময়ে নিয়মিত সংখ্যক সভ্য একত্র না হওয়াতে সাম্বৎসরিক সভা না হইবায় উপস্থিত সভ্যদিগের অনুমত্যনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে আগামি ১৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অপরাহ্ণ ৬ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক। এই সভাতে গত মাসের পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত বিষয় সকল বিচারিত হইবে।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

---

* শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, জ্যোতিস, ছন্দঃ, এই ছয়। বেদের উচ্চারণ নিয়ম বোধক শাস্ত্রের নাম শিক্ষা। যে শাস্ত্রে বৈদিক ক্রিয়ার বিবরণ আছে তাহাকে কল্প কহে; আর বেদান্তর্গত দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা কারক শাস্ত্রের নাম নিরুক্ত।

† জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ। জরায়ুজ মনুষ্য পশু প্রভৃতি, জরায়ু গর্ভ বেষ্টন চর্ম্ম। অণ্ডজ পক্ষি প্রভৃতি। স্বেদজ মশকাদি। উদ্ভিজ্জ তরু গুল্ম প্রভৃতি, উদ্ উদ্ধ; ভিদ ভেদ করণ; অর্থাৎ যাহারা ভূমিভেদ করিয়া উঠে।

‡ অধ্যয়ন, দান, যজন প্রভৃতি।

¶ শম, দম, ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি।

* পরম পবিত্র তীর্থ বিশেষ।

† অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ।

‡ ভেলা, নৌকা প্রভৃতি।

১২ জ্যৈষ্ঠ সম্বৎ ১৯০৬। কলিযুগাব্দাঃ ৪৯৫০।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য অষ্টমানুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং

কণ্বঋষিঃ গায়ত্রংছন্দঃ

মরুদ্দেবতা

৪৫৭

১ কদ্ধ নূনং কধপ্রিয়ঃ পিতা পুত্রং ন হস্তয়োঃ। দধিধ্বে বৃক্ত-বর্হিষঃ।

১ হে মরুতঃ যূয়ং কং কদা [illegible] নূনং [illegible] বশ্যাং 'হস্তয়োঃ' 'অস্মান্' 'দধিধ্বে' [illegible] লোকে 'পিতা' হস্তয়োঃ স্বকীয়ং 'পুত্রং' [illegible] তদ্বৎ। কীদৃশাঃ মরুতঃ 'কধপ্রিয়ঃ' স্তুতিপ্রীতাঃ [illegible] 'বর্হিষঃ' বৃক্তং ছিন্নং বর্হির্যেভ্যো যেষাং [illegible] নাম তে।

১ যাঁহারদিগের অর্চ্চনার নিমিত্তে কুশচ্ছেদ হয় এমত যে স্তুতি তৃপ্ত মরুদ্দেবতা সকল, তোমরা কবে আমারদিগকে হস্তে ধারণ করিবে, যেমন পিতা স্বীয় পুত্রকে হস্তে ধারণ করেন।

৪৫৮

২ ক্ব নূনং কদ্বো অর্থং গন্তা দিবো ন পৃথিব্যাঃ। ক্ব বো গাবো ন রণ্যন্তি।

২ হে মরুতঃ যূয়ং 'নূনং' ইদানীং 'ক্ব' কুত্র স্থিতাঃ 'কৎ' কদা 'বঃ' যুষ্মাকং 'অর্থং' [illegible] দেশং গমনং 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ [illegible] 'গন্তা' গচ্ছত 'পৃথিব্যাঃ' ভূলোকাৎ 'ন' গচ্ছত। যজমানাঃ 'বঃ' যুষ্মান্ দেবান্ [illegible] পৃথিব্যাঃ অন্যত্র 'ক্ব' 'রণ্যন্তি' শব্দয়ন্তি স্তুবন্তি 'গাবঃ' 'ন' যথা রণ্যন্তি তদ্বৎ।

২ হে মরুদ্দেবতা সকল! তোমরা এখন কোথায় আছ, আর যজ্ঞ স্থানে তোমারদিগের কবে গমন হইবে স্বর্গ হইতে গমন কর, পৃথিবী হইতে গমন করিও না, যজমান সকল পৃথিবী ভিন্ন তোমারদিগের কোথায় স্তুতি করেন, অর্থাৎ পৃথিবীতেই তোমারদিগকে স্তুতি করেন, যেমন গো সকল শব্দ করে।

৪৫৯

৩ ক্ব বঃ সুম্না নব্যাংসি মরুতঃ ক্ব সুবিতা। ক্বো বিশ্বানি সৌভগা।

৩ হে 'মরুতঃ' 'বঃ' যুষ্মাকং 'নব্যাংসি' নবতরাণি 'সুম্না' প্রজাপশ্বরূপাণি ধনানি 'ক' কুত্র বর্ত্তন্তে তথা ভবদীয়ানি 'সুবিতা' শোভনানি মণিমুক্তাদীনি 'ক্ব' 'বিশ্বানি' সর্ব্বাণি 'সৌভগা' সৌভাগ্যরূপাণি গজাশ্বাদীনি 'ক্ব' কুত্র 'উ' অপি বা বর্ত্তন্তে ভবদীয়ৈঃ সুম্নাদিভিঃ সহৈতৈঃ সহ আগচ্ছতামিত্যর্থঃ।

৩ হে মরুদ্দেবতা সকল! তোমারদিগের নূতন প্রজা পশু রূপ ধন সকল কোথায় এবং শোভন মণি মুক্তাদি সকল ও সৌভাগ্য রূপ হস্তি অশ্ব সকলই বা কোথায়, অর্থাৎ ইহারদিগের সহিত তোমরা আগমন কর।

৪৬০

৪ যদ্যূযং পৃশ্নিমাতরো মর্ত্তাসঃ স্যাতন। স্তোতা বো অমৃতঃ স্যাৎ।

৪ হে 'পৃশ্নিমাতরঃ' পৃশ্নি নামকধেনুপুত্রাঃ মরুতঃ 'যূয়ং' 'যৎ' যদ্যপি 'মর্ত্তাসঃ' মর্ত্ত্যাঃ মনুষ্যাঃ 'স্যাতন' ভবেত তথাপি 'বঃ' যুষ্মাকং 'স্তোতা' যজমানঃ অমৃতঃ [illegible]

৪ হে পৃশ্নি নামক ধেনুপুত্র মরুদ্দেবতা সকল! যদ্যপি তোমরা মনুষ্য হইতে তথাপি তোমারদিগের স্তোতা যজমান দেবতা হইত।

৪৬১

৫ মা বো মৃগো ন যবসে জরিতা ভূদজোষ্যঃ। পথা যমস্য গাদুপ ॥১।৩।১৫॥

৫ হে মরুতঃ 'বঃ' যুষ্মাকং 'জরিতা' স্তোতা 'অজোষ্যঃ' অসেব্যঃ 'মাভূৎ' তত্র দৃষ্টান্তঃ যথা উক্ষণীয়ে 'যবসে' তৃণে 'মৃগঃ' কদাচিদপি অসেব্যঃ 'ন' ভবতি সর্ব্বদা তৃণং ভক্ষয়তি তদ্বৎ। কিঞ্চ সঃ স্তোতা 'যমস্য' 'পথা' মার্গেণ মা 'উপগাৎ' মোপগাৎ মাগচ্ছতু তস্য মরণং মাভূদিত্যর্থঃ ॥১।৩।১৫॥

৫ হে মরুদ্দেবতা সকল! তোমারদিগের স্তোতা যজমান অসেব্য না হউক যেমন তৃণ ভক্ষণ বিষয়ে কদাচিৎ মৃগ অসেব্য হয় না, এবং সেই স্তোতা মৃত্যুকে অতিক্রম করুক ॥১।৩।১৫॥

৪৬২

৬ মো ষু ণঃ পরাপরা নির্ঋতির্দুর্হণা বধীৎ। পদীষ্ট তৃষ্ণয়া সহ।

৬ হে মরুতঃ 'নির্ঋতিঃ' রক্ষোজাতিদেবতা 'ণঃ' নঃ 'অস্মান্' 'ষু' সুষ্ঠু 'মা বধীৎ' অস্মাকং বধং মা কার্ষীৎ। কীদৃশী 'পরাপরা' উৎকৃষ্টাদপ্যুৎকৃষ্টা অতিবলা ইত্যর্থঃ অতএব কেনাপি 'দুর্হণা' হন্তুং দুঃশক্যা 'সা নির্ঋতিঃ' 'তৃষ্ণয়া সহ' 'পদীষ্ট' পততু। অস্মদীয়তৃষ্ণা নির্ঋতিশ্চ বিনশ্যতু ইত্যর্থঃ।

৬ হে মরুদ্দেবতা সকল! তোমারদিগের অনুগ্রহে অতি প্রবল রাক্ষস জাতীয় দেবতা যেন আমারদিগকে বধ না করে; হননাশক্য সেই রাক্ষস জাতি পিপাসার সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হউক।

৪৬৩

৭ সত্যং ত্বেষা অমবন্তো ধন্বঞ্চিদা রুদ্রিয়াসঃ। মিহং কৃণ্বন্ত্যবাতাং।

৭ 'ধন্বন্' মরুদেশে 'চিৎ' অপি 'রুদ্রিয়াসঃ' রুদ্রিয়াঃ রুদ্রেণ পালিতত্বাৎ তদীয়াঃ মরুতঃ 'আ' সমন্তাৎ 'অবাতাং' বায়ুরহিতাং 'মিহং' বৃষ্টিং 'কৃণ্বন্তি' কুর্ব্বন্তি এতত্তু 'সত্যং'। কীদৃশাঃ রুদ্রিয়াসঃ 'ত্বেষাঃ' দীপ্তাঃ 'অমবন্তঃ' বলবন্তঃ।

৭ রুদ্র পালিত, প্রদীপ্ত, বলবিশিষ্ট মরুদ্দেবতা সকল মরু ভূমিতেও সর্ব্বতোভাবে বায়ু রহিত বৃষ্টি করেন ইহা সত্য।

৪৬৪

৮ বাশ্রেব বিদ্যুন্মিমাতি বৎসং ন মাতা সিষক্তি। যদেষাং বৃষ্টিরসর্জ্জি।

৮ 'বাশ্রা' শব্দযুক্তা প্রসূতস্তনবতী ধেনুঃ 'ইব' যথা ধেনুঃ বৎসং উদ্দিশ্য শব্দং করোতি তদ্বৎ 'বিদ্যুৎ'

মেঘরূপা দৃশ্যমানা সতী 'মিমাতি' শব্দং করোতি ... 'মাতা' ধেনু 'বৎসং' 'ন' ইব 'মিমাতি' যথা ধেনুর্বৎসং ... তদ্বৎ ইযং বিদ্যুৎ মরুতঃ সেবতে। 'যৎ' যস্মাৎ ... সযুক্তানী 'বৃষ্টিঃ' 'অসর্জি'।

৮ দুগ্ধ প্রস্রবণ স্তন বিশিষ্ট ধেনু যেমন বৎসের উদ্দেশে শব্দ করে, তদ্রূপ বিদ্যুৎ মেঘ হইতে শব্দ করে। যেমন ধেনু বৎসকে পালন করে সেই প্রকার বিদ্যুৎ মরুদ্দেবতার সেবা করেন, যেহেতু গর্জ্জন সহিত বিদ্যুৎ কালে বৃষ্টি দৃষ্ট হয়।

৪৬৫

৯ দিবা চিত্তমঃ কৃণ্বন্তি পর্জ্জন্যেনোদবাহেন। যৎ পৃথিবীং ব্যুন্দন্তি।

৯ তে মরুতঃ ... 'উদবাহেন' উদকধারিণা 'পর্জ্জন্যেন' মেঘেন সূর্য্যং আচ্ছাদ্য 'যৎ' যদা 'পৃথিবীং' বি বিশেষেণ 'উন্দন্তি' ক্লেদয়ন্তি তদানীং বৃষ্টিকালে দিবা দিবসে 'চিৎ' অপি 'তমঃ' 'কৃণ্বন্তি' কুর্ব্বন্তি।

৯ হে মরুদ্দেবতা সকল। তোমরা উদক পূর্ণ মেঘ দ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া যখন পৃথিবীকে বিশেষ রূপে সেচন কর, সেই সময়ে দিবসেতেও অন্ধকার কর।

৪৬৬

১০ অধ স্বনান্মরুতাং বিশ্বমা সদ্ম পার্থিবং। অরেজন্ত প্র মানুষাঃ ।১।৩।১৬।

১০ 'মরুতাং' সম্বন্ধিনঃ 'স্বনাৎ' ধ্বনেঃ গর্জনরূপাৎ 'অধ' অনন্তরং 'পার্থিবং' পৃথিবীসম্বন্ধি 'বিশ্বং' সর্বং 'সদ্ম' গৃহং 'আ' সমন্তাৎ অরেজত ইতি শেষঃ। তথা 'মানুষাঃ' গৃহবর্ত্তিনঃ মনুষ্যাঃ অপি 'প্র অরেজন্ত' প্রারেজন্ত প্রকর্ষেণ কম্পিতবন্তঃ।১।৩।১৬।

১০ মরুদ্দেবতাদিগের গর্জ্জন রূপ ধ্বনি হইলে পৃথিবীর সমুদয় গৃহ কম্পিত হয় এবং গৃহবর্ত্তি মনুষ্য সকলও অতিশয় কম্পিত হয় ।১।৩।১৬।

৪৬৭

১১ মরুতো বীলুপাণিভিশ্চিত্রা রোধস্বতীরনু। যাতেমখিদ্রযামভিঃ।

১১ হে মরুতঃ যূয়ং বীলুপাণিভিঃ দৃঢ়হস্তৈঃ ... চিত্রাঃ ... রোধস্বতীঃ কূলবতীঃ নদীঃ 'অনু' অনুলক্ষ্য 'অখিদ্রযামভিঃ' অখিন্নগমনৈঃ 'যাত' গচ্ছত ... ।

১১ হে মরুদ্দেবতা সকল। দৃঢ় হস্ত বিশিষ্ট তোমরা বিচিত্র কূল বিশিষ্ট নদীকে লক্ষ্য করিয়া অবিশ্রামে গমন কর।

৪৬৮

১২ স্থিরাবঃ সন্তু নেমযো রথা অশ্বাসএষাং। সুসংস্কৃতা অভীশবঃ।

১২ হে মরুতঃ 'এষাং' 'বঃ' যুষ্মাকং 'নেময়ঃ' রথচক্রবলয়াঃ 'স্থিরাঃ' 'সন্তু' তথা 'রথাঃ' 'অশ্বাঃ' অশ্বাশ্চ স্থিরাঃ সন্তু। 'অভীশবঃ' অঙ্গুলয়ঃ 'সুসংস্কৃতাঃ' অশ্ববন্ধনরজ্জুপরিগ্রহেণ অলঙ্কৃতাঃ সন্তু।

১২ হে মরুদ্দেবতা সকল। তোমারদিগের রথনেমি এবং রথ ও অশ্ব সকল স্থির হউক, অঙ্গুলি সকল অশ্ব বন্ধনের রজ্জু দ্বারা অলঙ্কৃত হউক।

৪৬৯

১৩ অচ্ছা বদা তনা গিরা জরায়ৈ ব্রহ্মণস্পতিং। অগ্নিং মিত্রং ন দর্শতং।

১৩ হে ঋত্বিক্ সমূহ ত্বং 'তনা' তনয়া দেবতাস্বরূপং প্রকাশয়ন্ত্যা 'গিরা' বাচা 'ব্রহ্মণস্পতিং' ... অন্নস্য বা পালকং মরুদ্গণং তথা 'অগ্নিং' 'দর্শতং' দর্শনীয়ং 'মিত্রং' 'ন' অপি 'জরায়ৈ' স্তোতুং 'অচ্ছ' আভিমুখ্যেন 'বদ' বদ ব্রূহি।

১৩ হে ঋত্বিক্ সমূহ। তোমরা দেবতার স্বরূপ প্রকাশক বাক্য দ্বারা মন্ত্রের বা অন্নের পালক মরুদ্গণকে এবং অগ্নি ও

দর্শনীয় মিত্র দেবতাকে সম্মুখ হইয়া স্তব কর।

৪৭০

১৪ মিমীহি শ্লোকমাস্যে পর্জন্যইব ততনঃ। গায় গায়ত্র-মচ্যং।

১৪ হে ঋত্বিক্ সমূহ ত্বং 'আস্যে' স্বকীয়মুখে 'শ্লোকং' স্তোত্রং 'মিমীহি' নির্ম্মিতং কুরু। তত্র শ্লোকং 'ততনঃ' বিস্তারয় 'ইব' যথা 'পর্জন্যঃ' মেঘঃ বৃষ্টিং বিস্তারয়তি তদ্বৎ। 'উক্থং' শাস্ত্রযোগ্যং 'গায়ত্রং' গায়ত্রীচ্ছন্দস্কং সূক্তং 'গায়' পঠ।

১৪ হে ঋত্বিক্ সকল! তোমরা স্বকীয় মুখে স্তোত্র রূপ শ্লোক নির্ম্মাণ কর, এবং সেই শ্লোক বিস্তার কর যেমন মেঘ বৃষ্টি বিস্তার করে, এবং গায়ত্রীচ্ছন্দ বিশিষ্ট সূক্ত পাঠ কর।

৪৭১

১৫ বন্দস্ব মারুতং গণং ত্বেষং পনস্যুমর্কিণং। অস্মে বৃদ্ধাঅসন্নিহ ।১।৩।১৭।

১৫ হে ঋত্বিক্ সংঘ 'মারুতং' মরুৎসম্বন্ধিনং 'গণং' সমূহং 'বন্দস্ব' নমস্কুরু। কীদৃশং 'ত্বেষং' দীপ্তং 'পনস্যুং' স্তুতিযোগ্যং 'অর্কিণং' অর্চনোপেতং। 'অস্মে' অস্মাকং 'ইহ' অস্মিন কর্ম্মণি মরুতঃ 'বৃদ্ধাঃ' 'অসন্' ভবন্তু।১।৩।১৭।

১৫ হে ঋত্বিক্ সকল! তোমরা প্রদীপ্ত, স্তুতি যোগ্য, পূজাযুক্ত মরুদ্দেবতা সকলকে বন্দনা কর, তাঁহারা আমারদিগের এই কর্ম্মে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন।১।৩।১৭।

প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রা

এপ্রকার লোক প্রবাদ আছে যে হিন্দুরা কোন কালে সমুদ্র পরিভ্রমণ করেন নাই, সুতরাং কদাপি পোত বাহন কর্ম্ম শিক্ষাও করেন নাই; কেবল চিরকাল ভারতবর্ষের আপন আপন জন্ম ভূমিতে অন্তর্গত থাকিয়া কালযাপন করিতেছেন। একথার প্রামাণ্যার্থে তৎপ্রবাদকেরা কহিয়া থাকেন যে হিন্দুদিগের শাস্ত্রে তদ্বিষয়ের বিধি নাই। বস্তুতঃ উক্ত প্রবাদ নিতান্ত অমূলক। পূর্ব্বকালে হিন্দুদিগের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এবিষয়েরও যথেষ্ট উন্নতি ছিল, কারণ অতি প্রাচীন বেদাবধি নব্য নব্য কাব্য পর্য্যন্ত সকল গ্রন্থেই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ঋগ্বেদ সংহিতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের পঞ্চবিংশ সূক্তে সামুদ্রিক নৌকার উল্লেখ আছে, যথা

> বেদা যোবীনাং পদমন্তরিক্ষেণ পতত্তাং।
> বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ॥
>
> ৭ ঋক্।

যে বরুণ দেবতা খেচর পক্ষিদিগের স্থান জানেন এবং যিনি সমুদ্রে স্থিতি করিয়া জলগামি নৌকা সকলের স্থান জানেন তিনি আমারদিগের প্রতি অনুগ্রহ করুন।

হিন্দুসন্তানেরা সমুদ্রপোত চালন না করিলে এ ঋচের উদয়ের কারণাভাব হয়, কারণ হিন্দুরা সমুদ্র গমনাগমনের ফল ভোগ না করিয়া তদ্বিষয়ক বাক্যে বরুণের স্তব করিবে ইহা সম্ভব নহে। আর ইহা অনুমান সিদ্ধ বটে, যে যে কালে ঋগ্বেদের প্রকাশ হইয়াছিল তৎকালে বিদেশীয় কোন জাতি এমত সভ্যতা প্রাপ্ত হয় নাই যে সমুদ্র পথ দ্বারা ভারতবর্ষে আগমন করিতে পারে।

মনুসংহিতার অন্তর্গত এই পোতপণ বিষয়ক শ্লোক অনেকেরই বিদিত আছে যথা

> দীর্ঘাধ্বনি যথা দেশং যথা কালংতরোভবেৎ।
> নদীতীরেষু তদ্বিদ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণং॥
>
> মনু ৪ অ। ৪০৬ শ্লোক।

দীর্ঘ পথ অর্থাৎ অধিক দূরে গমন করিলে দেশ কাল বিশেষে পোত মূল্যের যে তারতম্য আছে, তাহা নদী বিষয়ে জানিবে সমুদ্র গমন বিষয়ে তাদৃশ নির্দ্দেশ নাই।

রামায়ণে সমুদ্রগ-বণিকের এবং সামুদ্রিক রত্নের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে*।

---

*উদীচ্যাশ্চ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ কেরলাঃ।
কোট্যাঃ পরান্তাঃ সামুদ্রা রত্নান্যুপহরন্তু তে॥
অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমাধ্যায়ে ৫৪৩ শ্লোকঃ।

ঐ সকল বণিক্ হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতীয় হওয়া সম্ভবে না এবং ঐ রত্নও হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতীয় লোকদ্বারা আনীত হয় নাই। সুশ্রুতাদি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত প্রমাণানুসারে যে সকল ঔষধ প্রস্তুত হয়, তাহাতে জায়ফল জয়িত্রী দারুচিনি প্রভৃতি নানা প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য সংযোগ করণের বিধি আছে, ইহাতে অনুমান হয় যে এতাদৃশ প্রাচীন কালেও উক্ত দ্রব্য সমুদায়ের গুণ হিন্দুদিগের নিকট বিশেষ রূপে প্রকাশিত ছিল, কিন্তু দক্ষিণ সমুদ্রস্থ যাবা, মলাকা, বোর্নিয়ো প্রভৃতি উপদ্বীপ সমূহে ঐ সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, এবং তাহা আনয়নার্থ তদ্দেশে যাইতে হইলে অবশ্যই সমুদ্র যাত্রা স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং তন্নিমিত্ত সমুদ্রপোতের সম্যক্ ব্যবহার ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। অপর দুই সহস্র বৎসরের প্রাচীন অভিজ্ঞান শকুন্তলা ধৃত ধন বৃদ্ধি নামা বণিকের আখ্যান, চতুর্দ্দশশত বৎসরাধিক প্রাচীন* হিতোপদেশের কন্দর্পকেতুর আখ্যান†, আর স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ধৃত কলিযুগে সমুদ্র যাত্রা গমন নিষেধক আদিপুরাণ বচন‡ কাব্যাদি গ্রন্থোক্ত বণিক্ ও বাণিজ্য দ্রব্য বিবরণ, ও নবেতিহাস কথিত চাঁদ সদাগরের ও কবিকঙ্কণোক্ত শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহলাদি উপদ্বীপে গমনাগমনের উপাখ্যান এই সমুদায়ে এবিষয়ের বিস্তর প্রমাণ আছে।

পরন্তু কেবল হিন্দু শাস্ত্রেই যে এবিষয়ের প্রমাণ আছে এমত নহে। অন্যান্য প্রাচীন সভ্য জাতিদিগের গ্রন্থে তথা দক্ষিণ সমুদ্রস্থ অনেকানেক উপদ্বীপের পুরাবৃত্তে এবিষয়ের ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। পেরিপ্লস আব্ দি ইরিথ্রিয়ান্সি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে আরব্, গ্রিক্, এবং হিন্দু বণিকেরা শকট্রা উপদ্বীপে যাইয়া বাণিজ্যার্থে বাস করিয়া থাকিত। ক্রফর্ড ও রাফ্লস সাহেবেরা বহুত প্রমাণ দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে যাবা উপদ্বীপের প্রাচীন লোকেরা হিন্দু ছিল, তাহারা সপ্তদশ শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করে। যাবাতে বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব কালীন তত্রত্য হিন্দুরা ঐ দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তন্নিকটস্থ বালি নামক এক ক্ষুদ্রোপদ্বীপে বসতি করে, এবং অদ্যাপি তথায় আপনারদিগের প্রাচীন ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক কালযাপন করিতেছে, এই লোকেরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ চতুষ্টয়ে বিভক্ত, এবং ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদি দেবোপাসক। ইহারদিগের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, এবং অদ্যাপি তাহারা সংস্কৃত ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া থাকে। যাবা দ্বীপস্থ হিন্দুরা সপ্তদশ শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ হয়, অতএব তাহারা ঐদেশে তৎকালের পূর্ব্বে গমন করিয়া থাকিবে। যাবা দ্বীপের পূর্ব্বতন লোকেরা অতি অসভ্য এবং পোত নির্ম্মাণে সম্যক্ অক্ষম ছিল, আর চীন জাতীয় জঙ্ক নামক পোত ষট্ শত বৎসরের পূর্ব্বে যাবা দ্বীপ পর্য্যন্ত আসিতে পারে নাই। অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে হিন্দুরা স্বকীয় সমুদ্র পোত বাহন পুরঃসর তথায় গমন করিয়া বসতি করিয়াছিল। বোর্নিয়ো উপদ্বীপস্থ সরাবকা প্রদেশে এক জাতি বাস করে, তাহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ চতুষ্টয়ে বিভক্ত, এবং যদিও তাহারা এক্ষণে হিন্দু-ধর্ম্ম-বিরোধি নানাপ্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে, তথাপি তাহারা যে যথার্থ হিন্দু সন্তান ইহার সন্দেহ নাই। ফ্রিয়র সাহেবের দেশ ভ্রমণের বৃত্তান্তে জাপান দেশ-প্রচলিত এরূপ এক উপাখ্যান লিখিত আছে যে অতি পূর্ব্বকালে কতকগুলি সুশীল অসুর ও কতকগুলি দুষ্ট অসুর এক সর্পকে রজ্জু করিয়া ও এক পর্ব্বতকে মন্থান দণ্ড করিয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিল। এই

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৪৭ সংখ্যার ৩১ পৃষ্ঠে দেখিবে।

† অহং সিংহলদ্বীপে ভূপতিবীরভদ্রকেতোঃ পুত্রঃ কন্দর্পকেতুর্নাম। একদা কেলিকাননাবস্থিতেন ময়া পোতবণিঙ্মুখাৎ শ্রুতং যদত্র সমুদ্রমধ্যে চতুর্দ্দশ্যামাবির্ভূতকল্পতরুতলে রত্নাবলীকিরণকর্ব্বুরপর্য্যঙ্কে স্থিতা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা লক্ষ্মীরিব বীণাং বাদয়ন্তী কন্যা কাচিৎ দৃশ্যতে।

‡ সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণং ইত্যাদি।

আখ্যান পুরাণোক্ত সমুদ্র মন্থনের আখ্যান হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অতি প্রাচীন কালে যখন জাপান দ্বীপের লোকেরা ভারতবর্ষে আগমন করিতে অশক্ত ছিল, তখন এই আখ্যান তাহাদের দেশে প্রচার হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয়। চীন জাতীয় গ্রন্থ সকল এদেশে প্রচার নাই, এবং তদ্দেশীয় বিদ্যা ব্যবসায়ী লোকও এপ্রদেশে দুষ্প্রাপ্য, অতএব চীন শাস্ত্র মধ্যে হিন্দুদিগের বাণিজ্য বিষয়ক যে সকল প্রমাণ আছে তাহা সংগ্রহ করা অতি কঠিন হইয়াছে, কিন্তু হিন্দু পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ি মহাশয়েরা এবিষয় অপরিচিত রাখিবেন না, বোধ হয় প্রাচীন হিন্দুদিগের পোত বাহন ক্ষমতা বিষয়ক প্রমাণ অবিলম্বে সমস্ত রূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। আশিয়াটিক্ সভার বিজ্ঞবর সম্পাদক শ্রীযুক্ত লেড্লি সাহেব ফোকৌকি নামক চীন গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে ন্যূনাধিক ১৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে সিকাহিয়ন্ নামা এক জন চীন দেশীয় বৌদ্ধ আপন দেশে স্বধর্ম্মের দুরবস্থা দৃষ্টে অতি খিন্নমনা হইয়া তদ্ধর্ম্মের আকর স্থান ভারতবর্ষে তীর্থ পর্য্যটন, তথা ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহ করণার্থে চীন তাতার ও তিব্বতাদি দেশভ্রমণ করিয়া পরে হিমালয় পর্ব্বত বেষ্টন পূর্ব্বক সিন্ধুনদী উৎক্রমণ করিয়া পাঞ্জাব, দিল্লী, মথুরা, প্রয়াগ বৈসলি, রোহিলখণ্ড, অযোধ্যাদি নানা বৌদ্ধ তীর্থ ভ্রমণ করেন, পরে মগধ হইতে তাম্রলিপ্ত অর্থাৎ তমলুকে দুই বৎসর কাল স্থিতি করিয়া বুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি ও বৌদ্ধ শাস্ত্র সংগ্রহ করেন। এতৎ সময়ে কতকগুলি বণিক্ বৃহৎ বৃহৎ নৌকায় সমুদ্র পথে দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করে, তিনিও তাহাদের সহিত যাত্রা করিলেন, এবং চতুর্দ্দশ দিনের পরে সিংহল রাজ্যে উত্তীর্ণ হইলেন; তৎকালে তাম্রলিপ্ত গ্রামের লোকেরা কহিয়াছিল যে এই রাজ্য তাহাদের দেশ হইতে সপ্তশত যোজন * অন্তর। ইহা এক উপদ্বীপোপরি স্থাপিত, এবং ইহা পূর্ব্ব পশ্চিমে পঞ্চাশৎ যোজন* দীর্ঘ, এবং ত্রিংশৎ যোজন† উত্তর দক্ষিণে প্রশস্ত। ইহার বাম দক্ষিণে এক শত ক্ষুদ্র উপদ্বীপ আছে। এসকল উপদ্বীপ প্রধান উপদ্বীপের অধীন, তথায় নানাবিধ রত্ন ও মুক্তা উৎপন্ন হয়। এই রাজ্যে ফাহিয়ান দুই বৎসর বাস করেন, এবং মিশাসি‡ প্রোক্ত নয়-গ্রন্থ ও দীর্ঘ আকম¶ ও বহুবিধ আহম্ নামক গ্রন্থও প্রাপ্ত হয়েন। ফান‖ ভাষায় লিখিত এই সকল গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া তৎ সমুদায় সমভিব্যাহারে করিয়া সিংহলদ্বীপ হইতে এক বৃহৎ সমুদ্র পোতে আরোহণ করেন; ঐ পোতে দুই শত মনুষ্যের স্থান হইতে পারিত; কি জানি সমুদ্রে কোন দুর্দ্দৈব ঘটিয়া পোত ভগ্ন হয়, এই বিবেচনায় তাহার পশ্চাতে এক ক্ষুদ্র নৌকা বদ্ধ থাকিত। বায়ু সহকারে পোত পূর্ব্বাভিমুখে দুই দিন গমন করিলেক, পরে এক ঝড় উপস্থিত হইয়া তাহাতে জল উঠিতে লাগিল, এবং পোতস্থিত বণিকেরা ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করিতে মানস করিলেক, কিন্তু অতিশয় ভারি হইবেক বলিয়া নাবিকেরা তাহার বন্ধন রজ্জু কাটিয়া দিলেক। বণিকেরা ইহাতে অত্যন্ত ভীত হইল, এবং প্রতিক্ষণ পোত জলমগ্ন হইবেক ইত্যাশঙ্কায় পোতস্থ ভারবৎ বস্তু সকল সমুদ্রে নিঃক্ষেপ করিতে লাগিল। ফাহিয়ন নাবিকদিগের সহিত জলসেচন করিতে লাগিলেন, এবং অনাবশ্যক স্বীয় দ্রব্য সকল সমুদ্রে ক্ষেপ করিলেন। কিন্তু কি জানি বণিকেরা তাঁহার গ্রন্থ ও বৌদ্ধ প্রতিমা সকল পোত হইতে নিঃক্ষেপ করে ইহা ভাবিয়া অতিশঙ্কাতুর হইলেন, এবং তদ্বিপদ হই-

* ১৭৯০ জ্যোতিষ সম্মত ক্রোশ।

* ২০০ জ্যোতিষ সম্মত ক্রোশ।

† ১২০ জ্যোতিষ সম্মত ক্রোশ। ফাহিয়ান সিংহল দ্বীপের পরিমাণ উত্তম রূপে লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহার দিগ্ভ্রম হইয়াছে, উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ এবং পূর্ব্ব পশ্চিম প্রস্থ রেখা কর্ত্তব্য ছিল।

‡ বৌদ্ধ ঋষি বিশেষ।

¶ সংস্কৃত আগম।

‖ পালি?

তে রক্ষা পাইয়া ধর্ম্মবেত্তাদিগের* চীন দেশে প্রত্যাগমন নিমিত্ত কোয়ানশিইন দেবের† ভজনা করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন "আমি শাস্ত্র সংগ্রহের নিমিত্তে এই দূরদেশ ভ্রমণ করিয়াছি, অতএব প্রার্থনা দেবতারা এই পোত রক্ষা করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন"।

ত্রয়োদশ দিন ও ত্রয়োদশ রাত্রি গতে এই মহাবায়ু নিবৃত্ত হইলে পর তাহারা এক উপদ্বীপের তটে উপনীত হইল। এবং ভাঁটা পড়িলে তাহারা পোতের ছিদ্র অন্বেষণ পূর্ব্বক তাহা রোধ করিয়া পশ্চাৎ ঐ পোত সমুদ্রে নামাইল। তৎসমুদ্রে অনেক বোম্বেটে ছিল, তাহারদিগের হস্তে পড়িলে ত্রাণ পাওয়া দুষ্কর হইত। ঐ সমুদ্র অতি প্রশস্ত; ইহার পূর্ব্ব পশ্চিম ভাগ দুর্জ্ঞেয়। যখন রজনী অত্যন্ত তিমিরাবৃত হইল, তখন পোতস্থ ব্যক্তিরা কেবল প্রকাণ্ড জলতরঙ্গের পরস্পর আঘাত ও অগ্নিবৎ বিদ্যুৎ ও কূর্ম্ম কুম্ভীরাদি সামুদ্রিক জন্তু এবং অন্য অন্য অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন ও শ্রবণ করিতে লাগিল। তৎকালে পোত কোন্ স্থানে ভাসিয়া যাইতেছে তাহা না জানিয়া বণিক্গণ অত্যন্ত ভীত হইল। এই অতলস্পর্শ সমুদ্রে এমত কোন ভূমি বা প্রস্তর শৃঙ্গও ছিল না যাহাতে তাহারা উত্তীর্ণ হইতে পারে। পরে যখন গগণ মণ্ডল মেঘ শূন্য হইয়া পরিষ্কৃত হইল, তখন তাহারা পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলেক। এবম্প্রকারে তাহারা নবতি দিবসান্তে যাবা দ্বীপে উত্তীর্ণ হইল। এই দেশে বহুতর ধর্ম্মদ্বেষী ও ব্রাহ্মণ ছিল, তথায় ফোর‡ ব্যবস্থা প্রচলিত হয় নাই¶। এই রাজ্যে দশ মাস বাস করিয়া ফাহিয়ন পুনর্ব্বার দুই শত মনুষ্যের স্থানোপযোগি এক বৃহৎ পোতে কতকগুলি বণিকের সহিত যাত্রা করিলেন। তাহারা পঞ্চাশৎ দিবসের উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী সমভিব্যাহারে লইলেক। চতুর্থ চন্দ্রের† ষোড়শ দিবসে তাহারা যাত্রা করত উত্তর পূর্ব্বে কোয়াঙ্গ‡ নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। এক মাস অতীত হইলে তাহারা আর এক অতি ভয়ানক ঝড় বৃষ্টিতে পতিত হইল। বণিক্ এবং অন্যান্য যাত্রী সকলেই ভীত হইল। এই কালে ফাহিয়ন এবং হান¶ দেশীয় অন্যান্য ধর্ম্ম বেত্তারা তাহাদের রক্ষা এবং ঐ দৈবোপদ্রব শান্তির নিমিত্ত কুয়ানশির্ইনের সবিশেষ ভজনা করিতে লাগিলেন। পোতস্থ ব্রাহ্মণেরা একত্রে বিচার করিয়া কহিলেক এই শামনের॥ সংসর্গ নিমিত্ত আমারদিগের এই দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছে, অতএব এই সমুদ্রস্থ কোন উপদ্বীপের তটে ইহাকে নামাইয়া দিব, কারণ এই একজনের নিমিত্ত সকলের আপদে পড়া উচিত নহে। ফাহিয়নের পরম হিতকারী এক ব্যক্তি কহিলেক, যদ্যপি তোমরা এই শামনকে নামাইয়া দেও তবে হান দেশে উত্তীর্ণ হইয়া তত্রস্থ রাজার নিকট আমি তোমারদিগের নামে অভিযোগ করিব। হান দেশের রাজা স্বয়ং বৌদ্ধ মতাবলম্বী এবং ধর্ম্ম বেত্তা ও ভিক্ষুকদিগকে বিস্তর সমাদর করেন। ইহাতে বণিকেরা সন্দিগ্ধ হইয়া তাহাকে নামাইয়া দিল না।

আকাশের ঘনাবৃতত্ব প্রযুক্ত নাবিকেরা ভীত হইয়া পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিল। তাহারা সপ্ততি দিবস পর্য্যন্ত সমুদ্রে থাকাতে ভোজ্য পেয় সমুদায় দ্রব্য প্রায় শেষ হইল। তখন তাহারা সমুদ্রের ল-

---

* এই শব্দের দ্বারা বোধ হইতেছে যে পোতে ফাহিয়ন ব্যতীত অন্য বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বি লোক ছিল।

† সংস্কৃত নাম অবলোকিতেশ্বর। বৌদ্ধ মতানুসারে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন।

‡ বুদ্ধের চীন দেশীয় নাম।

¶ অর্থাৎ প্রবল হয় নাই, কারণ পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে ১৭০০ বৎসর পূর্ব্বে তথায় বৌদ্ধ মত প্রচারের আরম্ভ হয়।

† অর্থাৎ চীন দেশীয় চান্দ্র বৎসরের চতুর্থ মাসে।

‡ চীনের অন্তঃপাতী নগর বিশেষ। ইংরাজেরা তাহাকে ক্যাণ্টন্ বলে।

¶ চীন। পূর্ব্বে হান বংশোদ্ভব রাজারা চীন দেশে রাজত্ব করেন, এপ্রযুক্ত তাহা হান নামে প্রসিদ্ধ হয়

॥ সংস্কৃত নাম শ্রমণ।' বৌদ্ধ সন্ন্যাসি বিশেষ।

বণায় দ্বারা পাক করিতে লাগিল উত্তম জল অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহা অংশ করিয়া লইতে লাগিল, ইহাতে প্রত্যেক অংশে দুই শিং * পরিমিত পাইল। এই অবশিষ্ট জলেরও শেষ হয় এমত সময়ে বণিকেরা পরামর্শ করিলেক যে পঞ্চাশৎ দিবসেতে কোয়াঙ্গুতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কিন্তু বহু দিবস অতীত হইয়াছে, আমারদিগের খাদ্য সামগ্রী শেষ হইয়াছে, অতএব এক্ষণে উত্তর পশ্চিমাভিমুখে ভুমি প্রাপ্তির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ক্রমাগত দ্বাদশ দিবস গত হইলে তাহারা লাও নামক পর্ব্বতের দক্ষিণাংশে উপস্থিত হইল, কিন্তু সে স্থান চীনদেশের অন্তঃপাতী কি না তাহা অনুভব করিতে পারিলেক না। পরে স্থান নির্ণয়ার্থে এক ক্ষুদ্র তরি আরোহণ করিয়া নদীমুখে প্রবেশ করিতে যায়, এমত সময়ে দেখে যে দুই জন ব্যাধ গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে। তখন ফাহিয়ান সকলের সম্মত্যনুসারে তাহারদিগকে অভয় দান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন্ জাতীয় মনুষ্য? ইহাতে তাহারা উত্তর করিল আমরা ফো মতাবলম্বী ¶। অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা এই পর্ব্বতে কি জন্য আসিয়াছিলা? তাহারা কপটতা করিয়া উত্তর করিল কল্য সপ্তম চান্দ্র মাসের পঞ্চদশ দিবস, অতএব কল্যই ফোর মহোৎসব হইবেক, একারণ আমরা ফো দেবের বলি প্রদানার্থ বস্তু বিশেষের অন্বেষণে আসিয়াছিলাম। তদনন্তর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এরাজ্যের নাম কি?" তাহারা কহিল 'ইহার নাম থসিঙ্গ চিউ ‖' ইহা লিও বংশাধিকৃত ছাঙ্গ কোএঙ্গ কিউঙ্গ নামক রাজ্যের সীমাবর্ত্তী। বণিক্ গণ এই কথা শ্রবণ করিয়া পরমহর্ষ প্রাপ্ত হইল, এবং দেশমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বাণিজ্য কার্য্যে মনোযোগী হইল।

এতাবৎ হিন্দু বণিক্‌দিগের বিবরণ এই গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, এবং ইহাতে স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হইতেছে যে পঞ্চদশ শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরা বৌদ্ধের সহিত একত্রে গমনাগমন করিত, এবং একাদি ক্রমে তিন মাসের অধিক কাল সমুদ্র পোতে স্থিতি করিয়াও তাহারা জাতিভ্রষ্ট বা নিন্দনীয় হইত না। মুশলমানদিগের প্রাদুর্ভাব এবং কাল্পনিক ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা এইক্ষণে ভারতবর্ষের তাদৃশ গৌরব এককালীন উৎসন্ন প্রায় হইয়াছে, এবং অজ্ঞান বশতঃ তাহার পূর্ব্ব মহিমার সত্যতার প্রতিও সন্দেহ জন্মিয়াছে। কিন্তু অজ্ঞান রূপ তিমির কত কাল থাকিতে পারে? ভারতবর্ষে নূতন জ্ঞান দিবসের ঊষাকাল মাত্র সম্প্রতি উপস্থিত বোধ হয়, ত্বরায় জ্ঞান স্বরূপ অত্যুজ্জ্বল দিবালোক প্রকাশ পাইবে।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়

বল্লভাচারী

তৃতীয় প্রধান সম্প্রদায়ের নাম রুদ্র সম্প্রদায়। বল্লভাচার্য্য ইহার প্রবর্ত্তক প্রযুক্ত লোকে তন্মতাবলম্বি বৈষ্ণবদিগকে বল্লভাচারী বলিয়া থাকে। যদিও রাম সীতার উপাসনা ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থানে প্রচার আছে, কিন্তু তাহার উত্তর খণ্ডের, এবং বিশেষতঃ পশ্চিমাঞ্চলের ঐশ্বর্য্যশালি ও ভোগবান্ গৃহস্থেরা প্রায়ই রাধাকৃষ্ণের উপাসক; কিছু দিন হইল তৎ প্রদেশে বল্লভাচার্য্য-স্থাপিত বালগোপালের সেবা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছে। গোকুলস্থ গোস্বামিরা এই ধর্ম্মের উপদেশ দেন, এপ্রযুক্ত তাহাকে গোকুলস্থ গোস্বামিদিগের ধর্ম্ম বলে।

এপ্রকার লোক-প্রবাদ আছে, যে আদৌ বেদ-ভাষ্যকার বিষ্ণু স্বামী এমতের সার তত্ত্ব প্রচার করেন। তিনি সন্ন্যাসাশ্রমী ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্যকে শিষ্য করিতেন না। তাঁহার শিষ্য জ্ঞানদেব, জ্ঞানদেবের

---

* চীন দেশীয় পরিমাণ বিশেষঃ।

¶ বৌদ্ধ মতাবলম্বী।

‖ চীনের অন্তঃপাতী নগর বিশেষ।

শিষ্য নামদেব, ও ত্রিলোচন, এবং তাঁহারদের অব্যবহিত কাল পরে, অথবা কিয়ৎ-কাল ব্যবধানান্তর, ত্রৈলিঙ্গ দেশীয় লক্ষ্মণ ভট্টের পুত্র বল্লভাচার্য্য তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া পাঞ্চদশ শত শকের মধ্যভাগে বিশিষ্ট প্রকারে স্বমত প্রচার করেন। প্রথমে তিনি গোকুলে* বাস করিতেন, এবং তথায় কিয়ৎকাল যাপন করিয়া তীর্থ পর্য্যটন করেন। ভক্তমালায় লিখিত আছে, যে তিনি দাক্ষিণাত্যে বিজয়-নগরাধিপতি কৃষ্ণদেবের সভায় উপস্থিত হইয়া তথাকার স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণদিগকে বিচারে পরাস্ত করেন, ও তত্রত্য বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক তাহারদিগের আচার্য্য পদে অভিষিক্ত হয়েন। তথা হইতে উজ্জয়িনী নগরীতে উত্তীর্ণ হইয়া শিপ্রা তটে অশ্বত্থ বৃক্ষতলে স্থিতি করেন। লোকে বলে ঐ স্থান অদ্যাপি তাঁহার বৈঠক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মথুরার ঘাটে তাঁহার আর এক বৈঠক ভূমি আছে, এবং চুনারের এক ক্রোশ পূর্ব্বে এক মঠ ও মন্দির আছে। তাহার প্রাঙ্গনে এক কূপ আছে বলিয়া ঐ স্থানকে আচার্য্য কুঁয়া কহে। তথায় তিনি কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিলে পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচলা ভক্তি ও তদর্থ-কায়-ক্লেশ স্বীকার করিতে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন, এবং অতি অপূর্ব্ব রূপে দর্শন দিয়া বালগোপালের সেবা প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। বল্লভাচার্য্যের অতি আশ্চর্য্য মৃত্যু লাভের আখ্যান আছে। তিনি শেষকালে কিছু দিন বারাণসীর জেঠন বড়ে বাস করেন, অদ্যাপি তথায় এক মঠ আছে। এক দিবস হনুমান্ ঘাটে গঙ্গাসলিলে অবগাহন করিতে করিতে এককালে অন্তর্হিত হইলেন; তথা হইতে এক দীপ্যমান অগ্নি শিখা উত্থিত হইল। তদনন্তর বহুতর দর্শক সমক্ষে স্বর্গারোহণ করিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে আকাশে লীন হইয়া গেলেন।

যদিও মহাভারত অবধি করিয়া বিষ্ণু ও কৃষ্ণের অভেদ বর্ণনা আরম্ভ হয়, এবং শ্রীভাগবতে তাঁহার কেলি-কৌতুক-পূর্ণ যৌবন লীলার বাহুল্য বর্ণনা আছে, কিন্তু বিষ্ণু অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রাধান্য বর্ণনা এ দুই গ্রন্থের কোন অংশে নাই, ও তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের বালরূপের উপাসনারও স্পষ্ট বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না*।

পরন্তু কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব স্থাপন করা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের সমুদায় তাৎপর্য্য, তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণই মায়াতীত, গুণাতীত, নিত্য সত্য পরমেশ্বর। তিনি পূর্ণ যৌবন-সম্পন্ন নানারত্ন-বিভূষিত, পীতাম্বর, মুরলীধর স্বরূপে অক্ষয় গোলোক ধামে নিত্য স্থিতি করেন। বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ ধামের পঞ্চাশৎ কোটি যোজনের উপর বৃন্দাবনবাসী গোপালের গোলোক ধাম†। তাঁহা হইতে এই চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন হয়। তাঁহা হইতে ত্রিগুণ, পঞ্চভূত, এবং দেব গণাদির ক্রমে ক্রমে উৎপত্তি হয়। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে নারায়ণ, বাম পার্শ্ব হইতে মহাদেব, নাভি পদ্ম হইতে ব্রহ্মা, বক্ষঃস্থল হইতে ধর্ম্ম, মুখ হইতে সরস্বতী, মন হইতে লক্ষ্মী, বুদ্ধি হইতে দুর্গা, জিহ্বা হইতে সাবিত্রী, মানস হইতে কামদেব, বামাঙ্গ হইতে রতি ও রাধিকা জন্মিলেন। রাধার লোমকূপ হইতে ত্রিংশৎ কোটি গোপাঙ্গনা, এবং শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে ত্রিংশৎ

---

* যমুনার বামতটে মথুরার প্রায় তিন ক্রোশ পূর্ব্বে গোকুল গ্রাম।

* কিন্তু শ্রীভাগবতে বালকৃষ্ণের ঈশ্বর রূপ বর্ণিত আছে। আর মহাভারতে বন পর্ব্বে ১৮৮ অধ্যায়ে এরূপ এক উপাখ্যান আছে যে মার্কণ্ডেয় মুনি, প্রলয় কালে, বিশ্ব বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, এক প্রকাণ্ড বট বৃক্ষের উপর দিব্যাস্তরণ বৃহিত পর্য্যঙ্কে একটি বালক শয়ন করিয়া রহিয়াছে। মার্কণ্ডেয় ত্রিকালবেত্তা হইয়াও তাঁহাকে জানিতে পারিলেন না। পরে সেই বালক কৃষ্ণবর্ণ ও শ্রীবৎস-চিহ্ন-ধারি রূপে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া কহিলেন "হে মার্কণ্ডেয়! আমি তোমাকে জানি, তুমি পর্য্যটন করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছ, এক্ষণে আমার দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যত কাল ইচ্ছা বাস করিয়া থাক"। বালগোপাল-ভক্তেরা এই আখ্যান স্বমত-পোষক বলিয়া মনে করিলেও করিতে পারেন।

† নিরাধারশ্চ বৈকুণ্ঠো ব্রহ্মাণ্ডানাং পরোবরঃ।
তৎপরশ্চাপি গোলোকঃ পঞ্চাশৎকোটিযোজনাৎ।

কোটি গোপগণ জন্মিল। গোলোক ধামের যাবৎ গাভী ও বৎস, যাহারা বৃন্দাবনেও আসিয়াছিল, তৎ সমুদায়ও তাঁহার লোমকূপ হইতে উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণ অনুগ্রহ করিয়া তাহার একটি গরু মহাদেবকে দিয়াছিলেন। এই পুরাণে সৃষ্টি প্রক্রিয়া কথনে সৃজন কর্ত্তা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কিশোর রূপ বর্ণনা আছে, আর তাঁহার বাল্যলীলার বর্ণনা মধ্যে অনেকানেক অদ্ভুত ক্রিয়ার প্রসঙ্গ আছে। অতএব যদিও বালগোপালের উপাসনার বিশেষ আদেশ না থাকে, তথাপি ভাগবতে এবং বিশেষতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে তাঁহার বাল্যলীলা পাঠ দ্বারা ভক্তের মনে শ্রীকৃষ্ণের বালরূপ উপাসনার বিষয় উদয় হইয়া থাকিবেক।

যখন শ্রীকৃষ্ণের শরীর হইতে পঞ্চভূতাদি নিঃসৃত হইবার প্রসঙ্গ আছে, তখন তদনুসারে বেদান্ত দর্শনের ন্যায় কার্য্য কারণে অর্থাৎ ঈশ্বরও জগতে অভেদ প্রতিপন্ন হইতেছে। আর বল্লভাচার্য্যদিগের প্রামাণিক শাস্ত্রের মধ্যে বার্ত্তা নামে এক গ্রন্থ আছে, তাহাতে জীব ব্রহ্মে এক প্রকার অবিশেষ লিখিত আছে।

> তব শ্রীআচার্য্য জীনে কহী। জো তুম জীবকো স্বভাব জানতো হো দোষবন্ত হৈ। তো তুমসো সম্বন্ধ কৈসে হোয়। তব শ্রীআচার্য্য জীসো শ্রীঠাকুরজী কহে। জো তুম জীবকো ব্রহ্মসম্বন্ধ করো তৌ তিনকো অঙ্গীকার করোঁ।।
>
> বার্ত্তা।

তখন আচার্য্য জী কহিলেন, তুমি জীবের স্বভাব জ্ঞাত আছ, তাহার সকলই দোষ, তবে কি রূপে তোমার সহিত তাহার সংযোগ হইবে? তাহাতে ঠাকুর জী (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) কহিলেন, তুমি ব্রহ্মের সহিত জীবের যে প্রকার সম্বন্ধ করিবে, আমি তাহাই স্বীকার করিয়া লইব।

বল্লভাচার্য্য একটি অসামান্য বিষয়ের বিধি দিয়া গিয়াছেন, হিন্দু ধর্ম্ম পরিবর্ত্তকের পক্ষে তদ্রূপ উপদেশ করা সম্ভাবিত নহে। তিনি এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন, যে পরমেশ্বরের উপাসনাতে উপবাসের আবশ্যকতা নাই, অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইবারও প্রয়োজন নাই, ও বনবাস পুরঃসর কঠোর তপস্যাতেও ফলোদয় নাই, উত্তম বসন পরিধান ও সুখাদ্য অন্ন ভোজনাদি যাবৎ সংসার-সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক তাঁহার সেবা কর। বস্তুতঃ এতৎ সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবেরা অত্যন্ত ভোগি। গোস্বামিরা সকলেই গৃহস্থ, এবং সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক বল্লভাচার্য্য যদিও প্রথমে সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু লোকে বলে তিনি পুনর্ব্বার গার্হস্থ্যাশ্রম প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেবকেরা গোস্বামিদিগকে পরিধানার্থে উত্তমোত্তম বহুমূল্য বস্ত্র প্রদান করে, এবং চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় নানাবিধ সুরস দ্রব্য ভোজন করায়। গোস্বামিদিগের অত্যন্ত প্রভুত্ব; শিষ্যেরা তাঁহাদিগকে তন*, মন, ধন তিনই সমর্পণ করিবেক। সেবকেরা অনেকেই ব্যবসায়ি লোক, এবং গোস্বামিরাও বাহুল্য রূপে বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন, এবং তীর্থ ভ্রমণোপলক্ষে দূর দূরান্তর গমন করিয়া বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

দেবসেবার বিষয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত ইঁহারদিগের বিশেষ বিভিন্নতা নাই। ইঁহারদিগের গৃহে ও মন্দিরে গোপাল, ও রাধা কৃষ্ণ, এবং কৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধীয় অন্যান্য প্রতিমূর্ত্তি থাকে। এই সমস্ত প্রতিমা প্রায় ধাতু-নির্ম্মিতই হইয়া থাকে। প্রতি দিবস শ্রীকৃষ্ণের আটবার সেবা হয়, পশ্চাৎ তাহার বিবরণ করিতেছি।

১ মঙ্গলারতি। সূর্য্যোদয়ের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে শ্রীকৃষ্ণকে শয্যা হইতে উত্থাপন পুরঃসর আসনারূঢ় করিয়া তাম্বূল-সম্বলিত যৎকিঞ্চিৎ জল পানের সামগ্রী প্রদান করিতে হয়, এবং তৎকালে দীপ রাখিতে হয়।

২ শৃঙ্গার। চারি দণ্ড বেলার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তৈল, চন্দন, ও কর্পূর দ্বারা সুগন্ধিত ও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া বার দিয়া বসেন।

৩ গোয়ালা। ছয় দণ্ড হইলে শ্রীকৃষ্ণ যেন গোচারণে যাত্রা করিতেছেন, এইরূপ বেশ ধারণ করেন।

৪ রাজভোগ। মধ্যাহ্ন কালে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ সমাপন পুরঃসর গৃহে প্রত্যাগমন

* শরীর।

করিয়া ভোজন করিতেছেন, এই মনে করিয়া দেবালয়ের পরিচারকেরা বিগ্রহ সমীপে নানাবিধ মিষ্টান্ন ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার সুখাদ্য সামগ্রী স্থাপন করেন, এবং ভোগ সমাপ্ত হইলে পরে প্রসাদি দ্রব্য ও অন্যান্য স্বপক্ব সামগ্রী উপস্থিত সেবকদিগকে পরিবেশন করিয়া দেন, এবং কোন কোন ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত শিষ্যের বাটীতেও প্রেরণ করেন।

৫ উত্থাপন। ভোগান্তে বিগ্রহের নিদ্রা হয়, পরে ছয় দণ্ড বেলা থাকিতে জাগ্রৎ করিয়া উত্থাপন করিতে হয়।

৬ ভোগ। উত্থাপনের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে বৈকালিক ভোগ হয়।

৭ সন্ধ্যা। সূর্য্যাস্ত সময়ে বিগ্রহের সায়ংকালিক সেবা হয়। তখন তাঁহার দিবা-পরিহিত সমুদায় অলঙ্কার উদঘাটন করিয়া পুনর্ব্বার তৈল ও গন্ধ দ্রব্য লেপন করিতে হয়।

৮ শয়ন। অনুমান ছয় দণ্ড রাত্রির সময়ে বিগ্রহকে শয্যায় স্থাপন পূর্ব্বক তৎ সন্নিধানে পানীয় জল, তাম্বূলাধার, ও অন্যান্য শ্রান্তিহর দ্রব্য সমুদায় রাখিয়া পরিচারকেরা দেবালয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করেন।

এই সকল সময়ে প্রায় এক প্রকারই সেবা হয়; যথা পুষ্প, গন্ধ ও ভোগ দান, এবং শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র পাঠ, ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। বিগ্রহ-পূজকেরা এবং অন্যান্য লোকেও এই সমুদায় অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু কৃষ্ণ স্তোত্র প্রায় পূজকেরাই পাঠ করিয়া থাকেন।

নিত্যসেবা ব্যতিরেকে কতকগুলি সাম্বৎসরিক মহোৎসব আছে, যথা রথ যাত্রা, রাস যাত্রা, ও জন্মাষ্টমী। রথযাত্রা বাঙ্গলা ও উড়িষ্যাতেই বিশিষ্ট রূপে হয়, পশ্চিমাঞ্চলেরও কোন কোন স্থানে হইয়া থাকে। কাশীধামে ও অপরাপর পশ্চিম প্রদেশে জন্মাষ্টমী ও রাসযাত্রায় মহা আমোদ হয়। গ্রাম-সন্নিহিত কোন চত্বরে মহা সমারোহ পূর্ব্বক রাসযাত্রার কার্য্য সম্পন্ন হয়। কত প্রকার মনুষ্য কত প্রকার শ্বেত, পীত, লোহিতাদি উত্তমোত্তম বসন পরিধান পূর্ব্বক রাস ভূমিতে সমাগত হয় ও কত প্রকার নৃত্য, গীত, বাদ্যের অনুষ্ঠান হয়, ও শ্যামসুন্দরের সুললিত লীলানুরূপ পরম কৌতুক প্রদর্শিত হয়। স্থানে স্থানে গায়ক, বাদক, ও নর্ত্তক সকল স্বেচ্ছানুসারে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ গুণ প্রকাশ পুরঃসর লোকের মনোরঞ্জন করে, এবং দর্শক গণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহারদিগকে মনোমত পারিতোষিক প্রদান করে। স্থানে স্থানে তৃণ-গৃহ, বস্ত্র গৃহ, ও পণ্যশালা প্রস্তুত হয়, মধ্যে মধ্যে মনোহর দোলনা ও ঝোলনা সকল আলম্বিত হইয়া লোকদিগকে অতিশয় আমোদ প্রদান করে, অপর্য্যাপ্ত ফল, মূল, ও মিষ্টান্ন সমুদায় বিচিত্র রূপে সজ্জীভূত হইয়া সর্ব্বস্থান সুশোভিত করে, এবং দর্শক গণ পরম কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া উল্লসিত চিত্তে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে থাকে। অসংখ্য লোকের সমাগম! বিচিত্র বসন! বিচিত্র ভূষণ! পরম কৌতুক! পরমাশ্চর্য্য সুদৃশ্য ব্যাপার! ইহাতে আমোদের আর সীমা থাকে না। বৃন্দাবনেও চান্দ্র আশ্বিন মাসে দশমী অবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই উৎসব হয়। তথায় এক নদীতটবর্ত্তী প্রস্তর ভূমির উপর শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা প্রদর্শিত হয়। *

বল্লভাচারিরা ললাটে দুই ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র করিয়া নাসামূল-সংলগ্ন অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রেখার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেন, এবং তন্মধ্যে এক রক্তবর্ণ বর্ত্তুলাকার তিলক করেন। এতৎ সাম্প্রদায়িক ভক্তেরা শ্রীবৈষ্ণবদিগের ন্যায় বাহু ও বক্ষঃস্থলে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মের প্রতিরূপ চিহ্ন করেন, এবং কেহ কেহ শ্যামবন্দী নামক কৃষ্ণমৃত্তিকা, অথবা অন্য প্রকার কৃষ্ণবর্ণ ধাতব পদার্থ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ললাট মধ্যবর্ত্তি বর্ত্তুলাকার তিলক করিয়া থাকেন। ইঁহারা কণ্ঠে তুলসী মালা এবং হস্তে তুলসী কাষ্ঠের জপমালা ধারণ করেন, এবং 'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'জয়গোপাল' বলিয়া পরস্পর অভিবাদন করেন।

* বল্লভাচার্য্য সুবোধিনী নামে ভাগবতের

যে টীকা করেন, তাহা ইঁহারদিগের প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ; তাহাতে ভাগবতের যাদৃশ ব্যাখ্যা আছে, ইঁহারা তাহাই গ্রহণ করেন। তদ্ব্যতিরেকে তিনি কতকগুলি ব্রহ্মসূত্র এবং সিদ্ধান্তরহস্য, ভাগবতলীলা রহস্য, একান্ত রহস্য প্রভৃতি অনেকানেক সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষ্য করেন। এসমস্ত গ্রন্থ অতি দুষ্প্রাপ্য, এবং কেবল তৎ সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতেরাই তাহা পাঠাদি করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন সামান্য সেবকদিগের মধ্যে কৃষ্ণলীলা-প্রতিপাদক বহুতর গ্রন্থ প্রচলিত আছে; যথা বিষ্ণুপদ; এগ্রন্থ ভাষায় লিখিত, ও বল্লভাচার্য্য কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ইহাতে কতকগুলি-বিষ্ণু-গুণ প্রতিপাদক পদ আছে। ব্রজবিলাস; ব্রজবাসি দাস নামে এক ব্যক্তি এই অনতিক্ষুদ্র গ্রন্থ ভাষায় রচনা করেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার বর্ণনা আছে। অষ্টছাপ; এগ্রন্থে বল্লভাচার্য্যের আট জন প্রধান শিষ্যের উপাখ্যান আছে। বার্ত্তা; এই হিন্দুস্থানী গ্রন্থে বল্লভাচার্য্য ও তাঁহার মতানুবর্ত্তি ৮৪ জন ভক্তের অত্যদ্ভুত চরিত বর্ণনা আছে। ঐ ৮৪ জনের মধ্যে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় জাতীয় ও সকল বর্ণোদ্ভব লোকই ছিল। এই কতিপয় ব্যতিরেকে আর আর বিস্তর গ্রন্থ আছে, কিন্তু সে সমস্ত এতাদৃশ লোকপ্রিয় নহে। ভক্তমালাতেও এতৎ সাম্প্রদায়িক গুরুদিগের উপাখ্যান আছে। কিন্তু বল্লভাচারিরা অপরাপর সম্প্রদায়ের ন্যায় তাহাকে মূল শাস্ত্র স্বরূপ করিয়া অঙ্গীকার করেন না। পূর্ব্বোক্ত বার্ত্তাই তাঁহারদের ভক্তমালা-স্থানীয় হইয়াছে। ভক্তমালার ন্যায় এগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ও আবির্ভাব সূচক অনেকানেক অলৌকিক ও অসম্ভাবিত উপাখ্যান আছে। তদন্তর্গত এক রাজপুত্নী অর্থাৎ রাজপুত্র জাতীয় স্ত্রীর উপাখ্যান পাঠ দ্বারা বোধ হয়, এসম্প্রদায়ের মতে সহমরণের বিধান ছিল না। বল্লভাচার্য্যের জগন্নাথ ও রাণাব্যাস নামে দুই শিষ্য নদী তীর্থে স্নান করিতেছিলেন, এমত কালে ঐ স্ত্রী স্বীয় স্বামির সহগমনার্থে তথায় আগমন করিলেক। তাহাতে জগন্নাথ সত্বরাচারি রাণাব্যাসকে জিজ্ঞাসিলেন, "স্ত্রীলোকের সতীধর্ম্ম প্রকাশের যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহার ব্যাপার টা কি?" রাণাব্যাস শিরশ্চালন পূর্ব্বক কহিলেক "শবের সহিত সৌন্দর্য্যের অনর্থ সংযোগ।" রাজপুত্নী তাহার শিরশ্চালনের তাৎপর্য্য বুঝিয়া সহগমনে নিবৃত্ত হইল। কিছু দিন পরে রাজপুত্নী অকস্মাৎ তাঁহারদিগকে দেখিয়া পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ও আপনার সহমরণ নিবারণের বিষয় নিবেদন করিল, এবং তৎকালে তাঁহারদের দুই জনে কি কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাও জানিতে প্রার্থনা করিল। রাণাব্যাস নিশ্চিত জানিলেন, যে রাজপুত্নীর উপর শ্রীআচার্য্যের কৃপা হইয়াছে, এবং জগন্নাথের সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল, তৎ সমুদয় অবগত করিয়া কহিলেন, যে তোমার রূপ লাবণ্য শ্রীঠাকুরজীর সেবায় সমর্পিত না করিয়া শবের উপর ক্ষিপ্ত করা অতিশয় অনুচিত ও অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।" অনন্তর রাজপুত্নীর রাণাব্যাস সন্নিধানে উপদিষ্ট হইয়া শ্রীঠাকুরজীর পরিচারিকা হইয়া কালহরণ করিবার আখ্যান আছে।

বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিঠ্ঠলনাথ পিতৃপদে অভিষিক্ত হন, তৎ সাম্প্রদায়িক লোকেরা তাঁহাকে শ্রীগোসাঁইজী বলিয়া জানে। বিঠ্ঠলনাথের সাত পুত্র হয়, গিরিধারি রায়*, গোবিন্দ রায়, বালকৃষ্ণ, গোকুলনাথ, রঘুনাথ, যদুনাথ, ও ঘনশ্যাম। তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মোপদেশক ছিলেন, এবং তাঁহারদের মতানুবর্ত্তি সেবকেরা যদিও পৃথক্ পৃথক্ সমাজভুক্ত বটে, কিন্তু প্রধান প্রধান সমুদায় বিষয়ে প্রায় সকল সমাজেরই ঐক্য আছে। কেবল গোকুলনাথের শিষ্যদিগের কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য আছে; তাহারা স্বকীয় সমাজের গোস্বামি ব্যতিরেকে আর কাহাকেও শাস্ত্রবিহিত গুরু বলিয়া স্বীকার করে না, এবং অপর ছয় সমাজের মঠে কিছুই শ্রদ্ধা করে না। কিন্তু বিঠ্ঠলনাথের

* বোধ হয় সংস্কৃত গিরিধারী রায়।

অন্য কোন পুত্রের মতানুবর্ত্তি লোকদের এরূপ একতর পক্ষপাত নাই।

নানা স্থানের, এবং বিশেষতঃ গুজরাট ও মালোয়ার, বহুতর স্বর্ণবণিক ও ব্যবসায়ি লোকে বল্লভাচার্য্যের মতাবলম্বি হইয়াছে, সুতরাং এসম্প্রদায়ে অনেকানেক ধনাঢ্য লোক আছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে, এবং বিশেষতঃ মথুরা ও বৃন্দাবনে তাঁহারদিগের বিস্তর মঠ ও দেবালয় আছে। কাশীতে দুই বিখ্যাত ও বহুসম্পত্তিবিশিষ্ট মন্দির আছে; লালজীর মন্দির ও পুরুষোত্তমজীর মন্দির*। জগন্নাথক্ষেত্র ও দ্বারকা ইহাঁদের অতিপবিত্র তীর্থ, এবং আজমীরের অন্তঃপাতী শ্রীনাথ দ্বারের মঠ সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত ও ধনশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এপ্রকার লোকপ্রবাদ আছে, যে এমন্দিরের বিগ্রহ পূর্ব্বে মথুরায় ছিলেন, আরঙ্গজেব বাদশাহ তথাকার মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অনুমতি করিলে পরে ঐ সর্ব্বান্তর্য্যামী বিগ্রহ তথা হইতে আজমীরে প্রস্থান করেন। তথাকার বর্ত্তমান মন্দির অধিক দিনের নহে, কিন্তু সেবক-দত্ত ধনে তত্রস্থ বিগ্রহের বিস্তর সম্পত্তি হইয়াছে†। বল্লভাচারিদিগের একবার শ্রীনাথ দর্শন করিতেই হয়, এবং প্রধান গোস্বামির সন্নিধানে তদ্বিষয়ের প্রমাণ পত্র গ্রহণ করিয়া মঠের আনুকূল্যার্থে যথাসম্ভব কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করিতে হয়।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

৭০ সংখ্যক পত্রিকার ৩৪ পৃষ্ঠের পর

মনুষ্যের মানসিক প্রকৃতি

প্রাণিনিষ্ঠ প্রবৃত্তির বিষয় প্রতিপাদন করা গিয়াছে, এক্ষণে আমারদের নরমাত্রিক প্রবৃত্তি অর্থাৎ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি প্রবৃত্তির বিবরণ করা যাইতেছে।

উপচিকীর্ষা।—আমারদিগের যেমন উপচিকীর্ষা অর্থাৎ জীবের উপকার করিবার বাসনা আছে, সেই রূপ উপকারের সমূহ পাত্র ও সর্ব্বস্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পরম পবিত্র প্রবৃত্তি কোন অংশে স্বার্থপ্রবৃত্ত না হইয়া কেবল পরের শুভানুধ্যানেই রত থাকে। অন্যকে সুখ বিতরণ করা—তাপিত হৃদয়ে করুণামৃত বর্ষণ করা ও সুখার্দ্র চিত্তের ও আনন্দ প্রবাহ প্রবল করা সমুদায়ই এই এক প্রবৃত্তির কার্য্য। এই মনোবৃত্তি যাহার হিতাভিলাষে সঞ্চরণ করে, তাহার মুখারবিন্দ যৎ পরিমাণে প্রস্ফুটিত হয়, হিতৈষি ব্যক্তির অন্তঃকরণও তত প্রফুল্ল হইতে থাকে। লোক-সমাজে সুখ বিস্তার করিতেই তাঁহার পরম আহ্লাদ হয়, এবং তৎ কার্য্য সম্পাদনার্থে তাঁহার পদদ্বয় দ্রুত গমন করে, ও হস্ত দ্বয় সতত প্রসারিত থাকে। তাঁহার নিরালস্য চিত্ত পরের হিত চিন্তাতেই সুখী হয়, এবং তাঁহার রসনা পরের মঙ্গল কীর্ত্তনেই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হয়। আর যখন তাঁহার কোন কুশলাভিপ্রায় পূর্ণ হয়, তাঁহার তৎকালের অবস্থার কথা কি কহিব?—তিনি সুখার্ণবে মগ্ন হন! যিনি আমারদের এমত উৎকৃষ্ট স্বভাব দিয়াছেন যে পরের মঙ্গল করিতে গেলে আপনার মঙ্গল তাহার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভাবিত হয়, তাঁহার অপার মহিমা ও অনির্ব্বচনীয় মঙ্গল স্বরূপ আলোচনা করিলে অন্তঃকরণ প্রেমামৃত রসে একেবারে দ্রব হইয়া যায়।

ভক্তি—পরমেশ্বর অনেকানেক গুরুলোক ও অন্যান্য মহৎ মহৎ ব্যক্তির সহিত আমারদিগের গুরুতর সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহারদিগের প্রতি গুরুতর ভাব সহকারে তদনুচিত ব্যবহার সম্পাদনার্থে আমারদিগকে ভক্তিরূপ পরম পবিত্র প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। মহৎ ও উত্তমগুণ মনে হইলেই ভক্তির উদয় হয়। যাঁহাকে কখনও দেখি নাই, যাঁহার কথা কখনও শুনি নাই, যিনি সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে

---

* কাশীর পোদ্দারেরা প্রত্যেক হুণ্ডিতে এক আনা করিয়া দেবালয়ে দান করে। আর তথাকার বস্ত্র ব্যবসায়িরা প্রতিবারের বস্ত্র বিক্রয়ে দুই পয়সা করিয়া দেয়।

† প্রত্যেক মন্দিরের তিন স্থানে দান করিতে হয়, যথা বিগ্রহ সন্নিধানে, প্রবর্ত্তকের গদ্দিতে, ও শ্রীনাথ দ্বারের বাহ্যদেশে।

মানবলীলা সম্বরণ করিয়া লোকান্তর গমন করিয়াছেন, তাঁহারও অসাধারণ ক্ষমতা ও অতি প্রশংসনীয় গুণ শ্রবণ করিলে অনিবার্য্য ভক্তিরস প্রকটিত হইতে থাকে। ভক্তি প্রভাবে বোধ হয় যেন তাঁহার পরমারাধ্য মূর্ত্তি সমক্ষে বিদ্যমান দেখিতেছি! কিন্তু পরমেশ্বর যেমন ভক্তির বিষয় এমন আর দ্বিতীয় নাই। এমন পরমোৎকৃষ্ট অনির্ব্বচনীয় গুণ—এমত মহত্ত্ব ভাব—এমত বিশুদ্ধ স্বরূপ আর কাহার আছে? যিনি এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের সৃজন কর্ত্তা, এই অপরিসীম বিশ্বকার্য্যে যাঁহার অচিন্ত্য জ্ঞান, মহীয়সী শক্তি, পরম মঙ্গল স্বরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে, সংসারের প্রত্যেক নিয়মে যাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় শান্তস্বভাব সম্যক্ প্রতীত হইতেছে, তাঁহার ন্যায় প্রেমের আস্পদ ও ভক্তির পাত্র আর কোথায় পাইব? ইহা আমারদের পরম সৌভাগ্য যে সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বকালেই তাঁহার নিদর্শন ব্যক্ত রহিয়াছে। পরমেশ্বর-পরায়ণ ভক্তিমান্ ব্যক্তি সকল স্থানেই তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রেমে মগ্ন হয়েন। ঘন বিজন কানন বা জনশূন্য মরুদেশ, গভীর সিন্ধু-গর্ভ বা জনাকীর্ণ রাজধানী, প্রখর-রশ্মি-প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন সময় বা ঘোরা দ্বিপ্রহরা তামসী বিভাবরী, সুশীতল সমীরবহ প্রভাত সময় বা বিহঙ্গ কোলাহল কলিত শ্রান্তিহর সায়ংকাল, এবং সুললিত তরুণ যৌবন বা পরিপক্ব প্রবীণকাল, সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালে ও সর্ব্বাবস্থায় পরাৎপর পরমেশ্বরকে সাক্ষি স্বরূপ দেখিয়া তাঁহার চিত্ত ভক্তিরসে দ্রবীভূত হইয়া যায়।

আশা—আশারূপ মনোবৃত্তি কেবল ভবিষ্যৎ সুখান্বেষণেই সতত তৎপর। যে পৃথিবীতে কাল বিলম্বে মনোরথ পূর্ণ হয়, যে পৃথিবীতে উপার্জ্জন করিয়া উদরান্ন আহরণ করিতে হয়, যে পৃথিবীতে ভবিষ্যৎ সুখলাভের প্রতীক্ষায় বর্ত্তমান দুঃখানুভবের হ্রাস করিতে হয়, এই আশাবৃত্তি সেপৃথিবীর সম্যক্ উপযুক্ত হইয়াছে। যখন হৃদয়াকাশ বিষম বিপত্তি রূপ মেঘ দ্বারা ঘোরতর আচ্ছন্ন হয়, তখন কেবল প্রবল আশাবায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহাকে পরিষ্কৃত করিতে থাকে। যখন আশার সহিত কোন স্থূল প্রবৃত্তির * সংযোগ হয়, তখন অন্তঃকরণ স্বার্থ-পরতন্ত্র হইয়া আত্মসুখ সাধনেই ব্যগ্র থাকে। আর যখন কোন ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সহযোগ হয়, তখন ইচ্ছা হয় বিশ্বসংসার আনন্দে পরিপূর্ণ হউক। ইহলোকে পরমেশ্বরের জ্ঞান, শক্তি, মঙ্গল স্বরূপ, ও অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার নিয়মানুসারে যথোচিত উপায় অনুষ্ঠান করিলেই ইষ্টলাভ হয়, এইরূপ বিশ্বাস রাখিয়া আশাকে চালিত ও চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কেবল ইহকাল ও এই ভূমণ্ডলমাত্র আশার বিষয় নহে। জিজীবিষা বৃত্তির সহিত তাহার সংযোগ হইলে শতবর্ষ আয়ুর্ভোগ করিয়াও তৃপ্তি হয় না; তখন এই শতবৎসরকে অতি অল্পকাল বোধ হয়, এবং এজীবন অতি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান হয়; তখন মনে হয় অনন্তকালই আমার পরমায়ু, এবং অখিল সংসারই আমার নিত্যধাম; আমি এই জঘন্য দেহপিঞ্জর হইতে উড্ডীয়মান হইব, লোক লোকান্তর গমন করিব, সর্ব্বত্র বিচরণ করিব, জ্ঞান তৃষ্ণা শান্তি করিব, এবং পূর্ণকাম হইয়া অপর্য্যাপ্ত সুখসম্ভোগ করিব। যদি কোন ভয়ঙ্কর কাল উপস্থিত হইয়া ভূমণ্ডল বিনাশ পায়, চন্দ্র সূর্য্য অপ্রকাশ হয়, এবং ঐ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ নক্ষত্র সকল স্ব স্ব স্থান হইতে চ্যুত হয়, অব্যবস্থিত ও দিগ্বিদিক্ ঘূর্ণায়মান হইয়া ভগ্ন ও চূর্ণ হয়, এই জাজ্বল্যমান জগৎ যদি অসৎ হইয়া যায়, তথাপি আমি বর্ত্তমান থাকিব! আশাবৃত্তি মর্ত্ত্য লোকের বিষয়োপভোগে পরিতৃপ্ত না হইয়া অলৌকিক সুখাশয়ে এই রূপ সঞ্চরণ করিতে থাকে। তাহাকে চরিতার্থ করিতে পারে এমত পদার্থ ব্রহ্মাণ্ডে নাই। কেবল পরমেশ্বরই তাহার সর্ব্বোত্তম বিষয়।

শোভানুভাবকতা—পরমেশ্বর আমারদিগকে শোভা-প্রিয় করিয়া তদুপযোগি

* স্থূল প্রবৃত্তি, অপকৃষ্ট প্রবৃত্তি, ইতর প্রবৃত্তি, নীচ প্রবৃত্তি এই সমুদায় শব্দে প্রাণিনিষ্ঠ প্রবৃত্তি জানিবে।

অশেষ প্রকার রমণীয় পদার্থ দ্বারা সমস্ত সংসারকে বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার দর্শন, শ্রবণ, ও মননে অন্তঃকরণ পরম প্রফুল্ল হয়। সুন্দর চিত্র, সুশোভন পাষাণ মূর্ত্তি, মনোহর অট্টালিকা, বা সুদৃশ্য ভূমিখণ্ড সন্দর্শনে চিত্ত যে বিকসিত হয়, এবং কাহারও অন্তঃকরণকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে ভূষিত দেখিলে প্রীতির যে সঞ্চার হয়, তাহার এই কারণ। আমারি হউক বা অন্যেরই হউক, সুন্দর বস্তু প্রত্যক্ষ হইলেই সুখোদয় হয়। অতএব সমস্ত বিশ্বই এই শুভকরী বৃত্তির উপভোগ্য, এবং যিনি আমারদের হৃদয় রাজ্যে এমন সুখের আকর সৃজন করিয়াছেন, তিনিই ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিষয়।

আশ্চর্য্য—এই বৃত্তির গুণে অদ্ভুত, অসাধারণ, ও অভিনব বস্তু প্রত্যক্ষ হইলে হর্ষোদয় হয়। যে পৃথিবীতে সমুদায়ই অনিত্য, যে পৃথিবীতে সকল বস্তুই পুরাতন বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিয়ত নবীনরূপ ধারণ করিতেছে, নাশ ও উৎপত্তিই যে পৃথিবীর প্রকৃত ধর্ম্ম, এই বৃত্তি তাহার সম্যক উপযুক্ত হইয়াছে। যখন আমারদিগের পরমেশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিবার শক্তি আছে, ও তাঁহার আশ্চর্য্য কার্য্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিবার, ও তাহার তত্ত্ব জানিবার ক্ষমতা আছে, তখন এই পরম সুখদ বৃত্তির উপভোগ্য বস্তুর আর অভাব কি? যত অনুসন্ধান করিবে, ততই অভিনব ব্যাপার ও অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ পাইবে। জগদীশ্বর প্রসাদে এই বৃত্তি সর্ব্বত্র অপর্য্যাপ্ত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদাই চরিতার্থ হইতেছে, ও তদ্দ্বারা অপরাপর অনেক মনোবৃত্তিও স্ব স্ব বিষয়ে সঞ্চারিত হইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছে। স্বার্থপ্রাপ্তি এপ্রবৃত্তির মুখ্য প্রয়োজন না হইলেও তদ্দ্বারা প্রচুর সুখের উদ্ভব হয়।

অধ্যবসায়—সপ্রতিজ্ঞ হইয়া কর্ম্ম না করিলে সংসারের কার্য্য সম্পন্ন করা অতি সুকঠিন, এনিমিত্ত পরমেশ্বর আমারদিগকে অধ্যবসায় বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। যে স্থানে অনেক বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করিতে হয়, যে স্থানে অভীষ্ট সাধনে নানা প্রকার প্রতিবন্ধক ঘটে, এবং যেখানে কাল বিলম্ব ব্যতীত প্রায় কোন অভিলাষ পূর্ণ হয় না, এই অধ্যবসায় বৃত্তি সে স্থানের অত্যুপযুক্ত হইয়াছে।

ন্যায়-পরতা—যখন মনুষ্যের কাম স্নেহাদি কতকগুলি প্রবৃত্তি কেবল স্বার্থ সাধনে তৎপর, এবং উপচিকীর্ষাদি অন্য কতকগুলি প্রবৃত্তি কেবল পরানুরাগি, তখন এই উভয় জাতীয় প্রবৃত্তি সমুদায়ের আতিশয্য নিবারণার্থে, ও তাহারদিগকে যথা নিয়মে চালনা করিবার নিমিত্তে কোন স্বতন্ত্র শক্তি আবশ্যক; পরমেশ্বর এই ন্যায়পরতা বৃত্তিকে সেই শক্তি দিয়াছেন। এই শুভকরী বৃত্তি মার্জ্জিত বুদ্ধি সহকারে যাহাতে পরের অনিষ্ট ও নিরর্থক আত্ম সুখের হানি না হয় এইরূপে সমুদায় প্রবৃত্তিকে স্ব স্ব বিষয়ে চালনা করে। 'সকল ব্যক্তিকে আত্মবৎ ভাবনা করিবে' এই প্রসিদ্ধ পরম ধর্ম্মও এই মহতী বৃত্তির উপদেশ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বর এই আ[illegible] প্রতিনিধি স্বরূপ বৃত্তিকে নরজাতি[illegible] মধ্যে স্থাপনা করিয়াছেন, তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে সকল কর্ম্মেই সুখোদয় হয়, আর তাহার উপদেশ অবহেলন করিয়া অবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার দণ্ড স্বরূপ দুঃখ উপস্থিত হয়। যিনি আমারদিগের পরস্পর অন্যায্য ব্যবহার করা নিবারণার্থে এমত শুভকরী বৃত্তি সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার সমান ন্যায়বান্ আর কে আছে?

যে সমস্ত ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বিষয় বিবরণ করা গেল *, তাহারা স্ব স্ব বিষয় ভোগের নির্দ্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করিলে, অর্থাৎ মার্জ্জিত বুদ্ধি সহকারে যথা নিয়মে নিয়োজিত না হইলে, বহুতর অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা। বুদ্ধির পরিপাক না হইয়া যদি ভক্তি ও উপচিকীর্ষাদির আতিশয্য হয়, তবে কাল্পনিক ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও অতিব্যয়শীলতাদি নানা প্রকার অকর্ত্তব্য বিষয়ে

*উপচিকীর্ষা, ভক্তি ও ন্যায়পরতা এই তিন প্রধান ধর্ম্ম প্রবৃত্তি। আশা, সৌন্দর্য্যানুভাবকতা ও অধ্যবসায় এই তিন বৃত্তিকে তাহার অনুকূল বৃত্তি বলা যায়।

প্রবৃত্তি হয়। অতএব বুদ্ধি বৃত্তিকে মার্জ্জিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বুদ্ধিবৃত্তি*—বুদ্ধি অতি প্রখর অস্ত্র স্বরূপ। তাহাকে যে বিষয়ে চালনা করা যায়, তাহাতেই নৈপুণ্য হয়। যে বুদ্ধি দস্যুবৃত্তি, মিত্রদ্রোহ, বিশ্বাস-ঘাতকতা ও নর-বধ সম্পাদনের উপায় চিন্তা করে, সেই বুদ্ধিই এই ভূলোককে স্বর্গলোক সমান সুখধাম করিবারও মন্ত্রণা করিতে পারে। কিন্তু যাবদীয় বস্তুর সত্তা ও গুণ জানা, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ করা, এবং আমারদের স্থূল প্রবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদয়কে যথা নিয়মে নিয়োজন করাই বুদ্ধি বৃত্তির মুখ্য প্রয়োজন। সুতরাং সমস্ত সংসারই তাহার উপভোগ্য বিষয়, এবং তাহাকে যথা নিয়মে চালনা করিলে আমারদিগের চিত্ত ভূমি অপর্য্যাপ্ত সুখ-সলিলে প্লাবিত হইতে পারে।

জগদীশ্বর অতি অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ পূর্ব্বক আমারদিগের মানসিক প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের এইরূপ সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, যে আমারদিগের অপকৃষ্ট প্রবৃত্তির যাবৎ কার্য্য বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অনুমত হইলে তৎসমুদায় দ্বারা আপনার সুখোৎপত্তি ও শুভসাধন হয়, আর যে সকল কার্য্য তাহারদের অনুমোদিত নহে, তাহা পরিণামে অনিষ্টের কারণ হয়। যে ধর্ম্মশীল সুবোধ ব্যক্তির ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকল মার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা নিয়োজিত হইয়া পরস্পর ঐক্যভাবে সঞ্চরণ করে, যদিও পরের শুভ সাধনই তাঁহার মুখ্য প্রয়োজন থাকে, কিন্তু গৌণ কল্পে তদ্দ্বারা আপনারও পরম সুখ সম্ভোগ হয়। ইহাতে পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার ইহলোকে অবাধে হইয়া আসিতেছে।

আমারদিগের স্থূল বৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির যেরূপ বিজ্ঞিপ্ততা দৃষ্টি করা গেল, তাহা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এই পশ্চাল্লিখিত তিন বিষয় প্রতিপন্ন হয়।

প্রথমতঃ—আমারদিগের যাদৃশ মানসিক প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুরও যে প্রকার স্বভাব, তাহাতে অন্তঃকরণের কোন বৃত্তির প্রাবল্য হইলে তাহার আর নিবৃত্তি হয় না। যদিও বিষয়োপভোগ দ্বারা ক্ষণিক নিবৃত্তি হয়—অন্ন পান দ্বারা ক্ষুধা তৃষ্ণার শান্তি হয়, ধন লাভ দ্বারা অর্জ্জন স্পৃহা ক্ষণকালের নিমিত্ত চরিতার্থ হয়, বিষয় বিশেষে যশোলাভের অভিলাষ পূর্ণ হইলে অচিরাৎ তৃপ্তি জন্মে, অবিচ্ছেদে বুদ্ধি চালনা করিলে কিঞ্চিৎকাল বিচার-শক্তির মান্দ্য হয়, কিন্তু তাহারা কিয়ৎকাল বিশ্রামের পরেই পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া স্ব স্ব বিষয় লাভার্থে ব্যগ্র হয়। অতএব আমারদিগের মনোবৃত্তি সকল যথাবৎ নিয়মিত না হইলে উত্তরোত্তর প্রবল ও অপ্রশান্ত হইতে থাকে। বিশেষতঃ দুর্দান্ত স্থূল প্রবৃত্তি সকল স্বার্থপর ও সদসৎ-ফল-বিবেক-রহিত, সুতরাং তাহারা পরিমিত বিষয়োপভোগ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। যদি আমারদিগের স্থূল প্রবৃত্তি সকল, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির শাসন অবহেলন পুরঃসর তন্নির্দ্দিষ্ট নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া অনবরত বিষয়োপভোগে রত থাকে, তবে তদ্দ্বারা আপনার ও পরের বিস্তর অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা। যদি লোকানুরাগ লাভ মাত্র আমারদিগের সমস্ত কর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়, তবে স্থল বিশেষে কুকর্ম্মের প্রবৃত্তির নিমিত্ত কুকর্ম্মও করিতে হয়, ও তৎফল দুঃখও প্রাপ্ত হইতে হয়, এবং যে সকল যশস্কর বিষয় সাধনের ক্ষমতা নাই, যশোলোভ বশতঃ তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া ভগ্নাশ ও ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয়। সবিশেষ জ্ঞানাভাব বা ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির ক্ষীণতা প্রযুক্ত রিপু-পরতন্ত্র হইয়া অল্প বয়সে, অথবা শরীর ও মনের অস্বাস্থ্য সময়ে, সন্তান উৎপন্ন করিলে, সে সন্তান দুর্ব্বল ও ব্যাধিযুক্ত

---

* বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায়কে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। তন্মধ্যে চক্ষুঃশ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রথম শ্রেণী-নিবিষ্ট; ব্যক্তিত্ব স্থিতি, আকারানুভাবকতা, পরিমিতি প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা বাহ্যবস্তুর সত্তা ও গুণ জ্ঞাত হওয়া যায়, তৎসমুদায় দ্বিতীয় শ্রেণী-নিবিষ্ট। কালানুভাবকতা, স্বরানুভাবকতা, ঘটনানুভাবকতা, সংখ্যা ও তাহা শক্তি প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা বাহ্যবস্তু সকলের পরস্পর সম্বন্ধ জানা যায়, তৎসমুদায় তৃতীয় শ্রেণী-নিবিষ্ট। আর উপমিতি, ও অনুমিতি অর্থাৎ কার্য্য কারণ জ্ঞান, চতুর্থ শ্রেণী-নিবিষ্ট।

বা রিপু-প্রধান হইয়া পিতা মাতার অশেষ যাতনার কারণ হয়। এইরূপ আমারদিগের অত্যর্থসম্পৃহা দ্বারা ধন সঞ্চয়ে প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডপতির অখণ্ডনীয় নিয়ম ক্রমে বসুন্ধরা সম্বৎসর কালে পরিমিত ধন দান করেন, আর মনুষ্যেরও বুদ্ধি ও পরিশ্রমের নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, সুতরাং সকলেই ধনাঢ্য হইতে চাহিলে অনেকে স্বভাবতই নিরাশ হইবেন। যাঁহারা স্থূল-প্রবৃত্তি-পরতন্ত্র হইয়া কেবল বিষয় পথে সঞ্চরণ করেন, তাঁহারা এই অকল্পিত কথা মনে রাখিবেন। অতএব স্থূল প্রবৃত্তি সকল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়মিত না হইলে বহুতর দুঃখোৎপত্তির সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়তঃ—আমারদিগের বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমুদায়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি, এপ্রযুক্ত যখন আমারদের স্থূলপ্রবৃত্তির কার্য্য তৎসম্মত না হয়, তখন অন্তঃকরণ অপ্রসন্ন ও অসন্তুষ্ট হইয়া গ্লানিযুক্ত থাকে। বোধ হয় যেন আমারদের মনের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি সমুদায়, ইতর বৃত্তির অনুচিত ভোগাতিশয়ে অসন্তুষ্ট হইয়া তিরস্কার করিতেছে। যে তরুণযুবার সুকোমল সরল চিত্ত এখনও পাপরসে দূষিত হয় নাই, যাহার সাধু চিন্তা এখনও সংসারের কুটিল পথে সঞ্চরণ করে নাই, অধর্ম্মের কঠোর হস্ত যাহার সুকুমার নির্ম্মল মতি এখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই, সে যদি দুর্ব্বিপাক বশতঃ দুষ্প্রবৃত্তিরূপ পিশাচের বশীভূত হইয়া মোহ হ্রদে মগ্ন হয়, তবে সেই জানিতেপারে যে ধর্ম্মের শাসন অবহেলন করিয়া নীচ প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিলে কি প্রকার যাতনা ভোগ করিতে হয়। তাহার অনুতাপ-তাপিত হৃদয় আর শান্তিরসে আর্দ্র হয় না, এবং মনের গ্লানির আর পরিসীমা থাকেনা। তাহার আপনার অন্তঃকরণই গরলময় নরক সমান হয়, ও প্রাণ-ঘাতিনী দুশ্চিন্তা অহর্নিশ তাহার চিত্তকে পেষণ করিতে থাকে। যদি কোন বিষয়ার্থী ব্যক্তি তরুণ বয়স অবধিই ধনসঞ্চয় ও মান সম্ভ্রম উপার্জ্জন নিমিত্ত একাগ্র-চিত্ত হইয়া সমস্ত কাল হরণ করেন, এবং প্রাতঃকালাবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত কেবল ক্রয়, বিক্রয়, ও আয় ব্যয় নিরূপণাদি বৈষয়িক ব্যাপারে অনবরত ব্যাপৃত থাকিয়া মনের বীর্য্য ক্ষয় করেন, আর সুতরাং ভক্তি, উপচিকীর্ষা, ও ন্যায়পরতার অনুষ্ঠান না করিয়া বরঞ্চ তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়া আইসেন, এবং যদি বার্দ্ধক্যদশা উপস্থিত হইলে আপনার গতজীবনের তাবৎ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন, তবে তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পুরঃসর একথা অবশ্য বলিবেন যে "কেবল কলহ, উদ্ভ্রান্তি ও মিথ্যাভিমান প্রকাশেই আমার সমস্ত আয়ু গত হইয়াছে। আমার শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তি সমুদায়কে চরিতার্থ করি নাই, এবং তন্নিমিত্ত জ্ঞান ধর্ম্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সুখভোগে অধিকারী হইতে পারি নাই। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমুদায়ের অনুশাসন ক্রমে আর আর সমস্ত মনোবৃত্তিকে যথা নিয়মে চালনা করিলে যে প্রচুর সুখোৎপত্তি হয়, আমি তাহা লাভ করিতে সমর্থ হই নাই। কেবল কর্ম্ম ভোগ করিয়া সমুদায় জীবন ক্ষেপণ করিলাম।" শেষ দশায় এপ্রকার অনুতাপিত হওয়া দুঃসহ যন্ত্রণার বিষয়।

তৃতীয়তঃ—আমারদিগের প্রধান প্রবৃত্তি সমুদায় যদি পরস্পর ঐক্য-ভাবাপন্ন থাকিয়া মার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা নিয়োজিত হইয়া সঞ্চরণ করে, তবে তাহারা স্ব স্ব বিষয়োপভোগের অশেষ ফল প্রাপ্ত হয়। এই সকল বৃত্তির যৎকিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি হইলেও আনন্দ লাভ হয়, আর তাহারদিগকে অপর্য্যাপ্তরূপে চরিতার্থ করিতে পারিলে অন্তঃকরণ সুধার্ণবে মগ্ন হয়। এই সমস্ত ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে পশ্চাত্তাপে তাপিত হইতে হয় না, এবং সুখোপভোগের পুনঃ পুনঃ বিচ্ছেদও হয় না। তদ্দ্বারা আমরা যাবজ্জীবন শান্তি-রসার্দ্র ও স্থির-সুখ-সম্পন্ন হইয়া কাল যাপন করিতে পারি। বিশেষতঃ এই সকল প্রধান প্রবৃত্তির অনুগামী হইয়া কার্য্য করিলে স্থূল প্রবৃত্তি সকল স্বসাধ্য সমুদায় সুখ উৎপন্ন করিতে পারে। আর যেমন আমারদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল, মার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা নিয়োজিত না হইলে বহুতর অমঙ্গল ঘটনার সম্ভাবনা, সেইরূপ বুদ্ধিও আ-

মারদিগের প্রবৃত্তি সকলের স্বভাব বিচার ও প্রয়োজন রক্ষা করিয়া বিবেচনা না করিলে ভ্রম-রহিত হইতে পারেননা। বস্তুতঃ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া ও সমস্ত মনোবৃত্তির প্রয়োজন রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, এইরূপ অপ্রাকৃত ব্যক্তিকেই যথার্থ সাধু বলা যায়, এবং তিনি চিরকাল সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন। পশ্চাৎ এবিষয়ের উদাহরণ প্রদান করা যাইতেছে।

যদি কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আপন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নিরূপণ করিয়া সংসার রঙ্গে পদার্পণ করেন, তবে উপচিকীর্ষা বশতঃ তাঁহার এই রূপ বোধ হইবে যে আর আর মনুষ্যেরাও আমার ন্যায় পরমেশ্বরের প্রিয়পাত্র, ও আমার ন্যায় তাহারাও সুখ সম্ভোগের অধিকারি; আমার ইষ্টসাধক কার্য্য যদি তাহারদের অনিষ্ট-জনক হয়, তবে তাহার অনুষ্ঠান করা কখনই উচিত নহে, বরঞ্চ আমার ক্ষমতানুসারে তাহারদের উপকার করাই কর্ত্তব্য। ভক্তিস্বভাব বশতঃ পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালনে দৃঢ় শ্রদ্ধা হইবে, এবং তাঁহার অচিন্ত্য জ্ঞান, মহতীশক্তি, ও অপার মঙ্গল স্বরূপের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করিতে প্রবৃত্তি হইবে, এবং মনুষ্য বর্গকে তাঁহার আরও আদরণীয় বোধ হইবে, ও সাধ্যানুসারে তাহারদিগের উপকার করিতে অনুরাগ জন্মিবে। আর ন্যায়পরতা বশতঃ আপনার আচরণ দ্বারা কাহাকেও মনোবেদনা প্রদান করিতে না হয়, এই রূপ অবধারণ করিয়া তিনি সকলের সহিত ন্যায়বৎ ব্যবহার করণে ও অন্যায় ব্যবহার পরিত্যাগে প্রবৃত্ত থাকিবেন। তিনি এই প্রকার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ পূর্ব্বক তদনুসারে যে কার্য্য করিবেন, তাহাতেই লোককে পরম সুখী করিবেন, ও আপনিও পরম সুখী হইবেন। পরম রমণীয় আনন্দ-জ্যোতিঃ তাঁহার অন্তরে সতত প্রকাশ পাইতে থাকিবে।

এরূপ সুশীল ব্যক্তি কাহারও সহিত মিত্রতা করিলে উপচিকীর্ষা গুণে সকল স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল মিত্রের শুভানুধ্যায়ী হয়েন। ভক্তি স্বভাবে এরূপ মিত্রতা ঈশ্বরানুমত জানিয়া প্রণয়াস্পদ মিত্রের প্রতি তাঁহার প্রীতির বৃদ্ধি হয়, এবং তদ্দ্বারা মিত্রকে সম্যক্ অনুরাগ করা ও তাঁহার সকল কার্য্যে আনন্দানুভব করা এক প্রকার অভ্যাস পাইয়া যায়। ন্যায়পরতা গুণে তাঁহার প্রতীতি হয়, যে মিত্রের সহিত পরস্পর প্রণয়ের বিনিময়, শীলতার বিনিময়, ও উপকারের বিনিময় করাই কর্ত্তব্য; তদ্ভিন্ন অনুচিত প্রার্থনাদি কোন কঠোর ব্যবহার করা কখনই উচিত নহে। আর প্রণয় সঞ্চার কালে বুদ্ধি দ্বারা নিয়োজিত হইয়া দেখিবেন, যে তাঁহার মিত্র ধর্ম্মাংশে নিতান্ত হীন না হয়েন, কারণ দাম্ভিক, স্বার্থপর, ও অধার্মিক ব্যক্তির সহিত যথার্থ প্রণয় হওয়া সম্ভাবিত নহে। দুঃশীল ব্যক্তির প্রতি দয়া হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার প্রতি কখন প্রীতি হইতে পারেনা।

এপ্রকার মৈত্রী লাভ হইলে আমারদিগের অনেকানেক স্থূল প্রবৃত্তিও সাতিশয় চরিতার্থ হইয়া পরম সুখ প্রদান করে। যদি বুঝিতে নিশ্চয় হয়, আমার মিত্র অতিশয় ধর্ম্ম-পরায়ণ, এবং কেবল ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করেন, তবে আমার আসঙ্গলিপ্সা মহোৎসাহ সহকারে স্বীয় বিষয় স্বরূপ পরম প্রিয় মিত্ররত্নে প্রগাঢ়রূপে আসক্ত হয়। এরূপ মিত্র উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা স্বভাব বশতঃ কখনই আমার অনিষ্ট করেন না, এবং ভক্তি গুণ বশতঃ কখনই সসম্ভ্রম আদর অবেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অত্যালাপ ও ইতর ব্যবহার করেন না। এমত প্রণয়ের স্থলে অপমান, প্রবঞ্চনা ও অপরাপর অনিষ্ট ঘটনার অসম্ভাবনা ভাবিয়া হৃদয় পদ্ম সর্ব্বদা বিকসিত থাকে। আসঙ্গলিপ্সাতে অন্যান্য ইতর বৃত্তির সাহচর্য্য থাকিলে অন্তঃকরণে তাদৃশ প্রণয়ামৃত সঞ্চার ও আনন্দ-বারি নিঃস্রবণ কখনই হইতে পারেনা। এমত মৈত্রীলাভ দ্বারা আমারদিগের লোকানুরাগ-প্রিয়তাও চরিতার্থ হয়। কারণ এরূপ পরম হিতৈষী, ন্যায়বান, মর্য্যাদক মিত্রের প্রিয় সম্ভাষণ, আদরোক্তি ও সৌহার্দ প্রকাশ অপেক্ষা অধিক অনুরাগ

আর কাহার নিকটে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে? একপ দুর্লভ নিজের বাহে সৌহার্দ প্রকাশ ও অন্তরে দ্বেষানল প্রদীপন. সমক্ষে মধুরালাপ ও পরোক্ষে গ্লানি ও নিন্দাবাদ, কথায় পরমোপকার ও কার্য্যে অবহেলা, এসমুদায়ের কিছুই করা সম্ভব নহে। ফলতঃ বুদ্ধি ও ধর্ম্ম যাহার মূলীভূত, এমত প্রণয় হইলে অন্তঃকরণ সতত প্রফুল্ল থাকে, সুধাকর-কিরণ-সম পরম রমণীয় প্রেমামৃত তদুপরি অবিশ্রান্ত বর্ষণ হইতে থাকে, ও বুদ্ধি বৃত্তি, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও আর আর সমস্ত মনোবৃত্তি পরস্পর ঐক্য-ভাবাপন্ন থাকিয়া অপর্য্যাপ্ত আনন্দ প্রদান করে।

আমারদিগের মনোবৃত্তি সমুদায়ের কিপ্রকারে সামঞ্জস্য হইতে পারে, এবং তাহার ফলই বা কি, তাহা এই উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। যে সকল স্বার্থ-পর ব্যক্তি বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তি হইয়া না চলে, তাহারদিগের মিত্রতার বিষয় গত মাসের পত্রিকায় লেখা গিয়াছিল, এবং ধর্ম্মোপেত মিত্রতার বিষয় এক্ষণে বিবরণ করা গেল, এই উভয়ের ফলতারতম্য ও তাদৃশ অন্যান্য স্থূল-প্রবৃত্তি-নিমিত্তক সুখের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা অবধারিত হয়, যে আমারদের সমস্ত মনোবৃত্তির পরস্পর সামঞ্জস্যই সুখের কারণ; যে স্থলে কোন বৃত্তির সহিত অন্য কোন বৃত্তির বিরোধ হয়, সেস্থলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদনুযায়ি আচরণ করাই কর্ত্তব্য। যে সাধু ব্যক্তি এইরূপ নিয়ম অবধারিত করিয়া তদনুযায়ি অনুষ্ঠান করেন, আসন্নমৃত্যুও তাঁহার বিশেষ ক্লেশকর হয় না। যিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ান হইয়া এরূপ বলিতে পারেন, যে আমি যাবজ্জীবন যথাসাধ্য পরোপকার করিয়াছি, লোকের সহিত যথোচিত ব্যবহার করিয়াছি, মনের সহিত পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়াছি, এইক্ষণেও সেই মঙ্গলপূর্ণ আনন্দ স্বরূপে চিত্ত সমর্পণ করিলাম, তিনি অতি অপ্রাকৃত মনুষ্য। তাঁহার মৃত্যুকালও সুখের কাল, ও মৃত্যুশয্যাও সুখ-শয্যা হয়।

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

তৃতীয় অধ্যায়—পৌষ্যপর্ব্ব

৬৯ সংখ্যক পত্রিকার ৪০ পৃষ্ঠের পর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, পরীক্ষিত পুত্র রাজা জনমেজয় স্বীয় সহোদরগণ সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে বহুবার্ষিক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহার শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন নামে তিন সহোদর। তাঁহারদের যজ্ঞানুষ্ঠান কালে একটা কুক্কুর তথায় উপস্থিত হইল। জনমেজয়ের ভ্রাতারা তাহাকে প্রহার করাতে, সে অতিশয় রোদন করিতে করিতে স্বীয় জননী সন্নিধানে গমন করিল। দেবশুনী সরমা তাহাকে অত্যন্ত রোদন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন রোদন করিতেছ, কে তোমাকে প্রহার করিয়াছে"। সে এইরূপে জননী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিল "জনমেজয়ের ভ্রাতারা আমাকে প্রহার করিলেন"। তখন সরমা কহিল আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তুমি কোন অপরাধ করিয়াছিলে, তাহাতেই তাঁহারা প্রহার করিয়াছেন"। সে তাহাকে পুনর্ব্বার কহিল "আমার কোন অপরাধ নাই, যজ্ঞিয় হবিতে দৃষ্টিপাত বা জিহ্বা স্পর্শ কিছুই করিনাই"। ইহা শুনিয়া তাহার মাতা সরমা পুত্র দুঃখে দুঃখিতা হইল, এবং যে স্থলে জনমেজয় ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘসত্র অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিতা হইয়া কোপাবেশ প্রকাশ পূর্ব্বক জনমেজয়কে জিজ্ঞাসা করিল "আমার পুত্রের কোন অপরাধ নাই, যজ্ঞিয় হবিঃ অবেক্ষণ ও অবলেহন করেনাই, কিনিমিত্তে প্রহার করিয়াছ"। তাঁহারা কিছুই উত্তর দিলেন না। তখন সরমা কহিল "তুমি ইহাকে বিনা অপরাধে প্রহার করিয়াছ, অতএব অনুপলক্ষিত ও অতর্কিত কারণে তোমার ভয় উপস্থিত হইবেক"। রাজা জনমেজয় সরমার শাপ শ্রবণ করিয়া অতিশয় ব্যাকুল ও বিষণ্ন হইলেন, অনন্তর আরব্ধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিয়া সরমা শাপ নিবারণ সমর্থ পুরোহি-

ত্তের অন্বেষণ বিষয়ে বিশেষ রূপ যত্ন করিতে লাগিলেন।

একদা পরীক্ষিৎ পুত্র জনমেজয়, মৃগয়ায় গমন করিয়া নিজ রাজ্যান্তর্গত কোন জনপদে এক আশ্রম দর্শন করিলেন। তথায় শ্রুতশ্রবাঃ নামে এক ঋষি বাস করিতেন। তাঁহার তপস্যানুরক্ত সোমশ্রবাঃ নামে পুত্র ছিলেন। জনমেজয় তাঁহার সেই পুত্রের নিকটে গিয়া তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। তিনি প্রণাম করিয়া ঋষির নিকট নিবেদন করিলেন "ভগবন্ আপনকার এই পুত্র আমার পুরোহিত হউন"। ঋষি রাজ বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন এক সর্পী আমার শুক্রপান করিয়াছিল, আমার এই পুত্র তাহার গর্ভে জন্মেন, ইনি মহাতপস্বী, সদাবেদাধ্যয়নরত; তদীয় তপোবীর্য্য সম্পন্ন, মহাদেব শাপ ব্যতিরেকে তোমার সমুদয় শাপ নিরাকরণে সমর্থ হইবেন, কিন্তু ইঁহার এই এক নিগূঢ় ব্রত আছে যে ব্রাহ্মণে ইঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করেন ইনি তাহাই দেন, ইহাতে যদি তোমার সাহস হয় ইঁহাকে লইয়া যাও"। জনমেজয় শ্রুতশ্রবার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন "মহাশয়, তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিবেক না"। অনন্তর তিনি সেই পুরোহিত সমভিব্যাহারে রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া নিজ ভ্রাতাদিগকে কহিলেন "ইনি যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন তোমারা তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিবে কোন মতে অন্যথা না হয়" ভ্রাতৃগণ তদীয় আদেশ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। জনমেজয় ভ্রাতাদিগকে এই রূপ আদেশ দিয়া তক্ষশিলা জয়ার্থে প্রস্থান করিলেন এবং অবিলম্বে সেই দেশ আপন বশীভূত করিলেন।

এই অবসরে (প্রসঙ্গ ক্রমে উপাখ্যানান্তর আরম্ভ হইতেছে)। আয়োদধৌম্য নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার উপমন্যু, আরুণি ও বৈদ নামে তিন শিষ্য ছিলেন। তিনি পাঞ্চাল দেশীয় আরুণি নামক শিষ্যকে ক্ষেত্রের আলি বন্ধন করিতে পাঠাইয়া দিলেন। পাঞ্চাল্য আরুণি উপাধ্যায়ের আদেশানুসারে তথায় গমন করিলেন, কিন্তু আলি বন্ধন করিতে পারিলেন না। তিনি বিস্তর ক্লেশ স্বীকার করিয়াও কোন ক্রমে কৃত কার্য্য হইতে না পারিয়া পরিশেষে এক উপায় দেখিয়া স্থির করিলেন "ভাল ইহাই করি" এই নিশ্চয় করিয়া তিনি সেই কেদারখণ্ডে শয়ন করিলেন। শয়ন করাতে জলনির্গম নিবারিত হইল। পরে কোন সময়ে উপাধ্যায় আয়োদধৌম্য শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসিলেন "পাঞ্চাল্য আরুণি কোথায় গেল"। তাঁহারা বিনীত বচনে উত্তর করিলেন "ভগবন্ আপনি তাহাকে ক্ষেত্রের আলি বন্ধনার্থে প্রেরণ করিয়াছেন"। ইহা শুনিয়া ঋষি শিষ্যদিগকে কহিলেন "তবে চল আমরা সকলেই সেখানে যাই"। অনন্তর তিনি তথায় গমন করিয়া এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন "ভো! বৎস পাঞ্চাল্য আরুণি! তুমি কোথায় আছ আইস"। আরুণি উপাধ্যায় বাক্য শ্রবণ করিয়া সহসা সেই কেদারখণ্ড হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে আসিয়া নিবেদন করিলেন "মহাশয় আমি উপস্থিত হইয়াছি; কেদারখণ্ড হইতে যেজল নির্গত হইয়াছিল তাহা অবারণীয় হওয়াতে তাহা রোধ করিবার নিমিত্ত তথায় শয়ন করিয়াছিলাম; এক্ষণে আপনকার শব্দ শুনিয়া সহসা কেদার খণ্ড বিদীর্ণ করিয়া আপনকার নিকটে উপস্থিত হইলাম; অভিবাদন করি; এক্ষণে কি করিব আজ্ঞা করুন।" শিষ্যবাক্যাবসানে উপাধ্যায় তদীয় গুরুভক্তির দৃঢ়তা ও গাঢ়তা দর্শনে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন "বৎস! তুমি কেদারখণ্ডের আলি বিদীর্ণ করিয়া উত্থান করিয়াছ; অতএব তুমি উদ্দালক নামে প্রসিদ্ধ হইবে; আর আমার বাক্য প্রতিপালন করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমার মঙ্গল হইবেক; সমুদায় বেদ ও সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বকালে স্মরণ-পথারূঢ় থাকিবেক।" আরুণি এইরূপ উপাধ্যায় বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া আপন অভিলষিত দেশে প্রস্থান করিলেন।

আয়োদধৌম্যের উপমন্যু নামে আর

এক শিষ্য ছিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে "বৎস উপমন্যু! তুমি গো রক্ষা কর" এই আদেশ দিয়া গোচারণে প্রেরণ করিলেন। তিনি উপাধ্যায় বচনানুসারে গো রক্ষা করিতে লাগিলেন। উপমন্যু দিবাভাগে গো রক্ষা করিয়া সায়াহ্নে গুরু গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক উপাধ্যায়ের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে স্থূল কলেবর অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন "বৎস উপমন্যু! তোমাকে বিলক্ষণ স্থূলকায় দেখিতেছি, তুমি কি আহার করিয়া থাক?" তিনি উত্তর করিলেন "ভগবন্! ভিক্ষালব্ধ অন্নদ্বারা উদর পূর্ত্তিকরি।" উপাধ্যায় কহিলেন "অতঃপর আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করিবে না।" উপমন্যু এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া উপাধ্যায়ের নিকট সমর্পণ করিলেন। উপাধ্যায় সেই সমস্ত ভিক্ষান্ন স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। অনন্তর উপমন্যু দিবাভাগে গোরক্ষা করিয়া প্রদোষ কালে গুরুকুল প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গুরুর পুরোভাগে অবস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। উপাধ্যায় এক্ষণেও তাঁহাকে স্থূলকায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস উপমন্যু! আমি তোমার সমুদায় ভিক্ষান্ন গ্রহণ করি এখন তুমি কি আহার কর"? উপমন্যু নিবেদন করিলেন "ভগবন্! আমি আপনাকে পূর্ব্বভিক্ষা সমর্পণ করিয়া আর একবার ভিক্ষা করি, তাহাতে যাহা পাই তাহাই আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করি"। উপাধ্যায় কহিলেন "ইহা গুরু কুলবাসির ধর্ম্ম নহে; এই রূপে অন্যান্য ভিক্ষাজীবির বৃত্তি প্রতিরোধ করিতেছ, এবম্প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করাতে তোমার লোভিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপ অভিহিত হইয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গোরক্ষা করিতে লাগিলেন। এক দিবস গোরক্ষান্তে উপাধ্যায় গৃহে আগমন করিয়া তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া অভিবাদন করিলেন। উপাধ্যায় এখনও তাঁহাকে স্থূল দেখিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন "বৎস উপমন্যু! আমি তোমার সমুদায় ভিক্ষান্ন গ্রহণ করি, আর তুমি ভিক্ষা করনা, তথাপি তোমাকে বিলক্ষণ স্থূলকায় দেখিতেছি; অতএব এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক বল? এই রূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উপমন্যু নিবেদন করিলেন "মহাশয়! এই সকল ধেনুর দুগ্ধ পানকরিয়া প্রাণ ধারণ করি। উপাধ্যায় কহিলেন "আমি তোমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করি নাই; অতএব এরূপে দুগ্ধপান করা কোন রূপেই ন্যায্য নহে"। উপমন্যু "আর এরূপ করিব না" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং গোরক্ষান্তে যথাকালে উপাধ্যায় গৃহে আগমন করিয়া গুরুসম্মুখে দণ্ডাইয়া প্রণাম করিলেন। উপাধ্যায় এখনও তাঁহাকে স্থূলকলেবর অবলোকন করিয়া কহিলেন "বৎস উপমন্যু! ভিক্ষান্ন ভক্ষণ কর না, বারান্তরও ভিক্ষাকরনা, দুগ্ধও পান করনা; তথাপি তোমাকে অতিশয় স্থূল কায় দেখিতেছি। অতএব এখন কি আহার করিয়া থাক বল"? উপমন্যু এই রূপ আদিষ্ট হইয়া নিবেদন করিলেন "মহাশয়! বৎসগণ স্ব স্ব মাতৃ স্তনপান করিতে করিতে যে ফেণ উদ্গার করে, তাহাই পান করিয়া থাকি" উপাধ্যায় কহিলেন সুশীল বৎস সকল তোমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া অধিক পরিমাণে ফেণ উদ্গার করে; সুতরাং এরূপ করিয়া তুমি বৎসগণের আহারের ব্যাঘাত করিতেছ; অতএব তোমার ফেণ পান করাও উচিত নহে"। উপমন্যু "আর করিবনা" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া পর দিন প্রভাতে গোরক্ষায় প্রস্থান করিলেন।

এই রূপে প্রতিষিদ্ধ হইয়া উপমন্যু ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করেন না, বারান্তরও ভিক্ষা করেন না; দুগ্ধও পান করেন না; দুগ্ধের ফেণও উপভোগ করেন না। এক দিবস অরণ্যে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অর্ক পত্র * ভক্ষণ করিলেন। ঐ সকল ক্ষার তিক্ত, কটু, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ-বিপাক অর্ক পত্র অভ্যবহার করাতে চক্ষুর দোষ জন্মিয়া অন্ধ হইলেন; এবং অন্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কূপে পতিত হইলেন। সূর্য্য অস্তাচলাবলম্বী হইলেন, উপাধ্যায় তথাপি তাঁহা-

* আকন্দ পাত।।

কে অনাগত দেখিয়া শিষ্যদিগকে কহিলেন "উপমন্যু কেন আসিতেছে না"। তাঁহারা কহিলেন "সে গোরক্ষা করিতে গিয়াছে" উপাধ্যায় কহিলেন আমি উপমন্যুর সর্ব্ব প্রকার আহার প্রতিষেধ করিয়াছি, সে কুপিত হইয়াছে সন্দেহ নাই; এই নিমিত্তই, এত বিলম্ব হইল, তথাপি আসিতেছে না; অতএব তাহার অন্বেষণ করা উচিত"। এই বলিয়া শিষ্য গণ সমভিব্যাহারে অরণ্য প্রবেশ পুরঃসর এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন "বৎস উপমন্যু! কোথায় আছ, শীঘ্র আইস"। উপমন্যু উপাধ্যায় বাক্য শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে উত্তর প্রদান করিলেন "আমি কূপে পতিত হইয়াছি"। উপাধ্যায় কহিলেন "কূপে পতিত হইলে কেন"? তিনি কহিলেন "অর্কপত্র ভক্ষণ করিয়া অন্ধ হইয়াছি; তাহাতেই কূপে পতিত হইলাম"। উপাধ্যায় কহিলেন দেব বৈদ্য অশ্বিনী কুমার যুগলের স্তব কর, তাঁহারা তোমাকে চক্ষু প্রদান করিবেন"।

উপমন্যু উপাধ্যায়ের আদেশানুসারে ঋগ্বেদবাক্য দ্বারা অশ্বিনী তনয় দ্বয়ের স্তব আরম্ভ করিলেন "হে অশ্বিনী কুমার যুগল। তোমরা সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলে; তোমরাই সর্ব্বজীব প্রধান হিরণ্যগর্ভ রূপে উৎপন্ন হইয়াছিলে; তোমরাই পরে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিচিত্র সংসার প্রপঞ্চ রূপে প্রকাশমান হইয়াছ; দেশ কাল অবস্থা দ্বারা তোমারদের পরিচ্ছেদ করা যায় না; তোমরাই মায়া ও মায়ারূঢ় চৈতন্য রূপে সর্ব্ব কাল বিরাজমান রহিয়াছ; তোমরাই পক্ষিরূপে শরীর বৃক্ষে অধিষ্ঠান করিতেছ; তোমরা সৃষ্টিবিষয়ে পরমাণু পরতন্ত্র* বা প্রকৃতি সাপেক্ষ নহ; তোমরা অবাঙ্মনস গোচর; তোমরাই স্বীয় মায়ার বিক্ষেপ* শক্তি দ্বারা অশেষ ভুবন প্রকাশ করিয়াছ; অতএব আমি অক্ষয় প্রার্থনায় শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা তোমারদিগের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। তোমরা পরম রমণীয়, সর্ব্ব সঙ্গ বিবর্জিত, লয় প্রাপ্ত সর্ব্ব জগতের অধিষ্ঠান ভূত, মায়া কার্য্য বিনির্মুক্ত ও ক্ষয়োদয়বিনাশশূন্য; তোমরা সর্ব্বকাল সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপে বিরাজমান রহিয়াছ; তোমরা বিভাকর সৃষ্টি করিয়া দিন রজনীস্বরূপ শুক্ল কৃষ্ণ সূত্রসমূহ দ্বারা সম্বৎসর রূপ বিচিত্র বস্ত্র বয়ন করিতেছ; তোমরা জীবদিগকে, সঞ্চিত কর্ম্ম ফল ভোগার্থে ভোগস্থান তত্তৎভুবনের পথ প্রদর্শন কর, তোমরা জীবাত্ম স্বরূপা পক্ষিণী কে পরমাত্ম শক্তিরূপ কালপাশ হইতে মুক্ত করিয়া মোক্ষরূপ সৌভাগ্য ভাগিনী করিয়া থাকি। জীবেরা যাবৎ মায়া মোহিত ও বিষয় রস পরবশ হইয়া ইন্দ্রিয়ের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকে, তাবৎ তাহারা সর্ব্বদোষ সংস্পর্শ শূন্য, বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ তোমারদিগকে জড় স্বভাব শরীরাভিন্ন জ্ঞানে ভাবনা করে। ত্রিশত ষষ্টি দিবসরূপ ধেনু গণ সম্বৎসর স্বরূপ যে বৎস প্রসব করে, তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা ঐ বৎসকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন ফল বেদ বিহিত ক্রিয়া বৃহদ্রূপ ধেনুসমূহ হইতে তত্ত্বজ্ঞান রূপ দুগ্ধদোহন করেন; তোমরা সেই সর্ব্বোৎপাদক, সংহারকারি বৎসকে উৎপাদন করিয়াছ। অহোরাত্র রূপ সপ্ত শত অর† সম্বৎসর রূপ নাভিতে অবস্থিত এবং দ্বাদশ মাস রূপ প্রধিতে নিবেশিত আছে তোমারদিগের উদ্ভাবিত এই মায়াময় নেমিশূন্য অক্ষয় কাল চক্র নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতে

* বেদান্ত মতে ঈশ্বর অভিধ্যান মাত্রেই সৃষ্টি করেন; তাহাতে পরমাণু বা প্রকৃতির সহযোগিতা আবশ্যক করে না। কিন্তু নৈয়ায়িকেরা কহেন পরমাণু সকল নিত্য, সৃষ্টি প্রারম্ভে ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরমাণু পুঞ্জের পরস্পর সংযোগ দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি হয়; তাঁহার অভিধ্যান মাত্রে হয় না। সুতরাং তন্মতে ঈশ্বর সৃষ্টি বিষয়ে পরমাণু-পরতন্ত্র। সাংখ্যমতে ঈশ্বরের অভিধ্যান মাত্রে সৃষ্টি নহে; প্রকৃতিই সকল সৃষ্টি করেন। প্রকৃতি ব্যতিরেকে সৃষ্টি হয় না।

* মায়ার দুই শক্তি, আবরণ ও বিক্ষেপ; আবরণ শক্তির দ্বারা পরমেশ্বরের স্বরূপ তিরোধান এবং বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা বিশ্ব প্রকাশ হয়। লৌকিক দৃষ্টান্তে রজ্জু সর্প স্থলে আবরণ শক্তি দ্বারা রজ্জুর স্বরূপ তিরোধান ও বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা তাহাতে সর্পের আবির্ভাব হয়।

† অর, নাভি, প্রধি, নেমি, অক্ষ প্রভৃতি চক্রের অবয়ব বিশেষ।

ছে; অত্রত্য ও পরলোকস্থিত প্রজাগণ এই বিচিত্র চক্রের সংস্পর্শ হইতে মুক্ত নহে। দ্বাদশ অর, ছয় নাভি ও এক অক্ষ বিশিষ্ট কর্ম্মফলের আধার স্বরূপ এক চক্র আছে কালাধিষ্ঠাতৃ দেবতারা ঐ চক্রে অধিরূঢ় আছেন; তোমরা আমাকে সেই চক্র হইতে মুক্ত কর, আমি অত্যন্ত বিষাদ প্রাপ্ত হইতেছি। তোমরা পরব্রহ্ম স্বরূপ হইয়াও জড় স্বভাব বিশ্ব প্রপঞ্চ স্বরূপ; তোমরাই কর্ম্ম ও কর্ম্ম ফল স্বরূপ; আকাশাদি নিখিল জড় পদার্থ তোমারদিগের স্বরূপেই লীন হয়; তোমরাই অবিদ্যা দোষে তত্ত্ব জ্ঞান সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া বিষয় সুখাস্বাদ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করিয়া সংসার পাশে বদ্ধ হও। তোমরা সৃষ্টি প্রাক্কালে দশ দিক্, আকাশ মণ্ডল ও সূর্য্য সৃষ্টি করিয়াছ; ঋষিগণ সেই সূর্য্যকৃত কালানুসারে বেদ বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, এবং সমুদায় দেবতা ও মনুষ্য ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন। তোমরা আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূত সৃষ্টি করিয়া তাহারদিগের পঞ্চীকরণ* করিয়াছ; সেই পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চক হইতে নিখিল বিশ্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে, জীবগণ ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র হইয়া বিষয় ভোগ করিতেছে এবং সমস্ত দেবতা ও সমস্ত মনুষ্য ভূতল আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে; তোমারদিগের, ও তোমরা যে পুষ্কর মালা ধারণ কর তাহার বন্দনা করি। নিত্যমুক্ত কর্ম্ম ফলদাতা অশ্বিনীতনয় দ্বয়ের সহায়তা ব্যতিরেকে অন্যান্য দেবতারা স্বস্ব ব্যাপার সম্পাদনে সমর্থ নহেন। হে অশ্বিনীকুমার যুগল! তোমরা অগ্রে মুখদ্বারা অন্নরূপ গর্ভ গ্রহণ কর; পরে অচেতন দেহ ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই গর্ভ প্রসব করে; ঐ গর্ভ প্রসূত হইবা মাত্র মাতৃ স্তন পানে প্রবৃত্ত হয়। এক্ষণে তোমরা আমার জীবন রক্ষার্থে নয়ন দ্বয়ের অন্ধতা মোচন কর।"

অশ্বিনীকুমারেরা উপমন্যুর এই রূপ স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন "আমরা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি এবং এক অপূপ দিতেছি ভক্ষণ কর।" এই রূপ আদিষ্ট হইয়া উপমন্যু নিবেদন করিলেন "আপনারা কোন কালে অযথার্থ কহেন না; কিন্তু আমি গুরুর নিকট নিবেদন না করিয়া অপূপ ভক্ষণ করিতে পারি না।" তখন অশ্বিনেয়েরা কহিলেন "পূর্ব্বে আমরা তোমার উপাধ্যায়ের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক অপূপ দিয়াছিলাম, তিনি গুরুর নিকট নিবেদন না করিয়া তাহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন অতএব তোমার উপাধ্যায় যে রূপ করিয়াছেন, তুমিও সেই রূপ কর।" ইহা শুনিয়া উপমন্যু কহিলেন "আমি আপনারদিগকে বিনয় বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, আমি গুরুদেবকে না জানাইয়া অপূপ ভক্ষণ করিতে পারিব না।" তদনন্তর অশ্বিনীকুমারেরা কহিলেন "আমরা তোমার এইরূপ অবিচলিত গুরুভক্তি দর্শনে সাতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম; তোমার উপাধ্যায়ের দন্ত সকল লৌহময়* ও তোমার দন্ত সকল হিরণ্ময় তুমি চক্ষুষ্মান্ ও শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে।"

উপমন্যু অশ্বিনী কুমার বর প্রভাবে চক্ষুর্লাভ করিয়া উপাধ্যায় সমীপে আগমন ও অভিবাদন পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমুদায় বর্ণন করিলেন। তিনি শুনিয়া প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন এবং কহিলেন "অশ্বিনীতনয়েরা যেরূপ কহিয়াছেন, তুমি সেইরূপ সকল মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে; সকল বেদ ও সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বকাল তোমার স্মরণপথারূঢ় থাকিবেক।" উপমন্যুর এই পরীক্ষা হইল।

আয়োদধৌম্যের বেদ নামে আর এক শিষ্য ছিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে এই আদেশ করিলেন "বৎস বেদ! আমার গৃহে থাকিয়া কিছুকাল শুশ্রূষা কর; তোমার মঙ্গল হইবেক।" তিনি "যথা আজ্ঞা" বলিয়া গুরু শুশ্রূষা তৎপর হইয়া দীর্ঘকাল গুরু গৃহে অবস্থিতি করিলেন। গুরু তাঁ

* প্রথমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই সূক্ষ্ম পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়। পরে স্থূল সৃষ্টির সম্পাদনার্থে ঐ পঞ্চভূতকে ভাগ দ্বয়ে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের এক এক অর্দ্ধকে চারি খণ্ডে বিভক্ত ও স্বীয় অর্দ্ধ ব্যতিরেকে অন্য চারি অর্দ্ধে এক এক খণ্ড যৌজিত করা যায়। ইহাকেই পঞ্চীকরণ কহে।

* অর্থাৎ তোমার উপাধ্যায় অত্যন্ত নিষ্ঠুর। তুমি অত্যন্ত সুশীল ও গুরু ভক্তি সম্পন্ন।

হারে সর্ব্বদাই কর্ম্মের ভার দিতেন। তিনি শীত,উষ্ণ,ক্ষুধা, তৃষ্ণা জন্য সমস্ত ক্লেশ সহিতেন এবং আদেশ পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতেন; কখন কোন বিষয়ে অনিচ্ছা বা অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না। বহুকালের পর গুরু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, এবং তাঁহার প্রসাদে বেদ শ্রেয়ঃ ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেন। বেদেরও এই পরীক্ষা হইল।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনীসভা।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে ১৭৬১ শকের কার্ত্তিক মাসীয় প্রচলিত নিয়ম পত্রের।৩।৪।১৪।।১৭।২১। সংখ্যক নিয়ম সকল পুনর্ব্বিচার জন্য আগামী ১০ শ্রাবণ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৩ ঘন্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক সভ্য মহাশয়রা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় গত ১৭৬৬ শকের ১৪ জ্যৈষ্ঠ দিবসে পাঁচ বৎসরের নিমিত্তে তত্ত্ববোধিনী সভার সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই পাঁচ বৎসর গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ দিবসে পূর্ণ হইয়াছে অতএব তৎপরিবর্ত্তে অন্য এক জন সভাপতি নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব ঐ সভাতে বিচারিত হইবেক। তদ্ব্যতীত ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় তলগৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হওয়াতে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় নির্ম্মাণ জন্য যে কিছু টাকা আছে তাহা ব্রাহ্মসমাজে দান করিবার প্রস্তাব ও বিচারিত হইবেক।

নিয়ম

৩ এক গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য একত্র না হইলে সভা হইবেক না।

৪ সভার নিরূপিত সময়াবধি অর্দ্ধঘণ্টা কাল মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য একত্র হইবার জন্য উপস্থিত সভ্যেরা অপেক্ষা করিবেন। অর্দ্ধঘণ্টা কাল অতীত সময়ে উপস্থিত সভ্যেরা তাঁহারদিগের অধিকাংশের মতে ঐ সভার পরিবর্ত্তে নিয়মানুসারে অন্য দিন স্থির করিতে পারিবেন।

১৪ অধ্যক্ষ দিগের বা বিশেষ সভার বা মত গ্রহণ যোগ্য অন্যূন দশ জন সভ্যের অথবা নিরূপিত সময়ে দশ জন সভ্য একত্র না হওয়াতে কোন বিশেষ সভা না হইলে তাহার কর্ম্ম সম্পাদন জন্য উপস্থিত সভ্যদিগের অনুমতি দ্বারা যে প্রস্তাব যে দিনে বিচারণীয় হইবে, সেই প্রস্তাব এবং সেই দিন সম্বলিত বিশেষ সভার কারণ সেই ভাবি সভার পূর্ব্ব মাসের ২৩ দিনের মধ্যে সম্পাদক অনুজ্ঞাত হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে সেই সভার দিন এবং বিচার্য্য প্রস্তাব বিজ্ঞাপন দ্বারা সভ্য গণকে সংবাদ দিবেন।

১৭ বিশেষ সভায় কোন প্রস্তাব নিশ্চিত হইবার পূর্ব্বে সেই প্রস্তাব বিষয়ে অধ্যক্ষ দিগের অভিপ্রায় সম্পাদক সভ্যগণকে বিশেষ সভাতে অবগত করিবেন।

২১ বিশেষ সভার নিয়মানুসারে সাম্বৎসরিক সভাতে সভ্যেরা প্রয়োজন মতে সকল প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর শব্দকল্পদ্রুম পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ড, শ্রীযুক্ত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় কুসুমাঞ্জলি পুস্তকের এক খণ্ড, এবং শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মিত্র মহাশয় ইংরাজী পুস্তক দুই খণ্ড এই সভায় দান করিয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বিতীয় কল্পের দ্বিতীয় ভাগ পুস্তক রূপে বদ্ধ হইয়া প্রস্তুত আছে তাহার মূল্য ৫ টাকা।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরের জোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ২৪ আষাঢ় সম্বৎ ১৯০৬। কলিকাতাঃ ৪০৫০।

১৭৭০ শকের সাম্বৎসরিক আয় ব্যয় পুস্তকের ভূমিকা।

১৭৭০ শক গত হইয়াছে। গত বৎসরে সাম্বৎসরিক সভাতে সভার অবস্থা পরিবর্ত্তন উপলক্ষে পৃথিবীর যেরূপ অমঙ্গল ঘটনার বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছিল, তাহার প্রবাহ অদ্যাপি সমান রূপেই চলিয়া আসিতেছে। গত বৎসরের ভয়ঙ্কর ব্যাপার সমুদায় স্মরণ করিলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। সে বর্ষে পৃথিবী এক দিনের নিমিত্তে সুস্থির হয় নাই, যুদ্ধ, মারী, দুর্ভিক্ষ, লোকোপদ্রব ইত্যাদি বিবিধ প্রকার অমঙ্গল ক্রমাগতই ঘটিয়াছে। রাজা রাজ্যসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তর গমন করিয়াছেন, মহা মহা সাম্রাজ্য সকল প্রজা বিদ্রোহে কম্পমান হইয়াছে, বসুমতী অনবরত নরকণ্ঠ-নিঃসৃত রক্ত-প্রবাহে প্লাবিত হইয়াছে, হিন্দু রাজ্যের যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাও বিনাশ পাইয়াছে — যে বর্ষে ভূমণ্ডলে এপ্রকার সমূহ বিপদ্ ঘটিয়াছে, সে বৎসর আমারদিগের এই সভা যে সজীব আছে, এই বিস্ময়। গত বৈশাখের অপেক্ষা এ বৈশাখে যে সভার অবস্থার ন্যূনতা হয় নাই, এই পরম লাভ।

এ দেশের লোক স্বদেশের হিতকল্পে স্বভাবতই নিরনুরাগ ও নিরুৎসাহ, তাহাতে অনেকেরই ধনাগম ও উপজীবিকার ও ব্যাঘাত ঘটিয়াছে; সুতরাং এবৎসর সভার সভ্য সংখ্যার হ্রাস ব্যতিরেকে বৃদ্ধি হওয়া কখনই সম্ভাবিত নহে। এ প্রযুক্ত গত বৎসর সভার আয় বিস্তর ন্যূন হইয়াছে। ১৭৬৯ শকে মাসিক দানের ৪৪৫০।১০ টাকা আদায় হয়, আর গত বৎসরে কেবল ২০৮৬।৶১০ মাত্র আদায় হয়। ১৭৬৯ শকে ৫৭৪ জন সভ্য দান দ্বারা আনুকূল্য করিয়াছিলেন আর গত বৎসরে ৫০৫ জন সাহায্যকারীর নাম দৃষ্ট হইতেছে। যদিও গত বৎসরে ৬৯ জন সাহায্য প্রদাতার ন্যূন হইয়াছে, তথাপি ১৭৬৯ শকের বৎসর অপেক্ষা মাসিক নিয়মিত দান ২০৬৩।৶০ ন্যূন হইয়াছে।

এই অল্প আয় সত্ত্বেও গত বৎসর হইতে ব্রাহ্মসমাজের ব্যয় নির্ব্বাহের ভার অধ্যক্ষেরা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিতেছি যে এসভার কার্য্য সাধনের মূল যন্ত্র যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, গত বৎসরে তাহার বিশিষ্টরূপে উন্নতি হইয়াছে। ঋগ্বেদ সংহিতা, মহাভারতের অনুবাদ, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, এবং উপাসক সম্প্রদায়ের বিবরণ, এই চতুর্ব্বিষয় নিয়মিত রূপে প্রকাশ হইতেছে। তদ্ভিন্ন পরমেশ্বরের কৌশল বর্ণনাদি অপরাপর বিবিধ প্রকার প্রস্তাব সর্ব্বদাই লিখিত হয়।

বেদ সংহিতা, মহাভারত, ও ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সূচক অন্যান্য প্রস্তাব দ্বারা আমারদিগের প্রাচীন ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদি জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। ইদানীন্তন উপাসক সম্প্রদায় দিগের বিবরণ দ্বারা সহস্র বৎসর মধ্যে হিন্দু ধর্ম্ম কি প্রকারে পরিবর্ত্ত হইয়া আসিয়াছে, তাহা বিদিত হইতেছে। বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার দ্বারা বহূপকারের সম্ভাবনা; কারণ পরমেশ্বর কি প্রণালী ক্রমে বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, তাহা অবগত হইয়া তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; এবং কেবল তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন করিলে সুখোৎপত্তি হয়, আর তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যাবৎ দুঃখ ঘটে; ইহাই পাঠকদিগের অন্তঃকরণে প্রগাঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া এপ্রস্তাবের সম্যক্ তাৎপর্য্য। আর পরমেশ্বরের মহিমা প্রতিপাদক রচনা ও তাঁহার উপাসনার প্রকরণ সকল প্রকাশ হওয়াতে সাধারণের মনে পরমেশ্বরের প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঞ্চার বাহুল্য রূপে হইতেছে। কেবল গ্রন্থাধ্যক্ষদিগের যত্ন ও উৎসাহে এবম্প্রকার নানাবিধ হিতকর বিষয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হইতেছে, অতএব তাঁহারদিগকে শত শত সাধুবাদ করি। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাভারতের বাঙ্গলা অনুবাদ দ্বারা পত্রিকাকে অলঙ্কৃতা করিতেছেন, এবং শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা দ্বারা ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় পরমেশ্বরের কৌশল বর্ণনা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের পথ পরিষ্কৃত করিতেছেন। গ্রন্থ সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের সভার কার্য্যোদ উন্নতি পক্ষে যে প্রকার উৎসাহ ও যত্ন এবং পরিশ্রম ইহাতে তাঁহাকে এস্থলে ধন্যবাদ না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। সভার পরম সৌভাগ্য যে এমত অভিজ্ঞ গ্রন্থ সম্পাদকের উৎকৃষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছেন; এরূপ উৎসাহশীল গ্রন্থাধ্যক্ষ ও গ্রন্থ সম্পাদক থাকিলে পত্রিকার উন্নতি কেবল মুদ্রা সংখ্যার উপর নিতান্ত নির্ভর করে না। তাঁহারও সভার যৎকিঞ্চিৎ যাহা আয় হয় তদ্দ্বারা পত্রিকার এরূপ উন্নতি হইতেছে, যদি সভার আয় বৃদ্ধি হয়, তবে এককালেই পত্রিকার আরও উন্নতি ও সভার কার্য্য আশু সিদ্ধি হইতে পারে। ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয় যে যে সকল প্রস্তাব প্রতিপাদনার্থে চিত্র ফলক বা দেশভঙ্গী মুদ্রিত করা আবশ্যক, তাহা ধনসাধ্য বলিয়া প্রকাশ করা হয় না। আমারদিগের দেশীয় লোকের কথা কি বলিব? তাঁহারা এতাদৃশ শুভকর বিষয়েও কিছু মাত্র আনুকূল্য করিতে চাহেন না। এই সভার সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেই যৎ কিঞ্চিৎ যাহা মাসিক প্রদান করেন, তাহা কেবল পত্রিকার মূল্য বিবেচনা করিয়াই দেন। আপামর সাধারণ সকলেই সভার সভ্য হইয়া পত্রিকাদি গ্রহণ পূর্ব্বক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে, এই অভিপ্রায়ে সভ্যদিগের ন্যূন কল্পে চারি আনা মাসিক দানের নিয়ম করা গিয়াছিল; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ধনাঢ্য ব্যক্তিরাও এই নিয়মের আশ্রয় লইয়াছেন। অনেকে মাসে মাসে বহুধন উপার্জ্জন করিয়াও এই চারি আনার ঊর্দ্ধ মাসিক দিতে স্বীকার করেন না; সক্ষম হইয়াও কার্পণ্য স্বভাবে দরিদ্র বেশ ধারণ করিতে লজ্জা বোধ করেন না। যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ৮ পৃষ্ঠ মাত্র ছিল, তখনও সভ্যেরা চারি আনা মাসিক দিতেন, পরে যখন ১২ বা ১৬ পৃষ্ঠ হইত তখনও সেই চারি আনাই প্রদান করিতেন, এবং এক্ষণে যে বিবিধ প্রকার জ্ঞান জনক ও হিত বোধক প্রস্তাব বিশিষ্ট ২০ বা ২৪ পৃষ্ঠ প্রকাশ হয়, তাহাতেও সেই চারি আনার অধিক দিতে অঙ্গীকার করেন না। পরন্তু কেবল পত্রিকা প্রাপ্তির নিমিত্ত মাসিক দাতব্য দিতে হয়, সভ্যদিগের এই এক কুসংস্কার জন্মিয়াছে। এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ মাত্র কি তত্ত্ববোধিনী সভার সমস্ত কার্য্য? এ সভায় যে কি কি বৃহৎ ও বিস্তৃত কার্য্য কর্ত্তব্য তাহা গত বৎসরের সাম্বৎসরিক সভাতে বিশেষ রূপে বিবৃত হইয়াছে, "তত্ত্ব-

বোধিনী সভার পর্ব্বত তুল্য ভার, এবং সমুদ্র তুল্য কার্য্য”। সে ভার মোচনের কি উপায় হইতেছে? [illegible] কার্য্য সাধন নিমিত্ত বা কি উপক্রম হইতেছে? এইক্ষণে গ্রন্থ সংগ্রহ, ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার বিষয় এক বৎসর কাল স্থগিত হইয়া রহিয়াছে। হে সভ্য গণ! আপনারা আর কত দিন এ সভার মঙ্গল জনক কার্য্য সমুদায় অননুষ্ঠিত রাখিবেন। আপনারা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন বঙ্গদেশে হিন্দুদিগের এতাদৃশ উপকারিণী আর দ্বিতীয় সভা নাই। আপনারা যৎপরিমাণে আনুকূল্য করিবেন, তৎপরিমাণে ইহার উন্নতি হইবে, তৎপরিমাণে আপনারদিগের দ্বারা স্বদেশের উপকার কৃত হইবে, এবং তৎপরিমাণে আপনারদিগের স্বীয় দেশের হিতানুষ্ঠান জন্য পুণ্য সঞ্চয় হইতে থাকিবে।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য অষ্টমানুবাকে চতুর্থং সূক্তং

কণ্বঋষিঃ অনুষ্টুপ্ বৃহতীছন্দঃ অগ্নির্দেবতা

৪৭২

১ প্র যদিত্থা পরাবতঃ শোচির্ন মানমস্যথ। কস্য ক্রত্বা মরুতঃ কস্য বর্পসা কং যাথ কং হ ধূতয়ঃ।

১ হে 'ধূতয়ঃ' স্থাবরাদীনাং কম্পনকারিণঃ 'মরুতঃ' যৎ 'যদা 'মানং' মননীয়ং যুষ্মদ্বলং 'পরাবতঃ' দূরাৎ 'ইত্থা' অন্তরিক্ষাৎ 'প্র-অস্যথ' প্রাস্যথ ভূমৌ প্রক্ষিপথ। 'ন' যথা 'শোচিঃ' সূর্য্যস্য তেজঃ অন্তরিক্ষাদ্ভূমৌ প্রক্ষিপ্যতে তদ্বৎ। তদানীং যূয়ং 'কস্য' যজমানস্য 'ক্রত্বা' ক্রতুনা যজ্ঞেন গচ্ছথ, তথা 'কস্য' যজমানস্য 'বর্পসা' স্তোত্রেণ গচ্ছথ, 'কং' যজমানং উদ্দিশ্য দেবযজনদেশে 'যাথ' গচ্ছথ 'কং' যজমানং 'হ' খলু অনুগৃহ্ণীথ।

১ হে কম্পনকারি মরুদ্দেবতা সকল! যখন তোমরা তোমারদিগের প্রশংসনীয় বল অন্তরীক্ষ লোক হইতে ভূমিতে প্রক্ষেপ কর, যেমন সূর্য্যের তেজ ভূমিতে প্রক্ষিপ্ত হয়, তখন তোমরা কোন্ যজমানের যজ্ঞদ্বারা এবং কোন্ স্তোত্র দ্বারা গমন কর, কোন্ যজমানকে উদ্দেশ করিয়া যজ্ঞস্থলে গমন কর, কোন্ যজমানকে অনুগ্রহ কর।

৪৭৩

২ স্থিরা বঃ সন্ত্বায়ুধা পরাণুদে বীলূ উত প্রতিষ্কভে। যুষ্মাকমস্তু তবিষী পনীয়সী মা মর্ত্ত্যস্য মায়িনঃ।

২ হে মরুতঃ 'বঃ' যুষ্মাকং 'আয়ুধা' আয়ুধানি পরাণুদে' শত্রূণামপনোদনায় 'স্থিরা' স্থিরাণি 'সন্তু' ভবন্তু 'উত' অপি চ 'প্রতিষ্কভে' শত্রূণাং প্রতিষ্কম্ভায় 'বীলূ' দৃঢ়ানি সন্তু। 'যুষ্মাকং' 'তবিষী' বলং 'পনীয়সী' অতিশয়েন স্তোতব্যং 'অস্তু' ভবতু। অস্মাসু মধ্যে 'মায়িনঃ' ছদ্মচারিণঃ 'মর্ত্ত্যস্য' শত্রোঃ বলং 'মা' ভবতু।

২ হে মরুদ্দেবতা গণ! তোমারদিগের অস্ত্র সকল শত্রুচ্ছেদন বিষয়ে অমোঘ হউক, এবং শত্রুদিগের বাধা জন্মাইবার নিমিত্ত দৃঢ়ীভূত হউক। তোমারদিগের বল স্তব যোগ্য হউক, আমারদিগের মধ্যে ছদ্মচারী শত্রুর বল না হউক।

৪৭৪

৩ পরা হ যৎস্থিরং হথ নরো বর্ত্তয়থা গুরু। বি যাথন বনিনঃ পৃথিব্যাব্যাশাঃ পর্ব্বতানাং।

৩ হে 'নরঃ' নেতারঃ মরুতঃ 'যৎ' যদা 'স্থিরং' দৃঢ়ং বৃক্ষাদিকং 'পরা-হথ' পরাহথ কম্পং কুরুথ 'হ' কিল। 'গুরু' গুরুত্বোপেতং পাষাণাদিকং 'বর্ত্তয়থা' বর্ত্তয়থ প্রেরয়থ। তদানীং 'পৃথিব্যাঃ' সম্বন্ধিনঃ 'বনিনঃ' বনবতঃ বৃক্ষান্ 'বি' বিযুক্য 'যাথন' মধ্যে গচ্ছথ অরণ্যগতানাং নিবিড়ানাং বৃক্ষাদীনাং মধ্যে যথা কন্যাপি

বৃক্ষস্য ভগ্নত্বাৎ ইতরবৃক্ষাণাং পরস্পরবিয়োগেন প্রৌঢ়োদ্যোতোভবতি। তথা 'পর্ব্বতানাং' 'আশাঃ' পার্শ্ব দিশঃ 'চি' যানথ।

৩ হে অভীষ্ট দাতা মরুদ্গণ! যখন তোমরা অবিচলিত বৃক্ষাদিকে ভগ্ন কর, গুরু ভার পাষাণাদিকে চালিত কর, তখন পৃথিবী সম্বন্ধি বন বিশিষ্ট বৃক্ষ সকলকে ভগ্ন ও পরস্পর বিযুক্ত করিয়া তাহার মধ্য দিয়া গমন কর, এবং পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়াও গমন কর।

৪৭৫

৪ ন হি বঃ শত্রুর্বিবিদে অধি দ্যবি ন ভূম্যাং রিশাদসঃ। যুষ্মাকমস্তু তবিষী তনা যুজা রুদ্রাসো নূ চিদাধৃষে।

৪ হে 'রিশাদসঃ' শত্রুহিংসকাঃ মরুতঃ 'দ্যবি' দ্যুলোকস্য 'অধি' উপরি 'বঃ' যুষ্মাকং 'শত্রুঃ' 'ন' 'হি' 'বিবিদে' বর্ত্ততে তথা 'ভূম্যাং' অপি শত্রুঃ 'ন' বর্ত্ততে। হে 'রুদ্রাসঃ' রুদ্রপুত্রাঃ মরুতঃ 'যুষ্মাকং' একোনপঞ্চাশৎসংখ্যানাং ভবতাং 'যুজা' যোজনেন 'আ' সমন্তাৎ বৈরিণাং 'ধৃষে' ধর্ষণায় 'তবিষী' বলং 'নূ' ক্ষিপ্রং 'চিৎ' এব 'তনা' বিস্তৃতং 'অস্তু' ভবতু।

৪ হে শত্রুঘাতী মরুদ্গণ! স্বর্গে কি পৃথিবী কোন স্থানেই তোমারদিগের শত্রু নাই। হে রুদ্রপুত্র মরুদ্গণ! তোমরা একোন পঞ্চাশৎ একত্র হইয়া সর্ব্বতোভাবে শত্রুদিগকে ধর্ষণ করিবার নিমিত্ত শীঘ্র বল বিস্তার কর।

৪৭৬

৫ প্র বেপয়ন্তি পর্ব্বতান্ বি বিঞ্চন্তি বনস্পতীন্। প্রো আরত মরুতো দুর্ম্মদা ইব দেবাসঃ সর্ব্বয়া বিশা।১।৩।১৪।

৫ 'মরুতঃ' 'পর্ব্বতান্' মেরুপ্রভৃতীন 'প্র বেপয়ন্তি' প্রকর্ষেণ কম্পয়ন্তি 'বনস্পতীন' বটাশ্বত্থাদীন 'বি' পরস্পরবিযুক্তান্ 'বিঞ্চন্তি' কুর্ব্বন্তি। হে মরুতঃ 'দেবাসঃ' দেবাঃ 'সর্ব্বয়া' 'বিশা' প্রজয়া সহিতাঃ সন্তঃ 'প্র' প্রকর্ষেণ 'উ' এব সর্ব্বতঃ 'আরত' গচ্ছত 'ইব' যথা 'দুর্ম্মদাঃ' মদোন্মত্তাঃ স্বেচ্ছয়া সর্ব্বতঃ 'ক্রীড়ন্তি' তদ্বৎ ॥১৩।১৪॥

৫ মরুদ্গণ পর্ব্বত সকলকে বিলক্ষণরূপে কম্পিত করেন, বট ও অশ্বত্থাদি বৃক্ষ সকলকে ভগ্ন ও পরস্পর বিযুক্ত করেন। হে মরুদ্দেবতাগণ! সমস্ত প্রজার সহিত তোমরা সকল দিকে গমন কর, যেমন মদমত্ত পুরুষেরা স্বীয় ইচ্ছাতে সর্ব্বত্র ক্রীড়া করে।১।৩।১৪

৪৭৭

৬ উপো রথেষু পৃষতীরযুগ্ধ্বং প্রষ্টির্বহতি রোহিতঃ। আ বো যামায় পৃথিবী চিদশ্রোদবীভয়ন্ত মানুষাঃ।

৬ হে মরুতঃ ভবদীয়েষু 'রথেষু' 'পৃষতীঃ' বিন্দুযুক্তাঃ মৃগীঃ 'উপ' সামীপ্যেন 'উ' এব 'অযুগ্ধ্বং' যোজিতবন্তঃ। 'প্রষ্টিঃ' একত্রসংযুক্তঃ বাহনত্রয়মধ্যবর্ত্তী মৃগবিশেষঃ মৃগো বা রক্তবর্ণঃ 'রোহিতঃ' রোহিতবর্ণঃ [illegible] 'বহতি' [illegible] 'বঃ' যুষ্মাকং 'যামায়' গমনায় 'পৃথিবী' অন্তরিক্ষং 'চিৎ' অপি 'আ অশ্রোৎ' আভিমুখ্যেনাশৃণোৎ অনুজ্ঞাতবতীত্যর্থঃ। 'মানুষাঃ' ভূলোকবর্ত্তিনঃ পুরুষাঃ 'অবীভয়ন্ত' ভীতাঃ সন্তঃ অন্যোন্যমপি ভীতিমুৎপাদিতবন্তঃ।

৬ হে মরুদ্গণ! তোমরা আপনারদিগের রথে বিচিত্রিত মৃগত্রয় যোজিত করিয়াছ। এই বাহন ত্রয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রষ্টি নামক রক্তবর্ণ মৃগ বিশেষ রথ বহন করে। অন্তরিক্ষও তোমারদিগের গমনার্থে অনুজ্ঞা করিয়াছেন। ভূলোক বাসী পুরুষেরা স্বয়ং ভীত হইয়া অন্য অন্য সকলের ভয় উৎপন্ন করাইতেছেন।

৪৭৮

৭ আ বো মক্ষূ তনায় কং রুদ্রা অবো বৃণীমহে। গন্তা নূনং নোঽবসা যথা পুরেত্থা কণ্বায় বিভ্যুষে।

৭ যে 'রুদ্রাঃ' রুদ্রপুত্রাঃ মরুতঃ 'তনায়কং' অস্মদীয় পুত্রার্থং 'মক্ষু' শীঘ্রং 'বঃ' যুষ্মদীয়ং 'অবঃ' রক্ষণং 'আ' সর্ব্বতঃ 'ঈমহে' [illegible] প্রার্থয়ামহে। 'পুরা' পূর্ব্বস্মিন্ কালে কর্ম্মবিশেষে [illegible] 'নঃ' অস্মাকং অবসা রক্ষণেন নিমিত্তেন যুষ্মং প্রাপ্তবন্তঃ। 'ইত্থা' অনেন প্রকারেণ 'বিভ্যুষে' ভীতিযুক্তায় 'কণ্বায়' মেধাবিনে যজমানায় তদনুগ্রহার্থং 'নূনং' ক্ষিপ্রং 'গন্ত' প্রাপ্নুথ।

৭ হে রুদ্রপুত্র মরুদ্গণ! আমারদিগের পুত্রকে শীঘ্র তোমরা রক্ষা কর, ইহা আমরা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনা করি। যেমন পূর্ব্বে কর্ম্মবিশেষে আমারদিগের রক্ষা করিতে আসিয়াছিলে, সেই রূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া উপস্থিত ভয় হইতে কণ্বঋষিকে মুক্ত কর।

৪৭৯

৮ যুষ্মেষিতো মরুতো মর্ত্ত্যেষিত আ যো নো অভ্ব ঈষতে। বি তং যুযোত শবসা ব্যোজসা বি যুষ্মাকাভিরূতিভিঃ।

৮ হে 'মরুতঃ' 'যঃ' কশ্চিৎ 'অভ্বঃ' শত্রুঃ 'যুষ্মেষিতঃ' যুষ্মাভিঃ প্রেরিতঃ 'মর্ত্ত্যেষিতঃ' মানুষৈঃ অন্যৈঃ প্রেরিতঃ সন 'নঃ' অস্মান প্রতি 'আ ঈষতে' আভিমুখ্যেন প্রাপ্নোতি 'তং' শত্রুং 'শবসা' অন্নেন 'বিযুযোত' বিযুক্তং কুরুত তথা 'ওজসা' বলেন 'বি যুযোত' 'যুষ্মাকাভিঃ' যুষ্মৎসম্বন্ধিভিঃ 'ঊতিভিঃ' রক্ষণৈশ্চ 'বি' যুযোত।

৮ হে মরুদ্গণ! তোমারদিগের কর্ত্তৃক কিম্বা অন্য শত্রু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যে কোন শত্রু আমারদিগের নিকটে আইসে সেই শত্রুকে অন্নহীন ও বলহীন কর, এবং তাহাকে তোমরা আশ্রয় দিও না।

৪৮০

৯ অসামি হি প্রযজ্যবঃ কণ্বং দদ প্রচেতসঃ। অসামিভির্মরুত আ ন ঊতিভির্গন্তা বৃষ্টিং ন বিদ্যুতঃ।

৯ 'অসামি' সংপূর্ণং যথা ভবতি তথা 'প্রযজ্যবঃ' প্রকর্ষেণ যষ্টব্যাঃ 'প্রচেতসঃ' প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্তাঃ হে 'মরুতঃ' যূয়ং 'কণ্বং' মেধাবিনং যজমানং 'দদ' ধারয়থ। [illegible] যূয়ং কণ্বঋষিং ধারিতবন্তঃ তস্মাৎ কারণাৎ 'অসামিভিঃ' সংপূর্ণৈঃ 'ঊতিভিঃ' রক্ষণৈঃ 'নঃ' অস্মান প্রতি 'আ গন্ত' আগচ্ছত 'ন' যথা 'বিদ্যুতঃ' 'বৃষ্টিং' [illegible]।

৯ হে মরুদ্গণ! তোমরা সম্পূর্ণরূপে দানকুশল, এবং প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত। তোমরা মেধাবি যজমান কণ্বঋষিকে ধারণ কর। যেহেতু তোমরা কণ্বঋষিকে ধারণ করিয়াছ, সেই হেতু তোমরা সম্পূর্ণ রক্ষার সহিত আমারদিগকে প্রাপ্ত হও, যেমন বিদ্যুৎ সকল বৃষ্টিকে প্রাপ্ত হয়।

৪৮১

১০ অসাম্যোজো বিভৃথা সুদানবোসামি ধূতয়ঃ শবঃ। ঋষিদ্বিষে মরুতঃ পরিমন্যব ইষুং ন সৃজত দ্বিষং। ১। ৩। ১৯।

১০ হে 'সুদানবঃ' [illegible] 'অসামি' সংপূর্ণং 'ওজঃ' বলং 'বিভৃথ' [illegible] হে 'ধূতয়ঃ' কম্পনকারিণঃ 'মরুতঃ' 'অসামি' [illegible] 'শবঃ' বলং বিভৃথ 'পরিমন্যবে' কোপবিশিষ্টায় [illegible] 'ঋষিদ্বিষে' [illegible] 'দ্বিষং' দ্বেষকারিণং শত্রুং 'সৃজত' [illegible] 'ইষুং' বাণং [illegible] ।১।৩।১৯।

১০ হে শোভনদানযুক্ত কম্পনকারী মরুদ্গণ! তোমরা সম্পূর্ণ বলধারণ কর এবং কোপবিশিষ্ট ঋষিদ্বেষ্টার বিনাশের নিমিত্ত দ্বেষকারী শত্রুর প্রতি সৃজন কর, যেমন শত্রুর উপরে বাণ প্রক্ষেপ করে।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

মনুষ্যের সুখোৎপত্তির বিষয়

৭১ সংখ্যক পত্রিকার ৫২ পৃষ্ঠের পর

মনুষ্যের প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধের বিষয় সংক্ষেপে বিবরণ করা

গিয়াছে, অধুনা তাঁহার সুখোৎপত্তির মূল অন্বেষণ করা যাইতেছে। প্রথমতঃ ইহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে, যে শরীর ও মনের চালনা ব্যতিরেকে কখনই সুখানুভব হওয়া সম্ভাবিত নহে। ইহা জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ প্রতীত হইতেছে, যে "শারীরিক অঙ্গ ও মনোবৃত্তি সকল চালনা কর, নতুবা সুখলাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই।" তাহারা স্বভাবতঃ বা অভ্যাস বশতঃ সুষুপ্তবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে জীবন থাকাই বৃথা হইত, মনুষ্যের জীবনে ও বৃক্ষাদির জীবনে কিছুই বিশেষ থাকিত না। ফলতঃ সর্ব্বতো ভাবে নিশ্চেষ্ট থাকা আমারদিগের স্বভাব বিরুদ্ধ। যদি কোন বালক গৃহ মধ্যে অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কোপরি সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে আর তথা হইতে তাহার ক্রীড়াসক্ত বয়স্যাদিগের কেলি কোলাহল শ্রবণ করে, এবং তথায় তাহারা কি ক্রীড়া করিতেছে, তাহাও অনুভব করিতে পারে, তবে সে বহির্গত হইয়া তাহারদের সঙ্গী হইবার নিমিত্ত কেমন ব্যাগ্র হয়! যদি তাহার পিতা তাহাকে নিবারিত করিয়া রাখেন, তবে তাহার মনোদুঃখের আর সীমা থাকেনা। এই রূপ যদি কোন প্রবীণ ব্যক্তি ও অসাধারণ দুর্দ্দিন প্রযুক্ত ক্রমাগত ৫। ৭ দিবস গৃহ-বাহির্ভূত হইতে না পারেন, তবে তিনি ও বিরক্ত ও অস্থির হয়েন,—যিনি সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকেন, এমত স্থলে তাঁহারও অপ্রসন্ন বদন দেখা যায়। অতএব কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের উপর মনুষ্যের সুখ নির্ভর করে, কি না, তাহা যৎকালে তিনি সর্ব্বথা নিশ্চেষ্ট থাকেন, তখনই তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন।

পরমেশ্বর সমস্ত বাহ্য বস্তুর রচনা আমারদিগের চিত্ত চালনার সম্যক্ উপযোগী করিয়াছেন। যাহাতে আমরা শরীর ও মন সঞ্চালন পূর্ব্বক আনন্দ লাভ করি, তিনি সমস্ত জগতের সহিত মানব প্রকৃতির তদ্রূপ সম্বন্ধই নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছেন। দেখ, আহার ব্যতিরেকে শরীর রক্ষা পায় না, সুতরাং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অন্ন আহরণ করিতে হয়। পশুদিগের যেমন গাত্র-লোম আছে, আমারদিগের শীত নিবারণার্থে তাদৃশ কোন স্বাভাবিক আচ্ছাদন নাই, সুতরাং শরীর ও মনের চেষ্টা দ্বারা পরিধেয় প্রস্তুত করিতে হয়। আর আমারদিগের সমুদায় মনোবৃত্তিই স্ব স্ব বিষয় লাভার্থে নিয়ত ব্যগ্র, কিন্তু চেষ্টা বিনা তাহারদিগকে চরিতার্থ করিবার উপায় নাই। অতএব আমারদিগের শরীর ও মনকে সম্যক্ সচেষ্ট রাখা যে পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, তাহা সুন্দররূপ প্রতীত হইতেছে। তাঁহার নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া যত চালনা করিবে ততই শরীরের অঙ্গ সকল সবল হইবে, মনের বৃত্তি সকল সতেজ হইবে, এবং অন্তঃকরণ সুখার্ণবে মগ্ন হইতে থাকিবে।

আমারদিগের জ্ঞানাভিলাষ অত্যন্ত প্রবল। জ্ঞানলাভই সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন, এবং জ্ঞানামৃত পান দ্বারাই তাহারা সম্যক্ চরিতার্থ হয়। কোন অভিনব বস্তু সন্দর্শন মাত্রেই অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, তাহার সবিশেষ গুণাগুণ জিজ্ঞাসা বিষয়ে প্রবল উৎসাহ জন্মে, এবং তাহার স্বভাব ও প্রয়োজন যত জানা যায়, ততই সুখোদয় হইতে থাকে। সে বস্তুর দ্বারা আমারদিগের কোন সংসারিক উপকার না হউক, অন্য কোন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হউক, তথাপি তদীয় আলোচনা মাত্রেই এমত প্রগাঢ় হর্ষের উদয় হয়, যে তজ্জন্য শারীরিক ও সংসারিক ক্লেশ সহ্য করিতে হইলেও সে রমণীয় জ্ঞানালোচনা পরিত্যাগ করিতে পারি না। অতএব ইচ্ছা করিলেও নিতান্ত নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভাবিত হয় না। পরমেশ্বর আমারদিগের সুখ সম্পাদনার্থে মানসিক প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তুর যেরূপ সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, এবং উভয়কে যে প্রকার পরস্পর উপযোগী করিয়াছেন, ও তাহারদিগকে সচেষ্ট রাখিবার নিমিত্ত যেরূপ কৌশল করিয়াছেন, এই প্রস্তাবের ভূমিকায় তাহার বিস্তর উদাহরণ প্রদান করা গিয়া-

ছে। অতএব মনোবৃত্তির চালনাতেই যে সুখানুভব হয়, ও ইহা যে সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরমেশ্বরের সম্যক্ অভিপ্রেত, তাহার সংশয় নাই।

যদি আমরা সংস্কার বিশেষ দ্বারা বুদ্ধি-বৃত্তি নিষ্পাদ্য সমুদায় জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইতাম, এবং আমারদিগের প্রবৃত্তি সমুদায় আপন আপন বিষয় ভোগে এক কালেই চরিতার্থ হইয়া থাকিত, আর তাহারদিগকে চালনা করিবার প্রয়োজন ও সম্ভাবনা না থাকিত, তবে এমত অবস্থায় এইক্ষণকার অপেক্ষা সুখের অল্পতা ভিন্ন কখনই আধিক্যের সম্ভাবনা হইত না। যদি এক বার মাত্র ভোজন করিলে চির-কাল উদর পরিপূর্ণ থাকিত, ও ক্ষুধার উদ্রেক আর না হইত, তবে প্রত্যহ ক্ষুৎ পিপাসা শান্তি করিয়া যে সুখ সম্ভোগ করা যায়, তাহাতে এককালে বঞ্চিত থাকিতে হইত। ধন লাভ হইলেই কৃপণের মনে আহ্লাদ হয়, কিন্তু সে আহ্লাদ অতি অল্পকাল স্থায়ী। হস্তগত ধনে তাহার তৃপ্তি হয় না, সুতরাং সে তৎক্ষণাৎ অধিক উপার্জনার্থে ব্যগ্র হয়। যদিও লোকে তাহাকে অর্ব্বাচীন বোধ করে, কিন্তু সে ব্যক্তি স্বীয় স্বভাবেরই বশবর্ত্তী হইযা কার্য্য করে। তাহার অর্জনস্পৃহা বৃত্তির চালনাতেই সুখানুভব হয়, এবং কেবল ধনান্বেষণ ও ধনোপার্জন দ্বারা সে বৃত্তি সব্যাপার থাকিতে পারে। সুতরাং যদি ঐ বৃত্তি এক কালে অপর্য্যাপ্ত বিষয় লাভ করিয়া চির-কাল সুষুপ্তবৎ ব্যাপার-শূন্য থাকিত, তবে মানববর্গ তজ্জন্য সুখভোগে কখনই অধিকারী হইত না। এই রূপ আর আর মনোবৃত্তিও নিতান্ত নিচেষ্ট ও অভিভূত হইয়া থাকিলে এক্ষণে তাহারদিগকে পুনঃ পুনঃ চরিতার্থ করিয়া যে প্রচুর সুখ সম্ভোগ করা যাইতেছে, তাহা আর আমারদিগের ভাগ্যে ঘটিত না। এই রূপ হইলে আমারদের মনশ্চেষ্টার এককালে অন্ত হইত, আমারদিগের প্রথম চেষ্টাই শেষ চেষ্টা হইত, অত্যল্পকালেই সর্ব্ববস্তু পুরাতন হইত। কিছুতে আর কৌতুহল থাকিত না, কিছুতেই উৎসাহ হইত না, এবং কোন বিষয়ে আশাবৃত্তি সঞ্চরণ করিত না। এমন যে পরম রমণীয় বিচিত্র সংসার তাহাও নীরস বোধ হইত। অতএব পরমেশ্বর সৃষ্টির যাদৃশ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—তাহার উপর আর কথা নাই। যে রূপ মনোবৃত্তি সকল সৃজন করিয়াছেন, তাহারদিগকে তদুপযুক্ত বিষয় সমুদায়ও প্রদান করিয়াছেন। ঐ সকল বিষয়ের প্রয়োজন জানিয়া যথোচিত ব্যবহার করিলে ইষ্টলাভ ও আনন্দ সঞ্চার হয়, আর তদ্বিরুদ্ধাচরণ করিলে অনিষ্ট ঘটনা ও দুঃখোৎপত্তি হয়। পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বর তাহারদের গুণাগুণ অনুসন্ধান করিবার ভার আমারদের উপর সমর্পণ করিয়া আমারদের মনোবৃত্তি সকলকে সদা সব্যাপার রাখিবার কি সুন্দর কৌশল করিয়াছেন।

পৃথিবীতে ধান্য গোধূমাদি শস্য জন্মে, এবং তদ্দ্বারা মানব দেহের পুষ্টি বর্দ্ধন হয়, কিন্তু তাহা নিস্তুষ ও সুসম্পাদিত না হইলে সুস্বাদু, সুজীর্ণ ও বলাধায়ক হয় না। পরন্তু তৎসম্পাদন জন্য শরীর ও মনের পরিচালনার অপেক্ষা রাখে। অতএব জগদীশ্বর সহকালে শস্য সৃজন করিয়া তাহাতে তদুচিত গুণ সকল প্রদান করিয়াছিলেন, এবং মানব শরীরকে তন্নিষ্ঠ ধর্ম্ম ও বৃত্তি সমুদায় দ্বারা সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তৎকালেই গোধূমাদির সহিত মানব দেহের পরস্পর সম্বন্ধ ও উপযোগিতা নিরূপণ করিয়াছিলেন, এবং আমরা যে কায়িক ও মানসিক চেষ্টা দ্বারা জ্ঞান লাভ ও সুখ সম্ভোগ করিব, তাহারও সূত্রপাত তৎকালেই করিয়াছিলেন।

পৃথিবীতে বহুতর বিষবৃক্ষ আছে, তাহার ফল মূল পত্রাদি অল্প পরিমাণে সেবন করিলে অনেকানেক রোগ প্রতীকার হয়, কিন্তু অধিক ভক্ষণে প্রাণ বিয়োগ হয়। ইহাতে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায়েরও সম্যক্ উপযোগিতা আছে, কারণ তাহারা সাবধানতা সহকারে ঐ সমস্ত দ্রব্য-গুণ প্রকাশে সমর্থ হইয়া মনুষ্যের শুভ সাধন

করে। যিনি মনুষ্যের দেহকে রোগাস্পদ করিয়াছেন, তিনিই উচিত ঔষধ সকল সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, এবং তদীয় গুণ সমুদায় নিরূপণার্থে তাহাকে তদুপযুক্ত মনোবৃত্তি সকল প্রদান করিয়াছেন,। সুতরাং তাহারদিগকে তদ্বিষয়ে চালনা করা যে পরমেশ্বরের সম্যক্ অভিপ্রেত, তাহার সংশয় নাই।

জল উষ্ণ করিলে বাষ্প হয়। সেই বাষ্পের আশ্চর্য্য শক্তি প্রভাবে বাষ্পীয় যন্ত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া অত্যদ্ভুত ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইতেছে। বাষ্পীয় তরণী সমুদায় যে প্রকার প্রবল বেগে সাগর বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া ছয় মাসের পথ এক মাসে উত্তীর্ণ হইতেছে, তাহা সকলেরই বিদিত আছে। পরমেশ্বর সৃষ্টিকালেই এই সমস্ত ভাবি ব্যাপার অবধারিত করিয়াছেন, এবং মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি সকল তদুপযোগী করিয়া জল ও অগ্নির স্বভাব এবং তাহারদের পরস্পর সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিবার ভার তাঁহারই উপর সমর্পিত করিয়া রাখিয়াছেন। যখন বুদ্ধি চালনার সঙ্গে সঙ্গে সুখোদয় হয়, এবং অভীষ্ট সিদ্ধি হইলে মহোপকার দর্শে, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমারদের হিতাভিপ্রায়েই এরূপ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন।

কোন ভূমি শর্করা কি বালুকাময়ী, কঠিন কি পঙ্কিল, নিম্ন কি উচ্চ, ইত্যাকার সমস্ত দোষ জ্ঞাত হইয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক তৎ প্রতীকারের উপায় চেষ্টা করা —পঙ্কিল ভূমি শুষ্ক করিবার, কঠিন মৃত্তিকা চূর্ণ করিবার, অনুর্ব্বরা ভূমি উর্ব্বরা করিবার উপায় অবধারণ করা আমারদিগের বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য। যাবদীয় নরজাতি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা পূর্ব্বক ভূমির গুণ, উৎপাদিকা শক্তি, এবং জল ও শস্যাদির সহিত সম্বন্ধ নিরূপণ করে, ও নিরালস্য হইয়া ভূমির দোষ সংশোধনার্থে ও কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহার্থে মানসিক শক্তি সকল চালনা করে; তজ্জন্য তাহারদের প্রচুর অন্ন লাভ হয়, স্বদেশের ভূমি সকল দোষ-বর্জ্জিত হইয়া শরীরের সুস্থতাকর হয়, এবং অন্তঃকরণ সর্ব্বদা হৃষ্ট থাকে। আর যাহারা আলস্য পরবশ হইয়া তাদৃশ অনুষ্ঠান না করে, তাহারা তৎপ্রতিফল স্বরূপ জ্বর, কম্প, বাত ও অপরাপর বহু ক্লেশকর রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়, অনবরতই অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পায়, এবং মধ্যে মধ্যে শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটিয়া অন্নাভাবে মৃতপ্রায় হয়। এই ক্লেশ তাঁহারদের উপদেশ স্বরূপ মনে করা উচিত; তাঁহারা যে কর্ত্তব্যের অবহেলন করিয়া সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইতেছেন, ইহাই জ্ঞাত কারণ জগদীশ্বর এমত স্থলে দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন। যখন তাঁহারা পরমেশ্বরের নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শরীর ও মন চালনা করিবেন, তখনই দারুণ দুঃখের কঠোর হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সুখী হইবেন।

সমুদ্রের অগাধ জল, প্রবল ঝটিকা, ভীষণ তরঙ্গ, এসমস্ত আপাততঃ দূর দেশ গমনাগমনের অনিবার্য্য প্রতিবন্ধক বোধ হয়। কিন্তু জলের সহিত কাষ্ঠের সম্বন্ধ ও জলপ্লুত-দ্রব্যের সহিত বায়ুর সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া, ও বাষ্পের অদ্ভুত শক্তি অবধারণ করিয়া, মনুষ্য এক্ষণে সাগর সলিলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পোত সমুদায় প্রবমান করিয়া দেশ দেশান্তর গমন করিতেছে। পরমেশ্বর কোন কালে মনুষ্যে ও তৎসম্বন্ধ বাহ্য পদার্থে এই সমস্ত গুণ সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা বুদ্ধিবৃত্তির স্ফূর্ত্তি সহকারে তৎসমুদায় ক্রমে ক্রমে অবগত হইতেছি এবং সংসারের সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি করিতেছি। পরমেশ্বর যে আমারদিগের মনোবৃত্তি সকল সতত সব্যাপার রাখিবার নিমিত্ত পরমোৎকৃষ্ট কৌশল প্রকাশ করিয়া বাহ্য বস্তুর সহিত তাহারদের এরূপ শুভকর সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহাও কেবল আমরা সম্প্রতি জ্ঞাত হইতেছি। এইক্ষণে যে বাষ্পীয় মহাপোত পৃথিবীর অতি দূরবর্ত্তী দেশ সমুদায়কে পরস্পর সন্নিকট করিতেছে, যে বেলুন যন্ত্র সহকারে ভূমণ্ডলের মনুষ্য গগণ মণ্ডলে উড্ডীয়মান হইতেছে, ও যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ঊর্দ্ধতম নক্ষত্র মণ্ডলের

সংবাদ নিমেষ মাত্রে এই অধোলোকে আনয়ন করিতেছে.তৎসমুদায়ই পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল। বিশ্বের সর্ব্বাংশেই এরূপ বিচিত্র পদার্থ, তাহারদের পরস্পর সামঞ্জস্য, ও পরমাশ্চর্য্য কৌশল অব্যক্ত রহিয়াছে, তৎপ্রকাশার্থে কেবল অসাধারণ-ধী-শক্তি-সম্পন্ন মনুষ্যদিগের উদয় হইবার অপেক্ষা। জগদীশ্বর সৃজন কালেই এসমস্ত সঙ্কল্প করিয়াছেন, এবং আমারদিগের মানসিক প্রকৃতি ও তৎসম্বন্ধ বাহ্যবস্তু সমুদায়কে তদুপযোগি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি পরম মঙ্গলালয়, তাঁহার দ্বারা যাহা কিছু উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাই মঙ্গল। তিনি যখন আমারদের সুখসঞ্চার শরীর ও মনের চেষ্টাধীন করিয়াছেন, তখন তদনুযায়ী ব্যবহারই নিশ্চয় শুভদায়ক, এবং সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাতেই প্রবৃত্ত থাকা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ—বহুকাল-ব্যাপী বহুতম সুখ সাধন করিতে হইলে সমুদায় বৃত্তির পরস্পর সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহারদিগকে চরিতার্থ করা আবশ্যক। কেবল ধন কিম্বা যশোলাভই জীবনের সার কার্য্য জানিয়া তন্মাত্র উপার্জ্জনেই আয়ুঃক্ষয় করিলে ভক্তি, উপচিকীর্ষা, ও ন্যায়পরতা বৃত্তিকে তৃপ্ত করা হয় না, সুতরাং অন্তঃকরণ সর্ব্বতোভাবে সুখী হয় না। কিন্তু জ্ঞানানুসন্ধান পূর্ব্বক আপনার প্রতি, আত্মীয়ের প্রতি, স্বদেশের প্রতি, সমস্ত মনুষ্য বর্গের প্রতি, ও পরমেশ্বরের প্রতি যাবৎ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলে সমস্ত মনোবৃত্তি চরিতার্থ হইয়া ধন, মান, খ্যাতি ও শারীরিক স্বচ্ছন্দাদি বিবিধ ফল প্রদান করে, এবং অন্তঃকরণ সর্ব্বথা স্থির সুখ প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখী হয়।

তৃতীয়তঃ—মনুষ্যের সুখ সম্ভোগের স্থিরতা বিধানার্থে জগতের সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত পরস্পর সামঞ্জস্যানুগত মনোবৃত্তি সকলের ঐক্য থাকা নিতান্ত আবশ্যক, এবং বুদ্ধি যাহাতে উভয়েরই স্বভাব ও পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ পূর্ব্বক ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য হইয়া সৎপথ-প্রবর্ত্তক হইতে পারে, এমত কর্ত্তব্য। বস্তুত পরমেশ্বর এই রূপই করিয়াছেন। তিনি মানব প্রকৃতির সহিত জগতের সমুদায় নিয়মের ঐক্য রাখিয়াছেন*; এবং যদিও আমারদিগের জ্ঞানোন্নতির যে নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, তাহা উল্লঙ্ঘন করিবার আমারদের সাধ্য নাই; এবং যদিও তৎপ্রযুক্ত ইহলোকের বস্তুর স্বরূপ ও আদ্যন্ত কখনই আমারদিগের বুদ্ধিগম্য হইবে না, কারণ আমারদিগের তদুপযোগী কোন বৃত্তি নাই, তথাপি তিনি এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বাহ্য সংসার রচনা করিয়াছেন, তিনিই যখন আমারদিগের মনোবৃত্তি সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং যখন তাঁহার এরূপ সুস্পষ্ট অভিপ্রায় দৃষ্ট হইতেছে, যে আমরা যাবৎ ইহলোকে থাকিব, তাবৎ পরম পুরুষার্থ সাধন পূর্ব্বক সুখে কাল যাপন করিব, এবং যখন ইহা অবধারিত হইয়াছে, যে জগতের নিয়ম নিরূপণ পূর্ব্বক তদনুযায়ি কার্য্যকরাই সুখলাভের একমাত্র উপায়; তখন ইহাও নিশ্চিত, যে পরমেশ্বর আমারদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও অন্যান্য সমস্ত মনোবৃত্তিকে ইহলোকের সম্যক্ উপযুক্ত করিয়াছেন। আমরা যখন তাহারদের পূর্ণাবস্থা সম্পাদনে সমর্থ হইয়া যথাবৎ নিয়োগ করিতে পারিব, তখনই চরিতার্থ হইব। আমরা যত জ্ঞান লাভ করিব, এবং যথানিয়মে শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায় যত চালনা করিব, ততই আমারদিগের সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি হইবে, এবং ততই বিশ্ব-স্রষ্টার জ্ঞান ও করুণার অশেষ নিদর্শন প্রকাশ হইতে থাকিবে।

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

তৃতীয় অধ্যায়—পৌষ্যপর্ব্ব

৭১ সংখ্যক পত্রিকার ৬৪ পৃষ্ঠের পর

বেদ উপাধ্যায়ের অনুজ্ঞাক্রমে দীর্ঘকাল গুরুকুল হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারও গৃহাবস্থানকালে

*পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রিকায় এবিষয়ের উদাহরণ প্রদান করা গিয়াছে।

তিন শিষ্য হইল। তিনি শিষ্যদিগকে গুরুশুশ্রূষা বা কোন কর্ম্ম করিতে কহিতেন না। স্বয়ং গুরুকুল বাসের দুঃখাভিজ্ঞ ছিলেন, অতএব শিষ্যদিগকে কখন কোন প্রকার ক্লেশ দিতে চাহিতেন না।

কিয়ৎ কাল পরে রাজা জনমেজয় ও পৌষ্য, বেদের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে উপাধ্যায় কার্য্যে বরণ করিলেন। তিনি কোন সময়ে যাজন কার্য্যোপলক্ষে প্রস্থান কালে উতঙ্ক নামক শিষ্যকে আদেশ করিলেন "বৎস! আমার অনুপস্থিতি কালে গৃহে যে কোন বিষয়ের অসঙ্গতি হইবেক, তুমি তাহা সম্পন্ন করিবে"। বেদ উতঙ্ককে এইরূপ আদেশ দিয়া প্রবাস প্রস্থান করিলেন। উতঙ্ক গুরুকুলে বাস করিয়া গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

এক দিবস উপাধ্যায়-পত্নীরা একত্র হইয়া উতঙ্ককে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন "তোমার উপাধ্যায়ানী ঋতুমতী হইয়াছেন। উপাধ্যায় গৃহে নাই; অতএব যাহাতে উঁহার ঋতু নিষ্ফল না হয় তাহা কর; কাল অতীত হইয়াছে"। উতঙ্ক তাঁহারদের কথা শুনিয়া কহিলেন "আমি স্ত্রীলোকের কথায় কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব না; গুরু আমাকে আদেশ করেন নাই, যে তুমি কুকর্ম্মও করিবে"। কিয়ৎকাল পরে উপাধ্যায় প্রবাস হইতে গৃহ প্রত্যাগমন পূর্ব্বক এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উতঙ্কের প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন; এবং কহিলেন "বৎস উতঙ্ক! তোমার কি প্রিয় সম্পাদন করিব বল; তুমি ধর্ম্মতঃ আমার শুশ্রূষা করিয়াছ, তাহাতে আমারদের পরস্পর প্রীতিবৃদ্ধি হইল; এক্ষণে আমি তোমাকে গৃহগমনের অনুজ্ঞা করিতেছি; তোমার সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক; প্রস্থান কর"।

এইরূপ গুরু বাক্য শ্রবণ করিয়া উতঙ্ক নিবেদন করিলেন "আপনকার কি প্রিয় সম্পাদন করিব, আজ্ঞা করুন। এইরূপ আপ্তশ্রুতি আছে, "যে ব্যক্তি দক্ষিণাগ্রহণ না করিয়া অধ্যাপনা করেন; এবং যে ব্যক্তি দক্ষিণা না দিয়া অধ্যয়ন করে; তাহারদিগের অন্যতরের মৃত্যু অথবা পরস্পরের বিদ্বেষ জন্মে" অতএব আপনকার অনুজ্ঞা লইয়া অভিমত গুরুদক্ষিণা আহরণ করিতে বাসনা করি"। এইরূপ অভ্যর্থিত হইয়া উপাধ্যায় কহিলেন "বৎস উতঙ্ক! অপেক্ষা কর, পরে বলিব"। কিয়দ্দিন পরে উতঙ্ক উপাধ্যায়ের নিকট নিবেদন করিলেন "মহাশয় আজ্ঞা করুন; কিরূপ গুরুদক্ষিণা দিলে আপনকার মনঃপ্রীতি হইতে পারে"। উপাধ্যায় কহিলেন বৎস উতঙ্ক। "কি গুরুদক্ষিণা আহরণ করিব" বলিয়া আমাকে সর্ব্বদাই জিজ্ঞাসা করিয়া থাক, অতএব তোমার উপাধ্যায়ানীর নিকটে গিয়া "কি আহরণ করিব" বলিয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনি যাহা কহেন তাহাই আহরণ কর"। এই রূপ গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া উতঙ্ক উপাধ্যায়ানী সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন "ভগবতি! উপাধ্যায় আমাকে গৃহগমনের অনুমতি দিয়াছেন; অতএব আমার এই বাসনা, আপনকার অভিমত গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়া ঋণ মুক্ত হইয়া গৃহ প্রস্থান করি, অতএব আজ্ঞা করুন, কি গুরুদক্ষিণা প্রদান করিব"। উপাধ্যায়ানী কহিলেন "বৎস! পৌষ্য রাজার নিকটে যাও; এবং তাঁহার সহ ধর্ম্মিণী যে দুই কুণ্ডল ধারণ করিয়াছেন তাহাই প্রার্থনা করিয়া আন, চতুর্থ দিবসে ব্রত নিবন্ধন উৎসব হইবেক, সেই দিন ঐ দুই কুণ্ডল পরিয়া শোভমানা হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেশন করিব, ইহাই সম্পন্ন কর; ইহা করিলেই তোমার সকল মঙ্গল লাভ হইবেক, নতুবা তোমার মঙ্গল কোথায়।

উতঙ্ক এই রূপে উপাধ্যায়ানী কর্ত্তৃক প্রচোদিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। পথে গমন করিতে করিতে এক মহাকায় বৃষভ ও তদুপরি আরূঢ় এক মহাকায় পুরুষ অবলোকন করিলেন। সেই পুরুষ উতঙ্ককে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন "অহে উতঙ্ক তুমি এই বৃষভের পুরীষ ভক্ষণ কর"। উতঙ্ক ভক্ষণে সম্মত হইলেন না। তখন সেই পুরুষ পুনর্ব্বার কহিলেন "উতঙ্ক! সংশয় করিতেছ কেন; ভক্ষণ কর; তোমার উপাধ্যায়ও পূর্ব্বে ইহা ভক্ষণ করিয়াছেন"। তখন

উতঙ্ক সেই বৃষভের মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিলেন এবং ব্যস্ততা প্রযুক্ত উত্থানানন্তর আচমন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে উতঙ্ক আসনোপবিষ্ট পৌষ্য সমীপে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ ও সমুচিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন "আমি তোমার নিকট যাচক উপস্থিত হইলাম"। রাজা অভিবাদন করিয়া নিবেদন করিলেন "ভগবন্! ভৃত্য কি করিবেক আজ্ঞা করুন। উতঙ্ক কহিলেন "গুরুদক্ষিণা দিবার নিমিত্ত তোমার মহিষীর কর্ণস্থ কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি; তাহা তুমি আমাকে দান কর"। পৌষ্য কহিলেন "মহাশয়! অন্তঃপুরে গিয়া গৃহিণীর নিকট প্রার্থনা করুন"। উতঙ্ক তদীয় বাক্যানুসারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু পৌষ্যের মহিষীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি পৌষ্যের নিকটে আসিয়া কহিলেন "আমাকে প্রবঞ্চনা করা উচিত নহে, অন্তঃপুরে তোমার মহিষী নাই; তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না"। পৌষ্য উতঙ্ক বাক্য শ্রবণান্তর ক্ষণমাত্র অনুধ্যান করিয়া কহিলেন "মহাশয় নিঃসন্দেহ আপনি উচ্ছিষ্ট ও অশুচি আছেন; মনে করিয়া দেখুন! আমার সহধর্ম্মিণী অতি পতিব্রতা; উচ্ছিষ্ট ও অশুচি থাকিলে তাহাকে দেখিতে পায় না; তিনি কখন অশুচির দৃষ্টি গোচর হয়েন না।"

রাজবাক্য শ্রবণান্তর উতঙ্ক স্মরণ করিয়া কহিলেন, আমি উত্থানানন্তর গমন করিতে করিতে আচমন করিয়াছি। পৌষ্য কহিলেন "ঐ তোমার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, উত্থানাবস্থায় ও গমন করিতে করিতে আচমন করা আর না করা দুই সমান" উতঙ্ক "যথার্থ কহিতেছ" বলিয়া প্রাঙ্মুখে উপবেশন ও পাণি পাদ বদন প্রক্ষালন পূর্ব্বক * নিঃশব্দ অফেণ অনুষ্ণ হৃদয় দেশ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট জল দ্বারা বারত্রয় আচমন ও বারদ্বয় ইন্দ্রিয় মার্জ্জন ও পুনর্ব্বার আচমন করিয়া অন্তঃপুর প্রবেশ করিলেন, এবং তখন রাজমহিষীকে দেখিতে পাইলেন। পৌষ্য পত্নী দর্শন মাত্র গাত্রোত্থান অভিবাদন ও স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন "ভগবন্! আজ্ঞা করুন কি করিব। উতঙ্ক কহিলেন গুরুদক্ষিণার্থে কুণ্ডল দ্বয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি; তাহা দান কর"। তিনি তাঁহার ত্রুটীহীন গুরুভক্তি দর্শনে প্রসন্না ও প্রীতা হইলেন এবং "ইনি অতি সৎপাত্র; ইঁহার অভ্যর্থনা ভঙ্গ হওয়া উচিত নহে" এই বিবেচনা করিয়া কর্ণ হইতে অবমোচন পূর্ব্বক তদীয় হস্তে কুণ্ডলদ্বয় সমর্পণ করিয়া কহিলেন "নাগরাজ তক্ষক সাতিশয় নির্ব্বন্ধ সহকারে এই কুণ্ডল প্রার্থনা করেন; অতএব আপনি সাবধান হইয়া লইয়া যাইবেন"। উতঙ্ক কহিলেন তোমার কোন উদ্বেগ নাই, নাগরাজ তক্ষক আমাকে অভিভব করিতে পারিবেন না।

উতঙ্ক ইহা কহিয়া সমুচিত আমন্ত্রণ পূর্ব্বক রাজপত্নীর নিকট বিদায় লইয়া পৌষ্য সকাশে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন "মহারাজ! আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। অনন্তর পৌষ্য উতঙ্কের নিকট নিবেদন করিলেন "ভগবন্ সর্ব্বদা সৎপাত্র সংযোগ ঘটে না। আপনি অতি গুণবান্ অতিথি উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব শ্রাদ্ধ করিতে চাহি, ক্ষণেক অপেক্ষা করুন"। উতঙ্ক কহিলেন "ভাল, অপেক্ষা করিলাম; কিন্তু তুমি সত্বর হইয়া যাহা উপস্থিত আছে, তাহাই আনয়ন কর"। তদনুসারে তিনি যে অন্ন উপস্থিত ছিল, তাহাই আনিয়া তাঁহাকে ভোজন করিতে দিলেন। উতঙ্ক সেই অন্ন কেশ সংস্পর্শ দূষিত ও শীতল দেখিয়া অশুচি বোধ করিয়া কহিলেন "তুমি আমাকে অশুচি অন্ন দিলে অতএব অন্ধ হইবে"। শাপ শুনিয়া পৌ-

---

* যে জলে বুদ্বুদ শব্দ ও ফেণসম্বন্ধ না থাকে ও যাহা উষ্ণ না হয় তাহাতেই আচমন করিবেক। আর আচমন জল হৃদয় পর্য্যন্ত গমন করিলে ব্রাহ্মণ পবিত্র হয়েন। যথা মনুঃ।

অনুষ্ণাভিরফেণাভিরদ্ভিস্তীর্থেন ধর্ম্মবিৎ। শৌচেপ্সুঃ সর্ব্বদাচামেদেকান্তে প্রাগুদঙ্মুখঃ। হৃদ্গাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিস্তু ভূমিপঃ। বৈশ্যোঽদ্ভিঃ প্রাশিতাভিস্তু শূদ্রঃ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ। ২ অ: ৬১ ও ৬২ শ্লোক

ষ্য কহিলেন "অচ্ছুষ্ট অন্ন দূষিত করিতেছ, অতএব তুমি নির্ব্বংশ হইবে"। তখন উতঙ্ক কহিলেন "অশুচি অন্ন আহার করিতে দিয়া পুনর্ব্বার প্রতিশাপ দেওয়া উচিত নহে; তুমি বরং অন্ন প্রত্যক্ষ কর"। অনন্তর পৌষ্য স্বচক্ষে সেই অন্নের অশুচি ভাব প্রত্যক্ষ করিলেন।

এই রূপে সেই অন্নের অশুচিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া পৌষ্য উতঙ্ককে অনুনয় করিতে লাগিলেন "ভগবন্! আমি না জানিয়া এই কেশ সংস্পর্শ দূষিত শীতল অন্ন আনিয়াছি; অতএব ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; এই অনুগ্রহ করুন, যেন অন্ধ না হই"। উতঙ্ক কহিলেন, "আমার কথা মিথ্যা হয় না; অতএব একবার অন্ধ হইয়া অতি ত্বরায় অন্ধত্ব দোষ হইতে মুক্ত হইবে; আর তুমি আমাকে যে শাপ দিয়াছ, তাহা কিন্তু যেন না ফলে"। পৌষ্য কহিলেন "আমি শাপ সম্বরণে সমর্থ নহি; এখন পর্য্যন্তও আমার ক্রোধোপশম হয় নাই। আপনি কি ইহা জানেন না, যে ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীতের ন্যায় কোমল; তাঁহার বাক্য তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের ন্যায়। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের এই দুই বিপরীত; তাহার বাক্য নবনীতও হৃদয় তীক্ষ্ণধার ক্ষুর। অতএব জাতি স্বভাব সিদ্ধ তীক্ষ্ণ হৃদয়তা প্রযুক্ত আমি শাপ অন্যথা করিতে পারি না"। তখন উতঙ্ক কহিলেন "তুমি অন্নের অশুচিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া আমায় অনুনয় করিলে। পূর্ব্বে কহিয়াছিলে "নির্দ্দোষ অন্নকে দূষিত কহিতেছ অতএব নির্ব্বংশ হইবে" কিন্তু অন্ন যখন দোষ সংযুক্ত প্রমাণ হইল তখন আর আমাকে শাপ লাগিবেক না। এক্ষণে আমি চলিলাম" এই বলিয়া কুণ্ডল লইয়া উতঙ্ক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

তত্ত্ববোধিনী সভার নিয়ম

১৭৭১ শক

১ বিবিধ উপায় দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিবেন।

২ সভার কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে বিশেষ সভা ও সাম্বৎসরিক সভা ও অধ্যক্ষ সভা বিহিত সময়ে হইবেক।

৩ মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য একত্র না হইলে বিশেষ সভা বা সাম্বৎসরিক সভা হইবেক না।

৪ বিশেষ সভা বা সাম্বৎসরিক সভার নিরূপিত সময়াবধি অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য একত্র হইবার জন্য উপস্থিত সভ্যেরা অপেক্ষা করিবেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অতীত সময়ে উপস্থিত সভ্যেরা তাঁহারদিগের অধিকাংশের মতে ঐ সভার কর্ম্ম সম্পাদন জন্য নিয়মানুসারে অন্য দিন স্থির করিতে পারিবেন।

৫ তিন মাস সভ্য শ্রেণীর মধ্যে গণ্য না থাকিলে তাঁহার মত গ্রাহ্য হইবেক না, কিন্তু তিনি প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

৬ সভাস্থ সভ্যদিগের মধ্যে অধিকাংশের মতানুযায়ী কর্ম্ম হইবেক।

৭ সভ্যদিগের দুই পক্ষে সমানাংশ থাকিলে যে পক্ষে সভাপতি সেই পক্ষের মত গ্রাহ্য হইবেক।

৮ সম্পাদক ও সহকারি সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষ ও গ্রন্থসম্পাদক সভা হইতে অধ্যক্ষদিগের প্রস্তাবে নিযুক্ত হইবেক।

৯ অধ্যক্ষদিগের মতে সম্পাদকের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেক, এবং সম্পাদক অধ্যক্ষদিগের সমীপে তাহারে নামোল্লেখ করিবেন।

১০ অধ্যক্ষদিগের দ্বারা আট টাকার অনধিক মাসিক বেতনের বা অনির্দ্ধারিত বেতনের নূতন কোন কর্ম্মচারী নিয়োগের অনুমতি হইলে অথবা উক্ত বেতন ভোগী কোন কর্ম্মচারির পদ শূন্য হইলে তাহার পদে লোক নিযুক্ত করণ ভার সম্পাদকের প্রতি থাকিল।

১১ অধ্যক্ষ গণ কর্তৃক নিযুক্ত কর্ম্মচারীকে সম্পাদক কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবেন না।

১২ অধ্যক্ষদিগের বা সম্পাদকের দ্বারা

নিযুক্ত কর্ম্মচারী মাত্রকে অধ্যক্ষেরা কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবেন।

১৩ অধ্যক্ষদিগের বা বিশেষ সভার বা মত গ্রহণ যোগ্য অন্যূন দশ জন সভ্যের অথবা নিরূপিত সময়ে দশ জন সভ্য একত্র না হওয়াতে কোন বিশেষ সভা বা সাম্বৎসরিক সভা না হইলে তাহার কর্ম্ম সম্পাদন জন্য উপস্থিত সভ্যদিগের অনুমতি দ্বারা যে প্রস্তাব যে দিনে বিচারণীয় হইবে, সেই প্রস্তাব এবং সেই দিন সম্বলিত বিশেষ সভা বা সাম্বৎসরিক সভার কারণ সেই ভাবি সভার পূর্ব্ব মাসে সম্পাদক অনুজ্ঞাত হইলে সংবাদ পত্রে সেই সভার দিন এবং বিচার্য্য প্রস্তাব বিজ্ঞাপন দ্বারা সভ্যগণকে সংবাদ দিবেন।

১৪ মাসের অষ্টাহের পর পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে বিশেষ সভা হইবেক।

১৫ বিশেষ সভার দিন নির্দ্দিষ্ট হইলে পরে যদি অন্য কোন বিশেষ সভার জন্য সম্পাদক অনুজ্ঞাত হয়েন তবে পরের বিশেষ সভার প্রস্তাব পূর্ব্ব বিশেষ সভায় বিচারিত হইবেক।

১৬ বিশেষ সভায় বা সাম্বৎসরিক সভায় কোন প্রস্তাব নিশ্চিত হইবার পূর্ব্বে সেই প্রস্তাব বিষয়ে অধ্যক্ষদিগের অভিমত সম্পাদক সভ্য গণকে বিশেষ সভাতে বা সাম্বৎসরিক সভাতে অবগত করিবেন।

১৭ বৈশাখ মাসের শেষ রবিবারে দিবা পাঁচ ঘণ্টার সময়ে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক।

১৮ সাম্বৎসরিক সভার পূর্ব্বে বর্ত্তমান নগর স্থিত সভ্যগণকে সভারোহণের নিমিত্তে সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দ্বারা আহ্বান করা যাইবেক, উক্ত বিজ্ঞাপন সেই সভার দিবস পর্য্যন্ত সপ্তাহ সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হইবেক।

১৯ সাম্বৎসরিক সভাতে গত বৎসরের সমুদায় কর্ম্ম সাধারণ রূপে সভ্যদিগকে সম্পাদক অবগত করিবেন।

২০ যদি অধ্যক্ষেরা বা মত গ্রহণ যোগ্য অন্যূন দশ জন সভ্য সাম্বৎসরিক সভাতে কোন প্রস্তাব করিতে অভিলাষ করেন তবে তাঁহারা সেই সাম্বৎসরিক সভার পূর্ব্ব মাসে সম্পাদককে অনুজ্ঞাত করিবেন। এবং সম্পাদক তাহা সেই সাম্বৎসরিক সভাতে বিচার নিমিত্ত সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন করিবেন।

২১ ছয় জন অধ্যক্ষ, দুই জন কর্ম্মাধ্যক্ষ ও এক জন সভাপতি নিযুক্ত থাকিবেন, সভাপতি এবং কর্ম্মাধ্যক্ষেরাও অধ্যক্ষদিগের মধ্যে গণ্য হইবেন।

২২ সভাতে মত গ্রহণ যোগ্য না হইলে অধ্যক্ষ পদের উপযুক্ত হইবেন না।

২৩ কোন অধ্যক্ষ পাঁচ বৎসরের অধিক কাল নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না এবং কোন অধ্যক্ষ সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত হইলেই তৎক্ষণাৎ তাঁহার অধ্যক্ষতা পদ শূন্য হইবেক।

২৪ কোন ব্যক্তি অধ্যক্ষের পদ হইতে অবসৃত হইলে সেই অবসরের দিন অবধি এক বৎসরের মধ্যে তিনি আর অধ্যক্ষ হইতে পারিবেন না।

২৫ অধ্যক্ষদিগের অধিকাংশের মতে সভার সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন হইবেক।

২৬ সম্পাদক স্বয়ং অধ্যক্ষ সভার প্রয়োজন বোধ করিলে অথবা কোন এক জন অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ সভার নিমিত্তে সম্পাদককে জানাইলে তিনি অধ্যক্ষদিগকে আহ্বান করিবেন।

২৭ মূল নিয়মানুযায়ী কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে তদ

পযোগী নিয়ম সকল সংস্থাপন করিবার ভার অধ্যক্ষদিগের প্রতি অর্পিত হইল।

২৮ পাঁচ জন অবৈতনিক গ্রন্থাধ্যক্ষ ও এক জন বেতন ভুক গ্রন্থ সম্পাদক নিযুক্ত থাকিবেক, এবং কর্ম্মাধ্যক্ষেরাও গ্রন্থাধ্যক্ষদিগের মধ্যে গণ্য হইবেন।

২৯ সভার কার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ক গ্রন্থ ভিন্ন সভার আর সমুদায় গ্রন্থ গ্রন্থাধ্যক্ষদিগের অধিকাংশের মতে সভা হইতে প্রকাশ যোগ্য বোধ হইলে তবে অধ্যক্ষেরা তাহা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

৩০ গ্রন্থ সম্পাদক অনুপস্থিত হইলে গ্রন্থাধ্যক্ষদিগের অধিকাংশের মতে কোন এক জন গ্রন্থাধ্যক্ষ তাঁহার কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

৩১ প্রতিমাসে চারি আনার ন্যূন কোন সভ্য দিতে পারিবেন না।

৩২ যিনি সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইবেন তাঁহার এক টাকা অগ্রে প্রদান করিতে হইবেক, কিন্তু ঐ টাকা তাঁহার মাসিক দাতব্যে আদায় দেওয়া যাইবেক।

৩৩ যে মাসে সভ্য হইবেন সেই মাসাবধি মাসিক দাতব্য দিবেন।

৩৪ যদি কোন সভ্য এক মাসের মধ্যে অগ্রিম দাতব্য বা দ্বাদশ মাসের মাসিক দাতব্য না দেন, এবং অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত করিতে সম্মত হয়েন, তবে তিনি সভ্য মধ্যে গণ্য হইবেন না।

৩৫ যিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত হইবেন, তাঁহার অঙ্গীকার পত্রের টাকা তিন মাসের মধ্যে আদায় না হইলে সম্পাদক সেই [illegible] অঙ্গীকার পত্র রহিত করিতে পারিবেন।

৩৬ যিনি অধ্যক্ষদিগের মতে সভ্য শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইবেন, তাঁহার মাসিক দাতব্যের সমুদায় অনাদায়ী অঙ্গীকার পত্র রহিত হইবেক।

৩৭ প্রতি সভ্য সভা প্রবেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক খণ্ড বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

৩৮ সভা হইতে যে সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হইবে তাহা অধ্যক্ষেরা স্থল বিশেষে বিনা মূল্যেও বিতরণ করিতে পারিবেন।

৩৯ সম্পাদকের অনুপস্থিতে তাঁহার তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার ভার সহকারী সম্পাদকের প্রতি থাকিল।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

মহাভারতীয়শ্লোকাঃ

নেত্রহীনো যথা হ্যেকঃ কৃচ্ছ্রাণি লভতেঽধ্বনি।
জ্ঞানহীনস্তথা লোকে তস্মাজ্জ্ঞানবিদোঽধিকাঃ॥
ক্রূরস্তেঽধীন্দ্রিয়ার্থেষু সক্তাঃ সীদন্তি জন্তবঃ।
যে ত্বসক্তা মহাত্মানস্তে যান্তি পরমাং গতিং॥
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্ব্যাধিভির্মানসক্লমৈঃ।
দৃষ্ট্বৈব সন্ততং লোকং ঘটেন্মোক্ষায় বুদ্ধিমান্॥
যৎকৃতং স্যাচ্ছুভং কর্ম্ম পাপং বা যদি বাশ্নুতে।
তস্মাচ্ছুভানি কর্ম্মাণি কুর্য্যাদ্বাগ্বুদ্ধিকর্ম্মভিঃ।
অহিংসা সত্যবচনং সর্ব্বভূতেষু চার্জ্জবং।
ক্ষমা চৈবাপ্রমাদশ্চ যস্যৈতে স সুখী ভবেৎ॥
ব্রহ্ম তৎ পরমং জ্ঞানমমৃতং জ্যোতিরক্ষরং।
যে বিদুর্ভাবিতাত্মানস্তে যান্তি পরমাং গতিং॥
ধৈর্য্যেণ যুক্তং সততং শরীরং ন বিশীর্য্যতে।
বিশোককত্তাসুখং ধত্তে ধত্তে চারোগ্যমুত্তমং॥
যশ্চ প্রাজ্ঞো নরস্তাত সাত্ত্বিকীং বৃত্তিমাস্থিতঃ।
তস্যৈশ্বর্য্যঞ্চ ধৈর্য্যঞ্চ ব্যবসায়শ্চ কর্ম্মসু॥
নাগামিনমনর্থং হি প্রতিঘাতশতৈরপি।
শক্নুবন্তি প্রতিব্যোঢুমৃতে বুদ্ধিবলান্নরাঃ॥

শান্তিপর্ব্বণি।

ব্রহ্মসঙ্গীত

রাগ মালকোষ।

রাজগণ রাজা মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন পালক প্রাণারাম।

পিতা তুমি মাতা তুমি গুরু জ্ঞান দাতা তুমি বিধাতা পরমানন্দ ধাম ॥

রাগ গৌড় মল্লার।

স্মর পরমেশ্বরে মন আমার। আর কি কর চিন্তা ভবে সেই মাত্র সার। সঙ্গ করি তত্ত্বজ্ঞানী, আছে মাত্র এই জানি, বিশ্ব ব্যাপি তাঁরে মানি, ত্যজ দম্ভ অহঙ্কার।

সরফরদা রাগিণী।

রে মন, কর আত্মানুসন্ধান, গমন জয় রবে না রবে না। পঙ্কজ দল জল ইব জীবন চঞ্চল ধন জন চপলা সমান, রবে না রবে না। মোহ পাশ বন্ধন, জ্ঞানাস্ত্রে কর ছেদন, সত্যে কর প্রীতি পাইবে পরিত্রাণ। এখনি হইবে সুখী, অন্তরে আত্মারে দেখি, কথা মান প্রবীণ অজ্ঞান, ভুলনা ভুলনা।

রামকেলী রাগিণী।

বিস্তার করিলে রাজ্য নিজ বাহু বলে। সংগ্রামে অনেক রিপু সংহার করিলে। হৃদে অহঙ্কার ভরা, রিপুহীন হলো ধরা, শরীরে দুর্জ্জয় রিপু তার কি চিন্তিলে। প্রবল সে রিপু ছয়, তোমারে করিল জয়, ধিক্ ওরে দম্ভময়, বৃথা অহঙ্কার, অতএব যুক্তি শুন, মনেতে বৈরাগ্য আন, আত্ম তত্ত্ব সমরে দলহ রিপু দলে।

বিজ্ঞাপন

১০ শ্রাবণ দিবসীয় বিশেষ সভাতে সভ্যেরা শ্রীযুক্ত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল মহাশয়কে তত্ত্ববোধিনী সভার সভাপতিত্ব পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে ব্রাহ্মসমাজে [illegible] টাকা দান প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত ক, ই, হল সাহেব মহাশয় [illegible] টরলি ওরিয়েণ্টল মেগেজিন [illegible] কের ষষ্ঠ সংখ্যক একখণ্ড, এবং শ্রীযুক্ত [illegible] মস্, লং সাহেব মহাশয় খৃষ্ট ধর্ম্ম বিষয়ক ছয় খণ্ড পুস্তক এই সভায় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

১৭৬৬ শকের বৈশাখ মাসীয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রয়োজন হইয়াছে, অতএব যিনি উক্ত পত্রিকা তত্ত্ববোধিনী সভার

কার্য্যালয়ে প্রদান করিবেন, তাঁহাকে তাহার মূল্য এক টাকা দেওয়া যাইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়ে সভ্যেরা যদি গ্রন্থ প্রদান করেন, তবে তাহা উত্তম রূপে রক্ষিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা সভার বহু উপকার কৃত হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রে যিনি **বাঙ্গলা** অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত করাইবার অ**ভিলাষ** করেন, তিনি পত্র দ্বারা জ্ঞাপন ক**রিলে** উপযুক্ত বেতনে তাহা মুদ্রিত করা **যাইবেক।**

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তকের মূল্য

প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২০৲
দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ ঐ	৪৲
দ্বিতীয় কল্পের দ্বিতীয় ভাগ ঐ	৫৲
বৃত্তি সহিত কঠাদি সপ্তোপনিষৎ	১৲
তত্ত্ববিচার	।॰
পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন	।॰
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা	।॰
বাঙ্গলা ভাষাতে সংস্কৃতব্যাকরণ	॥॰
সংস্কৃত পাঠোপকারক	।৶॰
ভূগোল	॥॰
পদার্থ বিদ্যা	॥॰
বর্ণমালা	৶॰
ইংরাজি ভাষায় শ্রুতি প্রভৃতি	॥॰
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধির কতিপয় অধ্যায় ও অন্যান্য বিষয়	॥॰
বেদান্তিক ডাক্ট্রিন্স্ বিণ্ডিকেটেড্	।৶॰
ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক	।॰
পৌত্তলিক প্রবোধ	।৶॰
কঠোপনিষৎ	৵॰

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা জানাইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

আগামী ৪ ভাদ্র রবিবার প্রাতে ৭ ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা॥ ২৫ শ্রাবণ সম্বৎ ১৯০৬। কলিগতাব্দাঃ ৪৯৫০।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য অষ্টমানুবাকে ষষ্ঠং সূক্তং।

কণ্বঋষিঃ গায়ত্রং ছন্দঃ
বরুণমিত্রার্য্যমাণঃ দেবতা

৪৯০

১ যং রক্ষন্তি প্রচেতসো-
বরুণোমিত্রো অর্য্যমা। নূ চিৎ
সদভ্যতে জনঃ॥

১ 'প্রচেতসঃ' প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্তাঃ 'বরুণঃ' 'মিত্রঃ' 'অর্য্যমা' এতে ত্রয়ো দেবাঃ 'যং' যজমানং 'রক্ষন্তি' 'সঃ' 'জনঃ' যজমানঃ 'নু' ক্ষিপ্রং 'চিৎ' এব শত্রূন্ 'দভ্যতে' হিনস্তি॥

১ প্রকৃষ্ট জ্ঞান বিশিষ্ট বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা এই সকল দেবতারা যে যজমানকে রক্ষা করেন সেই যজমান শীঘ্র শত্রু হিংসা করে।

৪৯১

২ যং বাহুতেব পিপ্রতি
পান্তি মর্ত্ত্যং রিষঃ। অরিষ্টঃ
সর্ব্বএধতে॥

২ বরুণাদয়ঃ দেবাঃ 'যং' যজমানং ধনৈঃ 'পিপ্রতি' পূরয়ন্তি 'বাহুতেব' যথা বাহুভ্যাং 'ইব' ধনং আনীয় পূরয়ন্তি তদ্বৎ। তথা যং 'মর্ত্ত্যং' মনুষ্যং যজমানং 'রিষঃ' হিংসকাৎ 'পান্তি' রক্ষন্তি। সঃ 'সর্ব্বঃ' যজমানঃ 'অরিষ্টঃ' কেনাপ্যহিংসিতঃ সন্ এধতে বর্দ্ধতে।

২ যেমন হস্তসমূহ ধন আনয়ন করিয়া কোষ পূর্ণ করে, সেইরূপ বরুণাদি দেবতারা যজমানকে ধন দ্বারা সম্পন্ন করেন এবং তাঁহারা যে যজমানকে হিংসক হইতে রক্ষা করেন, সেই যজমান সকল অহিংসিত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন।

৪৯২

৩ বিদুর্গা বিদ্বিষঃ পুরোঘ্নন্তি
রাজানএষাং। নয়ন্তি দুরিতা
তিরঃ॥

৩ 'রাজানঃ' বরুণাদয়ঃ 'এষাং' যজমানানাং 'পুরঃ' পুরস্তাৎ 'দুর্গা' দুর্গাণি গন্তুং অশক্যানি শত্রুনগরাণি 'বিঘ্নন্তি' বিশেষেণ নাশয়ন্তি, তথা 'দ্বিষঃ' শত্রূন্ অপি 'বি' বিঘ্নন্তি তথা 'দুরিতা' যজমানসম্বন্ধীনি দুরিতানি 'তিরঃ' বিনাশং 'নয়ন্তি' প্রাপয়ন্তি।

৩ বরুণাদি দেবতারা স্বীয় যজমানের অগ্রে দুর্গম শত্রুনগর সকল নাশ করেন, এবং যজমানের পাপ সকলও বিনাশ করেন।

আদিত্যাদেবতা

৪৯৩

৪ সুগঃ পন্থা অনৃক্ষর আদিত্যাস ঋতং যতে। নাত্রাবখাদো অস্তি বঃ ॥

৪ হে 'আদিত্যাসঃ' আদিত্যাঃ 'ঋতং' সত্যং 'যতে' গচ্ছতাং ভবতাং সম্বন্ধায় 'পন্থাঃ' মার্গঃ 'সুগঃ' সুষ্ঠু গন্তুং শক্যঃ 'অনৃক্ষরঃ' কণ্টকরহিতশ্চ। 'অত্র' অস্মিন্ কর্ম্মণি 'বঃ' যুষ্মাকং 'অবখাদঃ' অবমন্তব্যঃ খাদঃ দুষ্টঃ শিক্ষিতং হবিঃ 'ন' 'অস্তি' তস্মাৎ ইহ আগন্তব্যমিত্যর্থঃ।

৪ হে আদিত্য দেবতা সকল! যজ্ঞে গমন করিতেছ যে তোমরা তোমারদিগের গমনের পথ সুগম এবং কণ্টকরহিত। এই কর্ম্ম ভূমিতে তোমারদিগের নিন্দিত হবি নাই।

৪৯৪

৫ যং যজ্ঞং নয়থা নর আদিত্যা ঋজুনা পথা। প্র বঃ স ধীতয়ে নশৎ ॥১।৩।২২।

৫ হে 'নরঃ' নেতারঃ 'আদিত্যাঃ' যূয়ং 'যং' 'যজ্ঞং' 'ঋজুনা' অবিকলেন 'পথা' মার্গেণ 'নয়থ' নয়থঃ প্রাপয়থঃ 'সঃ' যজ্ঞঃ 'বঃ' যুষ্মাকং 'ধীতয়ে' উপভোগায় 'প্র নশৎ' প্রাপ্নোতু।১।৩।২২।

৫ হে অভীষ্টের প্রাপয়িতা আদিত্য দেবতা সকল! তোমরা অবিকল মার্গ দ্বারা যে যজ্ঞকে প্রাপ্ত হও, সেই যজ্ঞ তোমারদিগের উপভোগের নিমিত্ত হউক।১।৩।২২।

৪৯৫

৬ স রত্নং মর্ত্ত্যো বসু বিশ্বং তোকমুত ত্মনা। অচ্ছা গচ্ছত্যস্তৃতঃ ॥

৬ হে আদিত্যাঃ 'সঃ' তাদৃশঃ ভবদ্ভিরনুগৃহীতঃ 'মর্ত্ত্যঃ' মনুষ্যঃ যজমানঃ 'অস্তৃতঃ' কেনাপ্যহিংসিতঃ সন্ 'রত্নং' রমণীয়ং 'বিশ্বং' সর্ব্বং 'বসু' ধনং 'অচ্ছা' অচ্ছ আভিমুখ্যেন 'গচ্ছতি' প্রাপ্নোতি। 'উত' অপিচ 'ত্মনা' আত্মনা সদৃশং 'তোকং' অপত্যং গচ্ছতি।

৬ হে আদিত্য দেবতা সকল! তোমারদিগের অনুগৃহীত মনুষ্য যজমান অহিংসিত হইয়া রমণীয় সকল ধন অনায়াসে প্রাপ্ত হয়, এবং আত্ম সদৃশ সন্তান প্রাপ্ত হয়।

বরুণমিত্রার্য্যমাণঃ দেবতা

৪৯৬

৭ কথা রাধাম সখায়ঃ স্তোমং মিত্রস্যার্য্যমঃ। মহি প্সরো বরুণস্য।

৭ হে 'সখায়ঃ' সখিভূতাঃ ঋত্বিজঃ 'মিত্রস্য' 'অর্য্যম্ণঃ' 'বরুণস্য' এতেষাং 'মহি' মহৎ 'প্সরঃ' রূপং অতঃ তদনুরূপং 'স্তোমং' স্তোত্রং 'কথা' কেন প্রকারেণ 'রাধাম' সাধয়াম।

৭ হে সখিভূত ঋত্বিক্ সমূহ! মিত্র, অর্য্যমা, বরুণ এই দেবতাত্রয়ের মহৎ রূপ তোমরা অতএব কিরূপে তদনুরূপ স্তোত্র সম্পাদন করি।

৪৯৭

৮ মা বো ঘ্নন্তং মা শপন্তং প্রতি বোচে দেবয়ন্তং। সুম্নৈরিদ্ব আবিবাসে।

৮ হে মিত্রাদয়ঃ দেবাঃ 'দেবয়ন্তং' দেবান্ কাময়মানং জনং যঃ শত্রুঃ হন্তি তাদৃশং 'ঘ্নন্তং' শত্রুং 'বঃ' যুষ্মভ্যং দুরুক্তবচনভীতো অহং 'মা প্রতিবোচে' ন কথয়ামি। তথা যজমানং যঃ শত্রুঃ 'শপতি' 'শপন্তং' তমপি 'মা' প্রতিবোচে। ভবদ্ভিরেব শিক্ষণীয় ইত্যর্থঃ। অহন্তু 'সুম্নৈঃ' ধনৈঃ 'ইৎ' এব 'বঃ' যুষ্মান্ সর্ব্বতঃ 'আবিবাসে' পরিচরামি।

৮ হে মিত্রাদি দেবতা! দেবতাভিলাষী যজমানকে যে শত্রু হিংসা করে আমি সেই শত্রুর কথা তোমারদিগের গোচর করি না, আর যে শত্রু যজমানকে শাপ দেয় সেই শাপ দাতা শত্রুকেও আমি প্রতিশাপ দিই না অর্থাৎ তোমরাই তাহার বিচার করিয়া দণ্ড দিবে; আমি ধন দ্বারা তোমারদিগের সর্ব্বতোভাবে পরিচর্য্যা করি।

৪৭৮

৯ চতুর্রশ্চিদ্দদমানাদ্বিভীয়া-দানির্ধাতোঃ । ন দুরুক্তার্য স্পৃহয়েৎ ।১।৩।২৩।

৯ 'দুরুক্তায' 'ন' 'স্পৃহয়েৎ' দুষ্টং বাক্যং ন কাময়েত কিন্তু দুরুক্তাৎ 'বিভীয়াৎ' 'চিৎ' ইব অক্ষদ্যূতং কুর্বতোঃ উভয়োর্ম্মধ্যে যঃ পুমান্ 'চতুরঃ' চতুঃসংখ্যাকান্ কপর্দ্দকান 'দদমানাৎ' দদতঃ হস্তে ধারয়তঃ পুরুষাৎ 'আনিধাতোঃ' কপর্দ্দকনিপাতপর্য্যন্তং বিভীয়াৎ অস্য জয়োঽভবিষ্যতি ন ভবিষ্যতীতি অন্যোভীতিং প্রাপ্নুয়াৎ তস্মাৎ দুষ্টং শপন্তং মা প্রতিবোচইত্যাভিপ্রায়ঃ। ১।৩।২৩॥

৯ দুষ্ট বাক্য প্রয়োগের অভিলাষ করিবেক না, আর যেমন দুই দ্যূতকারকের মধ্যে এক ব্যক্তি ক্ষেপণার্থ পাঞ্জি চতুষ্টয় হস্তে করিলে অন্য ব্যক্তি আপন পরাজয় আশঙ্কা করিয়া সেই পাঞ্জির পতনের ভয় করে সেইরূপ দুষ্ট বাক্য প্রয়োগে ভীত হওয়া উচিত।১।৩।২৩॥

বৈষ্ণব সম্প্রদায়।

মীরা বাই।

এ সম্প্রদায়কে বল্লভাচারিদিগের এক শাখা বলিলেও বলা যায়। বিশেষ এই, যে এ সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবেরা মীরা বাই এবং তাঁহার ইষ্টদেব রণছোড়কে বিশিষ্ট রূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, এবং তন্নিমিত্ত তাঁহারা এক পৃথক্ সম্প্রদায় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন।

ভক্তমালায় মীরা বাইর এক উপাখ্যান থাকাতে বোধ হয় তিনি জন সমাজে সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণু বিষয়ে কতক গুলি পদ রচনা করেন, নানকপন্থী ও কবীরপন্থি প্রভৃতি একেশ্বর বাদিদিগের নিত্য-কৃত্য-প্রতিপাদক গ্রন্থ মধ্যে তাঁহার অনেক গীত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভক্তমালায় মীরা বাই অকবর শাহার সমকালবর্তি বলিয়া লেখা আছে। উক্ত গ্রন্থানুসারে অকবর, বাইজীর অসাধারণ সঙ্গীত শক্তি শ্রবণ করিয়া খ্যাত্যাপন্ন গায়ক তান্সেনকে সঙ্গে লইয়া তৎসন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মীরা বাই মেরতার রাজার কন্যা ছিলেন। উদয়পুরের রাণার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু তাঁহার স্বামি-গৃহ গমনের কিঞ্চিৎকাল পরেই নিজ শ্বশ্রূর সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে উৎকট বিবাদ উপস্থিত হইল। রাণা ও তাঁহার পরিবারেরা শক্তি উপাসক ছিলেন, কিন্তু রাণী পরম বৈষ্ণবী হইলেন; ইহাতে রাজমাতা তাঁহাকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইয়া শক্তি উপাসনায় প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত বিস্তর উপদেশ দিলেন, কিন্তু বিষ্ণু-ভক্তি পরায়ণা মীরা কোনক্রমে তাহা স্বীকার করিলেন না। এপ্রযুক্ত রাণা তাঁহাকে গৃহ হইতে বিবাসিত করিয়া দিলেন, কিন্তু বোধ হয় তাঁহার বাস ও ভরণ পোষণাদি নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্থান এবং কিছু অর্থও প্রদান করিয়াছিলেন। মীরা এই প্রকারে স্বতন্ত্রা হইয়া রণছোড় নামক কৃষ্ণ মূর্ত্তির আরাধনায় রত হইলেন, এবং নিরাশ্রয় পর্য্যটন-শীল বৈরাগিদিগের একজন প্রধান আশ্রয় হইয়া উঠিলেন। তদনন্তর তিনি বৃন্দাবন ও দ্বারকা তীর্থে গমন করেন। যৎকালে দ্বারকায় ছিলেন, বোধ হয় তৎকালে উদয়পুরের রাণা স্বীয় অধিকারস্থ বৈষ্ণবদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং অনুমান হয়, তাঁহার শাসনের নিমিত্তেই তাঁহাকে প্রত্যানয়ন করিতে কয়েক জন ব্রাহ্মণকে দ্বারকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। মীরা তথা হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে আপনার ইষ্টদেবের নিকট বিদায় লইবার নিমিত্তে তদীয় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভজনা সমাপ্ত হইলে পরে সেই মূর্ত্তি বিদীর্ণ হইল, ও মীরা তাহাতে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র পূর্ব্ববৎ নিশ্ছিদ্র হইল, এবং তদবধি মীরা বাই অন্তর্হিত হইলেন। লোকে বলে, এই অলৌকিক ব্যাপারেরই স্মরণার্থে উদয়পুরে

অদ্যাপি রণছোড়ের সহিত মীরা বাইর পূজা হইয়া থাকে। এপ্রকার লোক-প্রবাদ আছে, যে মীরা এই অদ্ভুত বিষয়ের প্রার্থনা সূচক দুই পদ রচনা করেন, পশ্চাৎ তাহার অনুবাদ প্রকাশ করা যাইতেছে।

১ পদ। হে রাজন্ রণছোড়! দ্বারকায় আমাকে স্থান দেও, এবং তোমার শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম দ্বারা যম ভয় নিবারণ কর। তোমার পবিত্র মন্দিরে নিত্য শান্তি বিরাজ করিতেছে, এবং তোমার করতাল ও শঙ্খধ্বনি পরমানন্দময়। আমি আপনার রাজ্য, সম্পত্তি, পতি, প্রেম সমুদায়ই বিসর্জন দিয়াছি। তোমার দাসী মীরা তোমার শরণার্থিনী হইয়া আসিয়াছে, তুমি তাহাকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ কর।

২ পদ। তুমি যদি আমাকে নির্দ্দোষ জানিয়া থাক তবে গ্রহণ কর, তোমা বিনা আমাকে দয়া করে এমন আর কেহ নাই, অতএব আমাকে ক্ষমা কর। ক্লান্তি, উৎকণ্ঠা ও চঞ্চলতায় যেন আমার শরীর ভগ্ন না হয়। হে মীরাপতি, হে তাহার প্রিয় গিরিধর, তাহাকে গ্রহণ কর, তোমার সহিত যেন আর কদাপি তাহার বিয়োগ না হয়।

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী ব্যবহার প্রণালী

৭৩ সংখ্যক পত্রিকার ৮৯ পৃষ্ঠের পর

মনুষ্য আপনার প্রগাঢ় মূর্খতা দোষে চিরকালই হিংসা লোভাদি দুর্দান্ত রিপু সমূহের বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছেন, কোন অবস্থাতেই আপনার প্রকৃতি ও তাহার প্রয়োজনাদির স্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্তি পূর্ব্বক তদুপযোগী সাংসারিক নিয়ম সংস্থাপনে সমর্থ হয়েন নাই। যে বস্তুর যে শক্তি, সে বস্তু তাহা মনুষ্যের উপর চিরকাল প্রচার করিতেছে, কিন্তু তিনি আপনার মূর্খতা দোষে জগতের যথার্থ নিয়ম নিরূপণ ও তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে না পারিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। অদ্যাপি সর্ব্ব জাতীয় সামান্য লোকেরা অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, সকল জাতিতেই তাহারদের অধিক সংখ্যা, সুতরাং তাহারদের মূর্খতা প্রভাবে অবশিষ্ট লোকেরও অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ আমারদের দেশের কেবল প্রাকৃত লোকে মূর্খ নহে, সমস্ত স্ত্রীলোক বিদ্যা রসে বঞ্চিত রহিয়াছে। তাহারা স্বভাবতঃ আপনারদের মনের সংস্কারই সুসংস্কার বলিয়া নিশ্চয় জানে, এবং যদি কোন বিষয়ে কোন অভিনব প্রণালী প্রচারের সূত্র দেখে, এবং তাহা যদি পরম হিত-জনকও হয়, তথাপি অধর্ম্ম-মূলক বোধ করে, এবং কলির উপদ্রব চিন্তা করিয়া ভয়ে কম্পিত হইতে থাকে। এপ্রযুক্ত এক্ষণে যাঁহারা স্বদেশের কোন কুরীতি সংশোধন, বা সুরীতি সংস্থাপনার্থে যত্ন করেন, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে পরাভব প্রাপ্ত হয়েন। বিস্তীর্ণ অজ্ঞান প্রভাবে তাঁহারদের বিদ্যা-বল প্রকাশ পায় না। অসীম সমুদ্র সলিলে কতিপয় অগ্নি স্ফুলিঙ্গ পতিত হইলে সেই অগ্নিই নির্ব্বাণ হইয়া যায়। অতএব সর্ব্ব-সাধারণের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত না হইলে এসমস্ত প্রতিবন্ধক খণ্ডনের আর উপায় নাই। বিদ্যা প্রচারই দুঃখ নাশ ও সুখোন্নতির এক মাত্র উপায়। স্বদেশের শুভ সাধনে যাঁহারদের অনুরাগ আছে, তাঁহারদের বিদ্যা জ্যোতিঃ প্রকাশ দ্বারা লোকের চিত্ত শুদ্ধি করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বিদ্যাভ্যাসই সুখ ভূমি আরোহণের প্রথম সোপান। উপায়ান্তর চেষ্টা করিলে তাহার ফল অসময়ের ফল তুল্য অপূর্ণ ও বিস্বাদু হয়। অন্য জাতীয় লোকের সুখ সৌভাগ্য দৃষ্টে আপনারদের তাদৃশ শুভাবস্থা প্রাপ্তির অভিলাষ হয় বটে, পরের উদ্যানে কোন সুরম্য পুষ্পতরু দর্শন করিলে নিজ উদ্যানে তাদৃশ বৃক্ষ রোপণ করিবার প্রয়াস হয় বটে, কিন্তু তাহার ভূমি তাদৃশ উৎকৃষ্ট করা আবশ্যক। যে কার্য্যের যে কারণ, তদ্ব্যতিরেকে সে কার্য্য কখনই সম্পাদিত হইতে পারে না। এ-

ক্ষণে বিদ্যা প্রভা পৃথিবীতে যে প্রকার ব্যাপ্ত হইতেছে, শিল্প কর্ম্মের উন্নতি হইতেছে, ও জ্ঞান প্রচারের উপায় সকল প্রচার হইতেছে, তাহাতে মনুষ্যের কায়িক শ্রমের ক্রমশঃ লাঘব হইবে, বিদ্যানুশীলনার্থে লোকের অবকাশ বৃদ্ধি হইবে, এবং তদ্দ্বারা জগতের নিয়ম নিরূপণ পূর্ব্বক তৎপ্রতিপালনে বিশিষ্টরূপ প্রবৃত্ত হইবে। অতএব এক্ষণে অনায়াসেই এ কথা বলা যাইতে পারে, যে ভূমণ্ডলে মনুষ্যের দুঃখ হরণ ও সুখোন্নতি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইবার সূত্রপাত হইতেছে।

—

মহাভারত

আদি পর্ব্ব

চতুর্থ অধ্যায়—পৌলোমপর্ব্ব

১৩ সংখ্যক পত্রিকার ৯১ পৃষ্ঠের পর

সৌতি কহিলেন, নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞে যে সমস্ত ঋষি সমাগত হইয়াছিলেন, সূত-কুলোদ্ভব লোমহর্ষণ পুত্র পৌরাণিক উগ্রশ্রবা পুরাণ কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহারদের শুশ্রূষা করিতেছিলেন। তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন, হে মহর্ষিগণ! রাজা জনমেজয়ের সর্প সত্রানুষ্ঠানের কারণান্তর স্বরূপ উতঙ্ক চরিত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আপনারা আর কি শুনিতে বাসনা করেন; আজ্ঞা করুণ আর কি বর্ণনা করিব?

ঋষিগণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণ পুত্র! আমরা শুশ্রূষা-পরবশ হইয়া কথা প্রসঙ্গ ক্রমে যে যে বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব, তুমি তৎসমুদায় বর্ণনা করিবে. কিন্তু এক্ষণে কুলপতি শৌনক অগ্নিগৃহে অবস্থিত আছেন; তিনি দেবতা, অসুর, মনুষ্য, সর্প ও গন্ধর্ব্ব ঘটিত অলৌকিক তাবৎ বৃত্তান্ত জানেন; তিনি বিদ্বান্, কার্য্যদক্ষ, ব্রতপরায়ণ, বেদ ও বেদান্ত শাস্ত্রের অদ্বিতীয় গুরু, সত্যবাদী, শান্তচিত্ত, তপস্যারত; তিনি আমারদিগের সকলের গুরু, মহামান্য, তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা কর। তিনি পরম পূজিত আসনে আসীন হইয়া যাহা জিজ্ঞাসিবেন তাহাই কহিবে।

উগ্রশ্রবা কহিলেন তাহাই ভাল; সেই মহাত্মা আসন পরিগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসিলেই পরম পবিত্র বহুবিধ কথা কীর্ত্তন করিব। অনন্তর বিপ্র-কুল তিলক মহর্ষি শৌনক যথা বিধি দেবযজ্ঞ পিতৃতর্পণ প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়া সমাপন করিয়া যে স্থানে উগ্রশ্রবা ও ব্রতপরায়ণ ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধগণ উপবিষ্ট ছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং ঋত্বিক্ ও সদস্যগণ উপবিষ্ট হইলে স্বয়ং আসন পরিগ্রহ করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন।

—

পঞ্চম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে সূতপুত্র! তোমার পিতা, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সমীপে সমস্ত পুরাণ ও আদ্যোপান্ত ভারত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তুমিও সেই সমস্ত অধ্যয়ন করিয়াছ সন্দেহ নাই। পুরাণে সমুদায় অলৌকিক কথা ও সমস্ত আদিবংশের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে; তন্মধ্যে প্রথমতঃ আমি ভৃগুবংশের বৃত্তান্ত শুনিতে বাসনা করি, তুমি এই কথা কীর্ত্তন কর, আমরা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিব।

এইরূপে মহর্ষি শৌনক কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া সূত পুত্র উগ্রশ্রবা নিবেদন করিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বৈশম্পায়নপ্রভৃতি পূর্ব্বকালে সম্যক্ রূপে যাহা অধ্যয়ন ও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এবং আমার পিতা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং পরে আমি তাঁহার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি, সেই সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

সুবিখ্যাত ভৃগুবংশ, ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ ও অশেষ ঋষিকুলের পূজনীয়। পুরাণে সেই বংশের যেরূপ বর্ণনা আছে তাহা আমি যথাবৎ বর্ণন করি। সর্ব্বলোকপিতামহ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বরুণের যজ্ঞ করিতেছিলেন; আমরা শুনিয়াছি, ভগবান্ ভৃগু সেই যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে উৎপন্ন হয়েন ভৃগুর পুত্র চ্যবন, চ্যবনের পুত্র পরম

ধার্ম্মিক প্রমতি; ঘৃতাচীর গর্ভে প্রমতির রুরু নামে এক পুত্র জন্মেন; প্রমদ্বরা গর্ভে রুরুর শুনক নামা পুত্র জন্মিলেন। ইনিই তোমার কুলের প্রধান পুরুষ, পরমধার্ম্মিক, বেদপারগ, তপস্বী, যশস্বী, শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়।

শৌনক কহিলেন, হে সূতপুত্র! মহাত্মা ভৃগুপুত্র চ্যবন নামে বিখ্যাত হইলেন কেন, তুমি তাহার সবিশেষ বর্ণন কর।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, ভগবান্ ভৃগুর পুলোমা নামে ভুবন-বিখ্যাতা প্রিয়তমা ধর্ম্ম পত্নী ছিলেন। তাঁহার সহযোগে পুলোমা গর্ভবতী হইলেন। এক দিবস পরমধার্ম্মিক ভৃগু স্নানার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলে পুলোমা নামে এক রাক্ষস তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইল। সে আশ্রম প্রবেশানন্তর ভৃগুর পরম-সুন্দরী সহধর্ম্মিণীকে নয়নগোচর করিয়া কামাবিষ্ট ও বিচেতন হইল। চারুদর্শনা পুলোমা তপোবন-সুলভ ফলমূলাদি দ্বারা সেই অভ্যাগত রাক্ষসের যথোচিত অতিথি সৎকার করিলেন। রাক্ষস কুসুমশরের শর প্রহারে নিতান্ত কাতর হইয়া "এই কামিনীকে হরণ করিব" এই নিশ্চয় করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট চিত্ত হইল। পুলোমা অগ্রে ঐ চারুহাসিনী কন্যাকে "মমেয়ং ভার্য্যা" বলিয়া বরণ করিয়াছিল, পশ্চাৎ তাঁহার পিতা তাঁহাকে শাস্ত্র-বিধানানুসারে ভৃগুকে প্রদান করেন। এই অন্যায্য অনুষ্ঠান সর্ব্বদা তাহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল; এক্ষণে অবসর পাইয়া হরণ করিবার মনস্থ করিল।

রাক্ষস এইরূপে পুলোমাহরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অগ্নিগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক প্রজ্জলিত হুতাশন সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে অগ্নি! তুমি দেবতাদিগের মুখ, তোমাকে যথার্থ জিজ্ঞাসা করিতেছি বল, এই কামিনী কাহার ভার্য্যা? আমি এই বরবর্ণিনীকে অগ্রে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিলাম, পরে ইহার পিতা অযথাকারি ভৃগুকে দান করেন। অতএব এই নির্জ্জন-বাসিনী নিতম্বিনী যদি ভৃগুর ভার্য্যা হয় বল, ইহাকে আমি আশ্রম হইতে হরণ করিব। ভৃগু যে আমার পূর্ব্ববৃতা রূপবতী ভার্য্যাকে গ্রহণ করিয়াছে, সেই ক্রোধানল অদ্যাপি আমার হৃদয় দাহ করিতেছে।

দুরাত্মা রাক্ষস জ্বলিত অগ্নিকে এইরূপ আমন্ত্রণ করিয়া ভৃগুভার্য্যা বিষয়ে সন্দিহান হইয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, হে অগ্নি! তুমি সর্ব্বকাল সর্ব্বভূতের অন্তরে পুণ্য পাপের সাক্ষিস্বরূপ অবস্থিত আছ— অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি যথার্থ বল; পাপকারী ভৃগু আমার যে পূর্ব্ববৃতা ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছিল, সেই এই কামিনী আমার হইতে পারে কি না? তোমার নিকট ইহার তত্ত্বার্থ শ্রবণ করিয়া তোমার সমক্ষেই ভৃগুভার্য্যাকে আশ্রম হইতে হরণ করিব।

রাক্ষসের এইরূপ জিজ্ঞাসা শুনিয়া অগ্নি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং এক পক্ষে মিথ্যাকথন ভয়ে ও পক্ষান্তরে ভৃগুশাপভয়ে ভীত হইয়া অনুদ্ধতস্বরে কহিলেন, হে দানব নন্দন! তুমি পূর্ব্বে ইহাকে বরণ করিয়াছিলে বটে, কিন্তু তৎকালে তোমার মন্ত্র ও বিধি পূর্ব্বক বরণ করা হয় নাই। ইহার পিতা সৎপাত্র লোভাক্রান্ত হইয়া ভৃগুকে দান করিয়াছিলেন, তোমাকে দেন নাই। মহর্ষি ভৃগুও বেদ-দৃষ্ট-বিধি ও পরম্পরাগত প্রণালী অনুসারে আমাকে সাক্ষী করিয়া ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তথাপি তুমি পূর্ব্বে বরণ করিয়াছিলে এই নিমিত্ত ইনি তোমারি ভার্য্যা। আমি মিথ্যা কহিতে পারিব না, লোকে কোন কালে মিথ্যার আদর নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, রাক্ষস অগ্নির এইরূপ বাক্য শুনিয়া বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক ভৃগুপত্নীকে হরণ করিয়া মন ও বায়ুসমবেগে পলায়ন করিল। তখন পুলোমার গর্ভস্থ বালক পাপাত্মা রাক্ষসের দৌরাত্ম্য দর্শনে রোষ-পরবশ হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে চ্যুত হইলেন, তাহাতেই তাঁহার নাম চ্যবন হইল। রাক্ষস সেই সূর্য্য-তুল্য তেজস্বী মাতৃগর্ভ-বিনিঃসৃত শিশুকে নয়নগোচর

করিবামাত্র পুলোমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভস্মসাৎ হইয়া ভূতলে পড়িল।

অনন্তর পুলোমা ভৃগুর ঔরসপুত্র চ্যবনকে ক্রোড়ে করিয়া সর্ব্ব-দুঃখ-বিমুক্তা হইয়া আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা সর্ব্বলোক প্রশংসিতা ভৃগুভার্য্যাকে রোদন-পরায়ণা ও অশ্রু-পূর্ণ-নয়না অবলোকন করিয়া তৎসমীপে আগমন পূর্ব্বক অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিলেন। নিতান্ত দুঃখিতা ভৃগুপত্নী রোদন করিতে করিতে যেমন প্রস্থান করিতে লাগিলেন, তাঁহার অশ্রু বিন্দু-বর্ষণ দ্বারা এক মহানদী উৎপন্ন হইল। ভগবান্ প্রজাপতি সেই নদীকে পুত্রবধূর অনুসরণে প্রবৃত্তা দেখিয়া তাহার নাম "বধূসরা" রাখিলেন। প্রতাপশালি ভৃগুপুত্রের চ্যবন নামে বিখ্যাত হইবার এই কারণ।

পুলোমা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া এইরূপে আশ্রমাভিমুখে আগমন করিতেছেন এই অবসরে মহর্ষি ভৃগু স্নান ক্রিয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী ও তনয়কে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কোপাকুল চিত্তে পুলোমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে চারুহাসিনি! হরণোদ্যত দুরাত্মা রাক্ষসের নিকট কে তোমার পরিচয় দিল; সে পাপিষ্ঠ তোমাকে "আমার ভার্য্যা" বলিয়া জানিত না। তুমি সবিশেষ সমস্ত বল; আমি এখনি তাহাকে শাপ দিতেছি। কোন্ ব্যক্তি আমার শাপে ভীত নহে; কাহার এই দুষ্ট কর্ম্ম করিতে সাহস হইল!

এইরূপে স্বামিকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পুলোমা নিবেদন করিলেন, ভগবন্! অগ্নি সেই রাক্ষসের নিকট আমার পরিচয় প্রদান করেন, তৎপরে সেই পাপাত্মা আমাকে হরণ করিল। আমি অনাথার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম; পরে তোমার এই পুত্রের প্রভাবে রাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্ত হইলাম; সেই দুরাত্মা ইহার তেজে ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ভৃগু পুলোমা বাক্য শ্রবণে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া "তুমি সর্ব্বভক্ষ হইবে" এই বলিয়া অগ্নিকে শাপ প্রদান করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

অগ্নি ভৃগুদত্ত শাপ শ্রবণে জাতক্রোধ হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কি কারণে তুমি সহসা আমাকে শাপ দিলে; জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্য কহিয়াছি ইহাতে আমার অপরাধ কি; আমি ধর্ম্মপ্রতিপালন করিয়াছি ও পক্ষপাতবিহীন হইয়া সত্য কহিয়াছি। যে সাক্ষী জিজ্ঞাসিত হইয়া, জানিয়াও অন্যথা কহে, সে স্বকুলজাত ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ ও অধস্তন সপ্তপুরুষকে নিরয়গামী করে। আর যে ব্যক্তি উপস্থিত কার্য্যের নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও না কহে, সেও সেই পাপে লিপ্ত হয় সন্দেহ নাই।

যাহা হউক আমিও তোমাকে শাপ দিতে পারি; কিন্তু ব্রাহ্মণকে মান্য করি এই নিমিত্ত ক্ষান্ত হইলাম। তুমি সমুদায় জান, তথাপি কিঞ্চিৎ কহিতেছি শ্রবণ কর। আমি যোগবলে আত্মাকে বহুভাগে বিভক্ত করিয়া অগ্নিভেদে অগ্নিহোত্র, গর্ভাধান, জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়া সমুদায়ে অধিষ্ঠিত আছি; বেদোক্ত বিধানানুসারে আমাতে যে হবি হুত হয়, তদ্দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণ তৃপ্ত হয়েন; হূয়মান সোমরস প্রভৃতি দ্রব্য সমুদায় দেবগণ ও পিতৃগণের শরীর রূপে পরিণত হয়। দেবগণ ও পিতৃগণ এই উভয়ের উদ্দেশে দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগ একত্র অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত দেবগণ ও পিতৃগণ অভিন্ন স্বরূপ, ও পর্ব্বে পর্ব্বে কখন একত্র ও কখন পৃথক্ পৃথক্ পূজিত হয়েন। আমাতে যে আহুতি প্রদত্ত হয়, দেবতা ও পিতৃগণ তাহা ভক্ষণ করেন, অতএব আমি দেবতাদিগের ও পিতৃগণের মুখ। অমাবস্যাতে পিতৃগণকে ও পূর্ণিমাতে দেবতাদিগকে উদ্দেশ করিয়া লোকে আমার মুখে আহুতি প্রদান করে, তাঁহারাও আমার মুখেই ভক্ষণ করেন।

ইহা কহিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া অগ্নি দ্বিজগণের অগ্নিহোত্র ও যজ্ঞক্রিয়া হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অগ্নি অন্তর্দ্ধান করাতে প্রজাগণ ওঙ্কার, বষট্কার, স্বধা, স্বাহা শূন্য

হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। তদ্দর্শনে ঋষিগণ উদ্বিগ্নচিত্তে দেবতাদিগের নিকটে গিয়া নিবেদন করিলেন,হে দেবগণ! অগ্নির অন্তর্দ্ধান হেতুক অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া লোপ হওয়াতে লোকত্রয় কিঙ্কর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হইয়াছে; অতএব যাহা কর্ত্তব্য হয় বিধান করুন,কালাতিপাতের সময় নহে। অনন্তর ঋষিগণ ও দেবগণ ব্রহ্মার নিকটে গিয়া অগ্নির শাপ ও তন্নিবন্ধন ক্রিয়া লোপের বিষয় নিবেদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! ভৃগু কোন কারণবশতঃ অগ্নিকে এই শাপ দিয়াছেন, কিন্তু তিনি দেবতাদিগের মুখ ও যজ্ঞের অগ্রভাগভোক্তা হইয়া কিরূপে সর্ব্ব ভক্ষ হইবেন?

সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহারদিগের নিবেদন শুনিয়া অগ্নিকে আহ্বান পূর্ব্বক মনোহর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি সর্ব্বলোকের কর্ত্তা ও সংহর্ত্তা; তুমি ত্রিলোকধারণ করিয়া আছ; তুমি অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া প্রবর্ত্তক; হে লোকনাথ! এক্ষণে যাহাতে ক্রিয়ালোপ না হয় তাহা কর; তুমি ঈশ্বর হইয়া এমন বিমূঢ় হইতেছ কেন? তুমি সর্ব্বলোকে সর্ব্বকাল পবিত্র; তুমি সর্ব্বভূতের গতি; অতএব তুমি সর্ব্বশরীরে সর্ব্বভক্ষ হইবে না। তোমার অপানদেশে যে সকল শিখা আছে তাহারাই সর্ব্ব বস্তু ভক্ষণ করিবেক, এবং তোমার মাংস-ভক্ষিণী যে তনু আছে,সেই সর্ব্বভক্ষ হইবেক। যেমন সূর্য্য কিরণ সংস্পর্শে সর্ব্ব বস্তু শুচি হয়, সেইরূপ তোমার শিখা সমূহ দ্বারা দগ্ধ হইয়া সর্ব্ব বস্তু শুচি হইবেক। হে অগ্নি! তুমি পরম তেজঃপদার্থ, স্বীয় প্রভাবে নির্গত হইয়াছ, এক্ষণে স্বীয় তেজ দ্বারাই ঋষির শাপকে সত্য কর; এবং তোমার মুখে আহুতি রূপে প্রদত্ত দেবভাগ ও আত্মভাগ গ্রহণ কর।

অগ্নি পিতামহ বাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া তদীয় আদেশ প্রতিপালনার্থে প্রস্থান করিলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ হৃষ্টচিত্তে যথাগত প্রতিগমন করিলেন। ঋষিগণ পূর্ব্ববৎ সমস্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। দেবলোকে দেবগণ ও পৃথিবীতে যাবদীয় ভূতগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অগ্নিও শাপ-বিমুক্ত হইয়া পরম-প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন।

ভগবান্ অগ্নি এইরূপে পূর্ব্বকালে ভৃগু হইতে শাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অগ্নি-শাপ-সম্বন্ধ পূর্ব্বকালীন ইতিহাস, পুলোমা রাক্ষসের বিনাশ ও চ্যবনের উৎপত্তি কীর্ত্তিত হইল।

বিজ্ঞাপন

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রিকাতে যাঁহারদিগের মাসিক দাতব্য বৃদ্ধি করণের বিজ্ঞাপন হইয়াছে তদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর মিত্র, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন মিত্র, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত মধুসূদন ঘোষ, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শ্রীযুক্ত নীলকমল মিত্র, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্রচন্দ্র, শ্রীযুক্ত রামধন দে, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, ইহাঁরা স্বীয় স্বীয় মাসিক দাতব্য বৃদ্ধি করিয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

১৭৬৫ শকের মাঘ মাসীয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রয়োজন হইয়াছে, অতএব যিনি উক্ত পত্রিকা তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রদান করিবেন তাঁহাকে তাহার মূল্য এক টাকা দেওয়া যাইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা॥

১ আশ্বিন সম্বৎ ১৯০৬। কলিগতাব্দাঃ ৪৯৫০।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।

অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

বৈষ্ণব সম্প্রদায়।

সনকাদি সম্প্রদায় অর্থাৎ নিমাওৎ।

চারি প্রধানসম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমে ক্রমে তিন সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত প্রকাশ করা গিয়াছে, চতুর্থ সম্প্রদায়ের নাম সনকাদি সম্প্রদায়। নিম্বাদিত্য উহার প্রবর্ত্তক বলিয়া তৎ-সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবেরা নিমাওৎ নামে খ্যাত আছেন।

এই প্রকার উপাখ্যান আছে, যে নিম্বাদিত্যের প্রথম নাম ভাস্করাচার্য্য ছিল; তিনি স্বয়ং সূর্য্যাবতার, পাষণ্ড দমনার্থে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনের নিকট তাঁহার বাস ছিল; একদা এক দণ্ডী—কেহ কেহ বলে একজন জৈন উদাসীন—তাঁহার আশ্রমে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলে উভয়ে বিচার আরম্ভ হইল। পরে বিচার করিতে করিতে সূর্য্য অস্ত হইল দেখিয়া ভাস্করাচার্য্য নিজ আশ্রমস্থ অতিথির শ্রান্তি হরণার্থে কিছু খাদ্য সামগ্রী উপস্থিত করিলেন, কিন্তু দণ্ডী ও জৈনদিগের সায়ং বা রাত্রিকালে ভোজন করা বিধেয় নহে, এপ্রযুক্ত অতিথি তাহা স্বীকার করিলেন না। নিমাওৎ-বৈষ্ণবদিগের এপ্রকার বিশ্বাস আছে, যে ভাস্করাচার্য্য ইহার প্রতীকারার্থে সূর্য্যের গতিরোধ করিলেন, এবং যাবৎ অতিথির অন্ন পাক ও ভোজন সম্পন্ন না হয় তাবৎ তাঁহাকে নিকটস্থ এক নিম্ব বৃক্ষে স্থিতি করিতে কহিলেন। সূর্য্যদেবও তাঁহার অনুমতি পালন করিলেন, এ ভাস্করাচার্য্য তদবধি নিম্বার্ক ও নিম্বাদিত্য নামে খ্যাত হইলেন।

তিলক ধারণের বিষয়ে অন্য অন্য সম্প্রদায়ের সহিত এ সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের বিশেষ এই, যে তাঁহারা ললাটে গোপী-চন্দন দ্বারা যে দুই ঊর্দ্ধ রেখা করেন, তাহার মধ্য স্থানে এক কৃষ্ণবর্ণ বর্তুলাকার তিলক করিয়া থাকেন। তাঁহারদের জপমালা ও গলমাল্য উভয়ই তুলসী কাষ্ঠের। রাধাকৃষ্ণ যুগলরূপ তাঁহারদের উপাস্য দেবতা, এবং শ্রীভাগবত তাঁহারদের প্রধান শাস্ত্র, আর তাঁহারা বলেন নিম্বাদিত্য কৃত এক বেদভাষ্য আছে। এক্ষণে তাঁহারদের কোন স্বসম্প্রদায়-মাত্রীয় গ্রন্থ নাই, কিন্তু তাঁহারা এই কথা বলিয়া থাকেন, যে পূর্ব্বে ছিল, আরঙ্গজেব বাদশাহের সময়ে মথুরায় সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

যদিও সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকের নাম ও তিলক এই দুই বিষয় ভিন্ন অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত ইহারদিগের তাদৃশ বিশেষ নাই, তথাপি নিম্বাদিত্যের কেশব ভট্ট ও হরিব্যাস নামক দুই শিষ্য দ্বারা নিমাওতের-

দের দুই শ্রেণী হইয়াছে, বিরক্ত ও গৃহস্থ। যমুনা তীরে মথুরা সন্নিধানে ধ্রুবক্ষেত্রে নিম্বার্কের গাদি আছে, লোকে কহে গৃহস্থ শ্রেণীভুক্ত হারব্যাসের সন্তান সন্ততিরাই তাহার অধিকারী হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু তথাকার মহন্ত আপনাকে নিম্বার্কের বংশোদ্ভব বলিয়া অঙ্গীকার করেন, এবং কহেন যে ধ্রুব ক্ষেত্রের গাদিপ্রায় ১৪২০ বৎসর পূর্ব্বে সংস্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা অত্যুক্তি বোধ হয়। পশ্চিমাঞ্চলে উভয়তঃ সর্ব্ব স্থানেই নিমাওৎ দিগের বাস আছে, বিশেষতঃ মথুরা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তি সমূহ স্থানে এ সম্প্রদায়ের বিস্তর লোক আছে এবং বাঙ্গলায়ও অনেক নিমাওৎ দেখা যায়।

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

৩৪ সংখ্যক পত্রিকার ৯৭ পৃষ্ঠের পর

প্রাকৃতিক নিয়মের উল্লঙ্ঘন জন্য মনুষ্যের কত দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহার বিচার।

এই প্রস্তাবের প্রত্যেক অধ্যায়ে উল্লেখ করা গিয়াছে, যে সকল মঙ্গলালয় পরমেশ্বর কেবল মঙ্গল-কর নিয়ম সমুদায় সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, এবং সংসারের সমস্ত বস্তুকে আমারদের উত্তরোত্তর সুখ বৃদ্ধিরই উপযোগী করিয়াছেন। কেবল মঙ্গলই তাঁহার সমুদায় নিয়মের প্রয়োজন, এবং সুখই সমস্ত বস্তুর উৎপাদ্য। সংসারে এমত কোন নিয়ম নাই যে তাহা দুঃখোৎপত্তির নিমিত্তে স্থাপিত হইয়াছে, এবং এপ্রকার কোন পদার্থ নাই যে তাহা জগতের অশুভ সম্পাদনার্থেই সৃষ্ট হইয়াছে। যদিও এই সমস্ত কথা যথার্থ, তথাপি ভূমণ্ডল কেবল দুঃখের স্থানরূপে প্রকাশমান হইতেছে; রোগের যাতনা, দারুণ দৈন্যদশা, পরের অত্যাচার, আকস্মিক দুর্ঘটনা, নৈসর্গিক উৎপাত এবং অন্যান্য নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক পীড়া দ্বারা ভূরি ভূরি লোকে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; অতএব এই সমস্ত দুঃখ পরমেশ্বরের নিয়মাধীনই ঘটিতেছে, কিন্তু তাঁহার সুখাবহ নিয়ম অবহেলন করাতেই মর্ত্ত্যলোকের এই রূপ দারুণ দুর্দশা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা অবধারিত হইবে, যে যাবদীয় দুঃখ তাহার নিয়ম লঙ্ঘনেরই ফল। সেই পূর্ণ ন্যায়বান্ বিশ্বসম্রাট্ অশুভ কর্ম্মের দুঃখ রূপ ফল বিধান করিয়াছেন, এবং সংসারে যে কিছু দুঃখ আছে, তাহাও তিনি সর্ব্বসাধারণের সুখের নিমিত্তেই সৃজন করিয়াছেন।

ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল।

পরমেশ্বর যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড শাসন করিতেছেন, তদ্বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ সেই সমুদায় নিয়মের প্রয়োজন কি ও তদনুযায়ী কার্য্য করিলে কি কি উপকার দর্শে, এবং দ্বিতীয়তঃ কি কার্য্য করিলে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, ও তদ্দ্বারা কি কি অনিষ্ট ঘটে, এই সমুদায় অনুসন্ধান সর্ব্বতো ভাবেই কর্ত্তব্য, এবং এই প্রকার অভিপ্রায়ানুসারে পরমেশ্বরের নিয়ম আলোচনা করাই উচিত। সংপ্রতি আকর্ষণী শক্তির উদাহরণ দিয়া এ বিষয় প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

কোন মৃৎপিণ্ড হস্ত হইতে স্খলিত হইলে, বা কোন ফল বৃক্ষ হইতে চ্যুত হইলে, ঊর্দ্ধদিগে গমন না করিয়া পৃথিবীতেই কেন পতিত হয়, এই প্রশ্ন বিচার করিয়া দেখিলে অবশ্য নিশ্চয় হইবে যে পৃথিবীর এমত কোন শক্তি আছে যে তদ্দ্বারা ঐ ফল ও মৃৎপিণ্ড অধোদিকে আকৃষ্ট হইয়া ভূতলেই পতিত হয়। যদি কোন নৌকা নদীতে ভাসিতে থাকে, আর কোন তীরস্থ ব্যক্তি রজ্জু দ্বারা তাহা আকর্ষণ করিতে থাকে তবে সেই নৌকা যেমন তীরাভিমুখে গমন করে ও অবশেষে তীরে আসিয়া লগ্ন হয়, সেই রূপ পৃথিবীর শক্তি বিশেষ দ্বারা তন্নিকটবর্ত্তী সমস্ত জড় পদার্থ পৃথিবীতে পতিত হয়। এই শক্তির নাম আকর্ষণী শক্তি।

প্রত্যেক পরমাণুতে এই আকর্ষণ শক্তি আছে, সুতরাং যে দ্রব্যে যত পরমাণু থাকে সে দ্রব্যের তত আকর্ষণ শক্তি হয়। পৃথিবী আপনার নিকটবর্ত্তি সমুদায় দ্রব্য অপেক্ষা বৃহৎ, অর্থাৎ অধিক পরমাণু-বিশিষ্ট, এপ্রযুক্ত সমস্ত বস্তুকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে। অতএব যে সকল বস্তু নিরবলম্ব থাকে তাহা সুতরাং ভূমিতলে পতিত হইয়া তদুপরি স্থিতি করে, এই নিয়ম দ্বারা জীবলোকের বিস্তর উপকার দর্শিতেছে। ইহার দ্বারা পৃথিবীস্থ বা তন্নিকটস্থ বস্তু সমুদায় যথোপযোগী আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে তদুপরি স্থির হইয়া থাকে, প্রাচীর ও স্তম্ভ সকল যথোচিত স্থূল ও সরল করিয়া নির্ম্মাণ করিলে তাহা দৃঢ় ও উন্নত থাকে, নৌকা সকল জলোপরি প্লবমান হইয়া স্থিরভাবে চলে, বৃক্ষলতাদি পৃথিবীতে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল আছে, জীবগণ অভ্যাস ও যৎকিঞ্চিৎ যত্ন সহকারে অনায়াসে স্বীয় শরীর স্থির রাখিতে ও অক্লেশে গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়। এই পরম শুভকরী শক্তির সহিত মানব প্রকৃতির সামঞ্জস্য স্থাপনার্থে পরমেশ্বর অতুল কৌশল প্রকাশ পূর্ব্বক মনুষ্যকে তদুপযোগী অস্থি, মাংস, শিরা, ও বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন: তদ্দ্বারা তিনি অবলীলা ক্রমে আপনার গতিবিধান করিতে পারেন। তিনি আপনার বুদ্ধি সহকারে ঐ নিয়মের সত্তা, তৎসাপেক্ষ কার্য্যের ক্রম, তাহার সহিত আপন প্রকৃতির সম্বন্ধ, তৎপ্রতিপালনের শুভ ফল ও তাহা লঙ্ঘনের অশুভ ফল এই সমস্ত জানিতে পারেন, ও তদনুযায়ী আচরণ করিয়া দুঃখ নিবারণ ও সুখ স্বচ্ছন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। এই আকর্ষণ শক্তিসম্বন্ধীয় নিয়ম পালন দ্বারা যেমন অশেষ প্রকার ইষ্ট সাধন হয়, সেই রূপ তাহা লঙ্ঘন করিলে বিস্তর অনিষ্ট ঘটনাও হয়। অশ্ব, রথ, ছাদ, সোপান, বৃক্ষ পর্ব্বতাদি হইতে পতন দ্বারা মনুষ্যের হস্ত পদাদি ভঙ্গ ও প্রাণ বিয়োগ হইবার সম্যক্ সম্ভাবনা আছে; অতএব পরমেশ্বর এই সমস্ত বিষম দুর্ঘটনা নিবারণার্থে কীদৃশ উপায় করিয়াছেন তাহার অনুসন্ধান অতি কর্ত্তব্য। অন্যান্য জন্তুও এই প্রবল শক্তির অধীন, এবং পরমেশ্বর তাহারদিগের প্রকৃতিও তদুপযোগী করিয়াছেন। তিনি তাহারদিগকে অস্থি, মাংসপেশী, জ্ঞানেন্দ্রিয়, সাবধানতা, ও অন্যান্য শারীরিক শক্তি ও মানসিক বৃত্তি প্রদান করিয়া তাহারদের প্রকৃতি ও আকর্ষণী শক্তি উভয়ের সুন্দর সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন। সামান্যতঃ এই সমস্ত প্রবল উপায় দ্বারা তাহারদের সর্ব্বদা বিপদ্ ঘটিতে পায় না। যে স্থলে তদ্দ্বারা কোন জন্তুর অনিষ্ট ঘটনার অধিক সম্ভাবনা আছে, সে স্থলে পরমেশ্বর তাহা নিবারণার্থে তদুপযুক্ত পরম সুন্দর কৌশল করিয়া দিয়াছেন। বানরের বৃক্ষ আরোহণ করা স্বভাব, অতএব জগদীশ্বর তাহারদের হস্ত, পদ, ও লাঙ্গুলে অপেক্ষাকৃত অধিক বল প্রদান করিয়াছেন: তদ্দ্বারা তাহারা অবলীলাক্রমে নির্ব্বিঘ্নে শাখা পরিবর্ত্তন করে। যে সকল পক্ষী বৃক্ষশাখায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়, তাহারদের এক মাংসপেশী জানুর উপর দিয়া পদতল পর্য্যন্ত গিয়াছে, সেই সুকৌশল সম্পন্ন মাংসপেশী শরীরের ভার দ্বারা সংকুচিত হইয়া তাহারদের পদদ্বয়কে বৃক্ষশাখায় সংসক্ত করিয়া রাখে। ইহাতে যাহার শরীর যত ভারী হয়, তদনুসারে যাহার পতনের যত সম্ভাবনা থাকে, সে তত দৃঢ়িষ্ঠ রূপে বৃক্ষশাখায় সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। বালুকাময় উষ্ণ ভূমিতে গমন করা উষ্ট্রের কর্ম্ম, এপ্রযুক্ত তাহারা বিস্তৃত খুর প্রাপ্ত হইয়াছে ' নতুবা শ্লথ বালুকাতে তাহারদের পাদ মগ্ন হইয়া অতিশয় ক্লেশকর হইত। মৎস্য দিগের উদরে এক বায়ুকোষ * আছে, তাহারা তাহার শৈথিল্য ও সঙ্কোচন দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে জল মধ্যে ঊর্দ্ধ্ব বা অধঃ সঞ্চরণ করে।

এই সকল উদাহরণ দ্বারা ইহা দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে যে পরম কারু-

* মাছের পটকা।

নিক পরমেশ্বর ভূমির আকর্ষণী শক্তির সহিত নীচ জন্তুদিগের প্রকৃতির অতি সুন্দর সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন। কেবল মনুষ্যই কি পরম পিতার অপ্রিয়পাত্র? তিনিই কি কেবল ঐ দুর্দ্দমনীয় শক্তির অধীন থাকিয়া দুঃখ ভোগ করিতে জন্মিয়াছেন? পরম মঙ্গলকর পরমেশ্বরের নিয়ম সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এ কথাকে নিমেষ মাত্রও মনেতে স্থান দেওয়া যায় না। তাঁহার বিচিত্র শক্তি—বিচিত্র কার্য্য; তিনি মনুষ্যের নিমিত্তে প্রকারান্তর কৌশল করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে পারিলে অবশ্য পশুদিগের ন্যায় মনুষ্যেরও এ বিষয়ে দুঃখ হ্রাস ও সুখ লাভ হইবে। মনুষ্যেরও পশুদিগের ন্যায় অস্থি, মাংসপেশী মস্তিষ্ক নাড়ী,* দেহের সম-সংস্থান জ্ঞান ও সাবধানতা বৃত্তি আছে, কিন্তু তাঁহার এই সমস্ত বিষয় পশুদিগের সমান নহে, কারণ তাঁহার শরীরের আকার, স্থূলতা ও ভারবত্ত্ব যে রূপ, তিনি তৎপরিমাণে ঐ সকল বিষয় প্রাপ্ত হয়েন নাই; কিন্তু জগদীশ্বর নির্ম্মিমিৎসা ও অনুমিতি বৃত্তি প্রদান দ্বারা তাঁহাকে এবিষয়ে পশুদের সমান, বরঞ্চ তাহারদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। পূর্ব্বে নিরূপণ করা গিয়াছে যে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, এবং সমুদায় বাহ্যবস্তুর স্বভাব ও তাহার সম্যক্ উপযোগী, আকর্ষণ শক্তির বিষয়ও তাহার এক উদাহরণ স্থল। সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা সপ্রমাণ হইবে যে পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি দ্বারা যত দুঃখ সঞ্চার হয়, তৎসমুদায়ই আমারদিগের স্থূলপ্রবৃত্তির প্রাধান্য ও বুদ্ধিবৃত্তির চালনার ত্রুটি প্রযুক্তই ঘটিয়া থাকে। রথ ভগ্ন বা গৃহ পতিত হইয়া লোকের অঙ্গভঙ্গ বা প্রাণবিয়োগ হইলে যদি অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, তবে প্রায় দৃষ্ট হয়, যে সেই রথ বা গৃহ অতি পুরাতন ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এবং রথনায়ক ও গৃহস্বামির অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তির আতিশয্য প্রযুক্তই তাহার প্রতীকার হয় নাই। এইরূপ কত কত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ভোগের আতিশয্য দ্বারা দুর্ব্বল ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া অট্টালিকার ছাদ, নৌকার গুণবৃক্ষ,* রথশৃঙ্গ, মন্দিরচূড়া ও বৃক্ষ শাখা হইতে পতিত হয়। অপরিমিত মদিরা পান দ্বারা শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায়ের হ্রাসপ্রযুক্ত এপ্রকার ভূরি ভূরি দুর্ঘটনা সর্ব্বদা দেখা যায়। এমত স্থলে কেবল স্থূলপ্রবৃত্তির প্রাবল্যমাত্র মনুষ্যের দোষ নহে, তিনি আপন শরীরের বল ও সমসংস্থান জ্ঞান মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া চলেন, নির্ম্মিমিৎসা ও অনুমিতি বৃত্তির চালনা করেন না। দৈবাৎ পদ স্খলন হইলে যাহাতে একেবারে ভূতলে পতিত না হন, এমত কোন উপায় করেন না। বিশিষ্টরূপ অনুসন্ধান ও বিবেচনা দ্বারা অবশ্য নানা কৌশল কল্পিত হইতে পারে।

ইহা যথার্থ বটে যে মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণ অদ্যাপি যেরূপ ভ্রান্তি-সঙ্কুল, ও হীন দশান্বিত রহিয়াছে, তাহাতে তাহাদের সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিপালনে সম্যক্ সমর্থ হওয়া কখনই সম্ভাবিত হয় না, সুতরাং এ বিবেচনায় মনুষ্যকে পশু অপেক্ষা দুর্ভাগ্য বলিতে হয়, কিন্তু আমারদের অসম্যক্ বুদ্ধি চালনা ও অযথোচিত বিদ্যানুশীলনই ইহার একমাত্র কারণ। মনুষ্যের মনোবৃত্তি সমদায় যত দূর চালিত ও বর্দ্ধিত হইতে পারে, এইক্ষণে কুত্রাপি তাহার অত্যল্পও সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না। মনুষ্যের মানসিক ও শারীরিক প্রকৃতি, বাহ্যবস্তু সমুদায়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ, সেই সকল বস্তুর স্বভাব, শারীরিক ও মানসিক চেষ্টাতেই যথার্থ সুখোদয় হয় ও তাহার উৎকর্ষ ক্রমে

* এই সকল নাড়ী শ্বেতবর্ণ, কপালস্থ মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডস্থ মজ্জার সহিত মুখ্যরূপে বা গৌণরূপে ইহারদের সংযোগ আছে। মন এই সকল মস্তিষ্ক নাড়ী দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমুদায় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, ও ইচ্ছা মাত্র অঙ্গ সকল চালনা করিতে শক্ত হয়, এবং পাকস্থলী ও হৃদয়াদি যে সমস্ত শারীরিক যন্ত্রের ব্যাপার ইচ্ছার আয়ত্ত নহে বিশেষ বিশেষ মস্তিষ্ক নাড়ীর শক্তি তাহারও উপর চালিত হয়।

* মাস্তুল।

সুখেরও আতিশয্য হয়, এই সমস্ত বিষয় কোন্ দেশীয় লোক যথা প্রণালী শিক্ষা করিয়া থাকে? এপ্রকার অবস্থায় ভুমণ্ডলের বহুভাগ যে কতক গুলি মুহ্যমান জড়বৎ বুদ্ধি দ্বারা পূর্ণ, ও তজ্জন্য অশেষ প্রকার দুঃখ দ্বারা আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। যখন আমারদের মনোবৃত্তি সমুদায় পরস্পর সমঞ্জসীভূত থাকিয়া চেষ্টমান হইলে সুখ সঞ্চার হয়, তখন তাহারদের অসামঞ্জস্য অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির হীনতা ও স্থূলপ্রবৃত্তি সমুদায়ের প্রাধান্য দ্বারা যে দুঃখোৎপত্তি হয়, ইহা স্বভাব-সিদ্ধ বটে। এই সমস্ত দুঃখ আমারদের মঙ্গলাভিপ্রায়ে সৃষ্ট হইয়াছে। যখন আমরা বিশ্ব-নিয়ন্তার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ক্লেশ পাই, তখন তাহা সেই পরাৎপর পরম আচার্য্যের সাক্ষাৎ উপদেশ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া একান্ত অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত, যে "হে বিশ্বাধিপ! হে করুণাময়! আমি তোমার সুখাবহ নিয়ম আর লঙ্ঘন করিব না"। যৎপরিমাণে আপনার কর্ত্তব্য ধর্ম্ম সাধন করিবে, মঙ্গলাকর বিশ্বপাতা তৎপরিমাণেই সুখ দান করিবেন। কেবল মঙ্গলই সমুদায় বিশ্ব-কৌশলের প্রয়োজন, এবং যাবৎ দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা সেই পরম প্রয়োজন সাধনার্থেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অতএব নিয়ম লঙ্ঘন দ্বারা অনিষ্ট ঘটে বলিয়া সেই নিয়মকে কখনও অশুভ নিয়ম বলা যায় না। পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির প্রয়োজন অবগত হইয়া তদনুযায়ী ব্যবহার না করিলে বিপদ্ উপস্থিত হয়, একারণ তাহা অকল্যাণকরী শক্তি বলা কদাপি উচিত হয় না। যদি পরমেশ্বর এই শুভকরী আকর্ষণী শক্তিকে নিবৃত্ত করেন, তবে মহোচ্চ অট্টালিকাদি কম্পমান হয়, বৃক্ষ সমুদায় শিথিল হয়, মানব দেহ অত্যল্প কারণেই আকাশ পথে উৎক্ষিপ্ত হয়, এবং সংসারের এইরূপ অন্যান্য সহস্র সহস্র বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠে। কার্য্য কারণ প্রণালী ক্রমে যে কারণের যে কার্য্য তাহা অবশ্যই হয়, এই যে পরম সুন্দর নিয়ম অবধারিত আছে, তাহারও অন্যথা হইয়া সমুদায় বিপর্য্যয় হইয়া উঠে। এই জন্য যদি পরমেশ্বর কোন প্রিয় সাধকের উপস্থিত বিপদ্ নিবারণার্থে সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করিতেন, তবে পৃথিবীর অমঙ্গলের আর সীমা থাকিত না। ইহা হইলে আমারদের কোন কর্ম্মেরই নিয়ম থাকিত না। অনেকানেক উৎকৃষ্ট আনন্দও পৃথিবী হইতে উৎসন্ন হইয়া যাইত, এবং অনুমিতি প্রভৃতি কত কত মনোবৃত্তি নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন হইত। যদি কার্য্য কারণের নিয়মই না থাকিত, তবে তন্নিরূপণোপযোগি মনোবৃত্তি থাকাতে কি ফল? এক্ষণে তাহার চালনা দ্বারা যে বিপুল সুখের সম্ভাবনা আছে, তাহা এককালে রহিত হইত। এইরূপ আশা ও অপরাপর অনেক মনোবৃত্তি চরিতার্থ হইবার প্রতিও সম্যক্ বিঘ্ন ঘটিত, এবং তদ্দ্বারা এক্ষণে যে প্রকার সুখ লাভ করা যাইতেছে, তাহাতে বঞ্চিত হইতে হইত।

আকর্ষণী শক্তির ন্যায় অপরাপর প্রাকৃতিক নিয়মের বিষয়েও এইরূপ বিচার করা যাইতে পারে। তৎ সমুদায়ও প্রতিপালন করিলে সুখ লাভ হয়, আর লঙ্ঘন করিলে দুঃখ প্রাপ্তি ঘটে। কাহারও প্রতি তাঁহার কোন নিয়মের অব্যাপ্তি নাই, কাহারও প্রতি তাঁহার পক্ষপাত নাই। সকলেই সেই এক পরম পিতার সন্তান, সকলেই সেই এক বিশ্বাধিপের প্রজা। তিনি সকলকেই সমান স্নেহ করেন, ও সকলকে সমান নিয়মে পালন করেন। ইহা অবধারিত জানিবে যে তাঁহার নিয়ম নিরূপণ করিয়া তদনুযায়ি যত অনুষ্ঠান করিতে পারিবে, ততই দুঃখ নিবারণ ও সুখবৃদ্ধি হইবে, ও ততই তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গল স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়া অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইবে।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য অষ্টমানুবাকে সপ্তমং সূক্তং

কণ্বঋষিঃ গায়ত্রংছন্দঃ
পূষাদেবতা

৪৯৯

১ সম্পূষন্নধ্বনস্তির ব্যংহোবিমুচোনপাৎ। সক্ষ্বা দেব প্র ণস্পুরঃ।

১ হে 'পূষন্' জগৎপোষক পৃথিব্যভিমানি দেব 'অধ্বনঃ' মার্গাৎ অস্মান অভীষ্টস্থানং 'সং-তির' সম্যক্ প্রাপয় 'অংহঃ' বিঘ্নহেতুং পাপমানং 'বি' তিতির বিনাশয়। 'বিমুচঃ' জলাদিমোচনহেতোর্মেঘস্য 'নপাৎ' পুত্র হে 'দেব' 'পূষন্' 'নঃ' নঃ অস্মাকং 'পুরঃ' পুরতঃ 'প্র-সক্ষ্ব' প্রগচ্ছ প্রসক্তোভব পুরতো গচ্ছেত্যর্থঃ।

১ হে জগৎ পালক পৃথিব্যভিমানি পূষা দেবতা! মার্গ হইতে আমারদিগকে অভীষ্ট স্থানে সম্যক্ রূপে গমন করাও, বিঘ্ন কারণ পাপের বিনাশ কর, হে বারিমোচন কারণ মেঘের পুত্র পূষা দেবতা! আমারদিগের অগ্রে গমন কর।

৫০০

২ যোনঃ পূষন্নঘোবৃকোদুঃশেব আদিদেশতি। অপস্ম তং পথোজহি।

২ হে 'পূষন্' 'যঃ' প্রতিপক্ষঃ 'নঃ' অস্মান্ 'আদিদেশতি' অনেন মার্গেণ ন গন্তব্যমিত্যেবং আজ্ঞাপয়তি কীদৃশঃ 'অঘঃ' আহন্তা 'বৃকঃ' অস্মদীযস্য ধনস্য অপহর্ত্তা 'দুঃশেবঃ' সেবিতুং দুঃশকঃ 'তং' তাদৃশং প্রতিপক্ষং 'পথঃ' মার্গাৎ 'অপ জহি স্ম' অত্যন্তং অপাকুরু।

২ হিংসক, ধনাপহর্ত্তা, দুরারাধ্য যে শত্রু আমারদিগকে এই পথ দ্বারা গমন করিতে নিষেধ করে, হে পূষা দেবতা! তুমি সেই শত্রুকে মার্গ হইতে অবশ্য অপাকরণ কর।

৫০১

৩ অপ ত্যং পরিপন্থিনং মুষীবাণং হুরশ্চিতং। দূরমধি স্রুতেরজ।

... তাদৃশং পূর্ব্বোক্তগুণযুক্তং 'স্রুতেঃ' ... গাৎ 'অধি-দূরং' অত্যন্তদূরদেশং প্রতি 'অপ অজ' অপাজ অপগময়। কীদৃশং 'পরিপন্থিনং' মার্গপ্রতিবন্ধকং 'মুষীবাণং' তস্কররূপং 'হুরশ্চিতং' কৌটিল্যানাং সঞ্চেতারং।

৩ হে পূষা দেবতা! তুমি পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত পথ প্রতিবন্ধক, কৌটিল্যকারি চোরকে মার্গ হইতে অধিক দূরে গমন করাও।

৫০২

৪ ত্বং তস্য দ্বয়াবিনোঽঘশংসস্য কস্যচিৎ। পদাভি তিষ্ঠ তপুষিং।

৪ হে পূষন্ 'ত্বং' 'তস্য' চোরস্য 'তপুষিং' পরসন্তাপকং দেহং 'পদা' স্বকীয়েন পাদেন 'অভি' আক্রম্য 'তিষ্ঠ' কীদৃশস্য 'দ্বয়াবিনঃ' প্রত্যক্ষাপহারঃ পরোক্ষাপহারশ্চ ইতি দ্বয়ং তদ্যুক্তস্য 'অঘশংসস্য' অঘং অনিষ্টং শংসতঃ। কস্য অনির্দ্দিষ্টবিশেষস্য কস্য 'চিৎ' অপি।

৪ হে পূষা দেবতা! প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষের অপহারক, আমারদিগের এবং অন্যের অনিষ্টকারী, সন্তাপকারী কোন শত্রুর দেহ পাদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া তুমি স্থিতি কর।

৫ আ তত্তে দস্র মন্তুমঃ পূষন্নবোবৃণীমহে। যেন পিতৄনচোদয়ঃ।১।৩।২৪।

৫ হে 'মন্তুমঃ' জ্ঞানবান্ 'দস্র' দর্শনীয় 'পূষন্' 'তে' ত্বদীয়ং 'তৎ' তাদৃশং 'অবঃ' রক্ষণং 'আ' সর্ব্বতঃ 'বৃণীমহে' প্রার্থয়ামহে। 'যেন' রক্ষণেন 'পিতৄন্' অংগিরঃপ্রভৃতীন্ পিতৃমহান্ 'অচোদয়ঃ' প্রেরিতবান্ তদ্রক্ষণমিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ।১।৩।২৪।

৫ হে জ্ঞানবান্ দর্শন যোগ্য পূষা দে-

বতা! তোমার তাদৃশ রক্ষণ আমরা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনা করি, যে রক্ষণ দ্বারা তুমি পিতৃ দেহ সকল প্রেরণ কর।১।৩।২৪।

৫০৪

৬ অধা নো বিশ্বসৌভগ হিরণ্যবাশীমত্তম। ধনানি সুষণা কৃধি।

৬ হে পূষন্ 'বিশ্বসৌভগ' কৃৎস্নসৌভাগ্যযুক্ত 'হিরণ্যবাশীমত্তম' অতিশয়েন সুবর্ণময়নাশবহন 'অধা' পূর্ব্বোক্তপ্রার্থনানন্তরং নঃ অস্মাকং 'ধনানি' সুবর্ণমণিমুক্তাদীনি 'সুষণা' সুষণানি সুষ্ঠুদানযুক্তানি 'কৃধি' কুরু।

৬ হে সর্ব্বসৌভাগ্যযুক্ত, সুবর্ণ নির্ম্মিতাস্ত্রধারি পূষা দেবতা! পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা শ্রবণানন্তর ইহাই কর যেন আমারদিগের সুবর্ণ মণি মুক্তাদি ধন সদা সৎপাত্রে নিয়োজিত হয়।

৫০৫

৭ অতি নঃ সশ্চতো নয় সুগা নঃ সুপথা কৃণু। পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ।

৭ হে 'পূষন্' 'সশ্চতঃ' অস্মদ্বাধনায় প্রাপ্নুবতঃ শত্রূন্ 'নঃ' অস্মান্ 'অতি' 'অতিক্রম্য' 'নয়' অন্যত্র প্রাপয় 'নঃ' অস্মান্ 'সুগা' সুষ্ঠু গন্তুং শক্যেন 'সুপথা' শোভনমার্গেণ গন্তৄন্ 'কৃণু' কুরু। 'ইহ' অস্মিন্ 'ক্রতুং' প্রজ্ঞানং অস্মদ্রক্ষণরূপং 'বিদঃ' জানীহি।

৭ হে পূষা দেবতা! তুমি আমারদিগের বাধাকারক শত্রু সকলকে আমারদিগকে অতিক্রম করিয়া অন্য স্থানে গমন করাও, এবং আমারদিগকে উত্তম পথদ্বারা গমন করাও। হে পূষা দেবতা এই পথে তুমি আমারদিগের রক্ষা করিতে জান।

৫০৬

৮ অভি সুযবসং নয় ন নবজ্বারো অধ্বনে। পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ।

৮ হে 'পূষন্' 'সুযবসং' শোভনতৃণোপলক্ষিতং শস্যোপেতং দেশং অস্মান্ 'অভি নয়' অভিতঃ প্রাপয়। 'অধ্বনে' মার্গায় 'নবজ্বারঃ' নূতনসন্তাপঃ 'ন' ভবতু মার্গে গচ্ছতামস্মাকং ... ক্লেশঃ ... 'পূষন্' 'ইহ' অস্মিন্ 'ক্রতুং' অস্মদ্রক্ষণং 'বিদঃ'।

৮ হে পূষা দেবতা! তুমি আমারদিগকে সর্ব্ব শস্য সম্পন্ন দেশে লইয়া চল, আর মার্গ গমন কালে আমারদিগের নূতন সন্তাপ যেন না হয়। হে পূষা দেবতা! তুমি এই পথে আমারদিগের রক্ষা করিতে জান।

৫০৭

৯ শগ্ধি পূর্দ্ধি প্র যংসি চ শিশীহি প্রাস্যুদরং। পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ।

৯ হে 'পূষন্' অস্মান্ অনুগৃহীতুং 'শগ্ধি' শক্তো ভব। অস্মদ্গৃহং 'পূর্দ্ধি' ধনেন পূরয়। 'চ' কিঞ্চ অন্যদপ্যপেক্ষিতং বসু 'প্রযংসি' প্রযচ্ছ। সর্ব্বেভ্যঃ অস্মান্ 'শিশীহি' তেজস্বিনঃ কুরু। অস্মদীয়ং 'উদরং' সোমরসেন 'প্রাসি' পূরয়। 'ইহ' 'ক্রতুং' 'বিদঃ'।

৯ হে পূষা দেবতা! তুমি আমারদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত সমর্থ হও, আমারদিগের গৃহ ধন পূর্ণ কর, এবং অন্য ধনও প্রদান কর, সকলের অপেক্ষা আমারদিগকে তেজস্বী কর, সোমরস দ্বারা আমারদিগের উদর পূর্ণ কর।

৫০৮

১০ ন পূষণং মেথামসি সূক্তৈরভি গৃণীমসি। বসূনি দস্মমীমহে।১।৩।২৫।

১০ 'পূষণং' দেবং বয়ং 'ন' 'মেথামসি' নিন্দামঃ কিন্তু 'সূক্তৈঃ' বেদগতৈঃ 'অভি' সর্ব্বতঃ 'গৃণীমসি' স্তুমঃ। 'দস্মং' দর্শনীয়ং পূষণং প্রতি 'বসূনি' ধনানি 'ঈমহে' যাচামহে।১।৩।২৫।

১০ পূষা দেবতাকে আমরা নিন্দা করি না, কিন্তু বেদোক্ত সূক্ত দ্বারা সর্ব্বত্র স্তব করি। দর্শনীয় পূষা দেবতার নিকট ধন প্রার্থনা করি।১।৩।২৫।

মহাভারতীয়শ্লোকাঃ

ছিত্ত্বাঽধর্ম্মময়ং পাশং যদা ধর্ম্মেঽভিরজ্যতে ।
দত্ত্বাঽভয়কৃতং দানং তদা সিদ্ধিমবাপ্নুতে ॥
যো দদাতি সহস্রাণি গবামশ্বশতানি চ ।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যঃ সদা তমভিবর্ত্ততে ॥
বসন্ বিষয়মধ্যেঽপি ন বসত্যেব বুদ্ধিমান্ ।
সংবসত্যেব দুর্ব্বুদ্ধিরসৎসু বিষয়েষ্বপি ॥
নাধর্ম্মঃ শ্লিষ্যতে প্রাজ্ঞং পয়ঃ পুষ্করপর্ণবৎ ।
অপ্রাজ্ঞমধিকং পাপং শ্লিষ্যতে জতুকাষ্ঠবৎ ।
নাধর্ম্মঃ কারণাপেক্ষী কর্ত্তারমভিমুঞ্চতি ।
কর্ত্তা খলু যথাকালং ততঃ সমভিপদ্যতে ॥
বীতরাগো জিতক্রোধঃ সম্যগ্ভবতি যঃ সদা ।
বিষয়ে বর্ত্তমানোঽপি ন স পাপেন যুজ্যতে ॥
যথা তিলানামিহ পুষ্পসংশ্রয়াৎ
পৃথক্ পৃথক্ যাতি গুণোঽতিসৌম্যতাং ।
তথা নরাণাস্তু বিভাবিতাত্মনাং
যথাশ্রয়ং সত্ত্বগুণঃ প্রবর্ত্ততে ॥
ন ধর্ম্মকালঃ পুরুষস্য নিশ্চিতো
ন চাপি মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষতে ।
সদা হি ধর্ম্মস্য ক্রিয়ৈব শোভনা
যদা নরো মৃত্যুমুখেঽভিবর্ত্ততে ॥
যথান্ধঃ স্বগৃহে যুক্তো হ্যভ্যাসাদেব গচ্ছতি ।
তথা যুক্তেন মনসা প্রাজ্ঞো গচ্ছতি তাং গতিং ॥
মরণং জন্মনি প্রোক্তং জন্ম বৈ মরণাশ্রিতং ।
অবিদ্বান্ মোক্ষধর্ম্মেষু বদ্ধোভবতি চক্রবৎ ॥
বুদ্ধিমার্গপ্রয়াতস্য সুখন্ত্বিহ পরত্র চ ।
বিস্তরাঃ ক্লেশসংযুক্তাঃ সংক্ষেপাস্তু সুখাবহাঃ
মৃত্যুগ্রসন্তি ভূতানি পরমং পন্নগো যথা ।
স্বয়ং কৃতানি কর্ম্মাণি জাতো জন্তুঃ প্রপদ্যতে ॥
[illegible] সমাশ্রিতা মহাযান্ যোঽধিগচ্ছতি ।
ন তস্য কশ্চিদারম্ভঃ কদাচিদবসীদতি ॥
অচ্ছিদ্রমনসং যুক্তং শূরং ধীরং বিপশ্চিতং ।
ন শ্রীঃ সংত্যজতে নিত্যমাদিত্যমিব রশ্ময়ঃ ॥
ছিন্দন্তি ক্ষময়া ক্রোধং কামং সংকল্পবর্জনাৎ ।
সত্ত্বসংসেবনান্নিদ্রামপ্রমাদাদ্ভয়ন্তথা ॥
যথৈবানিমিষাঃ স্থূলা জালং ছিত্ত্বা পুনর্জ্জলং
প্রাপ্নুবন্তি তথা যোগাস্তৎপদং বীতকল্মষাঃ ॥
তথৈব বাগুরাং ছিত্ত্বা বলবন্তো যথা মৃগাঃ ।
প্রাপ্নুর্ব্বিমলং মার্গং বিমুক্তাঃ সর্ব্ববন্ধনৈঃ ॥
লোভজানি তথা রাজন্ বন্ধনানি বলান্বিতাঃ ।
ছিত্ত্বা যোগাঃ পরং মার্গং গচ্ছন্তি বিমলং শিবং ॥
অবলাশ্চ মৃগা রাজন্ বাগুরাসু তথাঽপরে ।
বিনশ্যন্তি ন সন্দেহস্তদ্বদ্যোগবলাদৃতে ॥
দুর্ব্বলশ্চ যথা রাজন্ স্রোতসা হ্রিয়তে নরঃ ।
বলহীনস্তথা যোগো বিষয়ৈর্হ্রিয়তেঽবশঃ ॥

শান্তিপর্ব্বণি ।

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে ইন্দোরস্থিত শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে এই সভায় বিংশতি মুদ্রা দান প্রাপ্তি হইয়াছে ।

শ্রীনপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

১৭৬৫ শাকের মাঘ মাসীয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যিনি তত্ত্ববোধিনী সভা [illegible] লয়ে প্রদান করিতে পারিবেন [illegible] তাঁহার মূল্য এক টাকা দেওয়া [illegible] ।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল অন্যত্র যে মূল্যে বিক্রয় হয়, তাহা হইতে [illegible] মূল্যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হয় তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন ।

বাঙ্গলার ইতিহাস .... [illegible]
জ্ঞানচন্দ্রিকা .... ৫~
জ্ঞানার্ণব .... ।।০
এব্রিজমেণ্ট গ্রামার .... [illegible]
ঈজিপ্রাইমার .... ⁄১০
ইংলিশ রীডর নং ৩ .... ।০
ঐ ঐ নং ৪ .... ।৶০
ঐ ঐ নং ৫ .... ।।৶০
ইংলিশ স্পেলিং নং ১ .... ৵০
ঐ ঐ নং ২ .... ⁄০

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

২৩ কার্ত্তিক সম্বৎ ১৯০৬ । কলিগতাব্দাঃ ৪৯৫০ ।

সভা প্রবেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভায় প্রতি সভ্য এই পত্রিকার এক খণ্ড বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হয়েন।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

পথিকের স্বপ্নদর্শন।

পরমেশ্বরের বিচিত্র রচনা দর্শনার্থে পরম কৌতূহলী হইয়া আমি কিয়ৎকালাবধি দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া এক্ষণে মথুরা সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি। এখানে এক দিবস দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সায়ংকালে তটে বসিয়া যমুনার সুললিত লহরী-লীলা অবলোকন করিতেছিলাম; তদীয় সুস্নিগ্ধ মারুত হিল্লোলে শরীর শীতল হইতেছিল। কত শত দীপ্যমান হীরক খণ্ড গগণ মণ্ডলে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইতে লাগিল, এবং তন্মধ্যে দিব্য-লাবণ্য-শোভিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান হইয়া কখনও আপনার পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় সুধাময় কিরণ বর্ষণ পূর্ব্বক জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছিলেন, কখনও বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া স্বকীয় মন্দীভূত কিরণ বিস্তার দ্বারা পৌর্ণমাসী রজনীকে উষানুরূপ ম্লান করিতেছিলেন; কখনও তাঁহার সুপ্রকাশিত রশ্মিজাল সলিল তরঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া কম্পমান হইতেছিল, কখনও গগণালম্বিত মেঘ বিম্ব দ্বারা যমুনার নির্ম্মল জল ঘনতর শ্যামবর্ণ হইয়া অন্তঃকরণ হরণ করিতেছিল। পূর্ব্বে দূর হইতে লোকালয়ের কলরব শ্রুত হইতেছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল, পশু পক্ষি সকল নীরব ও নিস্পন্দ হইয়া স্ব স্ব স্থানে নিলীন হইল, এবং সর্ব্ব-সন্তাপ-নাশিনী নিদ্রা জীবগণের নেত্রোপরি আবির্ভূত হইয়া সকল ক্লেশ শান্তি করিতে লাগিল। এই প্রকার সুস্নিগ্ধ সময়ে আমি তথায় এক পাষাণ খণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া আকাশ মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে জগতের আদি অন্ত, কার্য্য কারণ, সুখ দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুদায় মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে জল কল্লোলের কল কল ধ্বনি, বৃক্ষ পত্রের শর শর শব্দ ও সুশীতল সমীরণের সুমন্দ হিল্লোল দ্বারা পরম সুখানুভব হইয়া মনোবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল, এবং এই অবসরে নিদ্রা আমার অজ্ঞাতসারে মদীয় নেত্র দ্বয় মুদ্রিত করিয়া আমাকে অভিভূত করিলেক। আমার বোধ হইল, যেন এক বিস্তীর্ণ গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। তন্মধ্যে কোন স্থানে কেবল নবীন দূর্ব্বাদল পূর্ণ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র, কুত্রাপি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুরাতন বৃক্ষ সমূহ, কোথাও নদী বা নির্ঝর তীরস্থ মনোহর পুষ্পোদ্যান দর্শন করিয়া অপর্য্যাপ্ত সুখ লাভ করিলাম। কৌতূহল রূপ দীপ্ত হুতাশন ক্রমশঃ প্রজ্বলিতই হইতে লাগিল, এবং তদনুসারে দিগ্বিদিক্ বি-

বেচনা না করিয়া যত দূর দৃষ্টি হইল, তত দূরুই মহোৎসাহে ও পরম সুখে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। অবশেষ এক সরোবর তীরস্থ অতি নিবিড়, নির্জন, নিস্তব্ধ বন খণ্ডে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরম পুলক প্রাপ্ত হইলাম। তাঁহার সুপ্রকাশিত প্রসন্ন বদন ও অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় শান্ত স্বভাব অবলোকনে তাঁহাকে বন দেবতা জ্ঞান করিয়া বিহিত বিধানে নমস্কার করিলাম, ও তাঁহার পুনঃ পুনঃ দর্শন লাভ দ্বারা নয়ন যুগল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান থাকিলাম। অবগত হইলাম, তাঁহার নাম বিদ্যা। দেখিলাম, তিনি আপনার কপোল প্রদেশে হস্তার্পণ করিয়া গগণ মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসিবার মানস করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার বাক্য স্ফুরণ না হইতে হইতেই তিনি গাত্রোত্থান করিয়া সাতিশয় সুশীলতা ও আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন "আমি তোমার মানস জানিয়াছি, তুমি যে স্থানে যাইবার প্রার্থনা করিতেছিলে, তাহার এই পথই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। যাঁহারা এই পরম কানন ভ্রমণ করিতে আইসেন, আমিই তাঁহারদিগকে পথ প্রদর্শন করি; চল, তোমাকেও সঙ্গে লইয়া যাই।" আমি তাঁহার এই আশ্বাস বাক্যে পরম হৃষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। উভয় পার্শ্ববর্ত্তি বৃক্ষ শ্রেণী মধ্যে কিয়দ্দূর গমনান্তর অরণ্যের শৈত্য, শোভা, ও পবিত্রতা প্রত্যক্ষ করিয়া অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম, এবং অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "হে দেবি, এস্থানের নাম কি, এবং এখানে কি কি অপূর্ব্ব ব্যাপারই বা সম্পন্ন হইয়া থাকে?" তাহাতে তিনি অতি সত্বর হইয়া কহিলেন "এ বিদ্যারণ্য, এঅরণ্যে অতি সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ আছে, অতি ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরাই এখানে আগমন করেন, কিন্তু ইহার ফল ভোগ করা অতি আয়াস সাধ্য। সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কেহ কেহ দূর হইতে কোন কোন বৃক্ষের উচ্চতা দর্শন মাত্রে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রতিগমন করেন, কেহ কেহ বা ফল আহরণের প্রত্যাশায় কতক দূর বৃক্ষারূঢ় হইয়াও পুনর্ব্বার অধঃপতিত হয়েন, কিন্তু যে ব্যক্তি একবার এই পরম কাননের ফল ভোগ করিয়াছে, সে আর সে আস্বাদন কদাপি বিস্মৃত হইতে পারেনা। আমি তোমাকে ক্রমে ক্রমে সমুদায় দর্শাইতেছি চল। ঐ যে সুদৃশ্য মনোহর বৃক্ষ সম্মুখে দৃষ্টি করিতেছ, ও যাহার সজল শাখা সমুদায় সুমধুর রস-স্ফীত ফল ভরে অবনত হইয়াছে, যাহার স্কন্ধ হইতে সুধাময় মধুধারা সকল অনবরতই ক্ষরিতেছে, ও সুকুমার-মতি তরুণ যুবকেরা যাহাতে সুখে আরোহণ করিতেছে, উহার নাম কাব্যতরু। দেখিয়াছ! অলঙ্কৃতি রূপা কি অপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য রমণীয় লতা তাহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে! ঐ বৃক্ষের কিঞ্চিৎ দূরে যে প্রকাণ্ড তেজস্বি বৃক্ষ দেখিতেছ, সুধীর প্রবীণ ব্যক্তিরা যাহার সেবা করিতেছেন, তাহার নাম জ্যোতিষ।" ইহা কহিয়া বিদ্যা দেবী ঐ বৃক্ষের অশেষ গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাক্যাবসান হইলে, আমি জ্যোতিষ তরুর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত সমুদায় এক একবার প্রগাঢ় রূপ মনোনিবেশ করিয়া ধ্যান-পরায়ণ হইতেছেন, এবং মধ্যেমধ্যে সহাস্য বদনে অতুল আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। এক অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। ঐ বৃক্ষের মূল মৃত্তিকা-সংযুক্ত নহে, আর এক প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষের স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমি এই শেষোক্ত তরুর ন্যায় সারবান্ বৃক্ষ আর একটীও দৃষ্টি করিনাই। তাহার কোন স্থানে লেশ মাত্র ক্ষয় হয় নাই, ও কুত্রাপি ছিদ্র কিম্বা চিহ্ন মাত্রও নাই। আমি ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য পরম কৌতূহলী হইয়া বিদ্যাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন, "এই ক্ষয়-রহিত সারবান্ বৃক্ষের নাম গণিত। তুমি কেবল সম্মুখবর্ত্তি জ্যোতিষ বৃক্ষের মূল ইহাতে সংলগ্ন দেখি-

তেছ; প্রদক্ষিণ করিয়া দেখ, অন্যান্য কত কত বহুপ্রকারি পরম রমণীয় আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বৃক্ষ ও লতা ইহার স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া তদুপরি স্থাপিত আছে।" বস্তুতঃ আমি বেষ্টন করিয়া দেখিলাম, তাঁহার কথা প্রামাণিক বটে; শাখা, প্রশাখা ও বৃক্ষরুহ সম্বলিত এক গণিত বৃক্ষ অর্দ্ধ কানন ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তথা হইতে প্রস্থানান্তর আমার সমভিব্যাহারিণী পথ-প্রদর্শিকা বনদেবী সানুগ্রহ বচনে বলিলেন, "সর্ব্ব দেশীয় বৃক্ষলতাদি আনয়ন করিয়া এ কাননে রোপণ করা গিয়াছে। জ্যোতিষ ও গণিতের কত কাটা কলম তোমারদিগের দেশ হইতেও আহরণ করা গিয়াছে। দেখ, ভিন্ন জাতীয় লোকে এই কাননে অবস্থিতি করিয়া উৎসাহ ও যত্ন পূর্ব্বক তাহার কেমন পারিপাট্য ও উন্নতি করিয়াছে; আর তোমার দেশীয় লোককে ধিক্কার করিতে হয়, কারণ যত গুলি বৃক্ষ রক্ষণাবেক্ষণের ভার কেবল তাহারদিগের উপর সমর্পিত আছে, প্রায় তাহার সমুদায়ই ভগ্ন ও শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। দক্ষিণ দিকে যত বৃক্ষ দেখিতেছ, সমস্তই এক জাতীয়, তাহার নাম স্মৃতি, আর বামদিকে যত দৃষ্ট হইতেছে তাহার নাম দর্শন।" এই দুই জাতীয় বৃক্ষ অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইলাম। দেখিলাম, দক্ষিণদিকের সমুদায় বৃক্ষ অদ্যাপি সম্যক্ রূপে নষ্ট হয় নাই, কতক গুলি শুষ্ক ও ভগ্ন-শাখ হইয়াছে, কিন্তু কিছু পারিপাট্য নাই, বোধ হইল যেন এক প্রবল ঝঞ্ঝাবাত দ্বারা সমুদায় বিপ্লুত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। বামদিকের কোন বৃক্ষের কেবল স্কন্ধমাত্র আছে, কোনটার বা সমুদায় গিয়া একদিকের একমাত্র শাখা আছে, তদ্ভিন্ন কোন কোন বৃক্ষের স্কন্ধমাত্রও দৃষ্টিগোচর হইল না। এই দুঃসহ দুঃখের সময়ে এক পরম কৌতুক দেখিলাম; কতক গুলি অভিমানি মনুষ্য উভয় পার্শ্বস্থ বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া অত্যন্ত দম্ভ ও ব্যাপকতা সহকারে মহাকোলাহল ও বিষম কলহ আরম্ভ করিয়াছে;

এই রূপ শারীর স্থান, রসায়ন, চিকিৎসা প্রভৃতি অতি অনির্ব্বচনীয় পরম রমণীয় তরু সমূহ দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম, এবং অতি শ্রদ্ধাবিষ্ট হইয়া পথ মধ্যে পরমারাধ্যা বিদ্যা দেবীকে কহিলাম, "হে দেবি! আমি তোমার প্রসাদে অদ্য অনুপম সুখ লাভ করিলাম। ভূমণ্ডলে এমত নির্ম্মল সুখধাম আর নাই! আমার বোধ হয় এস্থানে অতি শান্ত সচ্চরিত্র ব্যক্তিরাই আগমন করেন, অপর লোকের এখানে আসিবার অধিকার নাই।" এই কথা শ্রবণ মাত্র তিনি বিষণ্ণ বদনে কহিলেন "তুমি যথার্থ বিবেচনা করিয়াছ, এস্থান ধর্ম্মশীল সাধু ব্যক্তিদিগেরই যোগ্য বটে, এবং পূর্ব্বে ইহা তাদৃশই ছিল। তখন কেবল পরোপকারি, তত্ত্ব পরায়ণ, পুণ্যাত্মা ঋষিগণ ও আচার্য্য সকল এই পরম পবিত্র কাননে উপবেশন করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু এক্ষণে এ বনে নানা বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছে। পাপ রূপ পিশাচের উপদ্রবে ইহা অতি সঙ্কট স্থান হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ বিজাতীয় বেশধারী অভিমান অত্যন্ত উগ্র ভাবে উর্দ্ধ মস্তক ও বক্র-গ্রীব হইয়া সকলের উপর খরতর দৃষ্টিপাত করিতেছে, ও স্বকীয় পুত্র দম্ভকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহা শ্লাঘা প্রকাশ পূর্ব্বক সগর্ব্ব পাদ বিক্ষেপ করিতেছে। উহারদের অঙ্গ ভঙ্গী দেখিয়া কি তোমার বোধ হইতেছে না, যে উহারা মনে মনে বিশ্ব সংসার তুচ্ছ ভাবিতেছে? উহার পার্শ্বে দৃষ্টি কর, ক্রোধ নিজ কান্তা হিংসাকে সঙ্গে লইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। উনি অভিমানের অত্যন্ত অনুগত। যদি কোন ব্যক্তি অভিমানের গাত্র মাত্র স্পর্শ করে, ক্রোধ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া তাহার বৈরনির্যাতন করিতে উদ্যত হয়। এ দিকে অবলোকন কর, একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস দেখিতে দেখিতে আপনার শরীর বৃদ্ধি করিয়া ফেলিলেক। এক্ষণেও যে প্রকার স্থূল-কায় হইয়া উঠিল, আমার বোধ হইতেছে বিশ্ব সংসার ভোজন দ্বারাও উহার উদর পূর্ণ হয় না। উহার

নাম কি জান? লোভ। বিশেষতঃ কাব্য তরুতলে যে দুই প্রচণ্ড পিশাচ দণ্ডায়মান দেখিতেছ, উহাদের অত্যাচার বশতঃ এস্থানের অতিশয় অপযশ হইয়াছে; উহাদের নাম কাম ও পান দোষ। এককালে কেবল নিষ্কলঙ্ক দম্পতি-প্রেম স্বকীয় গৃহ দেবতা প্রজাপতিকে আশ্রয় করিয়া এই পরম সুখধাম অধিকার করিতেন। তৎকালে অনেকানেক প্রধান ধর্ম্ম তাঁহার সহচর ছিল, কোন দুষ্ক্রিয়া এস্থানে প্রবেশ করিতেও সমর্থ হইত না। এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে! দম্পতি-প্রেম ও তাঁহার সহচরদিগের দৈন্য দশা উপস্থিত হইয়া পরানুরাগি কামরূপ পিশাচেরই আধিপত্য বৃদ্ধি হইতেছে। অবলোকন কর, পানদোষ আপনার দলবল সহকারে কি অহিত আচরণ করিতেছে! কি বীভৎস বেশ ধারণ করিয়াছে! দেখ দেখ, তাহার ভয়ে ধর্ম্ম সকল ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। পশ্চাৎ হইতে আর কতক গুলি দুর্দ্দান্ত পিশাচ পিশাচী আসিয়া তাহার সহিত বিকট হাস্য করিয়া নৃত্য করিতেছে। হে প্রিয়তম! এমন পরিশুদ্ধ পুণ্যধামের এপ্রকার অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে; যাহারা এই সমস্ত রাক্ষস পিশাচকে আশ্রয় দেয়, তাহারা তদ্দ্বারা আমাকেই প্রহার করে। আমি এ অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া স্বয়ং এরূপ ভূরি ভূরি অপ্রিয় ব্যাপার আর কত দেখাইব? ঐ ঘন পল্লবাবৃত নিবিড় বৃক্ষের অন্তরালে যে এক পরম সুন্দরী রমণীকে দৃষ্টি করিতেছ, উহার পর কুৎসিত স্ত্রী আর দ্বিতীয় নাই। উহার গাত্রে যে কত ব্রণ, কত ক্ষত, ও কত কলঙ্ক আছে, তাহার সংখ্যা করা যায়না। কেবল কতক গুলি বেশ ভূষা কল্পনা দ্বারা তৎ সমুদায় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আপনাকে সজ্জীভূত করিয়া দেখাইতেছে; উহার নাম কপটতা।

সমুদায় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া আমি বিষাদ সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম, এবং চিন্তা করিলাম, এ অসার সংসার স্বভাবত শোক দুঃখেতেই পরিপূর্ণ; যদিও দুই এক সন্তাপ নিবারণের স্থান ছিল, তাহাতেও এত বিঘ্ন ঘটিয়াছে! যাহা হউক, আপনার কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনা করিয়া সর্ব্ব-দুঃখ-নিবারণী অশেষ-হিত-কারিণী সন্তাপ-নাশিনী বিদ্যাদেবীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া গমন করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দুর গমনানন্তর একবার পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া দেখি, যে যে সকল রাক্ষস পিশাচের অহিত আচার দৃষ্টি করিয়া আসিলাম, তাহারাই আমার নিকটবর্ত্তি হইয়াছে, এবং বিশেষতঃ কাম ও পানদোষ এইদুই জন নানাবিধ সুমধুর প্ররোচন বাক্য বলিয়া আমাকে তৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পূর্ব্বে যাহারদিগের অতি কুৎসিত বীভৎস আকার দর্শন করিয়াছিলাম, তখন দেখি, তাহারা পরম মনোহর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে। কি জানি তাহারা কি কুমন্ত্রণা দেয় এই বিবেচনা পূর্ব্বক শঙ্কাতুর হইয়া আমার পরম হিতৈষিণী বিদ্যার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিলাম। তৎক্ষণাৎ তিনি আমাকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা নামে দুই মহাবল পরাক্রান্ত প্রহরিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তোমরা দুই জনে ইহাঁর দুই পার্শ্বে থাক, কোন শত্রু যেন ইহাঁর নিকটস্থ হইতে না পারে।" এইরূপে আমরা বন প্রান্তে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে এক ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখিতে পাইলাম। তখন বিদ্যা অতি প্রসন্ন বদনে সুমধুর হাস্য করিয়া কহিলেন, "এই ক্ষুদ্র প্রান্তর শেষে যে মনোহর গিরি দর্শন করিতেছ, ঐ তোমার লক্ষিত স্থান, ঐ স্থান প্রাপ্ত হইলেই তুমি চরিতার্থ হইবে।" এই কথা শুনিয়া আমি পরম পুলকিত হইলাম, এবং অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চিরাকাঙ্ক্ষিত ফল প্রত্যাশায় মহোৎসাহ সহকারে দ্রুতবেগে পদ বিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলাম। অনন্তর পর্ব্বত সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তথায় আরোহণ করিবার এক পথ প্রাপ্ত হইলাম। ঐপথের এক পার্শ্বে এক দৃঢ়ব্রতা সুশীলা স্ত্রী এবং অন্যতর পার্শ্বে এক বহু পরিশ্রমী পুরুষ দণ্ডায়মান

আছেন; তাঁহারা যাত্রিদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া পর্ব্বতোপরি লইয়া যাইতেছেন, তাঁহারদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, স্ত্রীর নাম শ্রদ্ধা, পুরুষের নাম যত্ন। এই পর্ব্বত আরোহণ করা অতিশয় ক্লেশকর বোধ হইল, এবং কিয়দ্দূর গমন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলাম যে সম্প্রতি এই স্থানেই অবস্থিতি করি। বিদ্যা তাঁহার মহীয়সী শক্তি দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়া কহিলেন "হে প্রিয়তম! এপর্ব্বতের পার্শ্বে কোন স্থানে স্থির থাকিবার সম্ভাবনা নাই, যদি আর উপরে না উঠ, তবে অবশ্যই অধো গমন করিতে হইবে, অতএব সাবধান সাবধান!" আমি তাঁহার এই সদুপদেশ দ্বারা চৈতন্য প্রাপ্ত হইলাম; পরন্তু সুখের বিষয় এই যে যত আরোহণ করি, ততই ক্লেশের লাঘব হইয়া সুখের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে যখন পর্ব্বতোপরি উত্তীর্ণ হইলাম, তখন কি অনির্ব্বচনীয় অনুপম সুখানুভব হইল! তথাকার সুশীতল মারুত হিল্লোলে শরীর পুলকিত হইতে লাগিল। তথায় দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ, বিসম্বাদ, চৌর্য্য, অত্যাচার এ সকলের কিছুই নাই, কেবল আরোগ্য ও আনন্দ নিত্য বিরাজ করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ অপার আনন্দ সাগরে মগ্ন হইল, এবং বোধ হইল বিশ্ব সংসারে এমন রম্য স্থান আর দ্বিতীয় নাই। কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণানন্তর দূর হইতে এক অপূর্ব্ব সরোবর দৃষ্টি গোচর হইল, এবং তদ্দর্শনার্থে অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল। পরে ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া দৃষ্টি করিলাম, কতকগুলি পরম পবিত্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যা সরোবর তটে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহারদিগের অসামান্য রূপ লাবণ্য, প্রফুল্ল পবিত্র মুখশ্রী, এবং শারল্য ও বাৎসল্য স্বভাব অবলোকন করিয়া অতুল প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম। আশ্চর্য্য দেখিলাম, তাঁহারদিগের শরীরে কোন অলঙ্কার নাই, অথচ অনলঙ্কারই তাঁহারদের অলঙ্কার হইয়াছে। এরূপ বোধ হইল, যেন আনন্দ-প্রতিমা গুলি ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতেছে। আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলাম, ইঁহারা দেব কন্যা হইবেন তাহার সংশয় নাই। তখন বিদ্যা দেবী সাতিশয় অনুকম্পা পুরঃসর সহাস্য বদনে কহিলেন "তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ, ইঁহারা দেবকন্যাই বটেন, এবং এই ধর্ম্মাচল ইঁহারদের বাস ভূমি, ইঁহারদের কাহারও নাম দয়া, কাহারও নাম ভক্তি, কাহারও নাম ক্ষমা, কাহারও নাম অহিংসা, কাহারও নাম মৈত্রী ইত্যাদি সকলের নিজ নিজ গুণানুসারে নামকরণ হইয়াছে। ইঁহারদের রূপ গুণ ভুবন-বিখ্যাত আছে, ইঁহারা যে পর্য্যন্ত সুশীল তাহা কি বলিব! বিদ্যারণ্য যাত্রিদিগের মধ্যে যাঁহারা এই ধর্ম্মাচল আরোহণ করেন, তাঁহারদিগেরই শ্রম সফল ও জন্ম সার্থক। তোমার চরম লক্ষিত স্থান সমাধিকুঞ্জ প্রাপ্তির এখনও বিলম্ব আছে, অতএব এই সরোবরে স্নান করিয়া লও।" তদীয় উপদেশানুসারে আমি শান্তি বাপীতে অবগাহন করিয়া যে রূপ স্নিগ্ধ ও পবিত্র হইলাম, তাহা বচনাতীত; দেবকন্যা গণও আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিস্তর অনুরাগ প্রকাশ করিলেন। আহা তাঁহাদের কি বাৎসল্য, কি অমায়িক ভাব; ভক্তি স্বয়ং আমাকে সমভিব্যাহারে করিয়া সমাধি কুঞ্জে লইয়া চলিলেন। এপথ অত্যন্ত বিরল, কারণ এপবিত্র তীর্থের যাত্রি প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পূর্ব্বে ঐ স্থান অতি দূরবর্ত্তী বোধ ছিল, ভক্তি প্রসাদাৎ নিমেষ মাত্রে নিকট হইয়া আসিল। তৎ সন্নিধানে উত্তীর্ণ হইয়া কি আশ্চর্য্য ব্যাপার সমুদায় দর্শন করিলাম। এমন নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, নিবিড়কুঞ্জ, এমন প্রেম-পূর্ণ, আনন্দ ধাম আর কখনও নয়ন গোচর করি নাই। সেখানে কি অভাব্য, কি আশ্চর্য্য, কি অনির্ব্বচনীয় দর্শন! দেখি সে স্থানে নানা দেশীয় পরম পবিত্র-চরিত্র মহাত্মা সকল অতি নির্ম্মল স্থির সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন। বোধ হইল যেন আমাকে তথায় দর্শন করিয়া তাঁহাদের দ্বিগুণ

আনন্দ হইল। তাঁহারদিগের জ্যোতিঃ-পূর্ণ আনন্দোৎফুল্ল মুখশ্রী অবলোকন করিলেও সুখার্ণবে মগ্ন হইতে হয়। পরে আমি কুঞ্জের যত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম, ততই আনন্দ প্রবাহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল এ যে কি অপ্রত্যক্ষ অনুপম সুখধাম তাহা বচনাতীত। এস্থলে দুঃখের লেশ নাই—"রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, বিলাপ নাই, মৃত্যু নাই, ক্রন্দন নাই, কেবল যোগানন্দের উৎস, প্রেমানন্দের উৎস, ব্রহ্মানন্দের উৎস ক্রমাগত উৎসারিত হইতেছে।" আমি এইরূপ পরমাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলাম; ইতি মধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখি, সেই সুমন্দ-মারুত-সেবিত যমুনা কূলেই শয়ান রহিয়াছি।

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের কত দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহার বিচার

৭৫ সংখ্যক পত্রিকার ১০৫ পৃষ্ঠের পর

শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, যে শরীরী বস্তু শরীরান্তর হইতে উৎপন্ন হয়, অন্ন গ্রহণ দ্বারা সজীব থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার বৃদ্ধি, পূর্ণাবস্থা, হ্রাস ও ভঙ্গ হয়। পরমেশ্বর কি অনির্ব্বচনীয় অভিপ্রায়ে জীব সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। কিন্তু তাহারদের সুখে কালযাপন করা যে তাঁহার অভিপ্রেত, ইহাতে সংশয় নাই। তাঁহার এই অভিপ্রায় স্বীকার করিলে ইহাও অঙ্গীকার করিতে হয়, যে তিনি তাহারদের প্রত্যেক অঙ্গ পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় সাধনের সম্যক্ উপযোগি করিয়াছেন। কোন শরীরি বস্তুর উত্তমতা সম্পাদন করিতে হইলে এই পরম শুভকর নিয়মত্রয় প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য; প্রথমতঃ যে বীজ হইতে তাহার উৎপত্তি হয়, তাহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ থাকা উচিত, দ্বিতীয়তঃ আজন্ম মরণ পর্য্যন্ত যথোচিত জল, বায়ু, জ্যোতিঃ, অন্ন ও অন্যান্য প্রয়োজনোপযোগি দ্রব্য সমুদায় সেবন করা আবশ্যক, তৃতীয়তঃ সমুদায় শারীরিক শক্তি ও মানসিক বৃত্তি যথা নিয়মে চালনা করা কর্ত্তব্য। যে সকল তত্ত্বনিষ্ঠ ব্যক্তির পরমেশ্বরকে পরম-মঙ্গলালয় বলিয়া জ্ঞান আছে, তাঁহারদের সুতরাং ইহাও বিশ্বাস করিতে হয়, যে তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন করিলে সমস্ত জীবের নিজ নিজ প্রকৃতি গুণেই সুখের উৎপত্তি হইবে। সেই রূপ যাঁহারদের তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব-শক্তিমান বলিয়া প্রতীতি আছে, তাঁহারদের সুতরাং ইহাও হৃদয়ঙ্গম থাকে, যে সমস্ত জীব যাহাতে পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালনে সমর্থ হয়, তিনি তাহারদের প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের তদুপযোগি সম্বন্ধই নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। এই পরম কল্যাণকর বিষয়ের ভূরি ভূরি উদাহরণ স্থলও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। জন্মাবধি বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও সুস্থকায় থাকে এমত অনেকানেক মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, এবং তদনুসারে মনুষ্যের আজন্ম মরণ পর্য্যন্ত সবল ও সুস্থ থাকিবার যে সম্যক্ সম্ভাবনা আছে, ইহা নিশ্চয় বোধ হইতেছে। নব-জীলণ্ড-দ্বীপস্থ লোকের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ভূমণ্ডল-প্রদক্ষিণকারী কুক সাহেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারি সমুদায় ব্যক্তি নব-জীলণ্ড দ্বীপে যতবার অবতরণ করিয়াছিলেন, তত বারই আবাল বৃদ্ধ বনিতা যাবদীয় লোক তাঁহারদের দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কোন ব্যক্তিকে রোগাক্রান্ত দেখেন নাই। যাহারদের সর্ব্ব শরীর দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল, তাহারদেরও কোন অঙ্গে ক্ষত মাত্র ছিল না, এবং পূর্ব্বেও যে কখন কোন ক্ষত হইয়াছিল তাহারও কোন নিদর্শন লক্ষিত হয় নাই। তাহারদের কোন অঙ্গ দৈবাৎ আহত হইলে বিনা ঔষধ প্রয়োগে তাহার আশু প্রতীকার হয়; ইহাও তাহারদের শারীরিক সুস্থতার প্রমাণ। উক্ত দ্বীপে

ভূরি ভূরি কেশহীন ও দন্তহীন বৃদ্ধ লোক দৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে কেহ বলহীন ও জরাগ্রস্ত ছিল না। যদিও তাহারা বল ও পরাক্রমে তরুণ-বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সম-কক্ষ ছিল না বটে, কিন্তু তাহারদের ন্যায় স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও প্রফুল্ল-চিত্ত ছিল। জল মাত্র তাহারদের পানীয়। তৎকাল পর্য্যন্তও সুরারূপ বিষম বিষ পানে তাহারদের আমোদ উপস্থিত হয় নাই।

প্রায় সমস্ত দেশেই এরূপ অনেকানেক লোক দেখা যায়, যে তাহারা দীর্ঘ আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া যাবজ্জীবন সুস্থ শরীরে কালযাপন করে * এইক্ষণে দুর্ভাগ্য বাঙ্গলা দেশীয় লোকের যেমন দুর্ব্বল ও রুগ্ন শরীর হইয়াছে, এমত আর কুত্রাপি নাই। কোন মহাপাপ এদেশে প্রবেশ করিয়াছে—পরমেশ্বরের কোন প্রবল আজ্ঞা লঙ্ঘন হইতেছে—আমারদের কোন দারুণ দুরদৃষ্ট ঘটিয়াছে, তাহার সংশয় নাই। অনেকেই কহেন আমার পিতামহ অতি বলবান্ ছিলেন; অশীতি বৎসর বয়সেও আমার দ্বিগুণ ভোজন ও পরিশ্রম করিতে পারিতেন। কেহ কহেন আমার পিতামহকে কখনও গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইতে শুনি নাই, এক্ষণে তাঁহারদের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ ইহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ দ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে, এবং অনেকে পুনঃ পুনঃ এই খেদোক্তিও করিয়া থাকেন, যে অদ্যাপি ৭০ বর্ষের বৃদ্ধ ব্যক্তিরা যত অন্ন ভোজন করেন, আমরা যৌবন দশায়ও তাহা পারি না। ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যে কি কারণ বশতঃ এপ্রকার বিষম অমঙ্গল ঘটিল, তাহার অনুসন্ধান করা স্বদেশ-হিতৈষি মহাশয় ব্যক্তিদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। নিয়মিত বিবাহ বা ব্যভিচার দ্বারা অল্প কালে স্ত্রী সংসর্গ যে ইহার এক প্রধান কারণ তাহার সংশয় নাই। পশ্চাৎ এবিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করা যাইবেক, এক্ষণে যে প্রকরণ আরম্ভ করা গিয়াছে তাহার বিবরণ করা আবশ্যক।

মনুষ্য যে যাবজ্জীবন সুস্থ থাকিতে পারে তাহা এক প্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে; প্রাকৃতিক নিয়মের কোন স্থলে অব্যাপ্তি নাই; এরূপ স্বাস্থ্য সুখ সম্ভোগ করা যদি স্বাভাবিক না হইত, তবে কোন ব্যক্তিতেই তাদৃশ স্বাস্থ্যাবস্থা ঘটিত না। যদি এক ব্যক্তিকেও নীরোগ ও দীর্ঘজীবি দেখা যায়, তবে ইহা নিশ্চিত জানিতে হইবে যে পরম

---

* জ, ক, প্রিচার্ড সাহেব তাঁহার "Researches into the physical history of mankind" নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে কতকগুলি দীর্ঘজীবি ব্যক্তিদের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১১০ বর্ষের অধিক পরমায়ু বিশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তির স্থূল বিবরণ করা যাইতেছে।

ইওরোপীয় লোক

বয়ঃক্রম		ব্যক্তি সংখ্যা
বর্ষের অধিক	বর্ষের অনধিক	
১১০	১২০	১৭২
১২০	১৩০	৮৭
১৩০	১৪০	১৭
১৪০	১৫০	৯
১৫০	১৬০	৫
১৬০	১৭০	৪
১৭০	১৮০	৪
ভদ্ভিন্ন		
১৮৫ বৎসর বয়স্ক		১

ইওরোপ জাত বা ইওরোপীয় বংশজাত আমেরিকাবাসি লোক

১১০	১২০	৭
১২০	১৫০	২
ভদ্ভিন্ন		
১৫২ বৎসর বয়স্ক		১

আফ্রিকা খণ্ডের লোক

১১০	১৩০	৬
১৩০	১৫০	৪
১৫০	১৭০	৩
ভদ্ভিন্ন		
১৮০ বৎসর বয়স্ক		১

আমেরিকা খণ্ডের আদিম বংশীয় লোক

১১৭	(স্ত্রী)	১
১৪৩	(তৎ স্বামী)	১

এই শেষোক্ত ব্যক্তি ১৩০ বৎসর বয়সে প্রত্যহ ৫।৬ ক্রোশ ভ্রমণ করিতেন।

ভারতবর্ষীয় লোকের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি ১১০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এমত শ্রবণ করা গিয়াছে। মার্কোপোলো নামে এক জন বিনিস দেশীয় মনুষ্য ন্যূনাধিক ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে আসিয়াছিলেন। তিনি কহিয়া গিয়াছেন যে তৎকালে যোগীসমূহ অতি দীর্ঘ জীবি, কেহ কেহ সবল ও সুস্থ শরীরে ১৫০ বৎসরও জীবিত থাকেন।—Marco Polo's Travels translated by Marsden p. 663.

কারুণিক পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিলে সকলেরই তাদৃশ পরম সুখ সম্ভোগে অধিকার আছে।

অনেকে স্ত্রীলোকের প্রসব বেদনার উদাহরণ দিয়া কহেন, যে এ সংসারে মনুষ্য যে বিনা ক্লেশে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক ব্যাপার সম্পন্ন করিবেন ইহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে; যেহেতু তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় হইলে প্রসবকালে বেদনা ও তৎপরে দৌর্ব্বল্য ও পীড়া উপস্থিত হইত না। কিন্তু এবিষয়েরও যত দূর জানা গিয়াছে, তদনুসারে বোধ হয়, যে এ যাতনাও পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। ইওরোপীয় চিকিৎসকেরা ও পর্য্যাটকেরা দেশ বিশেষের ইতর জাতীয় স্ত্রীদিগের প্রসব বেদনা ও তদানন্তরিক ক্লেশের বিস্তর লাঘব দেখিয়া তাহার সবিশেষ বিবরণ লিখিয়াছেন। এলিসন সাহেব * যে কয়েক উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা পশ্চাৎ লিখিতেছি। "১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতি কোন স্থানের † এক স্ত্রী সন্তান প্রসবের ২১৩ দিবস পরে সেই শিশুকে পৃষ্ঠ দেশে লইয়া এক দিবসে প্রায় ১৪ চতুর্দ্দশ ক্রোশ গমন করিয়াছিল। ফলতঃ প্রতি দিনই এপ্রকার ঘটনা হইয়া থাকে। সচরাচর এপ্রকারও প্রত্যক্ষ করা যায়, যে স্ত্রীলোকেরা শস্যক্ষেত্রে শস্যচ্ছেদন করিতে করিতে তথা হইতে অপসৃত হইয়া কিঞ্চিৎ দূরে গমন করে, এবং কাহারও সহকার ব্যতিরেকে সন্তান প্রসব করিয়া কর্ম্ম স্থানে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দিবাবসান পর্য্যন্ত তথায় কর্ম্ম করে। কিঞ্চিৎ কৃশতা ও বিবর্ণতা ব্যতিরেকে তাহারদের মুখশ্রীতে যাতনার চিহ্ন দেখা যায় না। অনেকানেক স্ত্রী প্রসবান্তে তদ্দিবসেই ৩।৪ ক্রোশ পথ চলিয়াছে, এমত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নিয়মাতিচারি ধনাঢ্য লোকদিগের পরিবারে এপ্রকার বিষয় দুর্ঘট বটে, কিন্তু দুঃখি লোকদিগের মধ্যে এ সকল ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটে। যখন এরূপ অনায়াস-সাধ্য প্রসবের ভূরি ভূরি স্থল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন যে আমেরিকা খণ্ডের পূর্ব্বতন জাতীয় স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের সহিত বন পর্য্যটন করিতে করিতে কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়া সন্তান প্রসব করে, এবং তাহাকে পৃষ্ঠদেশে সংস্থাপন পূর্ব্বক অবিলম্বে স্বামিদিগের সমভিব্যাহারিণী হইয়া ভ্রমণ করিতে থাকে, এসকল বৃত্তান্ত অবশ্য বিশ্বাস করা যাইতে পারে।"

লারেন্স সাহেব কহেন* "পর্য্যাটকেরা ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করিয়া থাকেন, যে আমেরিকার আদিম লোক, নিগ্রো ও অন্যান্য অসভ্য জাতীয় স্ত্রীদিগের অত্যল্প প্রসব বেদনা হয়। সামান্য ও লঘু আহার ও ক্রমাগত পরিশ্রম দ্বারা তাহারদের শরীর দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হয়, এপ্রযুক্ত তাহারা সাতিশয় ভোগশালি অলস মনুষ্যদিগের ভোগ্য ভূরি ভূরি ক্লেশ প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু ঐ ভোগাসক্ত সভ্য লোকের মধ্যেও ইতর জাতীয় বহু-পরিশ্রমি স্ত্রীদিগের প্রসব সময়ে পূর্ব্বোক্ত অসভ্য জাতীয় অবলাদিগের ন্যায় অত্যল্প ক্লেশ ঘটিয়া থাকে।"

দক্ষিণ আমেরিকাতে আরৌকেনিয় † নামে একদেশ আছে, তথাকার স্ত্রীলোকেরা প্রসবান্তে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তি নদীতে অবতরণ করিয়া আপনার ও সন্তানের অঙ্গ প্রক্ষালন করে, এবং তৎপরে আপনার নিয়মিত কর্ম্ম সম্পাদন করিতে গমন করে।

প্রসব হইতে কষ্ট হইলে সে স্থলে সিম্‌সন সাহেব ‡ এক প্রকার ঔষধ ¶ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে বেদনার ঐকান্তিক নিবৃত্তি হয়। তিনি সহজ প্রসবের স্থলেও ঐ ঔষধ প্রয়োগের পরামর্শ দেন। যদি তিনি এবিষয়ে কৃত-

* In his Pricniples of the criminal Law of Scotland.

† Aberdeen

* In his Lectures on Physiology, Zoology, and the Natural History of man. 1822. Vol. 2nd. p. 190.

† Stevenson's Twenty years Residence in South America. Vol. 1. p. 9.

‡ Professor Simpson of Edinburgh.

¶ Sulphuric ether.

কার্য্য হয়েন, তবে প্রসব বেদনার বিস্তর নিবারণ হইবেক। ইহাতে সর্ব্ব-দুঃখ-নিবারক ও সর্ব্ব-সুখ-দায়ক পরম কারুণিক পরমেশ্বরের ভক্তিতে কাহার চিত্ত আর্দ্র না হইবে, ও কৃতজ্ঞতা রসে দ্রবীভূত না হইবে? অতএব ইহা সম্যক্ সম্ভাবিত বটে, যে মনুষ্য নিজ প্রকৃতি গুণে যাবজ্জীবন বল, স্বাস্থ্য, ও শারীরিক ও মানসিক সুখ প্রাপ্ত হইতে পারেন। তথাপি কি কারণে এই সমস্ত শুভ সাধন না হইতেছে, তাহার অনুসন্ধান কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, যে বীজ সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ ও সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্ন না হইলে তদুৎপন্ন বৃক্ষ বা প্রাণী সুন্দররূপ সতেজ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয় না। ক্ষত, বা নিস্তেজ, বা জীর্ণ বীজ বপন করিলে তদুৎপন্ন বৃক্ষও তেজোহীন হয়, ও অবিলম্বে নষ্ট হইয়া যায়। মনুষ্যাদি যাবতীয় প্রাণির বিষয়েও এনিয়মের কিছু ইতর বিশেষ নাই। মনুষ্যেরা কি এ নিয়ম প্রতিপালন করিতেছেন? পালন করা দূরে থাকুক, তাঁহারা একাল পর্য্যন্ত তাহার সত্তাও স্পষ্ট রূপে নিরূপিত করিতে পারেন নাই। যদিও অস্পষ্ট রূপে জ্ঞাত হইয়াও থাকেন, তথাপি প্রতিপালনের আবশ্যকতা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন নাই। এনিয়মের অজ্ঞান ও অবহেলন বশতঃ কত কত অল্প বয়স্ক, দুর্ব্বল, রোগাক্রান্ত, ও জরাগ্রস্ত ব্যক্তি বিবাহ করিয়া ক্ষীণজীবি সন্তান উৎপন্ন করে। তাহারা কি নির্ব্বোধ! কি নির্দ্দয়! তাহারদিগের কিছু মাত্র স্নেহ নাই। তাহারা একবার ভাবে না, যে তাহারদের সন্তানেরাও পৈতৃক ও মাতৃক গুণের অধিকারি হইবেক, রোগার্ত্ত ও নিস্তেজ শরীর প্রাপ্ত হইয়া চিরজীবন অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবেক ও অচিরাৎ কালগ্রাসে পতিত হইবেক। কেবল মূঢ়তা ও ইতর প্রবৃত্তির প্রাবল্যই ইহার মূলীভূত কারণ। বিবেচনা করিলে যাহারা ঈশ্বরের নিয়মে অশ্রদ্ধা করে, ও তিনি ঐ নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল স্বরূপ দুঃখ নিয়োজন করিয়া তদ্দ্বারা মনুষ্যের বিবাহ সংস্কার বিষয়ে যেরূপ বিধি ও উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাও অবহেলন করে, তাহারদের হইতেই এমত সকল ব্যাপার সম্ভাবিত হয়। বিচার করিয়া দেখিলে কাম, ও লোভই এমত অবৈধ পাণিগ্রহণের প্রধান প্রবর্ত্তক। সন্তানের ক্ষীণতা ও যাতনা ও পিতা মাতার উৎকণ্ঠা ও শোক এই অকর্ত্তব্য কর্ম্মের সমুচিত ফল। দুর্ভাগ্য বঙ্গ ভূমি এ বিষয়ের সম্যক্ উদাহরণ স্থল। যে স্থানে পিতা মাতা সচেষ্টিত হইয়া দশবর্ষীয় বালকের, এবং অতি ক্ষীণজীবি চিররোগি সন্তানেরও বিবাহ দেন, এবং যে স্থানে কন্যা ক্ষিপ্ত ও মহারোগে গ্রস্ত হইলেও কলঙ্ক ভয়ে তাহাকে পাত্রস্থ করিতে হয়, সে স্থানের লোক যে এমত নির্বীর্য্য, অসমর্থ ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছে ইহা আশ্চর্য্য নহে। যাহা হউক, ইহা স্থির জানা উচিত, যে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিয়মের প্রতিপালনেই সুখ ও লঙ্ঘনেই দুঃখ।

অন্ন গ্রহণ, জ্যোতি ও বায়ু সেবন, যথাযোগ্য বস্ত্র পরিধান, ইত্যাকার জড়পদার্থ-ঘটিত ব্যাপার দ্বারা শরীরকে সবল ও স্বস্থ করিতে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই সমুদায় বিষয় যথোচিত রূপে সম্পন্ন করা দ্বিতীয় শারীরিক নিয়ম। কিন্তু মনুষ্যেরা কোন কালে এনিয়ম সুচারু রূপে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। নিয়ম না জানিলে তদনুসারে কার্য্য করা কখনই সম্ভাবিত নহে। আমারদের শারীরিক প্রকৃতির তত্ত্বানুসন্ধান না করিলে কিরূপে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়? শারীরস্থান* ও শারীরিক নিয়ম প্রথম নিয়মে শিক্ষা না করিলেই বা কি প্রকারে শারীরিক প্রকৃতি জানা যাইতে পারে? আর বাহ্যবস্তু সমুদায়ের সহিত শরীরের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা অবগত হওয়া উচিত, এবং তৎ সাধনার্থে ঐ সকল বস্তুর সত্তা ও গুণ সমুদায় জ্ঞাত হওয়া ও পরীক্ষা দ্বারা মানব দেহের সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ করা

---

* Anatomy যে বিদ্যা দ্বারা শরীরের অঙ্গ রচনাদি জ্ঞাত হওয়া যায়, বৈদ্যক শাস্ত্রে তাহার নাম "শারীরস্থান" বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

কর্ত্তব্য। আমরা এই সমুদায় বিষয় যত সম্পন্ন করিতে পারিব, ততই পরমেশ্বর আমারদের শারীরিক কার্য্য সাধন ও সুখ বিধান নিমিত্ত যে সমস্ত শুভ-কর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা নিরূপণ করিতে সমর্থ হইব, এবং ততই তাঁহার পরাৎপর মঙ্গলকর পরম-সুখ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া অপার আনন্দ নীরে নিমগ্ন হইব।

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

পৌলোমপর্ব্ব—অষ্টম অধ্যায়

৭৪ সংখ্যক পত্রিকার ১০০ পৃষ্ঠের পর

সূত কহিলেন ভৃগু পুত্র চ্যবন সুকন্যা গর্ভে প্রমতি নামে অতি তেজস্বী তনয় উৎপাদন করিলেন; এবং প্রমতিও ঘৃতাচী গর্ভে রুরু নামক ও রুরুও প্রমদ্বরা গর্ভে শুনক নামক পুত্র জন্মাইলেন। সেই সুপ্রসিদ্ধ মহাতেজাঃ রুরুর আদ্যোপান্ত তাবৎ বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণন করিব, হে ঋষি প্রবর শৌনক! শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে স্থূলকেশ নামে বিখ্যাত, সর্ব্ব ভূত হিতকারী, তপঃ পরায়ণ, বিদ্যাবান্ এক মহর্ষি ছিলেন। সেই সময়ে গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু সহযোগে মেনকা নাম্নী অপ্সরা গর্ভবতী হইয়াছিল। নির্লজ্জা নির্দ্দয়া মেনকা যথাকালে স্থূলকেশাশ্রমে উপস্থিত হইয়া তথায় গর্ভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নদীতীরে প্রস্থান করিল। সেই গর্ভে এক পরম সুন্দরী কন্যা জন্মিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি স্থূলকেশ তথায় উপস্থিত হইয়া সেই দেবকন্যা সদৃশী সদ্যঃ প্রসূতা কন্যাকে অসহায়িনী পরিত্যক্তা দেখিয়া অত্যন্ত করুণাবিষ্ট হইলেন, আর তাহাকে কন্যা স্বরূপে পরিগ্রহ করিয়া স্বসন্তান নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং যথাক্রমে বিধিপূর্ব্বক তাহার জাতকাদি সমস্ত ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেন। কন্যা সেই শুভপ্রদ আশ্রমপদ মধ্যে দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই কন্যা রূপে গুণে ও শীলে সকল প্রমদা অপেক্ষা বরা অর্থাৎ উত্তমা হইল, এই নিমিত্ত মহর্ষি তাহার নাম "প্রমদ্বরা" রাখিলেন।

এক দিবস প্রমতি নন্দন রুরু আশ্রম বাসিনী প্রমদ্বরাকে নয়ন গোচর করিয়া মদন বাণে আহত হইলেন এবং স্বীয় প্রিয় বয়স্য গণ দ্বারা নিজ মনোরথ আপন পিতার গোচর করিলেন। তদনুসারে প্রমতি স্থূলকেশ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আপন পুত্রার্থে সেই কন্যা প্রার্থনা করিলেন। স্থূলকেশ ফল্গুনী নক্ষত্রে বিবাহের দিন স্থির করিয়া রুরুকে প্রমদ্বরা প্রদান করিলেন।

বিবাহের কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে এক দিন প্রমদ্বরা সখীগণ সমভিব্যাহারে ক্রীড়া করিতেছিল; তাহার ক্রীড়া স্থানে এক সর্প সুপ্ত পতিত ছিল। আসন্নমরণা প্রমদ্বরা অজ্ঞাতসারে সেই সর্পের উপর পদার্পণ করিল এবং সর্প কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিষাক্ত দশন দ্বারা দংশন করিবা মাত্র বিশ্রী বিবর্ণা বিচেতনা ও মুক্তকেশা হইয়া ভূতলে পতিতা হইল। তদ্দর্শনে তদীয় বন্ধুগণ নিরানন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু সে এইরূপে গত জীবনা ও শ্রীহীনা হইয়াও পুনর্ব্বার রমণীয় দর্শনা হইয়া সুপ্তার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ফলতঃ প্রমদ্বরা পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর মনোহরা হইল।

এইরূপে ভূতল পতিতা গতপ্রাণা প্রমদ্বরাকে তাহার পিতা ও অন্যান্য তপস্বিগণ অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বস্ত্যাত্রেয়, মহাজানু, কুশিক, শঙ্খমেখল, উদ্দালক, কঠ, শ্বেত, ভরদ্বাজ, কৌণকুৎস্য, আর্ষ্টিষেণ, গৌতম ও পুত্র-সহিত-প্রমতি এবং অন্যান্য বনবাসি তপস্বিগণ অনুকম্পা পরবশ হইয়া তথায় সমাগমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যাকে ভুজঙ্গ বিষ প্রভাবে কালগ্রাসে পতিতা দেখিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। রুরু তদ্দর্শনে পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর কাতর হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

নবম অধ্যায়

সৌতি কহিলেন সেই সমস্ত মহাত্মা

ব্রাহ্মণ গণ তথায় উপবিষ্ট হইলে রুরু নিতান্ত দুঃখিত হইয়া গহন বন প্রবেশ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং শোকাভিভূত হইয়া কাতর বচনে বহুতর বিলাপ করত স্বীয় প্রিয়া প্রমদ্বরাকে স্মরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন "এক্ষণে আমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে যে আমারও বান্ধব গণের শোকোদ্দীপন কারিণী সেই কৃশাঙ্গী ভূশয্যায় শয়ন করিয়া আছে, যদি আমি দান, তপস্যা অথবা গুরু জনের আরাধনা করিয়া থাকি তবে আমার প্রিয়া পুনর্জ্জীবিতা হউক; আমি জন্মাবধি সংযত হইয়া নানা ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছি এক্ষণে সেই পুণ্য বলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী প্রমদ্বরা অবিলম্বে মৃত্যু শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করুক"।

এইরূপে অরণ্য মধ্যে রুরুকে ভার্য্যার্থে দুঃখিত ও বিলাপ পরায়ণ অবলোকন করিয়া দেবদুত তৎসমীপে সমাগমন পূর্ব্বক কহিলেন "হে ধর্ম্মাত্মন্ রুরো! তুমি দুঃখিত হইয়া যাহা বাসনা করিতেছ তাহা অসম্ভব; যেহেতু মনুষ্য মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইলে পুনর্জ্জীবিত হয় না। গন্ধর্ব্বের ঔরস ও অপ্সরার গর্ভ সম্ভূতা এই কন্যার আয়ুঃশেষ হইয়াছে। অতএব বৎস! বৃথা শোকে অভিভূত হইও না। কিন্তু মহাত্মা দেবতারা পূর্ব্বে ইহার এক উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন যদি তাহা করিতে চাহ পুনর্ব্বার প্রমদ্বরাকে পাইতে পার।" রুরু কহিলেন হে দেবদুত! দেবতারা কি উপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যথার্থ বল; আমি শুনিবা মাত্র তদনুযায়ি কার্য্য করিব; বিলম্ব করিও না; ত্বরায় ব্যক্ত করিয়া আমার পরিত্রাণ কর"। দেবদূত কহিলেন "হে ভৃগুনন্দন! তুমি স্বভার্য্যা প্রমদ্বরাকে স্বীয় আয়ুর অর্দ্ধভাগ প্রদান কর তাহা হইলেই সে পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইবেক। রুরু কহিলেন "আমি প্রমদ্বরাকে আয়ুর অর্দ্ধ প্রদান করিতেছি সে 'পুনর্জ্জীবিত হউক'। তখন গন্ধর্ব্বরাজ ও দেবদূত উভয়ে ধর্ম্মরাজের নিকটে গিয়া নিবেদন করিলেন হে ধর্ম্মরাজ যদি আপনি অনুমতি করেন তবে রুরুর ভার্য্যা মৃত প্রমদ্বরা তদীয় অর্দ্ধ আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্জ্জীবিতা হন" ধর্ম্মরাজ কহিলেন হে দেবদূত! যদি তোমার ইচ্ছা হয় রুরুপত্নী প্রমদ্বরা রুরুর অর্দ্ধ আয়ুঃ পাইয়া পুনর্জ্জীবিতা হউক"। দেবরাজ এইরূপ কহিবামাত্র বরবর্ণিনী * প্রমদ্বরা রুরুর অর্দ্ধ আয়ুঃ লাভ করিয়া সুপ্তোত্থিতার ন্যায় মৃত্যু শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিল।

ভবিষ্য বৃত্তান্তে ইহা দৃষ্ট হইয়াছে যে ভার্য্যার্থে মহাতেজস্বী রুরুর এইরূপে অর্দ্ধ আয়ুঃ লুপ্ত হইয়াছিল।

এই রূপে রুরুর অর্দ্ধ আয়ুঃ লাভ দ্বারা প্রমদ্বরার পুনর্ব্বার জীবন প্রাপ্তি হইলে তাহাদের পিতারা পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া শুভ দিবসে উভয়ের উদ্বাহাবধি সমাধান করিলেন; তাঁহারাও পরস্পর হিতৈষী হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। রুরু এবম্প্রকারে দুর্লভা ভার্য্যা লাভ করিয়া সর্প কুল ধ্বংসার্থে প্রতিজ্ঞা করিলেন। সর্প দর্শন মাত্র কোপ পরতন্ত্র হইয়া শস্ত্র প্রহার দ্বারা তাহার প্রাণ সংহার করেন। এইরূপে সর্প বধ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া এক দিবস মহাবন প্রবেশ পূর্ব্বক অবলোকন করিলেন এক অতিবৃদ্ধ জীর্ণকায় ডুণ্ডুভ † শয়ন করিয়া আছে. অনন্তর তিনি কাল দণ্ড সম দণ্ড উদ্ধৃত করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইবা মাত্র ডুণ্ডুভ কহিল হে তপোধন! আমি তোমার কোন অপরাধ করি নাই; তবে তুমি কেন অকারণে রোষাবেশ পরবশ হইয়া আমার প্রাণ বধের উদ্যম করিতেছ।

দশম অধ্যায়।

রুরু কহিলেন "হে উরগ এক দুষ্ট ভুজঙ্গ আমার প্রাণ সমা ভার্য্যাকে দংশন করিয়াছিল; তদবধি আমি সর্প বধ বিষয়ে এই অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে "দর্শন মাত্র সর্পের প্রাণ দণ্ড করিব;" সেই নিমিত্ত অদ্য আমি তোমার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছি"। ডুণ্ডুভ কহিল

---

* অত্যুৎকৃষ্টা স্ত্রী।

† ঢোঁড়া সাপ।

"হে তপোধন! যাহারা মনুষ্যকে দংশন করে সে সকল সর্প স্বতন্ত্র জাতি; ডুণ্ডুভেরা সে রূপ নহে; অতএব সর্পের নামগন্ধ পাইয়া নিরাপরাধে ডুণ্ডুভদিগের প্রাণ হিংসা করা তোমার উচিত নহে। ডুণ্ডুভদিগের প্রবৃত্তি ও সুখভোগ অন্যান্য সর্পের সমান নহে; কিন্তু অনর্থ ঘটনা ও দুঃখ ভোগের সময় সমান ভাগী; অতএব তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া এতাদৃশ হতভাগ্য ডুণ্ডুভদিগের হিংসা করিও না।

রুরু সর্পের এই যুক্তি যুক্ত কাতর উক্তি শ্রবণে তাহাকে ডুণ্ডুভ নিশ্চয় করিয়া তাহার প্রাণ বধ করিলেন না অনন্তর প্রশান্ত বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন হে ভুজগ! তুমি কে, কি নিমিত্তই বা তুমি সর্প যোনি প্রাপ্ত হইয়াছ বল। ডুণ্ডুভ কহিল পূর্ব্ব কালে আমি সহস্র পদ নামে ঋষি ছিলাম, পরে ব্রহ্মশাপে ভুজগত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা শুনিয়া রুরু কহিলেন হে ডুণ্ডুভ! ব্রাহ্মণ কি কারণে কুপিত হইয়া তোমাকে শাপ দিয়াছেন এবং আর কত কালেই বা তোমাকে এই কলেবরে কাল যাপন করিতে হইবেক, ইহার সবিশেষ শুনিতে বাসনা করি।

একাদশ অধ্যায়।

ডুণ্ডুভ কহিল পূর্ব্বকালে খগম নামে এক সত্যবাদী তপোবীর্য্য-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ আমার বাল্যকালের সখা ছিলেন। এক দিবস তিনি অগ্নিহোত্রানুষ্ঠানে সাতিশয় ব্যাসক্ত আছেন, এমত সময়ে আমি বাল স্বভাব সুলভ কৌতুহল পরতন্ত্র হইয়া তৃণ দ্বারা এক ভুজঙ্গম নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করাতে তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন; কিন্তু চেতনা প্রাপ্তি হইলে কোপানলে দগ্ধ হইয়া কহিলেন আমাকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত যাদৃশ নির্বীর্য্য সর্প নির্ম্মাণ করিয়াছ আমার শাপে তুমি তাদৃশ সর্প হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে। আমি তাঁহার তপস্যার প্রভাব অবগত ছিলাম; অতএব অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলাম "ভ্রাতঃ! আমি সখা বলিয়া পরিহাস করিবার নিমিত্ত হাসিতে হাসিতে এই কর্ম্ম করিয়াছি; এক্ষণে ক্ষমা করিয়া শাপ নিবারণ কর"।

খগম আমাকে এইরূপ নিতান্ত কাতর দেখিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যাকুল চিত্তে কহিলেন "দেখ আমি যাহা কহিয়াছি কোনক্রমেই তাহার অন্যথা হইবেক না; তবে এখন যাহা কহি অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া সর্ব্বকাল স্মরণ করিয়া রাখিবে। মহর্ষি প্রমতির রুরু নামে এক পরম পবিত্র পুত্র জন্মিবে; তাঁহার দর্শনে তোমার শাপ মোচন হইবেক।" আপনি রুরু নামে খ্যাত ও প্রমতিরও আত্মজ বটেন। আপনার দর্শন পাইয়াছি এক্ষণে স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে হিতোপদেশ দিতেছি শ্রবণ করুন।

শাপভ্রষ্ট সহস্রপদ ইহা কহিয়া ডুণ্ডুভ রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্বীয় ভাস্বর স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন এবং কহিলেন হে মহাপ্রভাব সর্ব্ব জীবশ্রেষ্ঠ রুরো! অহিংসা পরম ধর্ম্ম; অতএব ব্রাহ্মণের কখন কোন প্রাণি হিংসা করা উচিত নহে। বেদের আদেশ এই যে ব্রাহ্মণ সদা প্রশান্ত চিত্ত, বেদ বেদাঙ্গবেত্তা ও সর্ব্বভূতের অভয় প্রদ হইবেন। অহিংসা, সত্য বচন, ক্ষমা ও বেদ ধারণ ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম্ম। আপনি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন করা বিধেয় নহে। দণ্ড ধারণ উগ্র স্বভাবতা ও প্রজাপালন এ সকল ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। দেখুন পূর্ব্বকালে জনমেজয়ের যজ্ঞে সর্প কুলের হিংসা আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু তপঃপ্রভাব সম্পন্ন বেদ বেদাঙ্গ পারগ দ্বিজশ্রেষ্ঠ আস্তীক মহাশয় হইতে ভয়ার্ত্ত সর্পদিগের পরিত্রাণ হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়

রুরু কহিল হে দ্বিজোত্তম কি নিমিত্ত রাজা জনমেজয় সর্পহিংসা করিয়াছিলেন কি নিমিত্তই বা দ্বিজ শ্রেষ্ঠ ধীমান্ আস্তীক তাহারদিগের পরিত্রাণ করিলেন, আমি তাহা সবিস্তর শুনিতে বাসনা করি। কিন্তু "আপনি ব্রাহ্মণ দিগের প্রমুখাৎ মহাফল প্রদ আস্তীক চরিত্র আদ্যোপান্ত শ্রবণ

করিবেন” এই বলিয়া সেই ঋষি অন্তর্ধান করিলেন। রুরু অন্তর্হিত ঋষির অন্বেষণে আসক্ত হইয়া সমস্ত বন ভ্রমণ করিলেন; পরিশেষে একান্ত ক্লান্ত, মোহবশ ও বিচেতন প্রায় হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তর লব্ধ চেতন হইয়া নিরন্তর ঋষিবাক্য চিন্তা করিতে করিতে আশ্রমে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজ জনক সন্নিধানে সমুদায় নিবেদন করিলে তিনি তাঁহাকে সম্পূর্ণ আস্তীকোপাখ্যান শ্রবণ করাইলেন।

ইতি সর্পসত্র প্রস্তাবনা নামক
পৌলোম পর্ব্ব সমাপ্ত।

অপূর্ব্ব পুরের অবৈতনিক পাঠশালা

এই পত্রিকায় বারম্বার প্রকাশ করা গিয়াছে, যে বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলন ব্যতিরেকে এদেশে সাধারণ রূপে বিদ্যা প্রচার হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব এবিষয়ে কুত্রাপি কাহারও যত্ন দেখিলে পরম আপ্যায়িত হওয়া যায়। সিংহুর ও তৎপার্শ্ব বর্ত্তি কোন কোন গ্রামের কতিপয় ভদ্র লোক ঐক্য হইয়া অপূর্ব্বপুরে এক বাঙ্গলা পাঠশালা সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং আপনারদিগের সাধ্যানুসারে তত্রস্থ বালকদিগকে শিক্ষা প্রদানার্থে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ঐ পাঠশালার বিবরণ পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া গেল, যে ১৭৭২ শকের ১বৈশাখে তাহা সংস্থাপিত হয়, অত্যল্প কালেই প্রায় ১০০ একশত বালক তথায় পাঠার্থে নিযুক্ত হয়, এবং সম্বৎসরের মধ্যে আর একশত ছাত্র বৃদ্ধি হয়। সমুদায়ে দশ শ্রেণী আছে, তাহার প্রধান প্রধান শ্রেণীর ছাত্রেরা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংস্কৃতও শিক্ষা করে। পাঠশালার কর্ম্ম সম্পাদনার্থে সৌহৃদ্যজনিকা নামে এক সভা হইয়াছে, এবং ঐ সভার কার্য্য নির্ব্বাহার্থে অধ্যক্ষ, কর্ম্মাধ্যক্ষ প্রভৃতি কয়েক জন কর্ম্মচারি নিযুক্ত আছেন। ঐ ব্যতিরেকে এক পুস্তকাগার স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া পুস্তক সংগৃহীত হইতেছে। বস্তুতঃ ঐ সভার ও তৎ সংক্রান্ত পাঠশালার নিয়ম ও বিবরণ পুস্তকে তত্রৎ সংস্থাপকদিগের সম্যক্ হিতাভিলাষ ও ঔদার্য্য স্বভাব প্রকাশ পাইতেছে। যাহাতে গ্রামস্থ লোকের পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ না থাকে, তাহারও চেষ্টা করা ঐ সভার এক প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহারা শেষোক্ত বিষয়ে কত দূর কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন তাহা এক্ষণে নিশ্চয় করা কঠিন, কিন্তু তাঁহারদের এ অভিপ্রায় অতি শুভসূচক বলিতে হইবেক। গতবর্ষে গ্রামস্থ ও দূরস্থ ১১৩ ব্যক্তি পাঠশালার অনুকূল র্থে মাসিক, বার্ষিক, বা এক কালীন দান স্বীকার করিয়াছিলেন। যদিও অধ্যক্ষদিগের ইচ্ছানুযায়ি ধন সংগ্রহের উপায় নাই, তথাপি তাঁহারদের স্বীয় যত্নে ও উৎসাহে ক্রমে ক্রমে পাঠশালার উন্নতি হইয়া আসিতেছে। ইহা প্রসিদ্ধ আছে, যে বিদ্যালয়ের স্বকায় আয় দ্বারা ব্যয় নির্ব্বাহ হইলে তাহার স্থায়িত্বের অধিক সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমারদের দেশীয় লোক এমন নিঃস্ব হইয়াছে, যে পাঠশালার ছাত্রদিগের নিকট অত্যল্প বেতন গ্রহণের পরামর্শ দিতেও শঙ্কা হয়। সাংঘাতিক গ্রামস্থ লোকের পরস্পর ঐক্য হইয়া যথা শক্তি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদান পূর্ব্বক এ প্রকার শুভ কার্য্য সাধনে মনোযোগি হওয়া পরম মঙ্গলের চিহ্ন। বিশেষতঃ তাঁহারা যে বারোয়ারি পূজা ও বিবাহোপলক্ষে ধন নিষ্পীড়নের কুপ্রথা সমস্ত রহিত করিয়া এই নিয়ম করিয়াছেন, যে “তৎপরিবর্ত্তে পাঠশালার নিমিত্তে বর ও কন্যা কর্ত্তার নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ লওয়া যাইবেক” ইহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। যদি অন্যান্য গ্রামের লোকে তাঁহারদের এই সাধু দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তি হয়, এবং কায় মনোবাক্যে তদনুযায়ি অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হয়, তবে বাঙ্গলাদেশের প্রভূত হিতোন্নতি হইতে পারে, অন্ততঃ বিদ্যাশিক্ষা করা যে

মনুষ্য মাত্রেরই অত্যাবশ্যক, ইহা অবিলম্বেই সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

ইচ্ছা থাকিলে সামান্য ব্যক্তি হইতেও উপকার দর্শে। আমারদের রাজপুরুষেরা এক শত বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপনার অনুমতি দিয়া কি হাস্যাস্পদই হইয়াছেন। বোধ করি ঐ অপূর্ব্বপুরস্থ বিদ্যালয়েও যে রূপ শিক্ষা হইয়া থাকে, তাঁহারদের শত পাঠশালার কোন পাঠশালায় সেরূপও হয় না। যদি তাঁহারদের এদেশীয় লোককে বিদ্যাদান করিবার মানস থাকে, তবে ঐ পূর্ব্বোক্ত পাঠশালার উন্নতি বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করা উচিত। বাঙ্গলা ভাষানুশীলনে লোকের কি পর্য্যন্ত উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা তাঁহারা ঐ পাঠশালার দ্বারা অনায়াসে পরীক্ষা করিয়াও দেখিতে পারেন। গ্রামবাসি লোকেরা সম্যক্ উৎসাহি আছেন, তাহাতে যদি তাঁহারা অনুকূল হয়েন, তবে অবিলম্বে ঐ পাঠশালার সুন্দরউন্নতি হইতে পারে, এবং অপরাপর গ্রামের লোকেও আশাকে অবলম্বন করিয়া সেই দৃষ্টান্তের অনুগামি হইতে পারে। গত বৎসর গবর্ণমেণ্টের অধীন বিদ্যালয় সমুদায়স্থ ছাত্রগণের বার্ষিক পরীক্ষা কালে, মহানুভাব বীটন সাহেব এদেশীয় লোকের স্বজাতীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়ে যে রূপ অনুরাগ ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহার বিশিষ্ট রূপ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গলা ভাষায় বিদ্যা প্রচার দ্বারা এদেশীয় লোকের যত উপকার করিতে ও তদ্দ্বারা যে প্রকার হিতৈষিরূপে গণ্য হইতে পারিবেন, এমত আর কিছুতেই নহে; যেহেতু সাধারণ রূপে বিদ্যা প্রচার হইয়া সর্ব্ব সাধারণ লোকের কুসংস্কার সমুদায় নষ্ট হইলে অপরাপর বিষয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য অষ্টমানুবাকে অষ্টমং সূক্তং

কণ্বঋষিঃ গায়ত্রংছন্দঃ

রুদ্রোদেবতা

৫০৯

১ কদ্রুদ্রায় প্রচেতসে মীঢ়ুষ্টমায় তব্যসে। বোচেম শন্তমং হৃদে।

১ 'কৎ' কদা 'রুদ্রায়' এতন্নামকায় দেবায় 'শন্তমং' অতিশয়েন সুখকরং স্তোত্রং 'বোচেম' বয়ং ব্রূয়াম 'প্রচেতসে' প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্তায় 'মীঢ়ুষ্টমায়' সেক্তৃতমায় অভীষ্টকামবর্ষকায় ইত্যর্থঃ 'তব্যসে' অতিশয়েন প্রবৃদ্ধায় 'হৃদে' অস্মদীয়হৃদিস্থায়।

১ উৎকৃষ্ট জ্ঞান বিশিষ্ট, অভীষ্ট কাম দাতা, ও প্রবৃদ্ধ, এবং হৃদয়স্থিত রুদ্র দেবতাকে কবে আমরা আনন্দ জনক স্তব করিব।

৫১০

২ যথা নো অদিতিঃ করৎপশ্বে নৃভ্যো যথা গবে। যথা তোকায় রুদ্রিয়ং।

২ 'অদিতিঃ' ভূমিঃ 'নঃ' অস্মাকং 'রুদ্রিয়ং' রুদ্রসম্বন্ধি ভেষজং 'যথা' যেন প্রকারেণ সিধ্যতি তথা 'করৎ' করোতু কিঞ্চ 'যথা' 'পশ্বে' অস্মদীয়ায় মহিষাদিপশবে 'নৃভ্যঃ' পুরুষেভ্যঃ বিশেষেণ 'গবে' গোজাতয়ে রুদ্রিয়ং সিধ্যতি তথা করোতু কিঞ্চ 'যথা' 'তোকায়' অপত্যায় সিধ্যতি তথা করোতু।

২ রুদ্রসম্বন্ধি ভেষজ আমারদিগের যে প্রকারে সফল হয় ভূদেবতা তাহা করুন। এবং যে প্রকারে আমারদিগের পশ্বাদিতে ও পুরুষগোজাতিতে এবং সন্তানেতে সেই ভেষজ সফল হয় তাহাও করুন।

মিত্রাবরুণৌ রুদ্রোদেবতা

৫ ১১

৩ যথা নোমিত্রোবরুণোযথা রুদ্রশ্চিকেততি। যথা বিশ্বে সজোষসঃ।

৩ 'মিত্রঃ' 'বরুণঃ' চ 'নঃ' অস্মান 'যথা' যেন প্রকারেণ 'চিকেততি' অনুগ্রাহত্বেন জানাতি 'রুদ্রঃ' অপি 'যথা' চিকেততি 'সজোষসঃ' সমানপ্রীতয়ঃ 'বিশ্বে' সর্ব্বে দেবাঃ 'যথা' চিকেততি তথা ভবতু।

৩ মিত্র, বরুণ, রুদ্র, এবং সমান প্রীতি বিশিষ্ট দেবতা সকল যে প্রকারে আমারদিগকে অনুগ্রহ পাত্র বোধ করেন এমত হউক।

রুদ্রোদেবতা

৫ ১২

৪ গাথপতিং মেধপতিং রুদ্রং জলাষভেষজং। তচ্ছংযোঃ সুম্নমীমহে।

৪ 'রুদ্রং' অভিলক্ষ্য বয়ং 'শংযোঃ' বৃহস্পতিপুত্রস্য [illegible] প্রসিদ্ধং সর্বপ্রজাভ্যোহিতং 'সুম্নং' সুখং 'ঈমহে' যাচামহে কীদৃশং রুদ্রং 'গাথপতিং' স্তুতিপালকং 'মেধপতিং' যজ্ঞপালকং 'জলাষভেষজং' উদকরূপৌষধোপেতং।

৪ প্রশংসাযোগ্য, যজ্ঞ পালক, জল রূপ ঔষধ বিশিষ্ট রুদ্র দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া আমরা বৃহস্পতিপুত্রসম্বন্ধি সকল প্রজার হিত জনক সুখ প্রার্থনা করি।

৫ ১৩

৫ যঃ শুক্রইব, সূর্য্যোহিরণ্যমিব রোচতে। শ্রেষ্ঠোদেবানাং বসুঃ ।১।৩।২৬।

৫ 'যঃ' রুদ্রঃ 'সূর্য্যঃ' 'ইব' সূর্য্যবৎ 'শুক্রঃ' দীপ্তিমান্ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং 'হিরণ্যং' 'ইব' 'রোচতে' প্রীতিকরং ভবতি তথা সচ রুদ্রোপি 'দেবানাং' মধ্যে 'শ্রেষ্ঠঃ' 'বসুঃ' নিবাসহেতুশ্চ ।১।৩।২৬।

৫ যে রুদ্র দেবতা সূর্য্য সদৃশ দীপ্তিমান্, আর সুবর্ণের ন্যায় সকল মনুষ্যের প্রীতি কর হয়েন, তিনি সকল দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং নিবাসের কারণ হয়েন ।১।৩।২৬।

৫ ১৪

৬ শন্নঃ করত্যর্বতে সুগং মেষায় মেষ্যে। নৃভ্যোনারিভ্যো গবে।

৬ 'নঃ' অস্মাকং 'অর্বতে' অশ্বায় [illegible] মেষজাতিপুরুষায় 'মেষ্যে' [illegible] 'নৃভ্যঃ' পুরুষেভ্যঃ 'নারিভ্যঃ' স্ত্রীভ্যঃ 'গবে' [illegible] 'সুগং' সুখং 'শং' সুখং 'করতি' [illegible]।

৬ রুদ্রদেবতা আমারদিগের অশ্ব সকলকে ও মেষ সকলকে এবং গো সকলকে সুলভ সুখ প্রদান করেন।

সোমোদেবতা

৫ ১৫

৭ অস্মে সোম শ্রিয়মধি নিধেহি শতস্য নৃণাং। মহি শ্রবস্তুবিনৃম্ণং।

৭ হে 'সোম' দেব 'শতস্য' পুরুষাণাং [illegible] পর্য্যাপ্তা [illegible] 'অস্মে' অস্মাসু 'অধি' আধিক্যেন নিধেহি স্থাপয় তথা 'মহি' মহৎ 'তুবিনৃম্ণং' প্রভূতবলযুক্তং 'শ্রবঃ' অন্নং অধি নিধেহি।

৭ হে সোম দেবতা! তুমি শত পুরুষের পর্য্যাপ্ত শ্রী অস্মদাদিতে অধিক স্থাপন কর, এবং প্রচুরবলবিশিষ্ট মহৎ অন্ন আমারদিগকে প্রদান কর।

৮ মা নঃ সোম পরিবাধোমারাতযোজুহুরন্ত। আ নইন্দোবাজে ভজ।

৮ 'সোমপরিবাধঃ' সোমস্য পরিতোবাধকাঃ 'নঃ' অস্মান্ 'মা-জুহুরন্ত' মাহিংসন্তু তথা 'অরাতয়ঃ' শত্রু

নঃ মা 'ক্ষুধরন্। হে 'ইন্দো' সোম 'বাজে' অন্ন-বিষয়ে 'নঃ' অস্মান্ 'আ' সর্ব্বতঃ 'ভজ' সেবস্ব।

৮ সোম বাধক শত্রু সকল যেন আমারদিগকে হিংসা না করে এবং অন্য শত্রুরাও যেন বিঘ্ন না করে। হে সোম দেবতা! অন্ন বিষয়ে আমারদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর।

অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ

৫২৭

৯ যাস্তে প্রজাঅমৃতস্য পরস্মিন্ ধামন্নৃতস্য। মূর্দ্ধা নাভা সোমবেনআভূষন্তীঃ সোম বেদ ।১।৩।২৭।

৯ হে 'সোম' 'তে' তব 'যাঃ' 'প্রজাঃ' [illegible] কুর্ব্বন্তি তাঃ প্রজাঃ 'মূর্দ্ধ' শিরঃস্থানীয়স্তু [illegible] হবর্যুক্তে যজ্ঞগৃহে 'বেনঃ' কামযমানোঽস্মিন্ [illegible] মৃতস্য মরণরহিতস্য 'পরস্মিন্ ধামন্' [illegible] 'ঋতস্য' স্থিতস্য [illegible] 'সোম' 'আ' সর্ব্বতঃ [illegible] ভূষন্তীঃ 'অলং' কুর্ব্বতীঃ প্রজাঃ 'বেদ' জানীহি ।১।৩।২৭।

৯ হে সোম দেবতা! মরণরহিত ও উত্তম স্থান বাসী! যে তুমি তোমার স্তবকারী যে সকল প্রজা তাহারদিগের শিরস্বরূপ হইয়া সন্নহনযুক্ত যজ্ঞ গৃহে কামনা কর; হে সোম দেবতা! তোমার ভূষাকারী প্রজা সকলকে তুমি সর্ব্বতোভাবে জান ।১।৩।২৭।

বিজ্ঞাপন

পূর্ব্বে যে সকল অক্ষর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ব্যবহার হইত এইক্ষণে অন্য নূতন অক্ষর প্রস্তুত হওয়াতে তাহা বিক্রয় করা যাইবেক যাঁহার প্রয়োজন হয় তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে আগমন করিলে তাহার বিহিত মূল্য নির্দ্ধারিত হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দত্ত গুপ্ত মহাশয় কৃষ্ণনগর অঞ্চলের কর্ম্ম কর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তদঞ্চলের সভ্য মহাশয়েরা তাঁহার স্বাক্ষরিত অঙ্গীকার পত্র প্রাপ্ত হইলে স্বীয় স্বীয় মাসিক দাতব্য প্রদান করিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

নিম্ন লিখিত পুরাতন পুস্তক সকল অল্প মূল্যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে যাঁহার প্রয়োজন হয় তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

জ্ঞানচন্দ্রিকা	।/৹
পদার্থ বিদ্যাসার	।৵৹
বিজ্ঞানসেবধি	।৹
এব্রিজমেণ্ট গ্রামার	।৹
ইজিপ্রাইমার	৴১০
ইংলিশ রীডর নং ১	।৹
ইংলিশ স্পেলিং নং ১	৶৹
ঐ ঐ নং ২	৶৹

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

যে সকল সভ্য মহাশয়েরা নিয়মিত রূপে পত্রিকাদি প্রাপ্ত না হয়েন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্র দ্বারা অবগত করিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য একটাকা। ২৫ অগ্রহায়ণ সম্বৎ ১৯০৬। কলিগতাব্দাঃ ৪৯৫০।

সভা প্রবেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য এই পত্রিকার এক খণ্ড বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হয়েন।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য নবমানুবাকে প্রথমং সূক্তং

প্রস্কণ্বঋষিঃ অযুজোবৃহতীছন্দঃ

অগ্নির্দেবতা

৫১৮

১ অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্য। আ দাশুষে জাতবেদো বহা ত্বমদ্যা দেবাঁ উষর্বুধঃ।

১ 'অমর্ত্য' মরণরহিত 'জাতবেদঃ' জাতানাং বেদিত হে 'অগ্নে' 'ত্বং' 'উষসঃ' উষোদেবতায়াঃ সকাশাৎ 'রাধঃ' ধনং 'দাশুষে' হবির্দত্তবতে যজমানায় 'আবহ' আনীয় প্রাপয় কীদৃশং রাধঃ 'বিবস্বৎ' বিশিষ্টনিবাসোপেতং 'চিত্রং' নানাবিধং কিঞ্চ 'অদ্য' অস্মিন্ দিনে 'উষর্বুধঃ' উষঃকালে প্রবুদ্ধান্ 'দেবাঁ' দেবান্ 'আবহ' আবহ।

১ হে মরণ রহিত জাতবেদা অগ্নি! তুমি উষা দেবতার নিকট হইতে বিশিষ্ট আবাসস্থিত নানাবিধ ধন আনয়ন করিয়া হবির্দ্দাতা যজমানকে দান কর, এবং অদ্য দিবসে উষঃকালে প্রবুদ্ধ দেবতা সকলকে

যুজঃ সতোবৃহতীছন্দঃ

৫১৯

২ জুষ্টো হি দূতো অসি হব্যবাহনোঽগ্নে রথীরধ্বরাণাং। সজূরশ্বিভ্যামুষসা সুবীর্যমস্মে ধেহি শ্রবো বৃহৎ।

হে 'অগ্নে' [illegible] 'জুষ্টঃ' [illegible] 'দূতঃ' [illegible] 'হব্যবাহনঃ' [illegible] 'অধ্বরাণাং' যজ্ঞানাং 'রথীঃ' [illegible] 'অশ্বিভ্যাং' দেবতাভ্যাং 'উষসা' [illegible] সহিতো ভূত্বা 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যোপেতং [illegible] 'বৃহৎ' প্রভূতং [illegible] 'শ্রবঃ' অন্নং 'অস্মে' অস্মাসু 'ধেহি' স্থাপয়।

২ হে সকল লোক সেবিত, দেবদূত, হবির্ব্বাহক, যজ্ঞরথ ভূত অগ্নি! তুমি অশ্বিনী কুমার দ্বয়ের এবং উষাদেবতার সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে শোভন বীর্য্য বিশিষ্ট প্রচুর অন্ন প্রদান কর।

অযুজো বৃহতীছন্দঃ

অগ্নির্দেবতা

৫২০

৩ অদ্যা দূতং বৃণীমহে বসুম-

গ্নিং পুরুপ্রিয়ং। ধূমকেতুং ভাঋজীকং ব্যুষ্টিষু যজ্ঞানামধ্বরশ্রিয়ং।

৩ 'অদ্য' অদ্য অস্মিন দিনে বয়ং 'অগ্নিং' 'বৃণীমহে' প্রার্থয়ামহে কীদৃশং অগ্নিং 'দূতং' বার্ত্তাহারং 'বসুং' নিবাসহেতুং 'পুরুপ্রিয়ং' বহুনাং প্রিয়ং 'ধূমকেতুং' ধূমরূপধ্বজযুক্তং 'ভাঋজীকং' প্রসিদ্ধভাসালঙ্কৃতং 'ব্যুষ্টিষু' উষঃকালেষু 'যজ্ঞানাং' যজমানানাং 'অধ্বরশ্রিয়ং' যাগাশ্রয়ং।

৩ বার্ত্তাবহ, নিবাস কারণ, বহুপ্রিয়, ধূমধ্বজ, উত্তম প্রভালঙ্কৃত, উষাকালে যজমানের যাগ সাধক অগ্নিকে আমরা অদ্য দিবসে প্রার্থনা করি।

অয়ুজঃ সতোবৃহতীচ্ছন্দঃ।

৫২১

৪ শ্রেষ্ঠং যবিষ্ঠমতিথিং স্বাহুতং জুষ্টং জনায় দাশুষে। দেবাঁ অচ্ছা যাতবে জাতবেদসমগ্নিমীলে ব্যুষ্টিষু।

৪ 'ব্যুষ্টিষু' উষঃকালেষু 'দেবাঁ' ইন্দ্রাদীন দেবান 'অচ্ছ' অভিমুখ্যেন 'যাতবে' গন্তুং 'অগ্নিং' দেবং 'ঈলে' স্তৌমি কীদৃশং 'শ্রেষ্ঠং' অতিশয়েন প্রশস্যং 'যবিষ্ঠং' যুবতমং 'অতিথিং' সততগমনশীলং 'স্বাহুতং' সুষ্ঠু আ সমন্তাৎ হোমাধিকরণং 'দাশুষে' হবির্দত্তবতে 'জনায়' যজমানায় 'জুষ্টং' প্রীতং 'জাতবেদসং' জাতানাং বেদিতারং।

৪ অন্যান্য সকল দেবতাকে অনুকূল করিবার নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ, যুবতম, নিরন্তর গমনক্ষম, প্রশস্ত হোমাধার, হবির্দ্দাতা যজমানের প্রতি প্রীত, জাতবেদা, অগ্নিদেবতাকে উষাকালে স্তব করি।

৫২২

৫ স্তবিষ্যামি ত্বামহং বিশ্বস্যামৃত ভোজন। অগ্নে ত্রাতারমমৃতং মিয়েধ্য যজিষ্ঠং হব্যবাহন ।১।৩।২৮।

৫ 'অমৃত' মরণরহিত 'বিশ্বস্য' কৃৎস্নস্য জগতঃ 'ভোজন' পালক 'হব্যবাহন' 'মিয়েধ্য' যজ্ঞার্হ হে 'অগ্নে' 'বিশ্বস্য' 'ত্রাতারং' রক্ষকং 'অমৃতং' 'যজিষ্ঠং' অতিশয়েন যষ্টারং 'ত্বাং' 'অহং' অনুষ্ঠাতা 'স্তবিষ্যামি' স্তুতিং করিষ্যামি ।১।৩।২৮।

৫ হে অমর, সর্ব্বলোক পালক, হবির্ব্বাহক, পূজনীয় অগ্নি! তুমি সকল জগতের রক্ষক, অমৃত স্বরূপ ও সদা যাগানুষ্ঠায়ী অতএব আমি তোমার স্তব করি ।১।৩।২৮।

৫২৩

৬ সুশংসো বোধি গৃণতে যবিষ্ঠ মধুজিহ্বঃ স্বাহুতঃ। প্রস্কণ্বস্য প্রতিরন্নায়ুর্জীবসে নমস্যা দৈব্যং জনং।

৬ 'যবিষ্ঠ' যুবতম হে অগ্নে ত্বং 'সুশংসঃ' সুষ্ঠু সংশংসনীয়ঃ 'মধুজিহ্বঃ' মাদয়িতৃজিহ্বঃ 'স্বাহুতঃ' সুষ্ঠু আহূয়মান ত্বং 'গৃণতে' অস্মদভিপ্রায়ং 'অবোধি' বুধ্যস্ব। কিঞ্চ 'প্রস্কণ্বস্য' কণ্বপুত্রস্য ঋষেঃ 'জীবসে' জীবনার্থং 'আয়ুঃ' 'প্রতিরন' বর্দ্ধয়ন 'দৈব্যং' দেবসম্বন্ধিনং 'জনং' 'নমস্য' পূজয়।

৬ হে যুবার শ্রেষ্ঠ অগ্নি! তুমি যজমানের স্তবনীয় মাদক শিখা বিশিষ্ট। তুমি সুন্দর রূপে হুত হইয়া আমারদিগের অভিপ্রায় বোধগম্য কর, এবং প্রস্কণ্ব ঋষির জীবনার্থ আয়ুঃ বৃদ্ধি করিয়া দেব সম্বন্ধি জনকে পূজা কর।

৫২৪

৭ হোতারং বিশ্ববেদসং সং হি ত্বা বিশ ইন্ধতে। স আবহ পুরুহূত প্রচেতসোহগ্নে দেবা ইহ দ্রবৎ।

৭ 'হোতারং' হোমনিষ্পাদকং 'বিশ্ববেদসং' সর্ব্বজ্ঞং 'ত্বা' ত্বাং অগ্নিং 'বিশঃ' প্রজাঃ 'সং ইন্ধতে' সমিন্ধতে সম্যগ্দীপয়ন্তি 'হি' খলু। 'পুরুহূত' বহুভিরাহূত হে 'অগ্নে' 'সঃ' ত্বং 'প্রচেতসঃ' প্রকৃষ্ট

জ্ঞানযুক্তান্ 'দেবা' দেবান্ 'ইহ' কর্ম্মণি 'দ্রবং' ক্ষিপ্রং 'আবহ' আভিমুখ্যেন প্রাপয়।

৭ হে হোম নিষ্পাদক, সর্ব্বজ্ঞ, অগ্নি! সমস্ত প্রজা তোমাকে সম্যক্ রূপে প্রদীপ্ত করে! বহু কর্ত্তৃক আহূত হে অগ্নি! তুমি প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান্ দেবতা সকলকে এই কর্ম্মে শীঘ্র আনয়ন কর।

৫২৫

৮ সবিতারমুষসমশ্বিনা ভগমগ্নিং ব্যুষ্টিষু ক্ষপঃ। কণ্বাসস্ত্বা সুতসোমাস ইন্ধতে হব্যবাহং স্বধ্বর।

৮ 'স্বধ্বর' শোভনযাগযুক্ত হে অগ্নে ত্বং 'ব্যুষ্টিষু' উষঃকালেষু আহুতিরূপং অন্নং [illegible] সবিতারং 'উষসং' 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ 'ভগং' 'অগ্নিং' 'ক্ষপঃ' এতান্ দেবান্ আবহ। 'সুতসোমাসঃ' অভিষুতসোমাঃ 'কণ্বাসঃ' মেধাবিনঃ ঋত্বিজঃ হব্যবাহং হবিষঃ প্রাপকং 'ত্বা' ত্বাং 'ইন্ধতে' দীপয়ন্তি।

৮ হে শোভন যাগযুক্ত অগ্নি! তুমি উষাকালে আহুতি রূপ অন্ন উদ্দেশ করিয়া সবিত্রাদি দেবতা সকলকে আনয়ন কর, সোমাভিষবকারী কণ্বাদি মেধাবি ঋত্বিক্ সকল হবিঃ প্রাপক তোমাকে প্রদীপ্ত করে।

৫২৬

৯ পতির্হ্যধ্বরাণামগ্নে দূতো বিশামসি। উষর্বুধআবহ সোমপীতয়ে দেবাঁ অদ্য স্বর্দৃশঃ।

৯ হে 'অগ্নে' 'বিশাং' প্রজানাং 'অধ্বরাণাং' [illegible] 'পতিঃ' পালকঃ ত্বং 'দূতঃ' [illegible] অসি 'হি' খলু। 'উষর্বুধঃ' উষঃকালে প্রবুদ্ধান্ 'স্বর্দৃশঃ' সূর্য্যদর্শিনঃ 'দেবাঁ' দেবান্ 'অদ্য' অস্মিন্ দিনে 'সোমপীতয়ে' সোমপানার্থং 'আবহ' আভিমুখ্যেন প্রাপয়।

৯ হে অগ্নি! তুমি প্রজাদিগের যজ্ঞপালক দূত হইয়া থাক, অতএব উষাকালে প্রবুদ্ধ সূর্য্যদর্শি দেবতাদিগকে সোমপানার্থ যজ্ঞদিনে লইয়া আইস।

৫২৭

১০ অগ্নে পূর্ব্বা অনূষসো বিভাবসো দীদেথ বিশ্বদর্শতঃ। অসি গ্রামেষ্ববিতা পুরোহিতোঽসি যজ্ঞেষু মানুষঃ।১।৩।১২।১।

১০ হে [illegible] বিভাবসো [illegible] অগ্নে 'বিশ্বদর্শতঃ' সর্ব্বৈর্দর্শনীয়ঃ [illegible] পূর্ব্বা অতীতাঃ [illegible] অনু দীদেথ [illegible] [illegible] জনানাং রক্ষকঃ [illegible] [illegible] [illegible]

১০ হে উত্তম প্রকাশ রূপ ধনশালী অগ্নি! সকলের দর্শনীয় তুমি অতীত উষাকাল লক্ষ্য করিয়া দীপ্তি পাইয়াছ; তাদৃশ তুমি মনুষ্যের আবাসস্থানের রক্ষক হও, এবং অনুষ্ঠেয় কর্ম্মেতে বেদির পূর্ব্ব দিক্ স্থায়ী তুমি ঋত্বিক্ যজমানের হিতকর্ত্তা হও।১।৩।১২।১।

৫২৮

১১ নি ত্বা যজ্ঞস্য সাধনমগ্নে হোতারমৃত্বিজং। মনুষ্বদ্দেব ধীমহি প্রচেতসং জীরং দূতমমর্ত্ত্যং।

১১ হে 'অগ্নে' 'দেব' 'মনুষ্বৎ' মনুঃ যথা সাধনে নিধারিতবান্ এবং বয়ং 'ত্বা' ত্বাং 'নি-ধীমহি' অত্র স্থাপয়ামঃ কীদৃশং 'যজ্ঞস্য সাধনং' নিষ্পাদকং 'হোতারং' 'ঋত্বিজং' 'প্রচেতসং' প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্তং 'জীরং' শত্রূণাং বলোপাদিকরং 'দূতং' দেবানাং দূতকর্ম্মকারিণং 'অমর্ত্ত্যং' মরণরহিতং।

১১ হে অগ্নি! যেমন মনু তোমাকে যজ্ঞ স্থানে স্থাপন করেন, সেই রূপ আমরা এই যজ্ঞ স্থানে তোমাকে স্থাপিত করিতেছি। তুমি যজ্ঞ নিষ্পাদক, ঋত্বিক্ স্বরূপ,

বসন্তাদি ঋতুতে যাগ কর্ত্তা, প্রকৃষ্ট জ্ঞান যুক্ত, শত্রুবর্গের আয়ুঃ ক্ষয়কর, দেবতাদিগের দূত ও অমর।

৫২৯

১২ যদ্দেবানাং মিত্রমহঃ পুরোহিতোঽন্তরোযাসি দূত্যং। সিন্ধোরিব প্রস্বনিতাসঊর্ম্ময়োগ্নের্ভ্রাজন্তেঅর্চ্চয়ঃ।

১২ হে 'মিত্রমহঃ' মিত্রাণাং ঋত্বিজাং পূজ্য অগ্নে 'যৎ' যদা 'পুরোহিতঃ' ত্বং বেদেঃ পূর্ব্বস্যাং স্থাপিতঃ 'অন্তরঃ' দেবযজনমধ্যে বর্ত্তমানঃ সন 'দেবানাং' 'দূত্যং' দূতকর্ম্ম 'যাসি' প্রাপ্নোষি তদানীং 'অগ্নেঃ' তব 'অর্চ্চয়ঃ' দীপ্তয়ঃ 'ভ্রাজন্তে' দীপ্যন্তে 'সিন্ধোঃ' সমুদ্রস্য 'ইব' যথা 'প্রস্বনিতাসঃ' প্রকৃষ্টধ্বনিযুক্তাঃ 'ঊর্ম্ময়ঃ' তরঙ্গাঃ ভ্রাজন্তে।

১২ হে ঋত্বিক্-গণ-পূজনীয় অগ্নি! যখন তুমি বেদির পূর্ব্বভাগে স্থাপিত ও যজ্ঞস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া দেবতাদিগের দূত-কর্ম্ম সম্পাদন কর, তখন তোমার শিখা সকল সমুদ্রের গভীর ধ্বনিযুক্ত তরঙ্গ সমূহের ন্যায় দীপ্তি প্রাপ্ত হয়।

৫৩০

১৩ শ্রুধি শ্রুৎকর্ণ বহ্নিভির্দ্দেবৈরগ্নে সযাবভিঃ। আসীদন্তু বর্হিষি মিত্রো অর্য্যমা প্রাতর্যাবাণোঅধ্বরং।

১৩ হে 'শ্রুৎকর্ণ' শ্রবণসমর্থাভ্যাং কর্ণাভ্যাং যুক্ত 'অগ্নে' অস্মদীযং বচনং 'শ্রুধি' শৃণু যঃ 'মিত্রঃ' দেবঃ যঃ 'অর্য্যমা' যে চ অন্যে 'প্রাতর্যাবানঃ' প্রাতঃকালে দেবযজনং গচ্ছন্তঃ দেবাঃ তে সর্ব্বে 'সযাবভিঃ' আহবনীয়াগ্নিনা অথবা সমানগতিভিঃ অগ্নিভিঃ 'বহ্নিভিঃ দেবৈঃ' সহ 'অধ্বরং' ক্রতুং উদ্দিশ্য 'বর্হি' ষর্ভে 'আসীদন্তু' উপবিশন্তু।

১৩ হে শ্রবণ সামর্থ্য বিশিষ্ট কর্ণযুক্ত অগ্নি! তুমি আমারদিগের বাক্য শ্রবণ কর, মিত্র, অর্য্যমা ও প্রাতঃকালে যজ্ঞভূমি গামি অন্যান্য দেবতারা তোমার তুল্য গমনশীল অন্যান্য অগ্নি দেবতার সহিত যজ্ঞ ভূমিতে আগমন করিয়া দর্ভাসনে উপবেশন করুন।

৫৩১

১৪ শৃণ্বন্তু স্তোমং মরুতঃ সুদানবোঽগ্নিজিহ্বাঋতাবৃধঃ। পিবতু সোমং বরুণোধৃতব্রতোঽশ্বিভ্যামুষসা সজূঃ।১।৩।৩০।

১৪ 'মরুতঃ' দেবাঃ অস্মদীয়ং 'স্তোমং' স্তোত্রং 'শৃণ্বন্তু' কীদৃশাঃ 'সুদানবঃ' সুষ্ঠু ফলস্য দাতারঃ 'অগ্নিজিহ্বাঃ' অগ্নির্জিহ্বাস্থানীযোমুখ্যোযেষু মরুৎসু তাদৃশাঃ 'ঋতাবৃধঃ' যজ্ঞস্য বর্দ্ধকাঃ। তথা 'ধৃতব্রতঃ' গৃহীতকর্ম্মা 'বরুণঃ' দেবঃ 'অশ্বিভ্যাং' দেবাভ্যাং 'উষসা' দেবতয়া 'সজূঃ' সহ 'সোমং' 'পিবতু'।১।৩।৩০

১৪ সুন্দর ফলদাতা, অগ্নি প্রধান, যজ্ঞ বর্দ্ধক, মরুদ্দেবতা সকল আমারদিগের স্তোত্র শ্রবণ করুন, আর কর্ম্মানুষ্ঠান রত বরুণ দেবতা অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের ও ঊষা দেবতার সহিত সোমরস পান করুন।১।৩।৩০।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়

চৈতন্য সম্প্রদায়

নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের কতিপয় বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণ ব্রাহ্মণ এই নব্য সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন, তন্মধ্যে চৈতন্য, নিত্যানন্দ, ও অদ্বৈতানন্দ সর্ব্বাগ্রগণ্য।

চৈতন্যের অবতার বিষয়ে বাঙ্গলা দেশীয় বৈষ্ণবদিগের সহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদি অন্যান্য লোকের অত্যন্ত বিবাদ আছে। বৈষ্ণবেরা চৈতন্যকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার স্বীকার করিয়া তাহার প্রামাণ্যার্থে অনন্ত সংহিতার বচন বলিয়া অনেক

শ্লোক উদ্ধৃত করেন*। তাঁহারদের প্রতিপক্ষ পণ্ডিতেরা কহেন, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, এবং প্রাচীন বা নব্য সংগ্রহকারদিগের কোন গ্রন্থে চৈতন্যাবতারের প্রমাণ নাই, অতএব তাঁহাকে কোন প্রকার বিষ্ণু, বা অন্য কোন দেবতার অবতার বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না। বৈষ্ণবেরা চৈতন্য দেবের ঈশ্বরত্ব স্থাপনার্থে যেমন অনন্ত সংহিতার বচন পাঠ করেন, অনেকানেক প্রতিবাদি পণ্ডিত পশ্চাল্লিখিত তন্ত্ররত্নাকরের শ্লোক সমুদায় উদ্ধৃত করিয়া সেইরূপ তাহার নিরাস করেন; যথা

বটুক উবাচ।
হতেতু ত্রিপুরে দৈত্যে দুর্জ্জয়ে ভীমকর্ম্মণি।
তদানশং কিং তদ্বীর্য্যং ব্রূহি তৎ গণনায়ক॥
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি বদত্বো ভবতঃ প্রভো।
ত্বত্তোহি সর্ব্বধাম্নাং ত্বাং বিনা নাস্তি কশ্চন॥
গণপতিরুবাচ।
সএব ত্রিপুরো দৈত্যো নিহতঃ শূলপাণিনা।
কৃত্বা পরবাসিষ্ট আত্মানং কলৌ লিপ্তা॥
শিবধর্ম্মবিনাশায় লোকানাং মোহহেতবে।
ত্রিংশাংশং শিবভক্তানামুপাদানং বভূব হ॥
অংশেনাদ্যেন গৌরাঙ্গঃ শচীগর্ভে বভূব সঃ।
নিত্যানন্দো দ্বিতীয়েন প্রাদুরাসীন্মহাবলঃ॥
অদ্বৈতাখ্যস্তৃতীয়েন ভাগেন দ্বিজাধিপঃ।
প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে বিষ্ণুনামধরীভবেৎ॥
ততো দুরাত্মা ত্রিপুরঃ শরীরৈর্দ্বিভবাসুরৈঃ।
উপপ্লবায় লোকানাং নারায়ণমুপাদিশৎ॥
বৃষলৈর্ব্রহ্মলীস্তিশ্চ সঙ্করৈঃ পাপযোনিভিঃ।
পূরয়িত্বা মহীং কৃৎস্নাং স্বদ্বারাম্যদীপয়ৎ॥
যতো দানবাঃ ক্রূরাঃ দুষ্টাস্ত্রিপুরানুগাঃ।
মানুষং দেহমাশ্রিত্য ভেজুস্তে ত্রিপুরাংশজান্॥
মহাপাতকিনঃ কেচিদতিপাতকিনঃ পরে।
অনুপাতকিনশ্চান্যে উপপাতকিনঃ পরে॥
সর্ব্বপাপযুক্তাঃ কেচিৎ বৈষ্ণবাকারধারিণঃ।
নরস্থান বঙ্গদেশস্থ ভূত্বা মায়ান্ধবিহ্বলান্॥
প্রথমং বর্ণয়াম্যংশং সাক্ষাদ্বিষ্ণুং সনাতনং।
দ্বিতীয়মতুলং শেষং তৃতীয়ঞ্চ মহেশ্বরং॥

বটুকভৈরব ভগবান্ গণেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে ত্রিপুরাসুর হত হইলে পর তাহার আসুর তেজ নষ্ট হইল কি তাহার নাশ হইল না, আমাকে হে গণনায়ক কহ, যেহেতু তোমা ব্যতিরেকে অন্য সর্ব্বজ্ঞ নাই। তাহাতে ভগবান গণেশ কহিতেছেন, ত্রিপুরাসুর মহাদেবের দ্বারা নিহত হইয়া শিবধর্ম্ম নাশের নিমিত্ত তিন পুরের স্থানে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এই তিন রূপে অবতীর্ণ হইল, পরে নারী ভাবে ভজনের উপদেশ করিয়া ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী ও বর্ণ সঙ্করের দ্বারা পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার মহাদেবের কোপ উদ্দীপ্ত করিল, আর তাহার সঙ্গী যে সকল অসুর ছিল তাহারা মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া ঐ ত্রিপুরের তিন অবতারকে ভজনা করিল। ঐ সকলের মধ্যে কেহ কেহ মহাপাতকী, অতিপাতকী, উপপাতকী, অনুপাতকী, আর কেহ কেহ সর্ব্ব পাপযুক্ত ছিল। তাহারা বৈষ্ণব বেশ ধারণ করিয়া অনেক মনুষ্যকে ... লোককে মায়ারূপ অন্ধকারে মুগ্ধ করিয়াছে। সেই ত্রিপুরের প্রথম অংশকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু, দ্বিতীয় অংশকে শেষ স্বরূপ বলেন, তৃতীয় অংশকে মহাদেব রূপে তাহারা বিখ্যাত করিল।

উভয় পক্ষীয় পণ্ডিতেরা এই প্রকার তর্কবিতর্ক করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ বিবাদ বিসম্বাদ সত্ত্বেও গৌরাঙ্গের মত ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ওয়ার্ড সাহেব এক স্থানে কহেন, যে বাঙ্গলা দেশীয় লোকের পাঁচ ভাগের এক ভাগ* এই ধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু স্থানান্তরে ষোল ভাগের পাঁচ ভাগ বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন†। এই শেষোক্ত কথাই সম্যক্ সম্ভাবিত বোধ হয়, কিন্তু তাহার অধিকাংশ ইতর লোক। অতএব বাঙ্গলা পত্রিকায় এসম্প্রদায় ও তৎপ্রবর্ত্তক চৈতন্যের কিঞ্চিৎ বিবরণ করা অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত অপেক্ষাও প্রয়োজনীয়।

চৈতন্যের চরিত্র বিষয়ে ভূরি ভূরি গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে বৃন্দাবন দাসকৃত চৈতন্যচরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য ও প্রামাণিক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে‡। তিনি চৈতন্য-শিষ্য মুরারি গুপ্ত কৃত আদিলীলা ও দামোদর কৃত শেষ লীলা এই দুই গ্রন্থ হইতে আপন গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। আদিলীলায় চৈতন্য

---

* ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি তৈরহং।
কালেনষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যাম্যহং পুনঃ॥
কৃষ্ণশ্চৈতন্য গৌরাঙ্গো গৌরচন্দ্রঃ শচীসুতঃ।
প্রভুর্গৌরো হরির্গৌরো নামানি ভক্তিদানিমে॥
অনন্ত সংহিতা।

সংপ্রতি কোন ব্যক্তি চৈতন্যাবতার ও তাঁহার পূজাদির প্রামাণ্যার্থে কুলার্ণবীয় ঈশানসংহিতা নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন চৈতন্যভাগবতাদি অন্যান্য আধুনিক গ্রন্থও আছে।

* Ward on the Hindoos. Vol. 2. p. 175.

† Ibid. p. 448.

‡ বৃন্দাবন দাস এ সম্প্রদায়ের বেদব্যাস স্বরূপ।
নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র বৃন্দাবন দাস।
চৈতন্য লীলার তেঁহ হয় আদিব্যাস॥
চৈতন্য চরিতামৃতে অষ্টম
বিংশতি পরিচ্ছেদে।

প্রভুর গার্হস্থ্যাশ্রমের বৃত্তান্ত, শেষ লীলায় অর্থাৎ মধ্য ও অন্ত্যলীলায় তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের বিবরণ লিখিত হয়। ১৫৩৭ শকে কৃষ্ণদাস নামা এক পরম বৈষ্ণব ঐ চৈতন্য চরিত্রের সারসংগ্রহ করিয়া চৈতন্যচরিতামৃত নামক গ্রন্থ রচনা করিলেন। যদিও গ্রন্থকার ইহাকে সারসংগ্রহ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, কিন্তু এ এক বৃহৎ গ্রন্থ। ইহাতে চৈতন্য প্রভু ও তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যের চরিত্র বর্ণনা, এবং এসম্প্রদায়ের মতেরও অনেক বিবরণ আছে। ঐ গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত, কিন্তু তাহার প্রামাণ্যার্থে মধ্যে মধ্যে ভাগবত, ভগবদ্গীতা, বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি বিস্তর গ্রন্থের ভুরি ভুরি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ গ্রন্থ অনুসারে চৈতন্যের চরিত্র সংগ্রহ করা যাইতেছে।

চৈতন্য নবদ্বীপ-বাসী এক ব্রাহ্মণের পুত্র। পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা শ্রীহট্ট বাসি ছিলেন*; পরে নবদ্বীপে আসিয়া বসতি করেন। চৈতন্যের পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মাতার নাম শচী। এই প্রকার লিপি আছে, যে তিনি ত্রয়োদশ মাস মাতৃ গর্ভে বাস করিয়া ১৪০৭ শকে ফাল্গুন মাসে ভূমিষ্ঠ হয়েন†। এই প্রকার প্রবাদ আছে, যে তাঁহার জন্ম কালে চন্দ্র গ্রহণ হইয়াছিল, ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মের ন্যায় অন্যান্য নানা প্রকার অলৌকিক ব্যাপারেরও ঘটনা হইয়াছিল।

হরিবলি নারীগণ দেয় হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতূহলী॥
প্রসন্ন হৈল দশদিশা প্রসন্ন নদী জল।
স্থাবর জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল॥
আদি খণ্ডে ১৩ পরিচ্ছেদে।

চৈতন্যের শৈশব কালেই পিতৃবিয়োগ হয়, এবং তাঁহার ভ্রাতা বিশ্বরূপ তাঁহার পূর্ব্বেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন, সুতরাং তাঁহাকে নিজ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি করিয়াও স্বীয় মাতার রক্ষণাবেক্ষণার্থে কিছু কাল গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হইল। তিনি বল্লভাচার্য্যের কন্যা বিবাহ করেন, পরে ২৪ বৎসর বয়সে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ৬ বৎসর কাল মথুরাবধি পুরুষোত্তম ক্ষেত্র পর্য্যন্ত নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া স্বমতানুযায়ি কৃষ্ণোপাসনা প্রচার ও শিষ্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অবশেষে রূপ ও সনাতনকে মথুরায় প্রেরণ করিয়া, এবং অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে বাঙ্গলায় স্থাপিত করিয়া, আপনি নীলাচলে স্থিতি করিলেন। তথায় ১৮ বৎসর * অবস্থিতি করিয়া প্রেম ভক্তি প্রচার ও জগন্নাথ দেবের উপাসনা বিষয়ে প্রগাঢ় রূপে নিবিষ্ট ছিলেন, এবং এপ্রকারও বোধ হয় যে তাঁহার দ্বারা পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মহিমা

---

* শ্রীহট্ট দেশেতে ঘর উপেন্দ্র মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণ প্রধান॥
সপ্ত মিশ্র তাঁর পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর॥
জগন্নাথ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্য নাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ॥
আদি খণ্ডে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে।

† চৌদ্দ শত ছয় শকে শেষ মাঘ মাসে।
জগন্নাথ শচী দেহে কৃষ্ণের প্রকাশে॥
চৌদ্দ শত সাত শকে মাস ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥
ইত্যাদি।
আদি খণ্ডে ১৩ পরিচ্ছেদে।

* উইলসন সাহেব লিখিয়াছেন, যে চৈতন্য ৪২ বৎসর জীবিত থাকিয়া ১২ বৎসর নীলাচলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, কিন্তু চৈতন্য চরিতামৃতের সহিত তাহার ঐক্য হয় না।

চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাহাতে করিলা লীলা আদি লীলা নাম॥
চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্ল পক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করি চব্বিশ বৎসর অবস্থান।
তাহা যেই লীলা তার শেষ লীলা নাম॥
শেষ লীলা মধ্য অন্ত্য দুই নাম হয়।
লীলাভেদে বৈষ্ণব সব নাম ভেদ কয়॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন॥
তাহা যেই লীলা তার মধ্যলীলা নাম।
তার পাছে লীলা অন্ত্য লীলা অভিধান॥
আদি লীলা মধ্য লীলা অন্ত্য লীলা আর।
এবে মধ্য লীলার কিছু করিব বিস্তার॥
অষ্টাদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি শিখাইল প্রেমভক্তি॥
তার মধ্যে ছয় বর্ষ ভক্ত গণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্তাইল নৃত্য গীত রঙ্গে॥
মধ্যখণ্ডে প্রথম পরিচ্ছেদে।

বৃদ্ধি হইয়া থাকিবেক। বিশেষতঃ শেষ দ্বাদশ বৎসর কেবল কৃষ্ণানুরাগ এবং তন্নিমিত্ত উন্মাদ ও প্রলাপ প্রকাশেই যাপন করিয়াছিলেন। শেষাবস্থায় তিনি উন্মত্ত প্রায় হইয়াছিলেন। এই প্রকার আখ্যান আছে যে তিনি সমুদ্রকে যমুনা ভাবিয়া ও তদীয় শ্যামল জলে বৃন্দাবনের গোপিকাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের জলক্রীড়া দেখিয়া তাহাতে অবগাহন করিলেন। প্রেমোন্মাদ ও তপঃকাষ্ঠা দ্বারা শরীরের ভার লাঘব হওয়াতে ভাসিয়া উঠিলেন, নতুবা সেই স্থানেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইত। এক কৈবর্ত্ত জাল প্রক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে সমুদ্র তটে আনয়ন করিলেক, এবং তখন স্বরূপ ও রামানন্দ দুই শিষ্য অচৈতন্য চৈতন্য দেবকে সচৈতন্য করিলেন। এই উপাখ্যানের প্রথমাঙ্গ নিতান্ত অমূলক না হইলেও না হইতে পারে। চৈতন্য প্রভুর লীলাসম্বরণের কোন সবিশেষ বৃত্তান্ত নাই; তিনি অন্তর্হিত হইলেন, কিন্তু কি প্রকারে হইলেন তাহার কোন বিশেষ নির্দ্দেশ নাই, অতএব তাঁহার এতাদৃশ সমুদ্র প্রবেশ দ্বারা মৃত্যু ঘটনা হওয়া অসম্ভাবিত নহে। এই প্রকার লিপি আছে যে ১৪৫৫ শকে তিনি অন্তর্হিত হইয়াছিলেন *।

অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ উভয়ে বিষ্ণুর অংশাবতার†। তাঁহারা দুই জনে চৈতন্যের দুই প্রধান অঙ্গ স্বরূপ। যিনি কৃষ্ণাবতারে বলরাম, তিনিই চৈতন্যাবতারে নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতও তাঁহার মূর্ত্তি বিশেষ।

অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের কোন অলৌকিক ক্রিয়ার বর্ণনা নাই। এই প্রকার লিপি আছে, যে অদ্বৈতানন্দ চৈতন্য প্রভুর জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার অবতীর্ণ হইবার বিষয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার জন্ম কালে স্বকীয় স্ত্রীকে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। শান্তিপুরে অদ্বৈতানন্দের বাস ছিল, বোধ হয় তিনি এক জন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য মানুষ। তিনি তিন প্রভুর এক প্রভু; এখন তাঁহার সন্তানেরা শান্তিপুরে বাস করিতেছে। তাঁহার পরিবার ও নিত্যানন্দ পরিবার এ সম্প্রদায়ের প্রধান গোস্বামী। নিত্যানন্দ নবদ্বীপের এক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন; যদিও তিনি বিষয় ও সংসার সুখে আসক্ত ছিলেন*, তথাপি চৈতন্য তাঁহাকে বাঙ্গলা দেশের বৈষ্ণবদিগের উপর প্রভুত্ব পদ প্রদান করিলেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশ আছে; খড়দহের গোস্বামিরা তাঁহার সন্তান, আর বলাগড়ের গোস্বামিরা তাঁহার দৌহিত্র সন্তান। তদ্ব্যতিরেকে কবিরাজ ও আদি মহন্ত প্রভৃতি অন্যান্য গোস্বামিদের পরিবারেরাও এদেশের নানা স্থানে বাস করেন; তাঁহারাও প্রায় তত্তুল্য মান্য।

এ সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবেরা চৈতন্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ এই তিন প্রভু ব্যতিরেকে রূপ, সনাতনাদি ছয় গোস্বামিকে আদি গুরু বলিয়া স্বীকার করেন। এতৎপ্রকার অনেকানেক গোস্বামি-পরিবার

---

* শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পৃথিবীতে অবতরি।
আট চল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥
চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দ শত পঞ্চান্নে হইলা অন্তর্দ্ধান॥
আদিখণ্ডে ১৩ পরিচ্ছেদে।

† কৃষ্ণদাস কৃত চৈতন্য চরিতামৃতে ইঁহারদেরও অবতারের প্রামাণ্যার্থে কতিপয় সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥
আদিখণ্ডে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে।

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী। শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু॥
আদিখণ্ডে পঞ্চম পরিচ্ছেদে।

* কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন, যে একদা নিত্যানন্দ আর আর ভক্তদিগের সহিত বিবিধ প্রকার অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিতেছিলেন, তন্মধ্যে পুলীন নামে এক সামগ্রী ছিল। রঘুনাথ দাস তদুপলক্ষে কোন পরিহাস জনক বাক্য বলিলে নিত্যানন্দ এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন।

গোপ জাতি আমি বহু গোপ সঙ্গে।
আমি সুখ পাই এ পুলীন ভোজন রঙ্গে॥

এই পশ্চাল্লিখিত বচনও তাঁহারই উক্ত বলিয়া খ্যাত আছে।

মৎস্যের ঝোল কামিনীর কোল।
আনন্দে তোমরা সবে হরি হরি বোল॥

তাঁহারদেরই সন্তান। তাঁহারা গোকুলস্থ গোস্বামিদিগের ন্যায় বংশানুক্রমে গুরু রূপে মান্য হইয়া আসিতেছেন। এপ্রকার বোধ হয়, যে পূর্ব্বোক্ত ছয় জন গৌড়ীয় গোস্বামি মথুরায় বসতি করিয়াছিলেন; তাঁহারদের সন্তান সন্ততিরা অদ্যাপি তথায় অনেকানেক মন্দিরের অধিকারি হইয়া বাস করিতেছেন। স্থানের ঐক্য, সময়ের ঐক্য, এবং বিবিধ বিষয়ে মতের সাদৃশ্য দ্বারা ইহা অত্যন্ত সম্ভাবিত বোধ হয়, যে চৈতন্য ও বল্লভাচার্য্য স্থাপিত উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পর কোন প্রকার মূলীভূত সম্বন্ধ থাকিতে পারে। অনুমান করি, একের প্রভুত্ব নিরাকরণার্থে অন্যের উদ্ভব হইয়া থাকিবেক। পূর্ব্বোক্ত ছয় গৌড়ীয় গোস্বামির নাম, রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও গোপাল ভট্ট। রূপ সনাতন দুই ভাই বাঙ্গলা দেশের মোসলমান রাজ-প্রতিনিধির কর্ম্ম করিতেন। তাঁহারা চৈতন্যের পবিত্র ধর্ম্ম ও পরিশুদ্ধ চরিত্র দেখিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন, ও তদীয় সম্প্রদায়ের প্রধান আশ্রয় ও ভূষণ স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা উভয়ে বহু-পরিশ্রমি সুপণ্ডিত গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন। এপ্রকার প্রবাদ আছে, যে বৃন্দাবনের দুই অত্যুৎকৃষ্ট মন্দির তাঁহারদের দ্বারাই সংস্থাপিত হয়*। জীব তাঁহারদের ভ্রাতুষ্পুত্র†। তিনিও গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন, এবং বৃন্দাবনে রাধা দামোদরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাস উভয়েই গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ; জীবনের শেষ ভাগে মথুরা ও বৃন্দাবন সন্নিধানে গিয়া অবস্থিতি করেন। গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে রাধারমণের মন্দির স্থাপনা করেন; তাঁহার সন্তানেরা অদ্যাপি তাহার অধিকার ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন।

এই ষড়গোস্বামি ব্যতিরেকে শ্রীনিবাস, শ্রীস্বরূপ, গদাধর পণ্ডিত, রামানন্দ, হরিদাস প্রভৃতি বহুতর সুপণ্ডিত ও শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি চৈতন্যদেবের শিষ্য। তাঁহারা সকলেই ঐ সম্প্রদায়ের পরম মান্য। হরিদাস প্রায় নিজ গুরুর তুল্য; বাঙ্গলা দেশের স্থানে স্থানে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। তাঁহার বিষয়ে এরূপ লোক-প্রবাদ আছে, যে তিনি বহু কাল বনবাস করিয়া প্রত্যহ তিন লক্ষ কৃষ্ণ নাম জপ করিতেন। তদ্ভিন্ন আট জন কবিরাজ ও চৌষট্টি মহন্ত ছিলেন; চৈতন্যচরিতামৃত-কর্ত্তা কৃষ্ণদাস তাহার এক কবিরাজ।

শ্রীকৃষ্ণ এসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের উপাস্য দেবতা। এই মতে তিনিই স্বয়ং ভগবান্, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"। তিনি সর্ব্ব কারণের কারণ পরমেশ্বর। তাঁহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, ধ্বংস নাই। তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর রূপ ধারণ করিয়া সৃজন, পালন, সংহার করেন। তিনি ভূত ভবিষ্যৎ সমুদায় বস্তু স্বরূপ, এবং পৃথিবীর ভার মোচন ও প্রজাপালনার্থে কালে কালে অবতার, অংশাবতার, অংশাংশাবতার প্রভৃতি অনন্ত রূপ গ্রহণ করিয়া অনন্তলীলা প্রকাশ করেন। যদিও বিষ্ণুপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ অংশাংশাবতার বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, ও মহাভারতে নানা স্থানে তাঁহার কঠোর তপস্যার বিবরণ আছে, তথাপি বৈষ্ণবেরা তাঁহাকেই গ্রন্থান্তরের প্রমাণানুসারে পূর্ণাবতার করিয়া বিশ্বাস করেন। দ্বিভুজ মুরলীধর পীতাম্বর নটবর কৃষ্ণরূপ ভগবানের কূটস্থ স্বরূপ*। সেই বৃন্দাবনবাসী গোপালই

* অর্থাৎ গোবিন্দ দেব ও মদনমোহনের মন্দির। এক্ষণে ঐ উভয়ই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। গোবিন্দ দেবের মন্দিরে ১৫১২ শকের এক শিলা লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে পৃথু বংশকুলোদ্ভব মানসিংহ দেব তাহা স্থাপিত করেন। যেমন চৈতন্য চরিতামৃত দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে, যে রূপ ও সনাতন উভয়ে চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী ছিলেন, তদ্রূপ রূপ গোস্বামি কৃত বিদগ্ধ মাধবে লেখা আছে, যে তিনি ১৪৪৭ শকে অর্থাৎ চৈতন্যের পরলোক প্রাপ্তির ৮ বৎসর পরে ঐ গ্রন্থ প্রস্তুত করেন; অতএব গোবিন্দ দেবের মন্দির রূপ সনাতনের প্রতিষ্ঠিত না হইয়া মানসিংহেরই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তবে সনাতন কোন প্রকারে তাহার পরম্পরা কারণ হইতে পারেন।

† তাঁহারদের কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র।

* ৫৮ সংখ্যক পত্রিকার ২৫ পৃষ্ঠ ও ৭১ সংখ্যক পত্রিকার ৪৯ পৃষ্ঠ দেখিবে।

নবদ্বীপ বাসী গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তদনুসারে শচী-নন্দনও যশোদা-নন্দনের ন্যায় সুতরাং পূর্ণাবতার ও পরম দেবতা হইলেন। চৈতন্যচরিতামৃত-কর্ত্তা কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর অবতরণের সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। তিনি যুগধর্ম্মানুসারে বিধি ভক্তির পরিবর্ত্তে প্রেমভক্তি প্রকাশ ও হরিনাম প্রচার করণার্থে অবতীর্ণ হয়েন, কিন্তু এ তাঁহার বহিরঙ্গ কারণ, তদ্ভিন্ন এক অন্তরঙ্গ কারণ আছে। পূর্ব্বে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা লীলাছলে পরস্পর পরম সুখ সম্ভোগ করিতেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অতুল মাধুর্য্যরসানুভব করিয়া শ্রীরাধিকা যাদৃশ আনন্দ লাভ করিতেন, কৃষ্ণ তাহা অনুভব করিতে পারিতেন না। ইহাতে তিনি যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ছিলেন, এবং আপনার পরম মাধুর্য্য রসাস্বাদন নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া এবার পূর্ণশক্তি স্বরূপা রাধিকা ও পূর্ণ শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে এক দেহে মিলিত হইয়া নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হইলেন; এই হেতু তিনি রাধার ন্যায় গৌরবর্ণ হইয়াছিলেন, এবং আপনাকে রাধা স্থানীয় ভাবিয়া কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ ও প্রলাপ প্রকাশ করিতেন*।

প্রেমভক্তি এসম্প্রদায়ের সর্ব্বধন; তাহার অনুষ্ঠানে সকল ধর্ম্মের ও যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়। পুরাণে এই নির্দ্দেশ আছে, যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কহিয়াছেন কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান ও অন্যান্য শুভানুষ্ঠান দ্বারা যাহা কিছু লব্ধ হয়, আমার ভক্ত ভক্তি-যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা অনায়াসেই তৎ সমুদায় প্রাপ্ত হয়েন *। তিনি যদি স্বর্গ বা মুক্তি ও আমার বৈকুণ্ঠ ধামও প্রার্থনা করেন, তাহাও লাভ করেন। ইহাতে আর এক বিষয়েরও সম্যক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সর্ব্বজাতীয় লোকেই ভক্তির অনুষ্ঠানে সমর্থ, অতএব মোসলমান ও অন্যান্য ম্লেচ্ছ জাতি প্রভৃতি সকলেই এসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে। এপ্রকার লিপি আছে, যে স্বয়ং মহাপ্রভু এবং তাঁহার সহযোগি ভক্তেরা মোসলমানদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন; বস্তুতঃ তৎকালে আপনারদিগের দল পুষ্টির নিমিত্ত এরূপ কৌশল করা আবশ্যকও হইয়াছিল†।

হিন্দু মণ্ডলীর অন্তর্গত সকল বর্ণেই এ ধর্ম্মের অধিকারী, বিশেষতঃ উদাসীন ?

---

* আমা হইতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ মাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈনু অবতার।
প্রেম রস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার॥
রাগ মার্গে ভক্ত ভজে মোরে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইব লীলাচরণ দুয়ারে॥
আদি খণ্ডে চতুর্থ পরিচ্ছেদে।
পিতা মাতা গুরুগণ আগে অবতারি।
রাধিকার ভাববর্ণ অঙ্গীকার করি॥
নবদ্বীপে শচী গর্ভে শুদ্ধ দুগ্ধ সিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হইলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু॥
আদি খণ্ডে চতুর্থ পরিচ্ছেদে।

* যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥
ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে।

† চৈতন্য পাঁচ জন পাঠানকে মন্ত্র দিয়া বৈষ্ণব করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য "পাঠান বৈষ্ণব বলি হইল তার খ্যাতি।" "তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি।" নবদ্বীপের কাজি তাঁহার মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহাতে চৈতন্য ঘোরতর সঙ্কীর্ত্তন ও বিচার করিয়া তাহারদিগকে পরাস্ত করেন। চৈতন্য বর্ণাভিমান অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। "ঈশ্বরের কৃপা জাতি কুল নাহি মানে"। "বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিল ভোজন।" তিনি স্বীয় মতের প্রামাণ্যার্থে সংস্কৃত শ্লোকও পাঠ করিতেন যথা

শুচিসদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জ্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ॥

সদ্ভক্তি রূপ পবিত্র দীপ্তাগ্নি দ্বারা যাহার দুর্জ্জাতি-জন্য পাপ নষ্ট হইয়াছে, এমত চণ্ডাল ও জ্ঞানিলোকের আদরণীয়, আর ভক্তি-শূন্য নাস্তিক যদি বেদজ্ঞ হয়, তথাপি সে আদরের পাত্র নহে।

নমে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং॥

চতুর্ব্বেদী পণ্ডিত হইলেও আমার ভক্ত হয় না, আর চণ্ডাল যদি আমার ভক্ত হয়, তবে সেই আমার প্রিয়। তাঁহাকে দান করিবেক ও তাঁহার দান গ্রহণ করিবেক; তিনি আমার ন্যায় পূজ্য।

চৈতন্যচরিতামৃতে এই সমুদায় বাক্য এবং এরূপ অন্যান্য বচনও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৈরাগী হইলে তাঁহারদের আর কোন বিষয়ে বর্ণবিচার থাকে না। তাঁহারা সকলের সঙ্গ ও সকলের স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিতে পারেন। শুনা গিয়াছে, ভদ্র গৃহস্থেরাও প্রচ্ছন্ন ভাবে পঙ্ক্তে বসিয়া ভোজন করেন। তান্ত্রিকদিগের চক্রে ও চৈতন্যানুযায়ি বৈষ্ণবদের পঙ্ক্তে জাতি ভেদের কোন চিহ্ন থাকে না, একারণে এবং অন্যান্য কারণেও হিন্দুদিগের জাতিভ্রষ্ট হইবার আর কিছু অবশেষ নাই। অতএব এক্ষণে যে ধর্ম্মে বর্ণাচারের আবশ্যকতা আছে, তাহার অনুষ্ঠান করিবার আর সম্ভাবনা নাই।

এসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবেরা পঞ্চবিধ রসে ভক্তি যোগ করেন, যথা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মাধুর্য্য। সনক সনাতনাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যোগীন্দ্র সকলে যে রসে উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম শান্তরস। সাধারণ ভক্ত সমুদায় দাস্য ভাবে উপাসনা করেন। সখ্য ভক্তি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ভীমার্জ্জুন এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাৎসল্য রস পিতা মাতার স্নেহ স্বরূপ; নন্দ যশোদা বাৎসল্য ভাবে উদ্ধার হইয়াছিলেন। আর মাধুর্য্য রস সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, রাধিকা প্রভৃতি গোপাঙ্গনা গণ যাদৃশ রসে কৃষ্ণ সেবা করিয়াছিলেন, তাহার নাম মাধুর্য্য। স্বয়ং চৈতন্য এই শেষোক্ত রসানুভব করিয়া বাতুল হইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গভক্ত বৈষ্ণবদিগের বিষয় বিশেষে যথেষ্টাচার ও সখিভাবাদি কুৎসিত ব্যাপার সকল এই প্রেমভক্তি হইতেই উৎপন্ন হয়।

বল্লভাচারি বৈষ্ণবেরা যে প্রকার ভক্তি ভাবে কৃষ্ণ সেবা করেন, তাহার সহিত গৌরাঙ্গ ভক্তদিগের বিশেষ প্রভেদ নাই; কিন্তু এসম্প্রদায়ের গৃহস্থলোকে বল্লভাচারিদিগের ন্যায় প্রত্যহ অষ্টবার বিহিত বিধানে কৃষ্ণ সেবা করে না। বাঙ্গলার অনেক স্থানেই কেবল পূর্ব্বাহ্নে ও সায়ংকালে তাঁহার পূজা হয়, তবে কখন কখন তাঁহাদের ন্যায় অষ্ট প্রকার সেবাও হইয়া থাকে। নাম সংকীর্ত্তন এসম্প্রদায়ের পরম সাধন, এবং কলিযুগে কেবল তদ্দ্বারাই পরম পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে; অন্য সাধনের প্রয়োজন করে না।

> হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
> কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
> আদিখণ্ডে সপ্তম পরিচ্ছেদে।

তদ্ব্যতিরেকে কৃষ্ণ প্রীতিতে উপবাস, নৃত্য, ও রিপু দমনাদি চৌষট্টি প্রকার সাধনের বিধি আছে। কিন্তু গুরু-পাদাশ্রয় সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক ও শ্রেয়ঃ সাধক। অন্যান্য উপাসকের ন্যায় ইঁহারদের দেব গুরু ও ভক্তের ঐক্য জ্ঞান এবং গুরুকে আত্ম সমর্পণ ও সর্ব্বস্ব দান করা আবশ্যক, এবং তদ্ভিন্ন তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও শক্তিমান্ ও পূজ্য করিয়া মানিতে হয়।

> যোমন্ত্রঃ সগুরুঃ সাক্ষাৎ যোগুরুঃ সহরিঃ স্বয়ং।
> উপাসনাচন্দ্রামৃতে।

মন্ত্রই সাক্ষাৎ গুরু স্বরূপ, ও যিনি গুরু তিনিই স্বয়ং হরি।

> প্রথমন্তু গুরুঃপূজ্যাস্ততশ্চৈব মমার্চ্চনং।
> ভক্তনামৃতে।

অগ্রে গুরু পূজা করিয়া পশ্চাৎ আমাকে অর্চ্চনা করিবেক।

> গুরুরেব সদারাধ্যঃ শ্রেষ্ঠোমন্ত্রাদিভেদতঃ।
> গুরৌতুষ্টে হরিস্তুষ্টো নান্যথা কল্পকোটিভিঃ॥
> ভক্তনামৃতে।

সর্ব্বদা গুরু আরাধনা করিবেক। তিনি শ্রেষ্ঠ, যেহেতু গুরু ও মন্ত্রে বিশেষ নাই। গুরু তুষ্ট হইলেই হরি তুষ্ট হয়েন। নতুবা কোটি কল্প আরাধনা করিলেও হরিতুষ্ট হন না।

> হরৌরুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌরুষ্টে ন কশ্চন।
> ভক্তনামৃতে।

হরি রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণকর্ত্তা আছেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে আর কেহ নাই।

গুরু করণ বিষয়ে পাত্রাপাত্র বিবেচনাও নাই। গোস্বামির সন্তান অতি দুষ্ক্রিয়ান্বিত দুরাত্মা হউক, তথাপি তাঁহাকে গুরু রূপে স্বীকার করিতে হয়। গোস্বামিরা এই প্রকার দুর্দ্ধর্ষ গুরুত্ব পদ ও একাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া শিষ্যদের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করেন, ও নানা উপলক্ষ করিয়া তাহারদের ধন নিষ্পীড়ন করেন। রাজার রাজস্ব আদায়ের অপেক্ষা তাঁহাদের বৃত্তি আদায়ের শাসন কঠিন। তাঁহারদের শিষ্য শাসনার্থে স্থানে স্থানে ফৌজদার ও

ছড়িদার থাকে, তাহারা প্রভুদের আজ্ঞা পালনার্থে শিষ্যদিগকে বন্ধন ও প্রহার পর্য্যন্তও করিয়া থাকে। গোস্বামিদিগের এইরূপ আধিপত্য ও প্রেম ভক্তির অনুষ্ঠান এ সাম্প্রদায়িক লোকের বিষম অনর্থের মূল হইয়াছে। গোস্বামিরা অন্তঃপুর প্রবেশ করিয়া পরিবারস্থ স্ত্রীদিগকে উপদেশ করেন, যে এই স্থানকে বৃন্দাবন স্বরূপ, আপনাকে রাধিকা রূপ ও আমাকে শ্রীকৃষ্ণ রূপ ভাবনা কর। এপ্রকার উপদেশ রূপ বৃক্ষে যে প্রকার ফল সম্ভাবিত হয়, তাহা সকলেরই বিদিত আছে*।

গোস্বামিরা গৃহস্থদিগকে মন্ত্র প্রদান করিয়া উপাসনার প্রকরণ উপদেশ করেন। কিন্তু যাঁহারা জাতিকুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৌরাঙ্গ দেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারদিগকে ভেক লইতে হয়। গোস্বামিরা প্রায় ফৌজদার ও ছড়িদার দ্বারাই তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করেন। তাহারা উপস্থিত শিষ্যের মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক স্নান করাইয়া ডোর, কৌপীন, বহির্ব্বাস, তিলক, মুদ্রা, করঙ্গা বা ঘটী, এবং জপমালা ও তিকণ্ঠিকা গলমালা প্রদান করিয়া মন্ত্রোপদেশ করে, এবং তাহার স্থানে অন্যূন ১।০ দক্ষিণা গ্রহণ করে। তদ্ভিন্ন অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও চৈতন্য প্রভুর ভোগ দিতে হয়, এবং মহোৎসব করিয়া বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইতে হয়।

বিবাহেতেও এই প্রকার তিন প্রভুর ভোগ দিতে হয়, এবং গোস্বামি, ব্রাহ্মণ, ও বৈষ্ণবদিগকে মালা ও বাতাসা দিয়া বরণ করিতে হয়। পাণি গ্রহণের সময় ছড়িদার উভয়ের গলদেশে মাল্য দান করিলে পরে পরস্পর মালা পরিবর্ত্তন হয়, এবং কন্যার মস্তকে বরের সিন্দূর বিন্দু প্রদান করিতে হয়। ইহাতে গোস্বামিরা অন্যূন ১।০ দক্ষিণা এবং তদ্ভিন্ন ছড়ীদারেরাও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়। এসাম্প্রদায়িক বৈরাগীদের মধ্যে বিধবার বিবাহ হইয়া থাকে, কিন্তু জাতি বৈষ্ণবদিগকে তদনুযায়ি অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায় না।

মায়িক সংসার হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্তি সর্ব্বপ্রকার হিন্দু ধর্ম্মের পরম পুরুষার্থ। এসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবেরা দ্বিপ্রকার সদ্গতি স্বীকার করেন, ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্য লাভ পূর্ব্বক চিরন্তন স্বর্গ ভোগ, আর আনন্দময় বৈকুণ্ঠধামে* শ্রীকৃষ্ণের সহবাস। কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ ব্যক্তি এই শেষোক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি, ও সারূপ্য এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ পূর্ব্বক ভক্তি যোগ সাধন দ্বারা পরম সুখ সম্ভোগ করিতে থাকেন। কিন্তু ইহারা সাযুজ্য মুক্তির প্রাধান্য স্বীকার করেন না।

> সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য প্রকার।
> চারিমুক্তি দিয়া করেন জীবের নিস্তার॥
> ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তির তাহা নাহি গতি।
> বৈকুণ্ঠ বাহিরে হয় তা সবার স্থিতি॥
> আদিখণ্ডে পঞ্চম পরিচ্ছেদে।

সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় এ সম্প্রদায়ের মত প্রতিপাদক বিস্তর গ্রন্থ আছে। চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভু যে কোন গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এমত বোধ হয় না। কিন্তু রূপ সনাতন উভয়েই বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়া সম্যক্ রূপে সে অভাব দূর করিয়াছেন। এই প্রকার প্রবাদ আছে, যে বিদগ্ধ মাধব নাটক; ললিত মাধব, উজ্জ্বল নীলমণি, দানকেলি, কৌমুদী নামক কাব্য; বহু স্তবাবলি নামক সঙ্গীত স্তুতি গ্রন্থ; অষ্টাদশ লীলাকাণ্ড, পদ্মাবলি, গোবিন্দ বিরুদাবলি ও তাহার লক্ষণ, মথুরামাহাত্ম্য, নাটক লক্ষণ, লঘুভাগবত, ও ব্রজবিলাস

* গোস্বামি কুলোদ্ভব কোন ব্যক্তির প্রমুখাৎ জ্ঞাত হওয়া গেল, যে ভক্তের তিন অবস্থা, যথা, প্রবর্ত্তন, সাধন ও সিদ্ধি। যে স্থলে কোন স্ত্রী উপদেশ গ্রহণ করেন, সে স্থলে প্রবর্ত্তনাবস্থায় নাম ও মন্ত্র গ্রহণ হয়, সাধনাবস্থায় গুরু শিষ্যাতে ভাব ও প্রেমোদয় হয়, অবশেষে সিদ্ধাবস্থায় দুই জনে অঙ্গ সেবা দ্বারা পরস্পর পরম রসাস্বাদন হয়। এবিষয়ে দুই দল আছে, তন্মধ্যে এক দলের নাম সহজবাদি। তাঁহারা কহেন, গুরু যাবৎ তাবৎ স্বামি স্বরূপ, অতএব পরকীয় রসাস্বাদনার্থে অন্য পুরুষের সংসর্গ করিবেক।

* বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়।
মায়িক ভূতের তাঁহা জন্ম নাহি হয়॥
চিন্ময় জল সেই পরম কারণ।
যার এক কণা গঙ্গা জগৎ পাবন॥
আদিখণ্ডে পঞ্চম পরিচ্ছেদে।

বর্ণন এই সমুদয় গ্রন্থ রূপ গোস্বামির কৃত। সনাতন গোস্বামী হরিভক্তিবিলাস*, রসামৃতসিন্ধু, ভাগবতামৃত ও সিদ্ধান্তসার প্রস্তুত করেন। রসামৃতসিন্ধু ও হরিভক্তিবিলাসে ভগবানের স্বরূপ ও উপাসনার প্রকরণ লিখিত আছে। ভাগবতামৃতে এ সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য ক্রিয়ার বিবরণ আছে, আর সিদ্ধান্তসার কেবল শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধের ভাষ্য মাত্র। অপর ছয় গোস্বামির মধ্যে জীব গোস্বামী ভাগবত সন্দর্ভ, ভক্তি সিদ্ধান্ত, গোপাল চম্পু, ও উপদেশামৃত রচনা করেন। আর রঘুনাথ দাস মনঃশিক্ষা ও গুণলেশসুখর এই দুই গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। এসমুদায় সংস্কৃত গ্রন্থ। বাঙ্গলা ভাষায় রিপুদমন বিষয়ে রাগময়কোণ নামক গ্রন্থ রূপ গোস্বামির কৃত, ও কৃষ্ণভক্তি বিষয়ে রসময়কলিকা নামক গ্রন্থ সনাতন গোস্বামি কৃত বলিয়া খ্যাত আছে। অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থও এ সম্প্রদায়ের প্রামাণিক শাস্ত্র রূপে প্রসিদ্ধ আছে। যথা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি কৃত চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, স্তবমালা ও স্তবামৃতলহরী; রামচন্দ্র কবিরাজ কৃত ভজনামৃত ও শ্রীস্মরণ দর্পণ; কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত গোপী-প্রেমামৃত, এবং গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতি কৃত কৃষ্ণকীর্ত্তন। চৈতন্যচরিত্র বিষয়ে পূর্ব্বে যে সকল গ্রন্থের নামোল্লেখ করা গিয়াছে, তদ্ভিন্ন গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ও লোচন কৃত চৈতন্যমঙ্গল নামক দুই গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত গ্রন্থে চৈতন্যের শিষ্যদিগের বৃত্তান্ত লিখিত আছে। আর বাঙ্গলা ভাষায় লালদাসকৃত উপাসনা চন্দ্রামৃত, ঠাকুর দাস গোস্বামিকৃত প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, রাধামাধবকৃত পাষণ্ডদলন ও দৈবকীনন্দন কৃত বৈষ্ণব বর্দ্ধন নামক গ্রন্থ আছে। তদ্ব্যতিরেকে চৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি অন্যান্য বিস্তর গ্রন্থ আছে। ইহারদের সমুদায় প্রামাণিক গ্রন্থ একত্র করিলে স্তূপাকার হয়।

* হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ সনাতন গোস্বামিকৃত বলিয়া প্রবাদ আছে বটে, কিন্তু যে হরিভক্তিবিলাস সচরাচর প্রচলিত দেখিতে পাই, তাহা গোপাল ভট্ট কৃত।

এ সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবেরা নাসামূল অবধি কেশ পর্য্যন্ত গোপীচন্দনের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিয়া নাসাগ্রের সহিত তাহার সংযোগ করিয়া দেন। মন্দির, বাহু ও বক্ষঃ স্থলে রাধাকৃষ্ণের নামাঙ্কন করেন, কণ্ঠদেশে তুলসীকাষ্ঠের ত্রিকণ্ঠিকা মালা ধারণ করেন, এবং শত বা সহস্র সংখ্যক তুলসী-মণি গ্রথিত করিয়া জপমালা প্রস্তুত করেন। সর্ব্ব জাতীয় লোক, এবং কোন কোন স্থানের ম্লেচ্ছেরাও * এধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।

* যথা পুরুলিয়ার পর্ব্বতীয় লোক

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

আস্তীকপর্ব্ব

ত্রয়োদশ অধ্যায়

৭৬ সংখ্যক পত্রিকার ১২১ পৃষ্ঠের পর।

শৌনক কহিলেন, হে সূত-নন্দন! রাজাধিরাজ জনমেজয় কি নিমিত্ত সর্প সত্রানুষ্ঠান দ্বারা সর্পকুল সংহার করিয়াছিলেন, কি নিমিত্তই বা জিতেন্দ্রিয়াগ্রগণ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ আস্তীক মহাশয় প্রদীপ্ত হুতাশন হইতে ভুজগগণের পরিত্রাণ করিলেন, তাহা সবিশেষ সমস্ত বর্ণন কর। আর যে রাজা সর্প সত্র অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তিনি কাহার পুত্র, এবং ঐ মহাত্মা ব্রাহ্মণই বা কাহার তনয়, তাহাও তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর। উগ্রশ্রবা কহিলেন, হে দ্বিজবর! আমি আপনকার নিকট মহাফলপ্রদ আস্তীকোপাখ্যান আদ্যোপান্ত সবিস্তর বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

শৌনক কহিলেন, হে সূতকুল-তিলক! অতি যশস্বী পুরাণ ঋষি আস্তীক মহাশয়ের এই মনোরম আখ্যান শ্রবণে আমার নিতান্ত বাসনা জন্মিয়াছে। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ঋষিবর! আমার পিতা ব্যাসশিষ্য মেধাবী লোমহর্ষণ নৈমিষারণ্যবাসি ব্রাহ্মণ গণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া তাঁহার-

দিগকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রোক্ত সর্ব্ব পাপক্ষয়কারি এই পুরাণ ইতিহাস শ্রবণ করাইয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, অবিকল সেইরূপ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহর্ষি আস্তীকের পিতা জরৎকারু সাক্ষাৎ প্রজাপতি তুল্য ব্রহ্মচারী বিষয়-বাসনা-শূন্য কঠোর-তপস্যা-রত ঊর্দ্ধ্বরেতা যাযাবরাগ্রগণ্য* ধর্ম্মজ্ঞ ও ব্রত-পরায়ণ ছিলেন। সেই তপঃ-প্রভাব-সম্পন্ন মহাত্মা যত্র সায়ংগৃহ† হইয়া তীর্থ পর্য্যটন ও তীর্থস্নান করত পৃথিবী মণ্ডল ভ্রমণ করিতেন। এই রূপে বহুকাল বায়ু-ভক্ষ, নিরাহার, শুষ্ক-কলেবর ও বীত-নিদ্র হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ পূর্ব্বক দুঃসাধ্য ব্রতানুষ্ঠান করেন।

এক দিবস জরৎকারু পর্য্যটন ক্রমে কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া ঊর্দ্ধ্ব পাদ, অধঃশিরাঃ, মহাগর্ত্তে লম্বমান স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষদিগকে অবলোকন করিলেন। তদ্দর্শনে অনুকম্পা-পরবশ হইয়া তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কে? কি নিমিত্ত উশীরস্তম্ব মাত্র অবলম্বন করিয়া অবাঙ্মুখে এই গর্ত্তে লম্বমান আছেন? এই গর্ত্তে গূঢ়বাসী এক মূষিক উশীরস্তম্বের মূল প্রায় সমুদায় ভক্ষণ করিয়াছে। পিতৃগণ কহিলেন, আমরা যাযাবর নামে ঋষি, এক্ষণে বংশ লোপের উপক্রম হওয়াতে অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছি। আমরা অতি হতভাগ্য, আমারদিগের জরৎকারু নামে এক সন্তান আছে, সেই মূঢ়মতি হতভাগ্য সংসারাশ্রম-বিমুখ হইয়া কেবল তপস্যায় মনোনিবেশ করিয়াছে: পুত্রোৎপাদনার্থে দার পরিগ্রহ করিতেছে না। সুতরাং বংশলোপ উপস্থিত হওয়াতে মহাগর্ত্তে লম্বমান হইয়া আছি। আমরা জরৎকারু রূপ নাথ সত্ত্বেও অনাথ ও পাপাত্মার ন্যায় হইয়াছি। যাহা হউক, তুমি কে? কি নিমিত্ত আমারদের এই শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া অনুশোচন ও অনুকম্পা প্রকাশ করিতেছ, আমরা জানিতে বাসনা করি।

জরৎকারু পূর্ব্ব পুরুষদিগের এইরূপ কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া নিবেদন করিলেন, হে ঋষিগণ! আপনারা আমার পূর্ব্ব পুরুষ, আমারি নাম জরৎকারু, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবেক। পিতৃগণ কহিলেন, বৎস! বংশ রক্ষা এবং তোমার ও আমারদিগের পারলৌকিক মঙ্গল সম্পাদন বিষয়ে যত্নবান্ হও। পুত্রবান্ লোকদিগের যেরূপ সদ্গতি লাভ হয়, ধর্ম্ম ফল ও চির-সঞ্চিত তপোবল দ্বারা তাদৃশ হয় না। অতএব তুমি আমারদিগের নিয়োগানুসারে দারপরিগ্রহে ও পুত্রোৎপাদনে যত্নবান্ ও মনোযোগী হও, তাহা হইলেই আমারদিগের পরম মঙ্গল। জরৎকারু কহিলেন, আমি কদাপি ভোগাভিলাষে দারপরিগ্রহ ও ধনোপার্জ্জন করিব না, কেবল আপনারদিগের হিতার্থে দারপরিগ্রহে সম্মত হইলাম। কিন্তু তদ্বিষয়ে আমি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি কন্যা আমার সনাম্নী হয়, ও তাহার বন্ধুগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভিক্ষা স্বরূপ দান করিতে চাহেন, তবেই আমি যথাবিধানে তাহার পাণিগ্রহণ করিব। কিন্তু আমি দরিদ্র, কোন্ ব্যক্তি দেখিয়া শুনিয়া আমাকে কন্যা দান করিবেক? তবে ভিক্ষা স্বরূপ যদি কেহ দান করিতে চাহে, আমি প্রতিগ্রহ করিতে অসম্মত নহি। হে পিতামহ গণ! এই নিয়মে আমি দারপরিগ্রহে যত্নবান্ হইব, প্রকারান্তরে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইব না। এই রূপে পরিণীতা ভার্য্যার গর্ভে আপনারদিগের উদ্ধারক পুত্র উৎপন্ন হইবেক, তখন আপনারাও অক্ষয় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রমোদে কাল যাপন করিবেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, জরৎকারু এই রূপে গৃহস্থাশ্রম প্রবেশে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া ভার্য্যা লাভার্থে সমস্ত ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে কন্যা দান করিল না। এক দিন তিনি পিতৃলো-

* যে তপস্বিদিগের নিয়মিত বাস স্থান নাই, কেবল স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করেন, তাঁহারদের নাম যাযাবর।

† যত্রসায়ংগৃহ—যে স্থানে সায়ংকাল উপস্থিত হয়, তথায় অবস্থিতি করে যে।

কের আদেশ প্রতিপালনার্থে বন প্রবেশ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে তিন বার কন্যা ভিক্ষা করিলেন। তখন বাসুকি স্বীয় ভগিনী আনয়ন করিয়া দান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সেই কন্যা সনাম্নী নহে, এই বিবেচনা করিয়া তিনি তাঁহাকে প্রতিগ্রহ করিলেন না। যেহেতু মহাত্মা জরৎকারু প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যদি কন্যা সনাম্নী হয়, ও তাহার বন্ধু গণ স্বেচ্ছাক্রমে দান করিতে উদ্যত হয়েন, তবেই তাহাকে ভার্য্যা স্বরূপে পরিগ্রহ করিব। অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ মহাতপাঃ জরৎকারু, বাসুকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভুজঙ্গম! সত্য কহ, তোমার এই ভগিনীর নাম কি? বাসুকি কহিলেন, হে জরৎকারু, আমার এই অনুজার নাম জরৎকারু, আমি তোমাকে দান করিতেছি, তুমি প্রতিগ্রহ কর। আমি ইহাকে তোমার নিমিত্তই এতকাল রাখিয়াছিলাম, এক্ষণে তুমি পরিগ্রহ কর। ইহা কহিয়া বাসুকি জরৎকারুকে ভগিনী দান করিলেন, তিনিও বেদ বিহিত বিধানানুসারে তাঁহাকে ভার্য্যাস্বরূপে পরিগ্রহ করিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ব্রহ্মজ্ঞ শ্রেষ্ঠ শৌনক! পূর্ব্বকালে সর্পেরা স্বীয় জননীর নিকট হইতে এই শাপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, যে জনমেজয়ের যজ্ঞে অগ্নি তোমারদিগকে দগ্ধ করিবেক। সর্পকুল-চূড়ামণি বাসুকি সেই শাপ শান্তি করিবার আশয়ে ব্রত-পরায়ণ মহাত্মা জরৎকারু ঋষিকে ভগিনী দান করিলেন। তিনিও তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক ধর্ম্মপত্নী স্বরূপ পরিগ্রহ করিলেন। তাহার গর্ভে আস্তীক নামে মহানুভব তনয় উৎপন্ন হইলেন। ঐ তনয় তপস্বী মহাত্মা বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ ও সর্ব্বভূত-সমদর্শী ছিলেন, এবং পিতৃমাতৃ উভয় কুলের ভয় নিরাকরণ করেন। বহুকালের পর পাণ্ডু-কুলোদ্ভব রাজা জনমেজয় সর্পসত্র নামে বিখ্যাত মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই সর্পকুল-সংহারকারী যজ্ঞ আরম্ভ হইলে পর তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন আস্তীক ভ্রাতৃ গণ, মাতুল গণ ও অন্যান্য সর্প গণের নিস্তার করিয়াছিলেন।

জরৎকারু পুত্রোৎপাদন ও তপস্যা দ্বারা পিতৃলোকের উদ্ধার সাধন, বিবিধ ব্রতানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিগণের পরিতোষ সম্পাদন, ও নানা যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের তৃপ্তি সমাধান করিলেন। এইরূপে তিনি ব্রহ্মচর্য্য, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ঋষি ঋণ, পিতৃঋণ ও দৈব ঋণ রূপ গুরুভার হইতে মুক্ত হইয়া স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষদিগের সহিত স্বর্গারোহণ করেন। হে ভৃগুকুল শ্রেষ্ঠ! আমি যথাক্রমে আস্তীকোপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি বর্ণন করিব আজ্ঞা করুন।

ষোড়শ অধ্যায়

যাহা বর্ণন করিলে পুনর্ব্বার তাহাই বিস্তারিত করিয়া বর্ণনা কর, আস্তীকের সবিস্তর বৃত্তান্ত শ্রবণে আমারদিগের মহীয়সী বাসনা জন্মিয়াছে। তুমি যাহা কীর্ত্তন করিতেছ, তাহা অতি সুললিত ও মধুর বোধ হইতেছে। আমরা শুনিয়া পরম পরিতোষ পাইতেছি। ফলতঃ তুমি পুরাণ কীর্ত্তন বিষয়ে আপন পিতার ন্যায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছ। তোমার পিতা যেমন অনন্য-মনাঃ ও অনন্য-কর্ম্মা হইয়া আমারদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পুরাণ শ্রবণ করাইয়াছিলেন, এক্ষণে তুমিও সেইরূপ শ্রবণ করাও।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি আপন পিতার নিকট আস্তীকোপাখ্যান যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, আপনকার নিকট অবিকল সেইরূপ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

সত্যযুগে কদ্রু ও বিনতা নামে দক্ষ প্রজাপতির দুই সুলক্ষণা পরম সুন্দরী কন্যা ছিলেন। ঐ দুই ভগিনীর কশ্যপের সহিত বিবাহ হয়। মহাত্মা কশ্যপ সেই দুই ধর্ম্ম-পত্নীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিলেন। তাঁহারাও কশ্যপের নিকট স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় হর্ষ ও পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। কদ্রু তুল্য-তেজস্বী সহস্রনাগ

পুত্র প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বিনতা এই বর লইলেন, যে আমার দুই টী মাত্র পুত্র হউক, কিন্তু তাহারা যেন কদ্রুর পুত্রসহস্র অপেক্ষা বলে বিক্রমে ও কলেবরে শ্রেষ্ঠ হয়। কশ্যপ তাঁহাকে উক্ত অভিলষিত পবিত্র বর প্রদান করিলেন। বিনতা স্বামির নিকট যথা প্রার্থিত বর লাভ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্টা ও চরিতার্থা হইলেন। কদ্রুও তুল্য-বল সহস্র পুত্র লাভ দ্বারা আপনাকে কৃতার্থা জ্ঞান করিলেন। মহাতপাঃ কশ্যপ পত্নীদিগকে "তোমরা যত্ন পূর্ব্বক গর্ভ ধারণ করিবে" এই উপদেশ দিয়া বন প্রবেশ করিলেন।

বহু কাল অতীত হইলে পর কদ্রু অণ্ড সহস্র ও বিনতা অণ্ড দ্বয় প্রসব করিলেন। পরিচারিকাগণ তাঁহাদিগের প্রসূত অণ্ড সমুদায় উপস্বেদ-সম্পন্ন ভাণ্ড মধ্যে পঞ্চশত বর্ষ স্থাপন করিল। তদনন্তর কদ্রু-প্রসূত সহস্র অণ্ড মধ্য হইতে এক এক পুত্র নির্গত হইল। কিন্তু বিনতা প্রসূত অণ্ড তদবস্থই রহিল। পুত্রার্থিনী দীনা বিনতা তদ্দর্শনে লজ্জিতা হইয়া কাল বিলম্ব সহিতে না পারিয়া স্বপ্রসূত অণ্ডদ্বয়ের অন্যতর ভেদন পূর্ব্বক দেখিলেন, পুত্রের শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধভাগ মাত্র যথাবৎ সংঘটিত হইয়াছে, অনার্দ্ধ কিঞ্চিন্মাত্রও সংঘটিত হয় নাই। তখন সেই পুত্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া স্বীয় জননীকে এই শাপ দিলেন, হে মাতঃ! তুমি লোভ-পরবশা হইয়া শরীর সম্পূর্ণ সংঘটিত না হইতেই আমাকে অকালে অণ্ড হইতে বহিষ্কৃত করিলে, অতএব তুমি যে সপত্নীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বতা করিতেছ, পঞ্চ শত বৎসর তাহার দাসী হইয়া থাকিবে। এই অপর অণ্ড মধ্যে তোমার যে পুত্র আছে, যদি তাহাকেও আমার মত অকালে বহিষ্কৃত করিয়া অঙ্গ হীন অথবা বিকলাঙ্গ না কর, তবে সে তোমার দাসীভাব মোচন করিবেক। অতএব যদি তুমি পুত্রের বিশিষ্ট বল বিক্রম বাসনা কর, তবে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া ইহার জন্ম কাল প্রতীক্ষা কর। ইহার জন্মের আর পাঁচ শত বৎসর বিলম্ব আছে।

অরুণ জননীকে এই প্রকার শাপ প্রদানের পর অন্তরিক্ষ আরোহণ করিয়া সূর্য্য দেবের রথের সারথি হইলেন। এই নিমিত্ত সর্ব্বকাল প্রভাত সময়ে অরুণকে দেখিতে পাওয়া যায়। সর্প-ভোজী গরুড়ও যথা কালে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি জাত মাত্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বিধাতৃ-বিহিত স্বীয় ভোজ্য বস্তু আহরণার্থে বিনতাকে পরিত্যাগ করিয়া নভোমণ্ডলে গমন করিলেন।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের কত দুঃখ হয় তাহার বিচার।

১১ সংখ্যক পত্রিকার ১১৮ পৃষ্ঠের পর।

শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল

যথা নিয়মে শারীরিক শক্তি সমুদায় চালনা করা তৃতীয় শারীরিক নিয়ম। মনুষ্য অন্যান্য নিয়মের ন্যায় এনিয়মেও অবহেলা করিয়া তাহার প্রতিফল স্বরূপ যৎপরোনাস্তি ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। দেখ, কত শত ব্যক্তি ব্যায়াম বা প্রকারান্তর অঙ্গ চালনা না করিয়া ক্ষুধা মান্দ্য, দৌর্ব্বল্য, অস্বচ্ছন্দতা, সদা বিরক্তি ইত্যাদি অশেষ প্রকার যন্ত্রনা ভোগ করে। ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যে এদেশীয় অনেকানেক ধনাঢ্য ব্যক্তি এবিষয়ে সম্যক্ সাপরাধ আছেন। বিশেষতঃ ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, যে এদেশস্থ ইংরাজী বিদ্যালয়ের বহুতর বিদ্যাভিলাষি মাত্র শারীরিক আয়াস পরিত্যাগ ও নিয়মাতীত মানসিক পরিশ্রম করিয়া আপনারদের শরীরকে কেবল ব্যাধি-মন্দির ও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য করিয়াছেন। এ বিষয়ের উপদেশ করা যে সর্ব্বাপেক্ষায় প্রয়োজনীয়, তাহা ঐ সকল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা কিছু বিবেচনা করেন না।

১ অঙ্গ চালনা করিলে যে শরীর সুস্থ থাকে, ইহাই পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন করা গিয়াছে।

পরন্তু নিয়মিত মনোবৃত্তি চালনাতেও শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ হয়। কপালস্থ মস্তিষ্ক মনের যন্ত্র স্বরূপ, এপ্রযুক্ত মনোবৃত্তির চালনা করিলেই মস্তিষ্কের চালনা হয়। যখন যে অঙ্গ সব্যাপার থাকে, তখনই তাহাতে রক্ত প্রবাহ ও তদীয় মাস্তিকী নাড়ীর প্রভাব বৃদ্ধি হয়, এবং তদ্দ্বারা তাহার শিরা সমুদায় ক্রমে ক্রমে দ্রঢ়িষ্ঠ ও পুষ্ট হইয়া কার্য্য-তৎপর হয়। এই সাধারণ নিয়মানুসারে মন অর্থাৎ মস্তিষ্ক চালনা করিলে তাহার রক্ত প্রবাহ প্রবল হয়*, এবং তৎসম্বন্ধ মাস্তিকী নাড়ী সমুদায় সবল ও সতেজ হইয়া আর আর অঙ্গের সুস্থতা বিধান করে, কারণ স্বস্ব মাস্তিকী নাড়ীর প্রচুর প্রভাব ব্যতিরেকে কোন অঙ্গের স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তি লাভ হয় না। অতএব কায়িক কুশলের নিমিত্তেও মনোবৃত্তি সমুদায় চালনা করা আবশ্যক। বিদ্যা চর্চ্চা, শিল্প কর্ম্ম, বিষয় কার্য্য, এবং লৌকিক ও সাত্ত্বিক যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের যথোচিত অনুষ্ঠান করিলে আমারদের সমুদায় মনোবৃত্তি সব্যাপার হইয়া সমস্ত মস্তিষ্কের চালনা ও স্বাস্থ্য বিধান হয়। তদ্বিষয় সাধনার্থে মনুষ্যের বাল্যাবস্থাতে তাঁহাকে বিহিত বিধানে শিক্ষা দান করিয়া তাঁহার মনোবৃত্তি সমুদায়ের যথোচিত বর্দ্ধন ও শাসন করা উচিত; এবং যাহাতে গুরুতর কল্যাণকর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিতে হয় এপ্রকার অবস্থায় তাঁহাকে স্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এইরূপ শিক্ষাতেই বালকের যথার্থ উপকার হয়, এবং এই প্রকার সম্পত্তিতেই তাহার যথার্থ সুখ সঞ্চয় হয়।

এই মস্তিষ্ক রূপ মানস যন্ত্র সুস্থ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকিলে আর এক উপকার আছে, তাহা সকলে জ্ঞাত নহেন। মনোবৃত্তি চালনার প্রকারানুসারে শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবিষয়ের দুই এক উদাহরণ দর্শিত হইতেছে, তৎপাঠেই ইহা বিশিষ্টরূপ প্রতীত হইবে। বিপদ্ ও অপমান উপস্থিত হইলে আমারদের সাবধানতা, আত্মাদর, ও লোকানুরাগপ্রিয়তা এই সকল বৃত্তি যৎপরোনাস্তি প্রবল হইয়া মহা ক্লেশানুভব হয়, এবং তদ্দ্বারা হৃদয়, পাকস্থলী ও তদনুষঙ্গে অন্যান্য অঙ্গও অসুস্থ হয়; ক্ষুধা মান্দ্য হয়, নাড়ী দুর্ব্বল হয়, এবং সর্ব্ব শরীর ক্ষয় পাইতে থাকে। কিন্তু যখন মনোবৃত্তি চালনায় মনস্তুষ্টি জন্মে, তখন সর্ব্ব শরীরের স্ফূর্ত্তি ও সুখানুভব হইয়া সমস্ত শারীরিক ক্রিয়া সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়, এবং তখন যত মনোবৃত্তির যুগপৎ চালনা করা যায়, তাহার সংখ্যা ও প্রাবল্যানুসারে দেহের স্ফূর্ত্তি ও স্বাস্থ্য বিধান হয়। যদি কোন দিবস অলস ও অবসন্ন শরীরে উপবিষ্ট বা নির্জ্জীব-প্রায় শয়ান হইয়া থাকি, আর তখন যদি প্রবাসী পুত্র বহু দিবসের পর গৃহে প্রত্যাগমন করে, অথবা যদি অকস্মাৎ এরূপ সংবাদ পাই, যে কোন পরম মিত্র মহাসঙ্কটে পতিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার উদ্ধারার্থে আমার আশু উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক, তবে তৎক্ষণাৎ আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসামান্য আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করিতে থাকি। আমারদের বুদ্ধি-বৃত্তি, উপচিকীর্ষা, অপত্যস্নেহ বা আসঙ্গলিপ্সা, লোকানুরাগপ্রিয়তা ইত্যাদি যে সকল বৃত্তি পূর্ব্বে নিশ্চেষ্ট ছিল, তাহারা সব্যাপার হইয়া মনেতে উৎসাহ দান ও শরীরে বলাধান করে। প্রত্যুত, যৎকালে কেহ প্রফুল্লচিত্তে মহোৎসাহ সহকারে আমোদ-পরায়ণ থাকেন, অথবা কোন বৈষয়িক বা উৎসব-ঘটিত ব্যাপারে সাতিশয় নিবিষ্ট থাকেন, আর যদি অকস্মাৎ পুত্রশোকের সমাচার বা প্রাণাধিক প্রিয় পতির মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সকল আহ্লাদ ও সমুদায়

*১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে এক ফরাশীশ স্ত্রীর কপালের অর্দ্ধ ভাগ উদ্ঘাটিত হওয়াতে তাহার মস্তিষ্ক দৃষ্টি গোচর হইত; পিয়রকুইন নামক এক ডাক্তার তাহার চিকিৎসা করেন। তিনি লিখিয়াছেন, যে যৎকালে ঐ স্ত্রী অকাতরে নিদ্রা যাইত, তখন তাহার মস্তিষ্ক মৃদু ও স্পন্দহীন হইত, যখন নিদ্রিত থাকিয়া স্বপ্ন দর্শন করিত, তখন চঞ্চল ও স্ফীত হইত, এবং যখন সম্যক্ জাগ্রৎ থাকিত ও বিশেষতঃ যখন বিষয় বিশেষে প্রগাঢ়রূপ ভাবনা বা উৎসাহ পূর্ব্বক কথোপকথন করিত, তখন তদপেক্ষায় অধিক উচ্চ হইয়া উঠিত। কুপর ও ব্লুমেনবেক নামক ডাক্তরেরাও অনেক স্থলে এইরূপ দৃষ্টি করিয়াছেন।

উৎসাহ নষ্ট হয়; তিনি শোকে পীড়িত, বিবর্ণ ও নিতান্ত বল-বিহীন হইয়া ভূতলে পতিত হয়েন, এবং ক্রমে ক্রমে অবসাদ ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকেন। এবিষয়ের আর এক সুন্দর উদাহরণ দিতেছি। কোন ব্যক্তি পোতারূঢ় হইয়া দেশান্তর গমন করিতেছিলেন *; পথমধ্যে মাংসাভাব হওয়াতে তাঁহার লোকেরা অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে তাহারদিগের প্রার্থনা ক্রমে তিনি লোক সমভিব্যাহারে করিয়া মৃগয়ার্থে এক বনাকীর্ণ দুর্গম পর্ব্বতে গমন করিলেন। কিন্তু তাহারা আরোহণ-ক্লেশ ও প্রখর রৌদ্র ভোগে একান্ত ক্লান্ত হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল, এবং অবশেষে গতি-শক্তি-রহিত প্রায় হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এমত কালে দূর হইতে এক মৃগ দর্শন মাত্রে তাহারদের নিঃশেষে আলস্য ত্যাগ ও শরীরে বলাধান হইল, এবং তৎক্ষণাৎ সকলে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য হইয়া মৃগের পশ্চাৎ ধাবমান হইল, ও সেই মৃগকে লক্ষ্য করিয়া উপর্য্যুপরি বন্দুক করিতে লাগিল।

যদি কোন পৈতৃক-ধনাধিকারি ব্যক্তি ভোগাসক্ত ও আলস্য-পরবশ হইয়া বিদ্যা বিষয়ে ও সাংসারিক হিতার্থে কোন শ্রম-সাধ্য ব্যাপারে লিপ্ত না থাকেন, এবং ব্যায়াম ও শাস্ত্র চিন্তাদি কোন প্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম না করেন, তবে তিনি পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের সম্যক্ প্রতিফল প্রাপ্ত হয়েন। শরীর চালনাভাবে তাঁহার ক্ষুধা মান্দ্যাদি নানাপ্রকার শারীরিক রোগ উপস্থিত হয়, এবং মানসিক চেষ্টাভাবে শরীরের উপর মনের বীর্য্য ব্যাপ্ত না হওয়াতে সেই সকল রোগের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে কায়িক ও মানসিক শক্তি সমুদায় ক্ষীণ হয়; কার্য্য-দ্বেষ, অস্বাস্থ্য, অস্থৈর্য্য, অবসাদ ও অন্যান্য শত শত প্রকার যাতনার উৎপত্তি হয়, এবং অবশেষে তাঁহার জীবন ধারণ করা কেবল ক্লেশের বিষয় হইয়া উঠে। এ কারণ অনেকানেক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই বৈদ্য সংসর্গ ও ঔষধ সেবন করিতে দৃষ্টি করা যায়। ইহা লিখিতে লিখিতে স্বদেশীয় কোন কোন ধনি সন্তানের অত্যন্ত অবিহিত চরিত্র অন্তঃকরণে দেদীপ্যমান অবভাসিত হইতে লাগিল। সর্ব্ব প্রকার নিয়ম লঙ্ঘন করা তাঁহারদের অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে। সূর্য্য যখন গগণ মণ্ডল আরোহণ পূর্ব্বক প্রখর কিরণ বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিক্ আলোক-পূর্ণ করেন, তখন তাঁহারদের শয্যা হইতে গাত্রোত্থান হয়; পরে অতি মৃদু ভাবে অল্পে অল্পে অবশ্য-কর্ত্তব্য নিত্য ক্রিয়া সমস্ত সমাপন করিতে করিতেই সূর্য্য দেব মস্তকোপরি প্রখর কর বর্ষণ করিতে থাকেন; তদনন্তর যৎকিঞ্চিৎ অনায়াস-সাধ্য কর্ম্ম ও স্নান ভোজন করিয়া শয্যায় গাত্রপাত পূর্ব্বক আলস্য ত্যাগ করিতেই দিবাবসান হয়। আহা! ভোজনে তাঁহারদের তৃপ্তি জন্মে না, ও শরীরে স্বচ্ছন্দতা বোধ হয় না। প্রায়ই ক্ষুধা মান্দ্য আছে,—অতি সুস্বাদু দ্রব্যও তাঁহাদের বিস্বাদু জ্ঞান হয়। এইরূপ কোন ক্রমে কাল হরণ করা তাঁহারদের নিত্য-ব্রত হইয়া উঠে। তাঁহারা দিবসে এইরূপ শারীরিক ও মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পুনর্ব্বার রাত্রিজাগরণ ও অন্যান্য বিস্তর অত্যাচরণ করেন। হা! তাঁহারা পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াই এইরূপ অশেষ প্রকার ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েন। ইহা ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে আমারদের দেশের সমুদায় লোকই কোন না কোন বিষয়ে পরমেশ্বরের নিকট সাপরাধ আছেন, নতুবা আমারদের এমন দুর্দ্দশা কেন ঘটিবেক?

যত প্রধান প্রধান মনোবৃত্তির চালনা করা যায়, ততই নির্ম্মল ও প্রগাঢ় সুখের উদয় হয়; অতএব উত্তমোত্তম বিষয়ে উৎসাহ সহকারে যথা নিয়মে বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমুদায়ের চালনা রাখিলে শারীরিক বীর্য্য ও স্বাস্থ্য সাধন পক্ষে বিস্তর উপকার হয়।

নানা প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের যেরূপ

* Dr Sparrman's voyage to the Cape.

বিচার করা গেল, তাহাতে যাঁহার বুদ্ধির লেশ মাত্র আছে, তিনি আর কখনই আলস্যকে সুখকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন না, এবং নিয়মানুযায়ি শরীর ও মনোবৃত্তি চালনাকে জগদীশ্বরের প্রসাদ-লব্ধ পরম সুখ-ব্যাপার ব্যতীত আর কিছুই কহিতে সমর্থ হয়েন না। নিয়মাতীত শরীর ও মনের চালনা করিলে ক্লেশ হয় বলিয়া নিয়মিত পরিশ্রম ও চিন্তাকে গর্হিত কহা কখনই উচিত নহে। নিয়মিত পরিশ্রম ও আলস্যকে দুঃখ-জনক মনে করা কেবল মূর্খতার কর্ম্ম।

আমরা চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি লোকের রোগ, শোক, মৃত্যু, জরা প্রভৃতি যাবতীয় ক্লেশ প্রত্যক্ষ করি, যদি তাহার প্রত্যেকের কারণ অনুসন্ধান করা যায়, তবে তৎ সমুদায় যে আমারদের অপরাধের ফল,—পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমারদের কল্যাণার্থে যে সকল হিত-জনক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করিবার ফল, তাহার নিস্তর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা অবধারিত জানা উচিত, যে পরমেশ্বর কোন অনির্দ্দেশ্য অলৌকিক কারণে দুঃখ প্রদান করেন না, এবং লৌকিক কার্য্য কারণ বিবেচনা না করিয়া কোন বোধাতীত মনঃ-কল্পিত ব্যাপারকে ক্লেশ নিবারণের উপায় মনে করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিলেও উপস্থিত দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, ও শত বৎসর ব্যাপিয়া তাঁহার স্তব স্তুতি করিলেও তিনি কদাপি নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ভক্তের অনুচিত প্রার্থনা পূর্ণ করেন না।

ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কত দুঃখ হয়, তাহা এদেশ সম্বন্ধীয় সকল বিষয়েই সম্যক্ রূপে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। পল্লীগ্রামের অপেক্ষা কলিকাতার লোক যে অধিক দুর্ব্বল ও রোগাক্রান্ত হয়, এখানকার বিষম দুঃখদায়ক দুরবস্থা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তাহার যথার্থ কারণ অবধারণ করা যায়। পূতিগন্ধিক জল-প্রণালী, স্থানে স্থানে রাশীকৃত জঞ্জাল, সংকীর্ণ স্থানে বাস, অস্বাস্থ্য-দায়ক বায়ু সেবন ইত্যাদি ভূরি ভূরি কারণে কলিকাতার লোক রুগ্ন ও জীর্ণ শরীর হয়। এই রাজধানীর যে অংশে এদেশীয় লোকের বসতি, তাহার জল-প্রণালী সকল ইষ্টক-বদ্ধ ও সমতল নহে; তাহার মধ্যে মধ্যে গভীর গর্ত্ত হইয়া তাহাতে যে সমস্ত দুর্গন্ধ শটিত দ্রব্য সঞ্চিত থাকে, তাহা কখনই সম্যক্ রূপে নির্গত হয় না। ঐ সকল মল-পূর্ণ দুর্গন্ধময় জল-প্রণালী কদাপি যৎ সামান্য রূপেও পরিষ্কৃত হয় না, একারণ তাহা হইতে অনবরতই বিষ-তুল্য বাষ্পোদ্গম হইয়া লোকের নানা প্রকার রোগোৎপত্তি করে। তদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে যে সকল অপরিষ্কৃত পুষ্করিণী আছে, তাহাও বিষম অনিষ্ট দায়ক। তৎ সমুদায় বর্ষাকালে জল-পূর্ণ হয়, তটস্থ তৃণ ও গলিত বৃক্ষ পত্র ও নানাবিধ মৃত জন্তু তাহাতে মগ্ন থাকিয়া শটিত হয়, এবং অনন্তর তাহার জল যত শুষ্ক হয়, ততই দুঃসহ প্রাণ-ঘাতক বাষ্প নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে মরক বিস্তার করিতে থাকে। এইরূপে নগর মধ্যে সুনির্ম্মল স্বাস্থ্যকর জলাভাবে যৎপরোনাস্তি অকল্যাণ ঘটিতেছে। সর্ব্ব সাধারণের পানীয় যে গঙ্গাজল তাহা সামান্যতই অস্বচ্ছ ও পীড়াদায়ক দ্রব্যেতে পরিপূর্ণ; বিশেষত ৩।৪ মাস যেরূপ কর্দ্দমান্বিত লবণাম্বু হয়, তাহা পান করিলে সদ্য মৃত্যুর সম্ভাবনা। বাঙ্গালি পল্লীতে উত্তম সরোবর প্রায় নাই, এপ্রযুক্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিরা দূর হইতে পানীয় জল আনয়ন করিয়া রাখেন; দুঃখী ও মধ্যবর্ত্তি লোকদিগের সুতরাং গঙ্গাজল ও নিকটবর্ত্তি অপকৃষ্ট পুষ্করিণীর জলই ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে যে কলিকাতার অধিকাংশ লোককে সর্ব্বদা পীড়িত দেখা যায়, তাহার আশ্চর্য্য কি? বিষ পানে কাহার না অপমৃত্যু ঘটে?

যাহারা কলিকাতা রূপ কারাগারে রুদ্ধ আছে, তাহারদের জীবন স্বরূপ জল প্রাপ্তি যেমন দুষ্কর, যথেষ্ট নির্ম্মল বায়ু লাভ তদপেক্ষাও দুরূহ। অপ্রতিহত সুলভ বায়ু প্রাপ্তির আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালি পল্লীর পথ সমুদায় নির্ম্মিত হয় নাই, কারণ তাহার সমুদায় পথই বক্র, ও অপ্র-

শস্ত। নগরান্তর্গত জল-প্রণালী ও অন্যান্য নরক-তুল্য ঘৃণিত স্থানের বিষময়বাষ্প দ্বারা নগরের বায়ু অনবরতই দুষিত হইতেছে; তাহাতে কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তবীয় নির্ম্মল বায়ু অবকাশ-শূন্য নিবিড় গৃহ শ্রেণী দ্বারা প্রতিবদ্ধ হওয়াতে নগর প্রবেশ পূর্ব্বক তদীয় অস্বচ্ছ বায়ুকে বহির্গত করিতে পারে না, এবং সূর্য্য কিরণও সম্যক্ রূপে বিকীর্ণ হইয়া ঐ সকল প্রাণ-সংহারক বাষ্পকে উৎক্ষিপ্ত করিতে সমর্থ হয় না। বায়ু ও রৌদ্রাভাবে কলিকাতার যাবতীয় একতালা গৃহ যে প্রকার সজল ও পীড়াদায়ক, তাহা কাহার অবিদিত আছে? ইহা চিন্তা করিলে চিত্ত ব্যাকুল হয়, যে সহস্র সহস্র সহায়হীন ব্যক্তি এই প্রকার অতি জঘন্য সঙ্কীর্ণ গৃহে বদ্ধ থাকিয়া ও রোগ কালীন শয্যায় লোলুণ্ঠমান হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে! কত শত ব্যক্তি ক্লেদান্বিত দুর্গন্ধি জল-প্রণালীর সন্নিধানে উপবেশন ও শয়ন করিয়া নিঃশ্বাস সহকারে তদীয় বাষ্প রূপ বিষম বিষ অবিরতই শরীরস্থ করিতে থাকে!

এই সমস্ত ভয়ানক ব্যাপার, মৃত জীব ও শটিত তৃণাদিপূর্ণ পুরাতন বাটী, বাজারের অপরিষ্কৃত দুর্গন্ধি স্থান, নরক-তুল্য ন্যক্কার-জনক গোপালয়, গৃহ সমুদায়ের অপ্রাশস্ত্য ও অস্বচ্ছতা, লোকের ইন্দ্রিয় দোষ, তাহারদের আলস্য স্বভাব, দারিদ্র্য দশা, কুচিকিৎসা ইত্যাদি ভূরি ভূরি প্রত্যক্ষ কারণে এ রাজধানীর উৎসেদ দশা প্রাপ্তির উপক্রম হইতেছে। বাঙ্গালি পল্লীর সর্ব্বস্থানেই ভগ্ন দেহ দেখিতে হয়! কোন না কোন প্রকার রোগ প্রায় সকলের শরীরেই প্রকুপিত বা অন্তর্ভূত রহিয়াছে! সহস্র সহস্র লোকের মুখশ্রী ভ্রষ্ট হইয়া অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, বাত ও জ্বর রোগের স্পষ্ট চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে! লোকের দারিদ্র্য দশায় এই সকল যাতনা শত গুণে বৃদ্ধি হয়। সহস্র সহস্র নির্ধন নিরাশ্রয় ব্যক্তি চিকিৎসাভাবে, পথ্যাভাবে, স্থানাভাবে, স্বজনাভাবে কাল গ্রাসে পতিত হইতেছে! শীতে অঙ্গ অবশ হইতেছে, তথাপি একটীর বসন নাই! শ্বাসাগত প্রাণ হইয়াছে, তথাপি জল বিন্দু দিবার লোক নাই! অব্যাকুলিত স্থির চিত্তে এ সকল বর্ণনা করা কাহার সাধ্য? এ সকল ভয়ানক ব্যাপার— বিষম দুঃসহ যাতনা মনে করিলেও অন্তঃকরণ শোকাকুল হয়, হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অজস্র অশ্রুপাত হয়। কেবল পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনেই এই সমস্ত দুঃখের ঘটনা হইয়াছে। এইক্ষণে এই অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় বিষম দুঃখ রাশির সম্যক্ প্রতীকার হওয়া সাধ্যাতীত বোধ হইতেছে। আমারদের দেশীয় লোক পরমেশ্বরের নিয়ম ও তৎ প্রতিপালনের ফল সবিশেষ জ্ঞাত নহেন, আর যদিও কোন কোন ব্যক্তি এক্ষণে তাহার মর্ম্ম অবগত হইতেছেন, তাঁহারদের স্বাভীষ্ট সাধনের উপায় নাই। কিন্তু রাজপুরুষেরা লোকের এই রূপ ক্লেশ ও মৃত্যু ঘটনা দেখিয়াও যে তৎ প্রতীকারের যত্ন করেন না, ইহা যৎপরোনাস্তি আক্ষেপের বিষয়। যে নির্দ্দয় রাজা পুত্রতুল্য প্রজাদিগকে মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইতে দেখিয়া শক্তি সত্ত্বে তাহারদের প্রাণ রক্ষা না করেন, তাঁহাকে কি রূপে ভদ্র রাজা বলা যায়? শক্তি সত্ত্বে মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা না করা, আর স্বহস্তে খড়্গ প্রহারে কাহারও মুণ্ডচ্ছেদ করা উভয়ই তুল্য। রাজপুরুষেরা এ বিষয়ের তত্ত্বাবধারণার্থ কতিপয় কমিস্যনর নিয়োগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও বিফল হইল। কমিস্যনরেরা স্বকীয় পদগ্রহণ করিয়া কেবল সর্ব্বসাধারনের হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। গতানুশোচনা করা বৃথা। এক্ষণে রাজপুরুষদিগের এবিষয়ে সম্যকরূপ মনোযোগি হইয়া প্রতি বর্ষে সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যু ও লক্ষ লক্ষ লোকের ক্লেশ ঘটনা নিবারণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

মহাভারতীয়শ্লোকাঃ

বিসতন্তুর্যথৈবায়মন্তস্থঃ সর্ব্বতোবিসে।
তৃষ্ণাতন্তুরনাদ্যন্তস্তথা দেহগতঃ সদা॥

সূচ্যা সূত্রং যথা বস্ত্রে সংসারয়তি বায়কঃ।
তদ্বৎ সংসারসূত্রং হি তৃষ্ণাসূচ্যা নিবধ্যতে॥
অধ্যাত্মবিধিতত্ত্বজ্ঞঃ ক্ষান্তঃ শক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ঋজুশ্চ সত্যবাদী চ তস্মাৎ সর্ব্বত্র পূজিতঃ॥
তেজসা যশসা বুদ্ধ্যা জ্ঞানেন বিনয়েন চ।
জন্মনা তপসা বৃদ্ধস্তস্মাৎ সর্ব্বত্র পূজিতঃ॥
সমত্বাচ্চ প্রিয়োনাস্তি নাপ্রিয়শ্চ কথঞ্চন।
মনোঽনুকূলবাদী চ তস্মাৎ সর্ব্বত্র পূজিতঃ॥
বহুশ্রুতশ্চিত্রকথঃ পণ্ডিতোঽলালসোঽশঠঃ।
অদীনোঽক্রোধনোঽলুব্ধস্তস্মাৎ সর্ব্বত্র পূজিতঃ॥
দৃঢ়ভক্তিরনিন্দাত্মা শ্রুতবাননৃশংসবান্।
বীতসম্মোহদোষশ্চ তস্মাৎ সর্ব্বত্র পূজিতঃ॥
কৃতশ্রমঃ কৃতপ্রজ্ঞোন চ তৃপ্তঃ সমাধিতঃ।
নিত্যযুক্তোঽপ্রমত্তশ্চ তস্মাৎ সর্ব্বত্র পূজিতঃ।
নাপত্রপশ্চ যুক্তশ্চ নিযুক্তঃ শ্রেয়সে পরৈঃ।
অভেত্তা পরগুহ্যানাং তস্মাৎ সর্ব্বত্র পূজিতঃ।
দুঃখোপঘাতে শারীরে মানসে চাপ্যুপস্থিতে
যস্মিন্নশক্যতে কর্ত্তুং যত্নস্তং নানুচিন্তয়েৎ॥
ভৈষজ্যমেতদ্দুঃখস্য যদেতন্নানুচিন্তয়েৎ।
চিন্ত্যমানং হি চাভ্যেতি ভূয়শ্চাপি প্রবর্দ্ধতে।
প্রজ্ঞয়া মানসং দুঃখং হন্যাচ্ছারীরমৌষধৈঃ।
এতদ্বিজ্ঞানসামর্থ্যং ন বালৈঃ সমতামিয়াৎ॥
অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং দ্রব্যসঞ্চয়ঃ।
আরোগ্যং প্রিয়সংবাসো গৃধ্যেত্তত্র ন পণ্ডিতঃ
ন জানপদিকং দুঃখমেকঃ শোচিতুমর্হতি।
অশোচন্ প্রতিকুর্ব্বীত যদি পশ্যেদুপক্রমং॥
সুখাদ্বহুতরং দুঃখং জীবিতে নাস্তি সংশয়ঃ।
স্নিগ্ধস্য চেন্দ্রিয়ার্থেষু মোহান্মরণমপ্রিয়ং॥
পরিত্যজতি যো দুঃখং সুখং বাপ্যুভয়ং নরঃ
অভ্যেতি ব্রহ্ম সোঽত্যন্তং ন তে শোচন্তি পণ্ডিতাঃ
দুঃখমর্থা হি যুজ্যন্তে পালনেন চ তে সুখং।
দুঃখেন চাধিগম্যন্তে নাশমেষাং ন চিন্তয়েৎ॥
দুঃখাদাত্মৈব দুঃখমধ্যস্থ রঃ শারীরমানসৈঃ।
দুঃখং বিদ্যাদুপাদানাদভিমানাচ্চ বর্দ্ধতে॥
ত্যাগাত্তেভ্যো নিরোধঃ স্যান্নিরোধজ্ঞো-
বিমুচ্যতে॥
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন প্রলয়প্রভবাবুভৌ॥
[illegible] সম্পশ্যেদ্বিদ্বান্ যথাবচ্ছাস্ত্রচক্ষুষা।
[illegible] নেন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চোপসর্পন্ত্যতর্ষুলং॥

শান্তিপর্ব্বণি।

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বুধবার অপরাহ্ণ ৬ ঘণ্টার সময়ে সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন

যে সকল সভ্য মহাশয়েরা নিয়মিত রূপে পত্রিকাদি প্রাপ্ত না হয়েন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্র দ্বারা অবগত করিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা জানাইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

নিম্ন লিখিত পুরাতন পুস্তক সকল অল্প মূল্যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে যাঁহার প্রয়োজন হয় তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

পদার্থ বিদ্যাসার ৷৶৫
বিজ্ঞানসেবধি .... ৷৵
এব্রিজমেণ্ট গ্রামার ৷০
ঈজিপ্রাইমার ৴১০
ইংলিশ রীডর নং ৩ .... ৷০
ইংলিশ স্পেলিং নং ১ .... ৶০
ঐ ঐ নং ২ .... ৶০

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য একটাকা॥ ২রা পৌষ সম্বৎ ১৯০৬। কলিগতাব্দাঃ ৪৯৫০।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।

অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

পথিকের দ্বিতীয় স্বপ্ন দর্শন

আমি মথুরা সন্নিধানে থাকিয়া যে অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করিয়াছি, এক্ষণে আর এক পরম কৌতুক-সূচক ব্যাপার বর্ণনা করিতেছি। আমি মথুরা মণ্ডল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, কনখল প্রভৃতি পশ্চিমোত্তর প্রদেশীয় বহুতর স্থান পর্য্যটন করিয়া সম্প্রতি বিন্ধ্যাচলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এ প্রদেশে শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। প্রাতঃকালে চতুর্দ্দিক্ মেঘাবৃতবৎ ঘনতর কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন থাকে, অত্যন্ত শীতল দুঃসহ পশ্চিম বায়ু প্রবাহে কলেবর কম্পমান হয়, ও বৃক্ষ পত্রের শিশির বিন্দু সমস্ত ঝর্ঝর শব্দে পতিত হইয়া তলস্থ ভূমিকে অল্প অল্প আর্দ্র করিতে থাকে। সূর্য্যবিম্ব সর্ব্বদাই-ম্লান-মূর্ত্তি; গগণ মণ্ডলে বহুদূর উত্থিত হইলেও নীহার প্রভাবে চন্দ্রবিম্বের ন্যায় অতি মৃদুভাবে প্রকাশ পায়, এবং মধ্যাহ্নকালেও তদীয় কিরণ জাল সুখসেব্যরূপে অনুভূত হয়। সায়ং কালে ও রজনীতে গৃহের বহির্ভূত হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর; তৎকালে দ্বার রোধ করিয়া অগ্নি সেবন করাই পরম প্রীতিকর বোধ হয়। গত দিবস যামিনী যোগে যোগমায়ার সন্নিহিত গৃহে কতক গুলি উদাসীনের সহিত একত্র বসিয়া অগ্নিসেবা ও পরস্পর কথোপকথনে মহা সুখে কাল যাপন করিতে ছিলাম। আমার বাম পার্শ্বে এক বিমর্ষযুক্ত মৃদুভাষী তরুণ-বয়স্ক সন্ন্যাসী উপবিষ্ট ছিলেন; কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া অবগত হইলাম, তিনি বাঙ্গলা দেশীয় এক ব্রাহ্মণের পুত্র। তাঁহার পিতার পর লোক যাত্রার পরে তাঁহার পিতৃব্য-পুত্রেরা প্রতারণা করিয়া তাঁহাকে পৈতৃক বিষয়ে বঞ্চিত করিয়াছে। তিনি অতি নির্ব্বিরোধ মনুষ্য, বিবাদ বিসম্বাদে কোন ক্রমে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না; তথাপি আত্মীয় স্বজনের পরামর্শক্রমে রাজদ্বারেও ইহার প্রতীকার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিপক্ষের সহায় সম্পত্তি বল অধিক ছিল, অতএব কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে মনোদুঃখে সংসার-বিরক্ত হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার বাক্যাবসান না হইতে হইতেই আমার সম্মুখবর্ত্তী আর এক সুশীল শান্ত স্বভাব ধর্ম্মপরায়ণ উদাসীন হা! নারায়ণ বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, "ভাই তোমার দারুণ দুঃখের কথা শুনিয়া আমি মহা খেদান্বিত হইলাম, এক্ষণে আমার দুর্দ্দশার বিষয় কিছু শ্রবণ কর। আমি কোন রাজ-সংক্রান্ত সম্ভ্রান্ত পদে নি-

যুক্ত ছিলাম, এবং নির্ব্বিঘ্নে কর্ম্মনির্ব্বাহ ক-রিয়া যশোভাজন হইয়াছিলাম। ইতিমধ্যে আমার উপরিতন অধ্যক্ষের মৃত্যু ঘটনা হইলে, অন্য এক ব্যক্তি তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। প্রথমাবধি তাঁহার আচরণ দে-খিয়া বোধ হইল, রাজকোষের সর্ব্বস্ব হরণ সংকল্প করিয়াই তিনি একর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমাকে তাঁহার অনুগামি করিবার নিমিত্তে বিস্তর কৌশল করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই মানস পূর্ণ করিতে না পারিয়া অবশেষে আমাকে পদচ্যুত করি-বার নিমিত্তে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমাগত তিন বৎসর শঠতা, মিথ্যাকথা, ও নানা প্রতারণার অনুষ্ঠান দ্বারা চরিতার্থ হইয়া আপনার কোন প্রিয়পাত্রকে আমার পদে নিযুক্ত করিলেন। প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা অনেকেই তাঁহার দুষ্ট ব্যবহার ও আমার নির্দ্দোষ চরিত্র জ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই মনোযোগ করিলেন না। এসকল বিষয়ের যেরূপ চরম ফলাফল দেখিয়া আসিতেছি, তাহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইল যে ইহার প্রতী-কার করা এক প্রকার অসাধ্য। অতএব নিতান্ত অনুপায় ভাবিয়া সংসারাশ্রমকে ধি-ক্কার দিয়া এই পথের পথিক হইয়াছি।"

এই সমুদায় শোচনীয় ব্যাপার শ্রবণ করিয়া আমি বিষাদ সমুদ্রে মগ্ন হইলাম, এবং দয়া, ক্ষোভ, ও ক্রোধ পর্য্যায়ক্রমে আমার অন্তঃকরণকে ব্যাকুলিত করিতে লা-গিল। সাংসারিক লোকের এই সকল অ-ন্যায়াচরণ ভাবিতে ভাবিতে সে রজনীতে আমার সুন্দররূপ নিদ্রা হইল না, কারণ চি-ন্তাকুল চিত্তে সুচারু সুষুপ্তি সমাগম সম্ভব নহে! পরে রাত্রি শেষে কিঞ্চিৎ নিদ্রাকর্ষণ হইতেই আমি কি অপূর্ব্ব ব্যাপার সকল দর্শন করিলাম! তাহা আমার যে প্রকার প্রগাঢ়রূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাহাতে সে সমুদায় স্বপ্ন কি বাস্তবিক, সহসা অনুভব করা যায় না। আমি জন সমাজের যে প্রকার বিপর্য্যয় দেখিয়াছি, তাহা সবিশেষ বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তবে তাহার সাধারণ ভাব ও স্বদেশ সম্বন্ধীয় বৃত্ত কিঞ্চিৎ যাহা দৃষ্টি করিয়াছি তাহাই যথাবৎ বিবরণ ক-রিব; কিন্তু স্বপ্নের সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ সাম-ঞ্জস্য না থাকিলেও না থাকিতে পারে।

আমার বোধ হইল, যেন কোন তিমি-রাবৃত রজনীতে ভ্রমণ করিতে করিতে অকস্মাৎ আকাশ মণ্ডলের পশ্চিমাংশ দাব-দাহ তুল্য অসামান্য জ্যোতিঃ-পূর্ণ দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। ঐ আ-শ্চর্য্য তেজোরাশি দ্রুতবেগে অধো গমন করিতে লাগিল; এ প্রকার অনুভব হইল, যেন সূর্য্য মণ্ডল কোন অনির্দ্দেশ্য অনির্ব্ব-চনীয় কারণ বশতঃ স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইতেছে! কিঞ্চিৎ সমীপস্থ হইলে তাহার অভ্যন্তরে এক পুরুষ চ্ছায়া প্রত্যক্ষবৎ আভা-সমান হইল। তাহার কিছু কাল পরেই স্পষ্ট রূপে দেখিলাম, কোন শুভ্রকান্তি শুভ্রমাল্যানুলেপন শুভ্রালঙ্কার-ভূষিত * তেজঃ-পুঞ্জ পুরুষ এক মণিময় দণ্ড হস্তে পৃ-থিবীতে অবতরণ করিতেছেন। ঐ দণ্ডের শিরোভাগে 'ন্যায়' এই অক্ষরদ্বয় অঙ্কিত ছিল, এবং দিবসে বিদ্যুৎ প্রকাশের অপেক্ষাও ঐ তেজোমণ্ডল মধ্যে ন্যায় দণ্ডের প্রভা বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ফলতঃ ঐ পুরুষের সমস্ত লক্ষণ দৃষ্টি করিয়া আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইল, যে ইনি ধর্ম্ম পুরুষ, ন্যায় দণ্ড হস্তে করিয়া ভূলোক শা-সনার্থে আগমন করিতেছেন। অনেকেই তাঁহার প্রখর প্রভা সহ্য করিতে না পারিয়া সভয় চিত্ত হইল, আর যিনি যিনি সহি-ষ্ণুতা প্রভাবে তাঁহাকে সুন্দর রূপে নিরী-ক্ষণ করিতে পারিলেন, তাঁহারদের নিকটে তিনি পরম রমণীয় রূপে প্রকাশিত হই-লেন। এককালেই তিনি ভয়ঙ্কর ভ্রূভঙ্গ দ্বারা কাহাকেও ভয়ে কম্পমান করিলেন, কাহাকেও বা সুমধুর হাস্য প্রকাশ দ্বারা পরমানন্দ নীরে নিমগ্ন করিতে লাগিলেন। যখন তিনি ভূমণ্ডলের সমীপবর্ত্তী হইয়া মনুষ্যের দৃষ্টি পথের অন্তর্গত হইলেন, ত-খন চতুর্দ্দিকে কতক গুলি মেঘ বিস্তার দ্বারা তাঁহার মহা মহিমান্বিত জ্যোতিঃপূর্ণ মূর্ত্তি আবৃত করিয়া তৎপরিবেশ স্বরূপ আলো

* পুরাণে ধর্ম্মের এইরূপ মূর্ত্তি বর্ণনা আছে।

কষটা নানা বর্ণ ভূষিত ও সর্ব্ব লোকের সুখ-দৃশ্য করিয়া বিকীর্ণ করিলেন।

ইতিমধ্যে যাবতীয় লোক বিস্ময়াপন্ন ও শঙ্কাকুল হইয়া এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সমাগত হইল। বোধ হইল, যেন সমুদায় মনুষ্য বর্গ একত্র উপস্থিত দেখিতেছি। তখন অকস্মাৎ "সত্যের জয় সত্যের জয়" বলিয়া ঘন ঘন আকাশ বাণী হইতে লাগিল। পরে ঐ মহামহিমান্বিত পুরুষ মেঘাভ্যন্তর হইতে কহিতে লাগিলেন "হে মানব গণ! রাজ্যের অবিচার নিরাকরণার্থে আমার আগমন হইয়াছে, তোমরা আপন আপন প্রাপ্য বিষয় প্রাপণার্থে প্রস্তুত হও"। এই আকস্মিক দৈবধ্বনি শ্রবণ করিয়া জনসমাজ ভয়, আশা, হর্ষ ও খেদে যে প্রকার বিচলিত হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। তদনন্তর ধর্ম্ম পুরুষ অনুমতি করিলেন, "প্রথমতঃ বিষয়াধিকারের বিষয় সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; যে ধনে যাঁহার স্বত্ব আছে, তিনি তাহা এই দণ্ডেই প্রাপ্ত হইবেন। অতএব যাহার যত লেখ্য পত্র আছে, সমস্ত উপস্থিত কর।" তাহা শুনিয়া যাবতীয় লোক স্বস্ব স্বত্বাধিকার সপ্রমাণ করিবার নিমিত্তে বিবিধ প্রকার লেখ্য পত্র সমুদায় আহরণ করিলেক। অনন্তর কি আশ্চর্য্য দেখিলাম, তাহারদের উপর ন্যায় দণ্ডের জ্যোতিঃ পতন মাত্রে তাহারদের যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশিত হইল। ঐ দণ্ডের এপ্রকার আশ্চর্য্য গুণ যে তদীয় কিরণ স্পর্শ মাত্রে যাবতীয় কৃত্রিম পত্র দগ্ধ হইয়া যায়। দহ্যমান পত্রের প্রজ্বলিত অগ্নি, মুদ্রার লাক্ষাদ্রব ও অনর্গল ধূমোদ্গাম দ্বারা তৎ স্থান অতি ভয়ানক ও পরম বিস্ময়কর হইয়া উঠিল। কোন কোন পত্রের দুই চারি পংক্তি ও কোন কোন পত্রের কতিপয় প্রক্ষিপ্ত অক্ষর নষ্ট হইয়া তাহার অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গেল। কিন্তু শত শত মুদ্রার ষ্টাম্প পত্র সকল দাবানল-দগ্ধ মহারণ্যের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া পর্ব্বতাকার হইল। ঐ মণিময় দণ্ড জ্যোতিঃ কত কত পরম গুহ্য স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া লক্ষ লক্ষ অলক্ষিত অপহৃত ও সংগোপিত লেখ্য পত্র প্রকাশ করিয়া ফেলিলেক। ইতি মধ্যে আর এক অত্যদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলাম। প্রধান প্রধান বিচারাগারের সহস্র সহস্র অনুজ্ঞা পত্র দগ্ধ হইল, এবং ইন্‌সালবেণ্ট কোর্টের প্রায় সমস্ত নিষ্কৃতি পত্র ভস্মীভূত হইয়া গেল, ও যে সকল সম্ভ্রমশালি ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নির্ম্মুক্ত পুরুষের ন্যায় বিহার ও ব্যবহার করিতেছিলেন, তাহারা তৎক্ষণাৎ বন্দী হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ইতি মধ্যে উৎকোচ, অপহরণ, প্রতারণা, ও বলাৎকার দ্বারা যাবতীয় ধন উপার্জ্জিত হইয়াছিল, সমুদায় পর্ব্বত-প্রমাণ রাশীকৃত হইয়া মেঘ মণ্ডল স্পর্শ করিল, এবং তখন ধর্ম্ম পুরুষ এপ্রকার ঘোষণা প্রকাশ করিয়া দিলেন, যে "এই ধন রাশি হইতে যাহার যাহা ন্যায্য ধন তাহা গ্রহণ কর।"

ইহাতে লোক সমাজের কি বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়া উঠিল! সহস্র সহস্র ব্যক্তি অপূর্ব্ব বেশ ভূষণ ধারণ পূর্ব্বক পরম রমণীয় রথারোহণ করিয়া মহাবেগে গমন করিতেছিলেন, তৎক্ষণাৎ অবতরণ পুরঃসর গাত্র হইতে সমস্ত বস্ত্র আভরণ উন্মোচন করিয়া এক সামান্য বসন পরিধান পূর্ব্বক পদব্রজে চলিলেন। কোন স্থানে দেখিলাম, লক্ষপতি বা কোটিপতি ধনাঢ্য ব্যক্তি পরম শোভাকর অট্টালিকায় বহুমূল্য অত্যুত্তম আসনোপবিষ্ট হইয়া বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত আমোদ প্রমোদে পরম সুখে কাল হরণ করিতেছিলেন, ইতি মধ্যে এক জন সামান্য গৃহস্থ অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আসন-চ্যুত করিয়া দিলেক, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নির্গত হইয়া অতি পুরাতন বৃক্ষ-মূল-বিদ্ধ ভগ্ন গৃহে বাস করিলেন। কুত্রাপি দৃষ্টি করিলাম, যে সকল ধনাসক্ত মহামান্য মনুষ্য বাহুল্য রূপ ধনাগম করিয়া অতি উদারভাবে ব্যয় ব্যসন করিয়া আসিতেছিলেন, ও অতিশয় আড়ম্বর পূর্ব্বক দুর্গোৎসবাদি সমস্ত ক্রিয়া কলাপ সম্পন্ন করিয়া বিপুল কীর্ত্তি লাভ করিতেছিলেন, সহসা তাঁহার-

দের সামান্যরূপ উদরান্ন আহরণ করাও কঠিন হইল, এবং কতক গুলি নিরন্ন নির্ব্বিষয়ি লোক আসিয়া তাঁহারদের সমুদায় সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইলেক। তদ্ভিন্ন ধনাধিকার বিষয়ে যে সকল অল্প অল্প পরিবর্ত্তন হইল, তাহার বিবরণ করিয়া শেষ করা যায় না। জাগ্রৎ হইয়া যাহা দেখিতেছি, তখন তাহার বিস্তর অন্যথা ভাব দৃষ্টি করিয়াছিলাম।

এবম্ভূত অদ্ভুত কাণ্ড সমুদায় অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময় সাগরে মগ্ন হইলাম, ইতি মধ্যে অপর এক পরম কৌতূহল-জনক অত্যাশ্চর্য্য মহোপকারী ব্যাপার উপস্থিত হইল। ধর্ম্ম পুরুষ মেঘাভ্যন্তরে অবস্থান পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত তাবৎ কার্য্য সমাধা করিয়া আদেশ করিলেন, যে অবনীমণ্ডলে কেহ অন্যায় মান সম্ভ্রম লাভে সমর্থ হইবেন না, অদ্যাবধি সকলেই নিজ নিজ গুণানুসারে পদ প্রাপ্ত হইবেন। এই অতুল হিত-কর অনুমতি শ্রবণ করিয়া লোক সকল যৎপরোনাস্তি উৎকণ্ঠা-পর্য্যাকুল হইল। রূপবান্, বলবান্, ও ধনবান্ মনুষ্যেরা সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্ম দেবের সম্মুখবর্ত্তি হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায়-দণ্ড জ্যোতি সহ্য করিতে না পারিয়া অবিলম্বেই পরাঙ্মুখ হইলেন। তিনি কেবল তাঁহার সত্ত্ব-গুণ-ময় ন্যায়দণ্ডের কিরণ বিকীর্ণ দ্বারা সকলকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; ইহাতে যাহারদের বিশিষ্ট রূপ ধর্ম্ম, বিদ্যা বা বিষয়-বুদ্ধি আছে, তদ্ভিন্ন আর আর তাবতেই দণ্ড প্রভা দর্শন মাত্রে বিমুখ ও শঙ্কাতুর হইয়া রহিলেন। ঐ সকল মহাত্মা ব্যক্তি পর্য্যায় ক্রমে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পুণ্যবান্ লোকেরা প্রথম শ্রেণীতে, বিদ্যাবান্ লোকেরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে, ও বিষয় নিপুণ ব্যক্তি সকল তৃতীয় শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইলেন। প্রথম শ্রেণীর শোভা দেখিয়া মন মোহিত হইল। তাঁহারদের কি প্রফুল্ল বদন, সকরুণ নয়ন ও মধুর বচন! কি সৌজন্য কি কারুণ্য স্বভাব! তাঁহারদিগের পরম পবিত্র জ্যোতিঃ-পূর্ণ মুখশ্রী অবলোকন করিলে অন্তঃকরণ প্রেমামৃত রসে আর্দ্র হইতে থাকে। কতক গুলি হীন জাতীয় এবং অজ্ঞাত-কুল শীল মনুষ্যকেও এই শ্রেণীভুক্ত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। জাগ্রৎকালে যাহারদের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আপনাকে অশুচি বোধ করিয়াছিলাম, তখন দেখিলাম, তাহারা কত শত সদ্বংশজ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদ লাভ করিয়াছে, এবং যাঁহারদিগকে পরম তপস্বি ঋষি তুল্য বোধ ছিল, তাঁহারা এই শ্রেণীতে যৎকিঞ্চিৎ স্থানও প্রাপ্ত হইলেন না। কত কত দীর্ঘ-পুণ্ড্র-ধারি মহা দাম্ভিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের শত শত আত্মাভিমানি বহুভাষি ছাত্র এই শ্রেণীতে ভুক্ত হইবার নিমিত্তে বিস্তর বাঞ্ছিত গুণা করিলেন। অবশেষে যখন দর্পহারী ধর্ম্মপুরুষ তাঁহারদের মুখমণ্ডলোপরি ন্যায় দণ্ড চালনা করিয়া তদীয় প্রচণ্ড জ্যোতি বিস্তার করিলেন, তখন তাঁহারা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী সংস্থাপনের সময় বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল। যাবৎলোক তৎশ্রেণীর অধিকারী, সকলেই নিজ নিজ গুণাপেক্ষা করিয়া উৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্তির নিমিত্তে ব্যগ্র হইলেন। তাঁহারদিগের এইরূপ অবিহিত অনুচিত জিগীষা দেখিয়া ধর্ম্ম পুরুষ দণ্ডহস্তে স্বয়ং অগ্রসর হইয়া সকলকে যথোচিত সম্মান প্রদান করিলেন। সর্ব্বোত্তম ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি সমুদায়কে সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত করিলেন। যাহারদের তাদৃশ স্বকীয় শক্তি নাই, যাহারা কেবল পর-রচিত গ্রন্থ পাঠ দ্বারা বিদ্যা বিষয়ে পারদর্শি হইয়াছে, তাহারদিগকে তৎপরে স্থাপিত করিলেন। এবং যাহারদিগের অনেকানেক গ্রন্থপাঠ হইয়াছে, কিন্তু তাদৃশ বিচার শক্তি নাই, তাহারা সর্ব্বশেষে থাকিল। এইরূপ এক্ষণকার প্রত্যেক বিদ্যাবান্ ব্যক্তি ইহার কোন না কোন স্থানে নিবিষ্ট হইলেন। ফলত কি বিপর্য্যয়ই দেখিলাম! যাহারদের বিদ্যা বিষয়ে বিলক্ষণ খ্যাতি আছে, তন্মধ্যেও অনেকানেক

ব্যক্তি অধম স্থানে সংস্থাপিত হইলেন। কতক গুলি বাঙ্গলা গ্রন্থকর্ত্তা এই শ্রেণীভুক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন. কিন্তু আক্ষেপের কথা কি কহিব, ধর্ম্মপুরুষ তাঁহারদিগকে নিতান্ত অনধিকারি বিবেচনা করিয়া তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন;—তৎশ্রেণীর কোন স্থানে তাঁহারদের স্থান হইল না। তাঁহারদের এই দারুণ দুরবস্থা দর্শন করিয়া আমার অন্তঃকরণ দুঃসহ দুঃখ তাপে তাপিত হইতে লাগিল। ভাবিলাম. এই সকল অবোধ মনুষ্য যে বিষয়ে যশঃ সৌরভ লাভের বাসনা করে, অধিকারি না হইয়া তাহাতে কেন প্রবৃত্ত হয়? তবে প্রবোধের বিষয় এই, যে তিনি তাহারদিগকে শ্রেণী-বহিভূত করিয়া কহিলেনঃ "তোমরা প্রতিপত্তি লাভ ও স্বদেশোপকারের যথার্থ পথ অবলম্বন করিয়াছ; স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলন ব্যতিরেকে কখন কোন দেশে জ্ঞান প্রচার ও বিদ্যা প্রাদুর্ভাব হইতে পারে না। কিন্তু তোমরা কিছু কাল পঠদ্দশায় থাক, পরে মনোরথ পূর্ণ হইলেও হইতে পারে। তোমরা যে সকল প্রস্তাব লিখিয়া থাক, তাহার পূর্ব্বাপর ঐক্য থাকে না, ভাবের প্রগাঢ়তা থাকে না এবং রচনাও শুদ্ধ ও পরিপাটী হয় না। বিশেষতঃ যিনি যে বিষয় রচনা করেন, তিনি তাহা নিয়মিতরূপে শিক্ষা ও তদ্বিষয়ের সবিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়াই তাহাতে প্রবৃত্ত হয়েন। আর অনেকে যৎ কুৎসিত অনুপ্রাসের অনুরোধে তাৎপর্য্যের ব্যাঘাত করেন। ইত্যাকার সমস্ত দোষ শোধন পূর্ব্বক স্বাভীষ্ট বিষয়ে পারদর্শি হইতে পারিলে অবশ্য কৃতকার্য্য হইবে।" যাহারা ভাষান্তরে সামান্য রূপ কথোপকথন শিক্ষা করিয়া বিদ্যাভিমান প্রকাশ করে,—যাহারদের কোন বিজ্ঞান শাস্ত্রে কিছু মাত্র ব্যুৎপত্তি হয় নাই, তাহারদের অপমান দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তাহারা ধর্ম্মপুরুষের বিস্তর সাধ্য সাধনা করিয়াও তথায় যৎ কিঞ্চিৎ স্থানও প্রাপ্ত হইলেক না। আর কতকগুলি পণ্ডিতের দুরবস্থার বিষয় কি বলিব? তাঁহারা নিরুপবীত হীন জাতীয় শত শত ব্যক্তিকে আপনার অপেক্ষা উচ্চ পদাভিষিক্ত দেখিয়া অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। হা! কত শত গুরুদেব ঐ শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া লজ্জায় অধোমুখ হইলেন, এবং তাঁহার শিষ্যেরা তাহার উৎকৃষ্ট স্থানে স্থিতি করিয়া তাঁহারদের দারুণ দুর্দ্দশা দর্শন করিতে লাগিল।

এই শ্রেণীর লোক সংস্থান সমাপ্ত হইলে ধর্ম্ম পুরুষ বিষয়িদিগকে আহ্বান করিলেন। তাহা শুনিয়া চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি প্রতাপান্বিত মান-গর্ব্বিত বহু ব্যক্তি মহোৎসাহ সহকারে সদর্প পাদ বিক্ষেপ পূর্ব্বক আগমন করিলেন। ধর্ম্মদেব দণ্ড প্রভা প্রকাশ দ্বারা তাঁহারদের যথার্থ স্বরূপ অবলোকন করিয়া কহিলেন, "তোমরা এবিষয়ের উপযুক্ত বট; তোমরা উদ্‌যোগি, পরিশ্রমি ও কর্ম্মদক্ষ, তোমারদের বিলক্ষণ বিষয়জ্ঞান আছে, কিন্তু ধর্ম্ম রক্ষায় যত্ন নাই; তোমরা স্বার্থ পরবশ হইয়া পরপীড়া কর, উৎকোচ গ্রহণ কর, এবং স্বীয় প্রভুর অপচয় কর। এসকল কুব্যবহার পরিত্যাগ না করিলে কোন প্রকারে তোমারদের সম্ভ্রমজনক পদ লাভের সম্ভাবনা নাই।" এই কথা বলিয়া তাঁহারদের মধ্যে শতকে এক বা দুইজনকে গ্রহণ করিয়া অপরাপর সকলের আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। তদনন্তর তিনি সংসারের বিষয় কার্য্য সম্পাদনার্থে পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর কতক লোক আহ্বান করিয়া দেখিলেন, তাঁহারদের মধ্যে অনেকেই যেমন জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্মশীল, সেরূপ বিষয় পারদর্শি নহেন, এবং বিষয়কার্য্যে তাঁহারদের অভিরুচিও নাই। তবে যে কয়জন ত্রিগুণ-সম্পন্ন, সুতরাং তিন শ্রেণীর উপযুক্ত, ও পদগ্রহণে সম্মত ও অভিলাষি হইলেন, তাঁহারদিগকে অত্যুৎকৃষ্ট সম্ভ্রান্ত পদ সমুদায় সমর্পণ করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে ত্রিগুণে ইঁহারাই সর্ব্ব মান্য, পরমপূজ্য, প্রধান মনুষ্য।" তৎপরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া যাঁহারা দুই গুণ সম্পন্ন, তাঁহারদিগকে তদপেক্ষা অপকৃষ্ট

পদে স্থাপন করিলেন, এবং অবশেষে যাহারদের কেবল বিষয় কার্য্য নৈপুণ্য আছে, তাহারদিগকে অতি অপকৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদে নিযুক্ত করিলেন, আর উৎকোচ-গ্রাহি পর-পীড়ক পাপাত্মা অপহারিদিগকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তন্মধ্যে দেখিলাম, পূর্ব্বে যাঁহারা উচ্চ উচ্চ রাজ-সংক্রান্ত মান্য পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারদের অনেকে এই রূপ মান-চ্যুত ও তিরস্কৃত হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। পূর্ব্বে তাঁহারা যাহারদিগকে মনুষ্য বলিয়া গণ্য করিতেন না, তাহারা পদস্থ হইয়া তাঁহারদের এই রূপ বিষম যন্ত্রণা-দায়ক দুর্দ্দশা দর্শন করিতে লাগিল। কতিপয় ইংরাজ জাতীয় রাজ কর্ম্ম চারির অপমানের কথা কি কহিব? তাঁহারা ক্রমাগত নানা দুষ্টাচরণ করিয়াও একাল পর্য্যন্ত কেবল সহায় বলে ও বুদ্ধি কৌশলে সমুদায় প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে ধর্ম্ম পুরুষের ন্যায় রূপ দণ্ড জ্যোতি সহ্য করিতে না পারিয়া মানভ্রষ্ট ও লজ্জাপ্রাপ্ত হইলেন, এবং কতিপয় বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহারদের পদে অভিষিক্ত হইলেন।

কিন্তু ইহাতেও বিস্তর মান্য পদ শূন্য থাকিল দেখিয়া ধর্ম্মপুরুষ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কতকগুলি জ্ঞানাপন্ন শান্ত-স্বভাব পরিশ্রম-বিমুখ ব্যক্তিকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া মৃদুভাবে মধুরস্বরে কহিতে লাগিলেন, "তোমরা বিদ্যাবান্ ও ধর্ম্মশীল বট, কিন্তু এপ্রকার গুণ-সম্পন্ন হইয়া আলস্যের বশীভূত থাকা উচিত নহে! কতক গুলি পুস্তক সমভিব্যাহারে বিরলে কালযাপনার্থে বিদ্যার সৃষ্টি হয় নাই, এবং সঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক সংসারের মঙ্গলামঙ্গলে সম-বুদ্ধি হইয়া অননুরাগে সময় ক্ষেপ করাও ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে। ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি সংসারের কার্য্যই না করিলে, তবে জীবনের ফলকি? শিক্ষিত বিদ্যাকে যদি জগতের উপকারার্থেই নিয়োগ না করিলে, তবে সে বিদ্যার প্রয়োজন কি? যদি অকালেই তোমারদের ন্যায় বৃথা কাল হরণ করে, তবে এক্ষ দিবসেই লোক যাত্রার উৎসেদ-দশা উপস্থিত হয়। তোমরা বলিয়া থাক, যে আমরা আকাঙ্ক্ষার হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সন্তোষ অবলম্বন করিয়াছি, কিন্তু তোমারদের যে প্রকার হীন অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে এরূপ নিশ্চেষ্ট থাকা কখনই উচিত নহে। তোমরা কেবল কোন ক্রমে প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছ; সমুচিত অন্ন-বস্ত্রাদি আহরণেও সমর্থ নহ। যথেষ্ট উপাদেয় অন্ন, অক্লেশ-জনক পবিত্র বস্ত্র, প্রশস্ত পরিষ্কৃত বাটী, এবং অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাভাবে তোমারদের পরিবারেরা ক্লিষ্ট ও পীড়িত-শরীর হইয়া অশেষ প্রকার দুঃখ পাইতেছে, তাহারদের রোগ হইলে ব্যয়-সাধ্য প্রযুক্ত তাহার যথোচিত চিকিৎসা হয় না, স্বাচ্ছন্দ্যাভাবে তোমারদের সন্তানদিগের শরীর পুষ্টি ও মনঃ স্ফূর্ত্তি হয় না, এবং ধনাভাবে তাহারা উৎকৃষ্টরূপ শিক্ষাও প্রাপ্ত হয় না। ইহাতে তোমারদের দ্বারা বিবিধমতে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন হইতেছে। ক্ষমতা সত্ত্বে এপ্রকার অবস্থায় তৃপ্ত থাকিয়া এই সমস্ত দুঃখ নিরাকরণের যত্ন না করা অবশ্যই দুষণীয় বলিতে হয়! আমার অঙ্গ স্বরূপ যে সন্তোষ, তাহার এরূপ স্বভাব নহে। আপন আপন ক্ষমতানুযায়ি অবস্থাতে তৃপ্ত থাকা এবং যে দুঃখ নিবারণের উপায় নাই, তাহাতে ব্যাকুলিত না হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক প্রসন্নভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করাই সন্তোষের প্রকৃত লক্ষণ;—এরূপ সন্তোষে পুণ্য প্রতিষ্ঠা দুইই আছে। অতএব তোমারদের আত্ম হিত ও সংসারের উপকারার্থে সচেষ্ট হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, এবং তাহা হইলে তোমরাই এই সকল মান্যপদের অধিকারি হইতে পার।" *

ধর্ম্মের এই সকল মধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম, এবং সাতিশয় শ্রদ্ধাবিষ্ট হইয়া মনে মনে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিলাম। এমত সময়ে উদাসীনদিগের স্থানান্তর যাত্রার্থ উযোগ-ধ্বনি দ্বারা স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলাম, এবং

তখন চিন্তা করিলাম, যে এই পরম রমণীয় স্বপ্ন-ব্যাপার সম্পূর্ণ সফল হওয়াই উচিত।*

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য নবমানুবাকে দ্বিতীয়ং সূক্তং

প্রস্কণ্বঋষিঃ অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ
অগ্নির্দেবতা

৫৩২

১ ত্বমগ্নে বসূঁরিহ রুদ্রা আদিত্যা উত। যজা স্বধ্বরং জনং মনুজাতং ঘৃতপ্রুষং।

১ হে অগ্নে' 'ত্বং' 'ইহ' ইহ কর্ম্মণি 'বসূঁ' বসূন 'রুদ্রা' রুদ্রান্ 'আদিত্যা' আদিত্যান্ 'যজা' যজ 'উত' অপিচ 'জনং' অন্যং দেবতারূপং যজ কীদৃশং 'স্বধ্বরং' শোভনযাগযুক্তং 'মনুজাতং' মনুনা প্রজাপতিনা উৎপাদিতং 'ঘৃতপ্রুষং' উদকস্য সেক্তারং।

১ হে অগ্নি! তুমি এই কর্ম্মে বসু,রুদ্র, আদিত্য দেবতা সকলকে এবং শোভন যাগ বিশিষ্ট, প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন, উদকসেক্তা অন্য দেবতাকে অর্চ্চনা কর।

৫৩৩

২ শ্রুষ্টীবানোহি দাশুষে দেবা অগ্নে বিচেতসঃ। তান্রোহিদশ্ব গির্বণস্ত্রয়স্ত্রিংশতমাবহ।

২ হে 'রোহিদশ্ব' রোহিন্নামকৈরশ্বৈরুপেত 'অগ্নে' ত্বং 'বিচেতসঃ' বিশিষ্টপ্রজ্ঞায়াঃ 'দেবাঃ' 'দাশুষে' হবির্দ্দত্তবতে যজমানায় 'শ্রুষ্টীবানঃ' ফলস্য দাতারঃ 'হি' খলু 'গির্বণঃ' গীর্ভিঃ স্তুতিভির্বননীয়াঃ 'ত্রয়স্ত্রিংশতং' অনয়া সংখ্যয়া 'তান্' দেবান্ 'আবহ' ইহ আনয়।

২ হে রোহিন্নামক অশ্বযুক্ত অগ্নি! উত্তম প্রজ্ঞাযুক্ত, হবির্দ্দাতা যজমানের ফল দাতা, স্তুতি দ্বারা সম্ভজনীয়, ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক যে দেবতা সকল তাঁহারদিগকে তুমি এই যজ্ঞে আনয়ন কর।

৫৩৪

৩ প্রিয়মেধবদত্রিবজ্জাতবেদো বিরূপবৎ। অঙ্গিরস্বন্মহিব্রত প্রস্কণ্বস্য শ্রুধীহবং।

৩ হে 'মহিব্রত' প্রভূতকর্ম্মন্ 'জাতবেদঃ' অগ্নে ত্বং 'প্রস্কণ্বস্য' মহর্ষেঃ 'হবং' আহ্বানং 'শ্রুধী' শৃণু 'প্রিয়মেধবৎ' 'অত্রিবৎ' 'বিরূপবৎ' 'অঙ্গিরস্বৎ' এতেষাং প্রিয়মেধাদীনাং আহ্বানং যথা শৃণোষি তদ্বৎ।

৩ হে বহুকর্ম্মা জাতবেদা অগ্নি! তুমি মহর্ষি প্রস্কণ্বের আবাহন শ্রবণ কর, যেমন প্রিয়মেধাদি ঋষি সকলের আবাহন শ্রবণ করিয়া থাক।

৫৩৫

৪ মহিকেরবঊতয়ে প্রিয়মেধা অহূষত। রাজন্তমধ্বরাণামগ্নিং শুক্রেণ শোচিষা।

৪ 'মহিকেরবঃ' প্রৌঢ়কর্ম্মাণঃ 'প্রিয়মেধাঃ' প্রিয়েণ যজ্ঞেন উপেতাঃ ঋষয়ঃ 'ঊতয়ে' রক্ষার্থং 'অগ্নিং' 'অহূষত' আহূতবন্তঃ কীদৃশং অগ্নিং 'অধ্বরাণাং' যজ্ঞানাং মধ্যে 'শুক্রেণ' শুক্লেন 'শোচিষা' প্রকাশেন 'রাজন্তং' দীপ্যমানং।

৪ বৃহৎ কর্ম্মকারী প্রিয় ও যজ্ঞ বিশিষ্ট ঋষি সকল যজ্ঞেতে রক্ষার্থ শুভ্র প্রকাশ বিশিষ্ট প্রদীপ্ত অগ্নিকে আহ্বান করেন।

৫৩৬

৫ ঘৃতাহবন সন্ত্যেমাউ ষু শ্রুধী গিরঃ। যাভিঃ কণ্বস্য সূনবো হবন্তেঽবসে ত্বা ॥১॥৩॥

---

* Rendered from a number of the Tatler.

৫ হে 'ঘৃতাহবন' ঘৃতেনাহূয়মান 'সন্ত্য' ফলপ্রদ অগ্নে 'ইমাঃ' অস্মাভিঃ প্রযুজ্যমানাঃ 'উ' অপি 'গিরঃ' স্তোত্ররূপাঃ বাচঃ 'শ্রুধী' সুশ্রুধি শৃণু। 'কণ্বস্য' মহর্ষেঃ 'সূনবঃ' পুত্রাঃ 'যাভিঃ' গীর্ভিঃ 'অবসে' রক্ষার্থং 'ত্বা' ত্বাং 'হবন্তে' আহ্বয়ন্তি।১।৩।৩১।

৫ হে ঘৃত দ্বারা আহূত, ফলপ্রদ অগ্নি! তুমি আমারদিগের উক্ত এই স্তবরূপ বাক্য শ্রবণ কর, মহর্ষি কণ্বের পুত্র সকল স্বীয় জীবনের নিমিত্ত যে বাক্য দ্বারা তোমাকে আহ্বান করেন।১।৩।৩১।

৫৩৭

৬ ত্বাং চিত্রশ্রবস্তম হবন্তে বিক্ষু জন্তবঃ। শোচিষ্কেশং পুরুপ্রিয়াগ্নে হব্যায় বোঢবে।

৬ হে 'চিত্রশ্রবস্তম' অতিশয়েন বিবিধকীর্তিরূপান্নযুক্ত 'পুরুপ্রিয়' বহুনাং যজমানানাং প্রীতিকর 'অগ্নে' 'ত্বাং' হব্যায় বোঢবে' হবির্বোঢুং 'বিক্ষুজন্তবঃ' প্রজাসূৎপন্নাঃ যজমানাঃ 'হবন্তে' আহ্বয়ন্তি কীদৃশং 'শোচিষ্কেশং' দীপ্তিরূপকেশোপেতং।

৬ হে প্রচুর বিবিধ হবিরূপ অন্নযুক্ত, বহু যজমানের প্রীতিকর অগ্নি! প্রজা দ্বারা উৎপন্ন যজমান সমূহ, প্রদীপ্ত শিখা বিশিষ্ট তোমাকে হবির্বহন নিমিত্ত আহ্বান করে।

৫৩৮

৭ নি ত্বা হোতারমৃত্বিজং দধিরে বসুবিত্তমং। শ্রুৎকর্ণং সপ্রথস্তমং বিপ্রা অগ্নে দিবিষ্টিষু।

৭ হে 'অগ্নে' 'বিপ্রাঃ' মেধাবিনঃ 'দিবিষ্টিষু' যাগেষু 'ত্বা' ত্বাং 'নিদধিরে' স্থাপিতবন্তঃ কীদৃশং 'হোতারং' আহ্বাতারং 'ঋত্বিজং' ঋতুষু যজনশীলং 'বসুবিত্তমং' ধনস্য লম্ভয়িতারং 'শ্রুৎকর্ণং' শ্রবণযোগ্যকর্ণোপেতং 'সপ্রথস্তমং' অতিশয়েন প্রখ্যাতং।

৭ হে অগ্নি! মেধাবি ব্রাহ্মণ সকল যজ্ঞ স্থানে তোমাকে স্থাপিত করেন, তুমি হোতা, ঋত্বিক্ স্বরূপ, বসন্তাদি ঋতুতে যাগ কর্তা, ধনপ্রাপক, শ্রবণ যোগ্য কর্ণ দ্বয় বিশিষ্ট, এবং অতিশয় বিখ্যাত।

৫৩৯

৮ আ ত্বা বিপ্রা অচুচ্যবুঃ সুতসোমা অভিপ্রযঃ। বৃহদ্ভা বিভ্রতো হবিরগ্নে মর্ত্তায় দাশুষে।

৮ হে 'অগ্নে' 'সুতসোমাঃ' অভিষুতসোমযুক্তাঃ 'বিপ্রাঃ' মেধাবিনঃ ঋত্বিজঃ 'প্রযঃ' হবির্লক্ষণং অন্নং 'অভি' অভিলক্ষ্য 'ত্বা' ত্বাং 'আ অচুচ্যবুঃ' আচুচ্যবুঃ আগময়ন্তি। কীদৃশং ত্বাং 'বৃহদ্ভাঃ' মহান্তং ভাসমানং কীদৃশাঃ বিপ্রাঃ 'দাশুষে' 'মর্ত্তায়' হবিঃপ্রদস্য যজমানস্য 'হবিঃ' 'বিভ্রতঃ' ধারয়ন্তঃ।

৮ হে অগ্নি! হবিঃ প্রদাতা যজমানের হবির্দ্ধারয়িতা, অভিষুত সোমযুক্ত, মেধাবি ঋত্বিক্ সমূহ উৎকৃষ্ট প্রদীপ্ত তোমাকে হবি অন্ন উদ্দেশ করিয়া আনয়ন করেন।

৫৪০

৯ প্রাতর্যাবঃ সহস্কৃত সোমপেয়ায় সন্ত্য। ইহাদ্য দৈব্যং জনং বর্হিরাসাদয়া বসো।

৯ হে 'সহস্কৃত' বলেন মথিত 'সন্ত্য' ফলদাতঃ 'বসো' নিবাসহেতুভূত অগ্নে 'ইহ' দেবযজনদেশে 'অদ্য' অস্মিন্ দিনে 'সোমপেয়ায়' সোমপানার্থং 'প্রাতর্যাবৃণঃ' প্রাতরাগচ্ছতো দেবান্ 'দৈব্যংজনং' অন্যমপি দেবতাজনং 'বর্হিঃ' যজ্ঞং 'আসাদয়া' আসাদয় প্রাপয়।

৯ হে বলমথিত, ফলদাতা, নিবাসের কারণ অগ্নি! তুমি অদ্য দেবতাদিগের যজ্ঞেতে প্রাতঃকালে যজ্ঞভূমি গামি দেবতা সমূহকে এবং অন্যান্য দেব গণকে সোমপানার্থ যজ্ঞ লাভ করাও।

অয়ং সোমইত্যর্দ্ধর্চ্চঃ দেবোদেবতা

৫৪১

১০ অর্বাঞ্চং দৈব্যং জনমগ্নে যক্ষ্ব সহূতিভিঃ। অয়ং সোমঃ সুদানবস্তং পাত তিরোঅহ্ন্যং।১।৩।৩২

১০ হে 'অগ্নে' ত্বং 'অর্ব্বাঞ্চং' অভিমুখং 'দৈব্যং জনং' দেবতারূপং প্রাণিনং 'সজূর্ভিঃ' সমানাস্বানৈর্দেবান্তরৈঃ সহ 'যক্ষ' যজ। হে 'সুদানবঃ' সুষ্ঠুফলদাতারঃ দেবাঃ যুষ্মদর্থঃ 'অয়ং' 'সোমঃ' পুরস্তোরহস্তে 'তং' সোমং 'পাত' পিবত কীদৃশং 'তিরোঅহ্ন্যং' এতন্নামকং।১৩৩২।

হে অগ্নি! তুমি অনুকূল দেবতা সকলকে সমান আবাহন বিশিষ্ট অন্য দেবতাদিগের সহিত পূজা কর। হে সুন্দর ফলদাতা দেবতা সকল! তিরো অহ্না নামক অর্থাৎ যে সকল সোম পূর্ব্বদিনে অভিষুত হয় এবং পরদিনে ব্যয় হয় তাহা তোমারদিগের নিমিত্ত বর্ত্তমান আছে তোমারা সেই সোম পান কর।১।৩।৩২।

ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের পূর্ব্বকালীন বাণিজ্য বিবরণ

প্রথম অধ্যায়

উত্তরে তুষার মণ্ডিত হিমালয়, দক্ষিণে সাগর-ধৌত কন্যাকুমারী, পূর্ব্বে সমুদ্র ও ব্রহ্মরাজ্য, পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র ও সিন্ধুনদ পারস্থ হিন্দুকোহ পর্ব্বত, এই চতুঃসীমাবদ্ধ অতি বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের অন্তঃপাতি বিচিত্র দেশের বিচিত্র ভূমিতে বিচিত্র প্রকার স্থলজ জলজ দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। এরূপ ফলশালি দেশের লোক সকল ঐ সমস্ত সামগ্রীর পরস্পর বিনিময়ার্থে অবশ্য অতি পূর্ব্বকালেই অল্প বা বিস্তৃত বাণিজ্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। যে অপরিজ্ঞাত কালে বর্ণ বিভাগ হইয়াছিল, তখনও সামান্য রূপ ব্যবসায়ের আরম্ভ হওয়া সম্ভব, কারণ বাণিজ্যাবলম্বন বৈশ্যদিগের প্রধান বৃত্তি। বেদ ভিন্ন আর কোন সংস্কৃত গ্রন্থ, মনুসংহিতা ও বাল্মীকি রামায়ণের অপেক্ষায় প্রাচীন নহে; ঐ উভয় গ্রন্থের রচনা কালে ভারতবর্ষীয় লোকেরা দেশ দেশান্তর গমন পূর্ব্বক বাহুল্য রূপ বাণিজ্য ব্যবসায় সম্পাদন করিতেন। মনু সংহিতায় যে রূপ হিন্দুদিগের উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রকাশ পাইতেছে, ও রামায়ণে নগর ও রাজধানীর অত্যুচ্চ প্রশস্ত অট্টালিকা শ্রেণি, শত শত বিমান ও দেবায়তন, গৃহারূঢ় উড্ডীয়মান বিবিধ পতাকা, রথ-হস্তি-ঘোটকাদি-নানা-যান-সমাকীর্ণ জল-সংসিক্ত রাজমার্গ, বহুতর রাজদূত সমাগম, ধন-ধান্য-রত্ন-পূর্ণ ধাম, নানাবিধ শিল্পকার ও বহুতর বণিকের অবস্থান, সুরম্য উদ্যান, বিচিত্র বিহার স্থান, বিদ্যার প্রাদুর্ভাব, বাণিজ্যের আড়ম্বর, মনোহর শোভা, জন সমারোহ, উৎসব ব্যাপার, আমোদ প্রমোদাদি সর্ব্বাংশে যে প্রকারে অত্যুৎকৃষ্ট বৈভব বর্ণনা আছে*, তাহাতে বোধ হয়, যে ঐ সকল ব্যবস্থা বিধান ও বর্ণনার সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত ধন, ধর্ম্ম, বিদ্যাতে পরিপূর্ণ ছিল; সে অবস্থার সুখ-সম্ভোগোপযোগি সামগ্রী কেবল বাণিজ্য যোগেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভাবিত হয়। অরণ্যবাসি নির্দ্ধন অসভ্য লোকদিগের অন্তঃকরণে এরূপ ঐশ্বর্য্যের ভাব উদয়ই হইতে পারে না; অতএব যদিও রামায়ণ কাব্য বটে, তথাপি এ সমস্ত বর্ণনাকে তৎকালিক ভারতবর্ষীয় লোকের অবস্থা-মূলক বলিতে হয়। ফলতঃ রামায়ণের ভূরি ভূরি স্থলে বহু ব্যবসায়ি স্থল-পথ ও সমুদ্র-পথ-গামি বণিক্‌দিগের বৃত্তান্ত এবং মনু সংহিতাতে তাহাদের ব্যবসায়ের ব্যবস্থা লিখিত আছে। অতএব যৎকালে রামায়ণ প্রমাণে সমুদায় দাক্ষিণাত্য কেবল দুর্গম মহারণ্য, এবং বন্য ও পর্ব্বতীয় লোকের বাস স্থান ছিল, এবং মনুসংহিতানুসারে উৎকল ও দ্রাবিড়াদি দেশ ম্লেচ্ছ ভূমি বলিয়া গণিত ছিল, তখনও আর্য্যাবর্ত্তে এবং বিশেষতঃ তাহার পশ্চিম ও মধ্যভাগে বিশিষ্ট রূপ বাণিজ্য ব্যবসায় প্রচলিত থাকা সম্ভব বোধ হয়†। আর ম-

---

* আদিকাণ্ডে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়, অযোধ্যাকাণ্ডে ৭১ অধ্যায়, সুন্দরকাণ্ডে চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় ইত্যাদি।

† কিন্তু রামায়ণ রচনার সময়ে দাক্ষিণাত্যে হিন্দুদিগের গমনাগমন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার সংশয় নাই; কারণ তাহাতে নদী পর্ব্বতাদির যথার্থ সংস্থান লিখিত আছে। আর ইহাও স্বীকার করা কর্ত্তব্য, যে রামায়ণের স্থানে স্থানে অনেকানেক [illegible] রচনও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হাভারতীয় সভাপর্ব্বে নানা দেশীয় ও নানা জাতীয় ভূপালদিগের মহারাজ যুধিষ্ঠির-কে বিবিধ প্রকার সুভোগ্য সামগ্রী উপহার দিবার যেরূপ সবিশেষ বর্ণনা আছে, তাহাতে অনায়াসেই বোধ হয় যে ঐ উপাখ্যান রচনার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের পশ্চিম ও উত্তরবর্ত্তি শক তুখারাদি বিবিধ জাতীয় লোকের সহিত হিন্দুদিগের বিশিষ্ট রূপ বাণিজ্য ঘটিত সংশ্রব ছিল, এবং তখন ভারতবর্ষের ধন, সৌভাগ্য, সুখ, সভ্যতার বিস্তর উন্নতি হইয়াছিল। বিশেষতঃ সে কালে বাণিজ্য বৃত্তির সমাদর ছিল, এবং বণিকেরা সম্ভ্রান্ত ও বিচক্ষণ লোক ছিল। তাহারা নিতান্ত মূর্খ ছিল না; তাহারদের বেদাধিকার ছিল; সুতরাং শাস্ত্রাধ্যয়ন করা অবশ্যই অবশ্য কর্ত্তব্য বোধ ছিল।

মনু এক স্থানে কহিয়াছেন*, যে বণিকেরা নানা দেশের গুণাগুণ শিক্ষা করিবেক, ও নানা জাতীয় ভাষা অভ্যাস করিবেক, এবং অন্য স্থানে তাঁহারদিগকে স্বীয় বিবেচনানুসারে বাণিজ্য বিষয়ক ব্যবস্থা করিবারও ক্ষমতা দিয়াছেন†।

যে দেশে কোন বিষয়েরই পুরাবৃত্ত নাই, তথায় বাণিজ্যের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ থাকিবার সম্ভাবনা কি! তবে অতি পূর্ব্বে বাণিজ্য বৃত্তি যে হিন্দুদিগের প্রিয় ব্যবসায় ছিল, ও তাঁহারদের দেশ দেশান্তর গমনাগমন ছিল, আমারদের প্রাচীন গ্রন্থ সমুদায়ে যে তাহার যৎ কিঞ্চিৎ নিদর্শনও প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই বিস্ময়। বণিক্দিগের বৃত্তি রক্ষা ও বাণিজ্য ক্রিয়ার বিধান করা মন্বাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রের অঙ্গ ছিল। আর কামন্দকীয় নীতিসারানুসারে অবগত হওয়া যায়, যে বাণিজ্য বিধান বিষয়ে বার্ত্তা নামে এক শাস্ত্র ছিল, তাহাতে পাশুপাল্যাদি সমস্ত বৈশ্য বৃত্তির নিয়ম থাকিত *। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে ইদানীং সে সকল গ্রন্থ নিতান্ত অপ্রাপ্য হইয়াছে—বুঝি লুপ্ত হইয়া থাকিবেক! বিদেশীয় ইতিহাস-বেত্তাদিগের গ্রন্থ ব্যতিরেকে এবিষয়ের সবিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই।

অতি পূর্ব্বে মিশরদেশীয় লোকের সহিত ভারতবর্ষীয় বণিক্দিগের বিস্তৃত বাণিজ্য প্রচলিত থাকিবার বিস্তর নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই অতিপ্রাচীন সৌভাগ্যশালি সভ্যলোকে ৩১০০ সার্দ্ধ ত্রিসহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় সুভোগ্য সামগ্রী সকল উপভোগ করিতেন। ৩৫৫৬ বৎসর পূর্ব্বে যখন যুষফ ঐ দেশে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন আরব রাজ্যের ইস্মায়েলীয় বণিকেরা তথায় ভারতবর্ষ-জাত ও ভারতসমুদ্রবর্ত্তি-দ্বীপোৎপন্ন তেজস্কর ভক্ষ্য গন্ধদ্রব্য সমুদায় † বিক্রয়ার্থে লইয়া যাইতেছিল ‡। এবং যখন ৩০৫০ বৎসর পূর্ব্বে

---

* মনু কহিয়াছেন, "মনু উপদেশ করিয়াছেন" এই রূপ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে মনু সংহিতাতে সেই উক্তি আছে। ইহা বলা বাহুল্য যে আদি মনুষ্য বা মনুষ্য-পিতা স্বায়ম্ভুব মনু দ্বারা মনু সংহিতা রচিত হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভাবিত নহে।

† সারাসারঞ্চ ভাণ্ডানাং দেশানাঞ্চ গুণাগুণান্।
লাভালাভঞ্চ পণ্যানাং পশূনাং পরিবর্দ্ধনং।
ভৃত্যানাঞ্চ ভৃতিং বিদ্যাৎ ভাষাশ্চ বিবিধা নৃণাং।
দ্রব্যাণাং স্থানযোগাংশ্চ ক্রয়বিক্রয়মেব চ॥
মনু ৯ অধ্যায়ে ৩৩১ ও ৩৩২ শ্লোক।

বৈশ্যেরা দ্রব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ, দেশের গুণাগুণ, পণ্য দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা লাভালাভের বিষয়, পশুদিগের উৎকর্ষ সাধন, ভৃত্যদের ভৃতি, বিবিধ প্রকার ভাষা, দ্রব্যের স্থান যোগ অর্থাৎ কোন্ দ্রব্য কিরূপে স্থাপন করিলে বহুকাল থাকে তদ্বিষয়, ও ক্রয় বিক্রয়ের রীতি অবগত হইবেক।

সমুদ্রযানকুশলা দেশকালার্থদর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তি তু যাং বৃদ্ধিং সা তত্রাধিগমং প্রতি॥
৮ অধ্যায়ে ১৫৭ শ্লোক।

সমুদ্র গমন বিষয়ে নিপুণ এবং দেশ, কাল, ও লাভালাভ-দর্শি বণিকেরা ব্যয়-বৃদ্ধির বিষয়ে যে ব্যবস্থা করেন, তাহাই প্রমাণ।

* আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চ শাশ্বতী।
বিদ্যাশ্চতস্র এবৈতা লোকসংস্থিতিহেতবঃ॥
পাশুপাল্যং কৃষিঃ পণ্যং বার্ত্তা বার্ত্তানুজীবিনাং।
সম্পন্নো বার্ত্তয়া সাধুর্ন বৃত্তের্ভয়মৃচ্ছতি॥
কামন্দকীয় নীতিসারে দ্বিতীয়সর্গে।

† গরম মশলা Spices. তাহা কেবল ভারতবর্ষে ও বিশেষতঃ ভারতসমুদ্রবর্ত্তি কতিপয় উপদ্বীপেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং মিশর দেশীয় লোকদিগের ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য যোগেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভাবিত হয়।

‡ Bible Genesis xxxvii 25.

ও তাহার কিয়ৎকাল পরে তৃতীয় থোথ্মিস ও তদুত্তর-কালবর্ত্তি ফিরোণ নামক নৃপতিদিগের সময়ে* তথায় বৈদূর্য্য মণি প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ভারতবর্ষীয় রত্ন, এবং নীল† ও অন্যান্য সামগ্রী উপস্থিত ছিল, তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, যে ঐ বাণিজ্য বহুকাল ধারাবাহিক রূপে প্রচলিত ছিল‡। ভারতবর্ষের সহিত যে মিশর দেশের বাণিজ্য ঘটিত সম্বন্ধ থাকিবেক তাহা আশ্চর্য্য নহে; তথাকার বহুতর প্রাচীন সমাধি-মন্দিরে অনেক চীন দেশীয় পাত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এবং তাহাতে চীন অক্ষরে চীন ভাষার শব্দ সকল লিখিত আছে¶। ইহা সম্ভব বটে, যে মিশর লোকেরা এদেশীয় বাণিজ্য যোগেই তৎ সমুদায় প্রাপ্ত হইতেন, এবং এই বাণিজ্য দ্বারা যে তাঁহাদের সুখ সৌভাগ্যের বিশিষ্ট রূপ উন্নতি হইয়াছিল তাহার সংশয় নাই। এই সমস্ত প্রামাণিক ইতিহাস দ্বারা কেবল ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য মাত্রের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হইতেছে না, ইহাতে ৩৫০০ ও ৩৬০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে হিন্দুদিগের সভ্যতা ও সৌভাগ্যের উন্নতি হওয়া সূচিত হইতেছে। যাহারা শারীরিক শোভার্থে রত্ন ব্যবহার করিত, যাহারদের মধ্যে খনিখনক ও মণিকারের ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, যাহারা বস্ত্র রঞ্জনার্থে নীলাদি প্রস্তুত করিত, যাহারা ভারতসমুদ্রস্থ দ্বীপবাসি লোকের নিকট হইতে নানাবিধ গন্ধ দ্রব্য আহরণ করিয়া দেশ দেশান্তরীয় বণিকদিগকে বিক্রয় করিত, তাহারা কখনও নিতান্ত নির্দ্ধন ও অসভ্য ছিল না।

আরবীয় বণিকেরা যে হিন্দুদিগের নিকটে ঐ সকল পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া মিশর দেশে বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইত, তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে; এবং যদিও হিন্দুদিগের ন্যূনাধিক দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিশর দেশে গমনাগমন থাকিবার ইতিহাস আছে, এবং এক আরবীয় গ্রন্থকর্ত্তার প্রামাণিক লিপি প্রমাণে ১২০০ শক পর্য্যন্তও হিন্দুরা সমুদ্র পথে আরব দেশে উত্তীর্ণ হইয়া* পরে স্থলপথে মিশর দেশে গমন করিতেন†, কিন্তু ৩৪০০। ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা এইরূপ যাতায়াত করিতেন কি না তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। আর ফিনিসিয়া দেশীয় মহোৎসাহি বণিকদিগের দ্বারাও ঐ সকল ভারতবর্ষীয় সামগ্রী মিশর রাজ্যে প্রেরিত হওয়া সম্ভব‡; অতএব অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যখন উক্ত রাজ্য গ্রীক ও রোমানদিগের অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল, তৎকালের ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য বিবরণ করিবার পূর্ব্বে ফিনিসিয়ার বণিকদিগের সহিত হিন্দুদিগের কি রূপ ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

ফিনিসিয়া দেশীয় ভুবন-বিখ্যাত মহোৎসাহি বণিকেরা এককালে ভারতবর্ষেও গমনাগমন করিত। তাহারদের সমুদ্র-পোতের ধ্বজা পশ্চিমে ব্রিটন দ্বীপ ও পূর্ব্বে ভারতবর্ষ সন্নিহিত মহাসাগরে এককালেই উড্ডীয়মান থাকিত। এপ্রকার লিপি আছে, যে ন্যূনাধিক ২৮৫০ বৎসর পূর্ব্বে হিরাম ও সলমন রাজার অনুমত্যনু-

* মিশর দেশাধিপতি তৃতীয় থোথ্মিস নামক ভূপতি খ্রীষ্টাব্দের ১৪৯৫ বৎসর পূর্ব্বে এবং তদনুসারে এক্ষণকার ৩৩৪৪ বৎসর পূর্ব্বে রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

† মিশর দেশের যে প্রকার বস্ত্রের প্রান্তভাগে নীল বর্ণ ছিল, ৩৬০০ বৎসর পূর্ব্বে তথায় তদনুরূপ বস্ত্র প্রস্তুত হইত। অতএব তৎকালের বস্ত্রে নীল রাগ থাকিলে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের প্রাচীনত্ব আরও কত বৃদ্ধি হয়—Wilkinson's Ancient Egyptians. Vol. 3rd p. 123—125.

‡ Wilkinson's Ancient Egyptians Vol. 3 p. 216, and. 217,

¶ Ibid p. 107.—109.

* তাহারা আরবের পূর্ব্ব ভাগে সমুদ্র-তীরস্থ অয়দাব নামক স্থানে উত্তীর্ণ হইত, এবং তথা হইতে পশ্চিম দিকে মরুভূমি দিয়া মিশর দেশে গমন করিত।

† Heeren's Historical Researches, Egyptians. Chapt. 4 th Note 70.

‡ হিরোডোটসের গ্রন্থ ও বাইবেল পুস্তকের প্রমাণানুসারে নিশ্চিত অবগত হওয়া যায়, যে ফিনিসিয়ার সহিত মিশর দেশের বিশিষ্ট রূপ বাণিজ্য প্রচলিত ছিল।— Heeren. Phenicians. Chap 4.

সারে ভারতবর্ষের সহিত নিয়মিত বাণিজ্য স্থাপনার্থে ফিনিসীয় ও ইস্রেল জাতীয় নাবিকেরা লোহিতসাগর* দিয়া ওফর দেশে অর্থাৎ গুজরাটের নিকটবর্ত্তি সুপার দেশে আগমন করে†, এবং তথা হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, রত্ন, চন্দন, হস্তি-দন্ত, বানর ও ময়ূর ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। এ সমস্তই ভারতবর্ষীয় দ্রব্য, এবং ঐ বৃত্তান্তে তাহারদের ভারতবর্ষীয় নামই লিখিত আছে। যদিও য়িহুদিদিগের পুস্তকে এই বাণিজ্য অতি প্রশংসনীয় ও মহোপকারী বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু ফিনিসীয় বণিকেরা তাহারাও পূর্ব্বে স্থল মার্গে তদপেক্ষায় প্রবলতর রূপে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল।

আরবদেশ ও পারসীক সমুদ্রবর্ত্তি দেদানদ্বীপের যোগে ভারতবর্ষীয় লোকের সহিত যে তাহারদের বাণিজ্য প্রচলিত ছিল, তাহাও বাইবেল প্রমাণে সুন্দর রূপ জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে ‡। তাহারা আরবীয় বণিক্‌দিগের নিকট দারুচিনি, ত্বচ¶, রত্ন, ভক্ষণীয় তেজস্কর গন্ধদ্রব্য, ও কুন্দুরু (লোবান) ক্রয়করিত। কিন্তু প্রায় ইহার সমুদায়ই ভারতবর্ষীয় সামগ্রী *। অতএব যখন ২২০০।২৩০০ বৎসর পূর্ব্বকার গ্রীক গ্রন্থকারদিগের † লিপি অনুসারে স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে, যে দারুচিনি, এলাচি, জটামাংসী, প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে আরবদেশে প্রেরিত হইত‡, এবং যখন অন্যূন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বকার গ্রীক গ্রন্থের ¶ প্রমাণানুসারে তৎকালে আরবেরা অর্থাৎ তাহার দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তি লোকেরা বাণিজ্যার্থে ভারতবর্ষে গমনাগমন ও বসবাস করিত, § এবং যখন ন্যূনাধিক ১৭৮০ বৎসর পূর্ব্বের গ্রন্থে ॥ ভারতবর্ষের সহিত তাহারদের তদনুরূপ বাণিজ্য ব্যাপারের বিষয় বর্ণিত আছে, তখন যে তাহারা দুই সহস্রেরও বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত পণ্যদ্রব্য আহরণ করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইত, এবং আরবদেশীয় ও বিশেষতঃ তাহার উত্তর খণ্ডস্থ স্থলপথগামি বণিকেরা ফিনিসিয়ার বাণিজ্য বিশারদ বণিক্‌দিগকে তৎ সমুদায় বিক্রয় করিত, তাহা বায়বেল গ্রন্থের সহিত এই সকল বৃত্তান্তের ঐক্য করিয়া সম্যক্ সম্ভাবিত বোধ হইতেছে**।

এই শেষোক্ত বীর্য্যবন্ত মহোৎসাহি বণিকেরা ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া পারসীক

---

* Red Sea

† এই প্রকার লিপি আছে যে ফিনিসীয় ও ইস্রেল জাতীয়েরা ওফর দেশে আসিয়াছিল। নানা গ্রন্থে ঐ স্থানের "সোফির" "সোফর" প্রভৃতি তদনুরূপ নানা প্রকার নাম লিখিত আছে। আফ্রিকার পূর্ব্বাংশে সোফলা নামে এক দেশ আছে, এবং টলেমি নামক মিশর দেশীয় পণ্ডিত সপ্ফর নামে এক দেশ আরবের অন্তঃপাতি ও সুপার নামে এক স্থান ভারতবর্ষের পশ্চিম খণ্ডে গুজরাটের দক্ষিণস্থ কাম্বোয় সাগরের তীরস্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে পুরাবৃত্ত বিদ্যা-বিশারদ হীরেন ও হম্বোল্ড সাহেবেরা উভয়েই ওফর দেশীয় বাণিজ্যকে আফ্রিকাবধি ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত নানা স্থানের বাণিজ্য বলিয়া অনুমান করেন, (Heeren's Historical Researches Phenicians. Chap. 3 rd, and Humboldt's Cosmos. by Sabine. Note 18i) কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সমুদায় ভারতবর্ষে উৎপন্ন হওয়াতে ও হিব্রু গ্রন্থে তাহাদের ভারতবর্ষীয় নাম লিখিত থাকাতে ইহা এক প্রকার নিশ্চিত বলিতে হয়, যে সলমন্ ও হিরাম রাজার প্রেরিত বণিকেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশেও আসিয়াছিল।

‡ Ezekiel. xxvii. 15. and 19—24.

¶ দারুচিনিরি জাতি বিশেষ, [illegible] তাহার ইহাকে [illegible] বলে। ইংরাজি Cassia.

* কেবল ভারতসমুদ্রবর্ত্তি দ্বীপ সমুদায়ে তেজস্কর ভক্ষ্য গন্ধ দ্রব্য সকল উৎপন্ন হয়, অতএব ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য যোগেই তৎ সমুদায় প্রাপ্ত হওয়া সম্ভাবিত ছিল। লোবান আরব দেশে ও ভারতবর্ষে জন্মে। কিন্তু দারুচিনি সিংহল, মালাক্কা, ও ভারত সমুদ্রবর্ত্তি কতিপয় দ্বীপ ভিন্ন আর কুত্রাপি উৎপন্ন হয় না। তন্মধ্যে সিংহল দ্বীপের দারুচিনিই সর্ব্বোত্তম।

† থিয়োফ্রাষ্টস ও হিরোডোটস।

‡ থিয়োফ্রাষ্টস স্পষ্ট লিখি[illegible] যে দারুচিনি, এলাচী, জটামাংসী ও অন্যান্য তেজস্কর গন্ধদ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে আইসে।

¶ আগাথার্চ্চাইডিস নামক গ্রীক্ গ্রন্থকর্ত্তার পুস্তক: ইনি খ্রীষ্টাব্দের ১৬০ বৎসর পূর্ব্বে সুতরাং এইক্ষণকার ২০১০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

§ Vincent's Commerce of the Ancients, Vol. 2. p. 328.

॥ Periplus of the Erythrean Sea.

** Heeren. Phenicians. Chap. 4.

সমুদ্রে আসিয়া বসতি করিয়া ছিলেন *, এবং তথায় থাকিয়া বাহুল্যরূপ বাণিজ্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহারা স্বয়ং তরণি যোগে ভারতবর্ষে ও সিংহলদ্বীপে আগমন করিতেন, অথবা ভারতবর্ষীয় পোত বণিকেরাই তথায় গিয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া আসিত। বাইবেল শাস্ত্রে টায়র নগরের † প্রতি এই উক্তি আছে; যথা "দেদান সন্তানেরা তোমার বাণিজ্য-নির্ব্বাহক ছিল, দূরবর্ত্তি ভূমিতে তোমার হস্তের পণ্য দ্রব্য সকল গমন করিত, তাহারা তোমার পণ্যের সহিত বিনিময়ার্থে তোমার নিকট শৃঙ্গ, হস্তিদন্ত, ও (কেন্দু) আবলুষ কাষ্ঠ আনয়ন করিত ‡।" এসমুদায়ই ভারতবর্ষীয় দ্রব্য, এবং যদিও আফ্রিকাখণ্ডে হস্তিজন্মে, তথাপি পারসীক সমুদ্রে থাকিয়া কেবল ভারতবর্ষ হইতেই এসমস্ত সামগ্রী পাওয়া সঙ্গত বোধ হয়, ও ঐ সকল দূরবর্ত্তি ভূমি কেবল ভারতভূমিই হইতে পারে¶।

ফিনিসিয়ার লোকেরা যেরূপ বাণিজ্যোৎসাহি, তাহাতে পারসীক দেশে থাকিয়া তাহারদের ভারতবর্ষে যাতায়াত করা অবশ্যই সম্ভব**, কিন্তু তৎকালে হিন্দুদিগেরও তথায় গমন করা অসম্ভব ছিল না। যদিও এক্ষণে তাঁহারা নিতান্ত নির্বীর্য্য ও নিরুদ্যম হইয়াছেন, এবং তদনুরূপ আধুনিক শাস্ত্র সকল কল্পিত হওয়াতে তাঁহারদের সমুদ্র যাত্রা ও বিদেশ গমন এককালে রহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে কখনই তাঁহারদের এরূপ ব্যবহার ছিল না। অতএব ভারতবর্ষের বাণিজ্য বিষয়ক ইতিহাসের মধ্যে এবিষয়ের বিবরণ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে যে হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রা ও দেশদেশান্তর গমনাগমন ছিল, বেদ, রামায়ণ, মনু, মিতাক্ষরা, কাব্য, নাটকাদি বিস্তর গ্রন্থে তাহার অনেকানেক নিদর্শন আছে। এই পত্রিকায় তাহার কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে*, এবং যত অনুসন্ধান করা যায়, ততই এবিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন ঋগ্বেদ সংহিতায় সমুদ্রযানের উল্লেখ আছে, তখন অন্ততঃ ৩২০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে আমারদের সমুদ্র পথে গমনাগমন আরম্ভ হইয়াছিল†। মনু সামুদ্রিক ও দূরদেশগামি বণিকদিগের বিষয়ে যেরূপ সাদর বচন উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করা গিয়াছে। রামায়ণের নানা স্থানে সমুদ্র-যাত্রার নিদর্শন পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে কতিপয় পরম কৌতূহল-জনক বচন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতে এইরূপ আদেশ আছে, যে "সমুদ্রান্তর্গত নগর ও পর্ব্বত সমুদায়ে গমন করিবে‡, কোষকারদিগের দেশে অর্থাৎ চীন দেশে যাত্রা করিবে¶, এবং যব-

* তাহারা যে পারসীক সমুদ্রে আসিয়া বসতি করিয়াছিল, অদ্যাপি তথাকার সেরা নগরের নিকটে তাহার বিস্তর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

† ফিনিসিয়ার রাজধানী টায়র নগরের।

‡ Ezekiel xxxii. 15.

¶ Heeren. Phenicians. Chap 4. th.

** Heeren. Babylonians. Chapt. 2d.

* ৭১ ম সংখ্যক পত্রিকা।

† কোলব্রুক সাহেব গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বেদ সংগ্রহ হয়। এক্ষণে তদ্বিষয়ের যত অনুসন্ধান হইতেছে ততই তাঁহার মতের প্রামাণিকত্ব স্থাপিত হইতেছে।

‡ সমুদ্রমবগাঢ়াংশ্চ পর্ব্বতান্ পত্তনানি চ।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ৪০ সর্গে ২৫ শ্লোক।

টীকাকার লেখেন যে "সমুদ্রমবগাঢ়ান্ সমুদ্রান্তঃস্থিতান্ ইত্যর্থঃ। 'সমুদ্রমবগাঢ় পত্তন অথ সমুদ্রান্তর্গত।'" আর এস্থলে "পত্তনানি সমুদ্রপর্ব্বতীনি" 'পত্তন শব্দের তাৎপর্য্য সমুদ্র দ্বীপ স্থিত নগর।'"

¶ ভূমিঞ্চ কোষকারাণাং ভূমিঞ্চ রজতাকরাং।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ৪০ সর্গে ২৩ শ্লোক।

টীকাকার এইরূপ অর্থ করেন, যে "কোষকারাণাং ভূমিং কৌষেয়কৃমুৎপাদকজন্তুপরিস্থানভূতাং ভূমিং।' "কোষকারদিগের ভূমি এবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে কৌষেয় বস্ত্রের উৎপাদক যে জন্তু, তাহার উৎপত্তি স্থান।' অতি পূর্ব্বকালাবধি চীন দেশের কৌষেয় বস্ত্র বিশিষ্টরূপে বিখ্যাত আছে, এবং তদনুসারে সংস্কৃত গ্রন্থকারেরাও তাহা চীনাংশুক ও চীনচেলক নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা।

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥

শকুন্তলানাটকে প্রথমাঙ্কে।

সর্ব্বাঙ্গমনুলিম্পোচ্চ চন্দনেন্দ্রমুদদ্রবৈঃ।
সুগন্ধি মাল্যাভরণৈশ্চীনচেলৈঃ সুশোভনৈঃ॥
চামরৈশ্চ ফলাদৈশ্চ গীতৈর্নৃত্যৈস্তথা॥
বীজয়েৎ পুণ্ডরীকাক্ষং মুক্তায়ং বলমেব চ॥

রঘুনন্দনকৃত যাত্রাতত্ত্বে।

অতএব "কোষকারদিগের ভূমি" এবাক্য চীন দেশেরই প্রতিপাদক বোধ হইতেছে।

দ্বীপ ও সুবর্ণ দ্বীপেও গমন করিবে।" এই দুই দ্বীপ যে ভারতসমুদ্রস্থ জাবা ও সুমাত্রা দ্বীপ তাহা সম্যক্ সম্ভাবিত*। বাল্মীকি রামায়ণে এই সকল দ্বীপের নাম ও তথায় গমন প্রসঙ্গ থাকাতে অতি পূর্ব্ব কালে তথায় হিন্দুদিগের গমনাগমন থাকা সূচিত হইতেছে। মহাভারতে অর্জ্জুন ও নকুলের দিগ্বিজয়ার্থে সাগরান্তর্গত বহুতর দ্বীপ ও ভারতবর্ষের বহির্ভূত অন্যান্য বিবিধ দেশ যাত্রা ও রঘুবংশে রঘু রাজার পারসীকাদি পশ্চিম রাজ্য জয় করিবার যে সকল বর্ণনা আছে†, তথায় গমনাগমনের বিধি না থাকিলে তৎসমুদায় কাব্য গ্রন্থেও উল্লিখিত হইত না। বরাহ পুরাণে এইরূপ এক উপাখ্যান আছে, যে গোকর্ণ নামে এক নিঃসন্তান বণিক্ বাণিজ্যার্থে সমুদ্রে গমন করিয়াছিল, পথমধ্যে প্রচণ্ড ঝড় উপস্থিত হইয়া তাহার পোত ভগ্ন-প্রায় হয়‡। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় সমুদ্রগামি বণিক্দিগের ঋণাদানের ব্যবস্থা আছে¶। রত্নাবলী নাটকে সমুদ্র যাত্রা প্রসঙ্গ এবং সমুদ্র মধ্যে সিংহল রাজপুত্রী রত্নাবলীর পোত ভঙ্গ ও কৌশাম্বী নগরবাসি বণিক্ বিশেষের তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে তাহাকে আনয়ন করা*, এই সমস্ত বর্ণনায় ব্যবহারের ভূরি ভূরি নিদর্শন লক্ষিত হইতেছে। তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের অনেকানেক উপকথা মধ্যেও হিন্দুদের সমুদ্র যাত্রা থাকিবার বিস্তর চিহ্ন আছে; যথা কথা সরিৎসাগরে অলঙ্কারবতী নামক নবম লম্বকের প্রথম তরঙ্গে পৃথ্বীরূপ ভূপাল ও তৎপ্রেরিত চিত্রকরের সমুদ্র পোত সহকারে মুক্তিপুর দ্বীপে গমন, দ্বিতীয় তরঙ্গে এক বণিকের বাণিজ্যার্থে ভার্য্যা সহ সুবর্ণভূমি দ্বীপে যাত্রা ও পথমধ্যে ঝঞ্ঝাবাতে তরণি ভঙ্গ হইয়া তাহারদের বিচ্ছেদ ঘটন, চতুর্থ তরঙ্গে সমুদ্রশূর ও অন্য এক বণিকের বাণিজ্যার্থে সুবর্ণ দ্বীপে যাত্রা ও নৌকা ভঙ্গ, ও ষষ্ঠতরঙ্গে চন্দ্র স্বামির স্বপুত্রানুসন্ধানার্থে অনেকানেক পোত-বণিকের সমুদ্র যান আরোহণ করিয়া সিংহলাদি বহুতর দ্বীপে গমন, এবং চতুর্দ্দারিক নামক পঞ্চম লম্বকে শক্তিদেবের উপাখ্যানে সমুদ্র মধ্যে এক পোতবণিকের তরণি ভঙ্গ, এক কাষ্ঠ-ফলক অবলম্বন পূর্ব্বক আর এক নৌকায় তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ কার, ও সেই নৌকায় পিতা পুত্রের স্বদেশ প্রত্যাগমন দশকুমার চরিতের পূর্ব্বপীঠিকায় রত্নোদ্ভব বণিকের কালযবন দ্বীপে গমন, এবং তথায় এক বণিক্ কন্যাকে বিবাহ করিয়া তৎসমভিব্যাহারে প্রত্যাগমন কালে সমুদ্র গর্ভে তরণি প্রবেশ, এবং তাহার উত্তর পীঠিকায় মিত্রগুপ্তের যবন-পোত আরোহণ পূর্ব্বক প্রবল বায়ুবেগে বিপথ গামি হইয়া দ্বীপান্তরে অবতরণ†; আর কবিকঙ্কণোক্ত

* কারণ টলেমি জাবাদ্বীপের সংস্কৃত নাম যবদ্বীপ লিখিয়া পরে তৎপ্রতিপাদক গ্রীক্ শব্দে তাহার অর্থ করিয়াছেন; ইংরাজি গ্রন্থ কর্ত্তারা (Barley Island) বলিয়া সেই শব্দের অনুবাদ করেন (Humboldt's Cosmos. Note 297.)। আর অল বিরুনি নামে এক আরবি গ্রন্থকর্ত্তা তৎ প্রদেশীয় কতিপয় উপদ্বীপের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, যে হিন্দুরা ঐ সকল দ্বীপকে সুবর্ণদ্বীপ বলে, এবং ফরাসীশ জাতীয় এক পুরাবৃত্ত বেত্তা (Reinaud) ঐ শব্দ জাবা ও সুমাত্রা উভয় দ্বীপেরই প্রতিপাদক বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। (Journal Asiatique. Tome IV. IVe serie. p. 265.) কিন্তু রামায়ণে যবদ্বীপ ও সুবর্ণ দ্বীপের পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ আছে। যাহা হউক, এই সমুদায় বচনে পূর্ব্বকালে হিন্দুদিগের চীন দেশ এবং জাবা ও সুমাত্রাদি দ্বীপ গমনের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

† সভাপর্ব্বের অন্তর্গত দিগ্বিজয় পর্ব্বে ও রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে।

‡ দ্বিতীয়ভাগে গোকর্ণ মাহাত্ম্য নামক অধ্যায়ে।

¶ যে সমুদ্রগা বৃহত্তা ধনং গৃহীত্বা অধিকার্থং প্রাণধনবিনাশশঙ্কাস্থানং সমুদ্রং গচ্ছন্তি তে বিংশং শতকং মাসি মাসি দদ্যুঃ।

মিতাক্ষরা ব্যবহারাধ্যায় ঋণাদান প্রকরণে।

* এই নাটকে রত্নাবলী সিংহলাধিপতি বিক্রমবাহুর কন্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের মহাবংশে এইরূপ ইতিহাস আছে, যে সিংহল দ্বীপে বিক্রমবাহু নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি ৯১৩ শকে রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। তাঁহার রত্নাবলী নামে এক কন্যা ছিল, এবং বিক্রমবাহু নামে এক পুত্র ছিল। এই উভয় বৃত্তান্তের পরস্পর যত অনৈক্য থাকুক, কিন্তু কিয়দংশে যে ঐক্য হইতেছে, ইহা ঐ উপাখ্যানের মূল নিরূপণ বিষয়ে যথেষ্ট উপকারী বলিতে হয়। — মহাবংশে ৫৯ অধ্যায়ে।

† কাব্যান্তর্গত কল্পিত বর্ণনাও যে প্রকৃত ব্যবহার মূলক তাহা এই উপাখ্যানে স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে আরবি ও পারসীক

বাঙ্গলাদেশীয় ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহলযাত্রা ও স্ত্রী লোকদের অমাবস্যা-ব্রতের কথায় চাঁদ সদাগরের উপাখ্যান এই সমস্ত উপকথা মধ্যে এবিষয়ের যথেষ্ট প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

বিদ্যোৎসাহী বিখ্যাত মেকেন্‌জি সাহেব দাক্ষিণাত্যের অন্তঃপাতি নানা দেশ ভ্রমণ পূর্ব্বক যে সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করেন, তন্মধ্যে চোলপূর্ব্বপতয়ম নামক গ্রন্থে এই প্রকার আখ্যান আছে যে যৎকালে বীরচোলন রাজা দাক্ষিণাত্যের অন্তঃপাতি ত্রিশিরপল্লিতে গিয়া শালিবাহনকে বধ করেন, তখন তৎসংক্রান্ত কতক গুলি লোক দুর্গ হইতে নির্গত হইয়া সমুদ্রতটে গমন পূর্ব্বক পলায়ন করিয়া ছিল *। আরএক গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা আছে যে পূর্ব্বে পঞ্চবিধ শিল্পি লোক রাজ অত্যাচারে পীড়িত হইয়া সমুদ্র পোত আরোহণ পূর্ব্বক চীনদেশে পলায়ন করে †।

বৌদ্ধদিগের গ্রন্থেও বেদানলম্বি হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রার বিস্তর বিবরণ আছে। মহাবংশ নামক সিংহলীয় ইতিহাসে প্রায় ২৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ দেশীয় বিজয় নামক রাজকুমারের ও তাঁহার বয়স্যদিগের সিংহলাদি দ্বীপে গমন পূর্ব্বক বসতি করণ, সিংহলদ্বীপ হইতে দাক্ষিণাত্যে লোক প্রেরণ ও তত্রত্য রাজবংশীয় ও অন্য অন্য ভদ্রবংশীয় কন্যাদিগের সহিত তাঁহারদের ও উত্তরকালবর্ত্তি অন্যান্য ব্যক্তিদিগের পাণিগ্রহণ, ভারত বর্ষহইতে বিজয় রাজার ভ্রাতা সুমিত্রকে সিংহলে লইয়া যাইবার জন্য দূতপ্রেরণ, ও সুমিত্র নন্দন পাণ্ডু বাসুদেবের তথায় গমন পূর্ব্বক রাজ্যাভিষেক, ইত্যাদি পরম কৌতূহল জনক ব্যাপার সমুদায়ের বিবরণ আছে ‡। বৌদ্ধদিগের বিনয়শাস্ত্রে এই প্রকার এক উপাখ্যান আছে যে গোতম বৌদ্ধের সময়ে অর্থাৎ ন্যূনাধিক ২৩৮০ বৎসর পূর্ব্বে * পূর্ণ নামে এক হিন্দু বণিক্‌ ছয়বার সামুদ্রিক যাত্রা ও সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্পন্ন করিয়া সপ্তম বারে শ্রাবস্তি † নগরবাসি কতকগুলি বৌদ্ধ মতাবলম্বি লোকের সমভিব্যাহারে সমুদ্রে যাইতেছিলেন। পথ মধ্যে প্রাতঃ ও সায়ংকালে তাঁহারদের শাস্ত্র পাঠাদি শ্রবণ করিয়া সাতিশয় শ্রদ্ধাবিষ্ট হইলেন, এবং শ্রাবস্তি নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বৌদ্ধ ধর্ম্ম আশ্রয় করিলেন ‡। এই উপাখ্যানানুসারে পূর্ণ যত কাল হিন্দুধর্ম্মাক্রান্ত ছিলেন, তন্মধ্যে সাত বার সমুদ্র যাত্রা স্বীকার করেন।

পূর্ব্বকালে হিন্দুরা যে স্থলপথে ও জলপথে দূরদেশ যাত্রা করিতেন, গ্রীক ও রোমীয় ও অন্যান্য দেশীয় গ্রন্থকর্ত্তাদিগের পুস্তকেও তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জোনরস ¶ নামক গ্রন্থকর্ত্তা কহিয়াছেন, যে ন্যূনাধিক ২৪৭০ বৎসর পূর্ব্বে কয়ক্‌সুরস ** নামক মীডিয়া রাজ্যাধিপতির সহিত আসীরিয়ার লোকের অসৌহৃদ্য উপস্থিত হইলে হিন্দুরাজা তাঁহারদের মাধ্যস্থ্য স্বীকার করিয়া মীডিয়ার রাজাকে পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং (অন্য) এক হিন্দুরাজা তাহার কিঞ্চিৎ কালপরে কয়রস †† নামক পারসীক সম্রাটের নিকটে কতিপয় দূত ও তাঁহার ব্যয়ার্থে কতক গুলি মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছিলেন ‡‡।

বণিকেরা ভারতবর্ষে গমনাগমন করিত, যবন পোতের প্রসঙ্গে তাহারই নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

* A. S Journal. Vol 7. p, 3 76.

† Ibid. p. 411.

‡ মহাবংশে ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও ঊনবিংশ অধ্যায় দৃষ্টি করিবেন।

* মহাবংশ নামক প্রামাণিক সিংহল ইতিহাসানুসারে খ্রীষ্টাব্দের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে এবং এইক্ষণকার ২৩৯৩ বৎসর পূর্ব্বে গোতম বৌদ্ধের পরলোক প্রাপ্তি হয়।

† এক্ষণে যে স্থানে ফয়জাবাদ নগর, পূর্ব্বে সেই স্থানে অথবা তাহার পার্শ্ববর্ত্তি স্থানে শ্রাবস্তি নগর ছিল।

‡ Journal of the American Oriental society. Vol I. p. 284.

¶ Zonaras

** (Cyaxares) খ্রীষ্টাব্দের ৬২৫ বৎসর পূর্ব্বে এবং তদনুসারে এক্ষণকার ২৪৭৫ বৎসর পূর্ব্বে ইহার রাজ্যাভিষেক হয়।

†† Cyrus.

‡‡ Universal History from the earliest account of time London. 1748. A. D. Vol. XX. chapt, 31. p. 82.

এই রূপ লিপি আছে, যে ন্যূনাধিক ২৩২০ বৎসর পূর্ব্বে যখন জর্কসেস নামক পারসীক সম্রাট গ্রীশরাজ্য আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তখন হিন্দু সৈন্যেরা কার্পাস বস্ত্র পরিধান ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিলেন * ।

যৎকালে গ্রীকসম্রাট আলেক্জাণ্ডরের সহিত পারসীক রাজা দরায়ুষের যুদ্ধ হয়, তখন হিন্দু যোদ্ধারা তাঁহার সৈন্য ছিল † ।

এক হিন্দু রাজা ‡ সীরিয়া রাজ্যের আন্তিয়োকস** নামক রাজাকে কিঞ্চিৎ মিষ্ট সুরা, কতকগুলি শুষ্ক উড়ুম্বর ও এক গ্রীক পণ্ডিত পাঠাইতে লিখিয়াছিলেন। আন্তিয়োকসও তাহার এইরূপ প্রত্যুত্তর লেখেন যে "আমি যথেষ্ট সুরা ও উড়ুম্বর পাঠাইতে পারি, কিন্তু গ্রীক পণ্ডিত বিক্রয় করিবার বিধি নাই††।"

সীরিয়া দেশের অন্তঃপাতি হারেরপোলিস নগরে এক দেবী-প্রতিমা ছিল; হিন্দুরা তাঁহাকে নানাবিধ রত্নোপহার প্রদান করিতেন। তত্রত্য দেব-মূর্ত্তি সমুদায়ের আকৃতির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা কখনই অসম্ভব নহে। ঐ দেবীর সন্নিধানে এক দেব ও এক দেবীর প্রতিমূর্ত্তি ছিল, তন্মধ্যে দেব বৃষারূঢ় ও দেবী সিংহবাহিনী‡‡।

এপ্রকার লিপি আছে যে খ্রীষ্টাব্দ আরম্ভের পূর্ব্বে কতক গুলি হিন্দু স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর্ম্মানি দেশে গিয়া বসতি করেন, ও তথায় পিত্তলময় দেব প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করেন। তত্রত্য খ্রীষ্টানদিগের সহিত তাঁহারদের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া পরিশেষে তাঁহারাই পরাস্ত হন, দুই পক্ষের ১০৩৯ জন রণ-ভূমিতে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহাদের সমাধি স্তম্ভে ত্রিবিধ অক্ষরে এই যুদ্ধের তাৎপর্য্যার্থ লিখিত হয়, খ্রীষ্টানেরা হিন্দুদের দেবালয় সমুদায় ভগ্ন করিয়া ভূমিসাৎ করে, ছয় জন ব্রাহ্মণ তাহা নিবারণ করিতে গিয়া সেই স্থানেই হত হয়, সেণ্ট গ্রিগরি নামক ধর্ম্মাধ্যক্ষ এইরূপ বল প্রকাশ করিয়া এক দিবসে আবাল বৃদ্ধ ৫০৫০ পুরুষকে খ্রীষ্টান ধর্ম্মে অভিষিক্ত করেন, এবং কতক গুলি ব্রাহ্মণ সপরিবারে স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে প্রতিজ্ঞারূঢ় হওয়াতে তথাকার এক রাজা তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেন*।

পাণ্ড্য রাজ্যের এক রাজা রোম সম্রাট আগস্টসের সহিত মিত্রতা সম্পাদনার্থে দুই বার দূত প্রেরণ করেন; ১৮৭৬ বৎসর পূর্ব্বে প্রথমকার দূতেরা স্পেইন দেশে উপনীত হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করে, এবং তাহার ছয় বৎসর পরে দ্বিতীয় বারের দূতেরা সেমস দ্বীপে† গিয়া তাঁহার দর্শন পায়। সীরিয়া দেশের অন্তঃপাতি দমিস্ক‡ নগর বাসী নিকোলস নামক সুপণ্ডিত ইতিহাসবেত্তা তাহারদের তিন জনের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন; তৎপূর্ব্বেই পথে আসিতে আসিতে তাহারদের কয়েক জন পরলোক প্রাপ্ত হয়। তাঁহার এই প্রকার লিপি আছে, যে হিন্দু রাজা দূতগণের সমভিব্যাহারে গ্রীক ভাষায় লিখিত এক পত্র প্রেরণ করেন; তাহার এই প্রকার মর্ম্ম, যথা "আমি ছয় শত রাজার অধীশ্বর, আপনার সহিত মৈত্র লাভ আমার পরম প্রার্থনীয়, আমি সর্ব্ব প্রকার যুক্তি-সিদ্ধ বিষয়ে যথাসাধ্য আপনকার কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি।" আট জন হিন্দু ভৃত্য গাত্রে গন্ধদ্রব্য লেপন করি-

* Herodotus translated by Cary. London. 1848. p. 434 .. কার্পাস বস্ত্র পরিধান ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ ভারতবর্ষীয় লোকের লক্ষণ বটে। *

† Arrian's History of Alexander's expedition. by Rooke. Book 3d Chapt. 11th & 13th.

‡ তাঁহার নাম (Amitrochutes) আমিট্রচেটিস বলিয়া লিখিত আছে। ঐ শব্দ অমিত্রাক্ষিতের অপভ্রংশ হইতে পারে; পুরাণে রাজা বিশেষের এরূপ নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

** Antiochus.

†† Atheneus. cited in the Universal History &ca, Vol. XX. Chapt. 31st p. 100.

‡‡ Lucian cited in the Universal History & ca Vol. 2d p. 284.

* Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. 5th, p. 331—339.

† Samos. ‡ Damascus.

য়া মহারাজ আগস্টসের নিকটে উপহার দ্রব্য সমস্ত উপস্থিত করিলেক। ঐ সকল অসামান্য সামগ্রীর বিবরণ মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ জরায়ুজ সর্প, ও দশ হস্তাধিক দীর্ঘ এক অণ্ডজ সর্প, অন্যূন তিন হস্ত দীর্ঘ এক নদী-জাত কচ্ছপ, এবং গৃধ্র অপেক্ষায় বৃহৎ এক তিত্তিরি পক্ষির উল্লেখ আছে। দূতদিগের মধ্যে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি এথেন্স নগরে অগ্নি-মৃত্যু স্বীকার করিয়া পরলোক যাত্রা করেন। তাঁহার সমাধি স্থানে এই প্রকার শিল্প লিপি ছিল যে "বার্গোসাবাসী জর্ম্মনোচাগস* নামক হিন্দু এই স্থানে স্থিতি করিতেছেন; তিনি স্বদেশীয় লোকের রীত্যনুসারে স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, †"

এই শেষোক্ত বৃত্তান্ত ও পূর্ব্বোক্ত আন্তিয়োকসের নিকট গ্রীক পণ্ডিত আনয়নার্থে পত্র প্রেরণ ইত্যাদি ভূরি ভূরি কারণে এরূপ প্রতীতি হয়, যে পূর্ব্বতন হিন্দুরা গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিত।

ট্রেজন‡ নামক রোমীয় সম্রাট নানা দেশ জয় করিলে পরে হিন্দু রাজারা তদ্বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশার্থে তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন ‖।

অরিলিয়ন ** নামক রোমীয় সম্রাট তাতমোর†† দেশ জয় করিলে হিন্দুরা তাঁহার নিকট রাজদূত ও বহুমূল্য উপহার দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং যৎকালে তিনি মহা আড়ম্বর সহকারে পরম শোভাকর জয়োৎসব সজ্জা করিয়া রাজধানী প্রবেশ করেন, তখন হিন্দুরা আনন্দোৎসাহ প্রকাশার্থে তথায় উপস্থিত ছিলেন‡‡।

এরূপ আভাস পাওয়া যায়, যে ভারতবর্ষের দুই জন মণ্ডলেশ্বর ডায়োক্লীসিয়ন ও মেক্সিমিয়ন * নামক রোমীয় ভূপালদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন †, এবং এপ্রকার প্রামাণিক ইতিহাস আছে, যে সিংহলের রাজা ক্লাডিয়স নামক রোমীয় চক্রবর্ত্তির নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

যে সকল ভূপাল কানষ্টান্টাইন ‡ নামক রোমীয় রাজেশ্বরের সহিত মিত্রতা সম্পাদনার্থে তাঁহার সমীপে রাজদূত সহকারে বহুমূল্য উপঢৌকন দ্রব্য প্রেরণ করেন তন্মধ্যে হিন্দু রাজারাও ছিলেন। তদ্ভিন্ন এপ্রকার আর এক লিপি আছে যে কোন ভারতবর্ষীয় রাজা তাঁহাকে বিস্তর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সামগ্রী উপহার দিয়াছিলেন **।

তদ্ব্যতিরেকে অনেকে জ্ঞাত থাকিতে পারেন, যে ভারতবর্ষীয় ভূপাল সকল এন্টনাইনস পায়স, থিয়োডোসিয়স, হিরাক্লাইয়স, ও জষ্টিনিয়ন †† নামক রোমীয় সম্রাটদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন‡‡ এবং খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে ভারতবর্ষীয় কালতত্ত্বজ্যোতির্ব্বেত্তা পণ্ডিতেরা রোমনগরে অবস্থিতি করিয়া ফলাফল গণনার্থে নিযুক্ত থাকিতেন ‖।

এইরূপ খ্রিষ্টাব্দ সম্বন্ধে প্রথম শতাব্দী অবধি নব শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুরা যে যোন রাজ্যে গমনাগমন করিতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রামাণিক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। তদ্ভিন্ন ২১০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে আফ্রিকা খণ্ডের কএক দেশে তাঁহাদের যাতায়াত ও তদ্দেশীয় লোকের সহিত তাঁহাদের বাণিজ্য ব্যবসায় প্রচলিত থাকি

---

* এই ব্রাহ্মণের নাম (Zarmanochagas) জর্ম্মনোচাগস বলিয়া লিখিত আছে। ইহা শর্ম্মাচার্য্য বা তদনুরূপ কোন শব্দের অপভ্রংশ হইতে পারে।

† Strabo cited in the Universal History &ca. Vol. XX P. 101 & 102. Journal of the R. A. Society. No. VI, p. 200.

‡ Trajan.

‖ Universal History &ca. Vol XX. p. 104.

** Aurelian.

†† Tutmor or Palmyra.

‡‡ Vopiscus cited in the Universal History &ca Vol. XX. p. 104 & 105.

* Diocleslan & Maximian.

† Universal History &ca Vol. XX, p. 105.

‡ Constantine.

** Universal History. Vol XX, p. 105.

†† Antoninus Pius, Theodosius, Heraclius, Justinian,

‡‡ U. History &ca. Vol XX p, 104 & 107,

‖ Juvenal's Satire. Sat. 6 th.

নার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। খ্রীষ্টাব্দের ২৫১ বৎসর পূর্ব্বে সিসিলি দ্বীপে রোমীয় সেনাপতি মেটেলস সিলর*, ও কার্থেজীয় সেনাপতি অস্‌দ্রুবাল† উভয়ে ঘোরতর সংগ্রাম হইলে কার্থেজীয় লোকের বিস্তর ক্ষতি হয়, এবং তন্মধ্যে তাহারদের কতকগুলি ভারতবর্ষীয় হস্তী ও হিন্দু হস্তিপ মৃত বা ধৃত হয়। অতএব হিন্দু মাহুতেরা যে আফ্রিকা ও ইউরোপ খণ্ডে গিয়া অবস্থিতি করিত, তাহার সন্দেহ নাই‡। পরে প্লিনি নামক রোমীয় পণ্ডিত স্পষ্টই লিখিয়াছেন, যে কার্থেজীয় লোকেরা ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য যোগে ভুরি ভুরি অমূল্য পদ্মরাগ মণি প্রাপ্ত হইত¶।

এবিষয়ে আর এক পরমাশ্চর্য্য ইতিহাস আছে। খ্রীষ্টাব্দের ৬০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ এক্ষণকার ১৯১০ বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি হিন্দু বণিক্ সমুদ্র-যান আরোহণ পূর্ব্বক ইউরোপ খণ্ডের অন্তঃপাতি জর্ম্মনীয় সাগরে উপস্থিত হয়, এবং তথায় ভগ্নতরণি হইয়া জর্ম্মণি দেশে সমুদ্র তটে উপনীত হয়, ও সুয়েবিয়া দেশের রাজা তাহারদিগকে গ্রহণ করিয়া রোমীয় রাজপ্রতিনিধিকে প্রদান করেন। ভূমণ্ডলের অন্য কোন প্রাচীন জাতীয় লোক পোতারূঢ় হইয়া এরূপ দীর্ঘপথ গমন করে নাই—ফিনিসিয়ার জগদ্বিখ্যাত দুঃসাহসিক পোত বণিকেরাও স্বদেশ হইতে এপ্রকার দূরতর দেশ দর্শন করে নাই! এই পরম প্রয়োজনীয় ইতিহাসের প্রামাণ্য বিষয়ে কোন আপত্তির সূচনা নাই। অতএব তাঁহারদের উত্তমাশা অন্তরীপ বা উত্তর মহাসাগর গমন পূর্ব্বক রুষতাতার বেষ্টন করিয়া তথায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভাবিত হয় কি না, এবং এই সকল মহাসাহসিক হিন্দু বণিকেরা ভুবনবিখ্যাত কোলম্বস ও বাস্কডিগামার ন্যায় অতুল যশোভাজন হইতে পারেন কি না, তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন*।

* Metelus Celer.

† Asdrubal.

‡ এইরূপ বর্ণনা আছে, যে কার্থেজীয় লোকেরা যুদ্ধ কালে হস্তিপৃষ্ঠে কাষ্ঠময় আমারি স্থাপন করিত, এবং প্রত্যেক হস্তির উপরে ২২ জন করিয়া যোদ্ধা ও এক এক জন হিন্দু হস্তিপ উপবিষ্ট থাকিত। হিন্দুরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সজ্জা করিয়া বিপক্ষদলের ভয়োৎপাদন করিত, এবং যৎপরোনাস্তি উগ্রভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অত্যন্ত নৈপুণ্য প্রকাশ পূর্ব্বক স্বকর্ম্ম সমাধা করিত। ন্যূনাধিক ২০১৫ বৎসর পূর্ব্বে অন্তিয়োকস ইউপেটর (Antiochus Eupator) নামে সীরিয়া দেশের এক রাজা য়িহুদিদিগের সহিত সংগ্রাম কালে আমারি সম্বলিত কতকগুলি ভারতবর্ষীয় হস্তি লইয়া গিয়াছিলেন। প্রত্যেক হস্তিতে ৩২ জন করিয়া যোদ্ধা ও এক এক জন হিন্দু হস্তিপ ছিল। অনেকে অনুমান করেন, যে লাটিন ভাষায় হস্তির বারস, বারিটস প্রভৃতি যে সকল তদনুরূপ নাম আছে তাহা, সংস্কৃত বারণ শব্দের অপভ্রংশ হইতে পারে।—Universal History, Vol. XVII, p, 551, & 552.

¶ Ibid. P. 589, & Note Y.

* এই অদ্ভুত ব্যাপার ভারতবর্ষীয় লোকের সমুদ্র যাত্রা ও বাণিজ্যোৎসাহ বিষয়ে পরম প্রয়োজনীয় অতএব ইংরাজি গ্রন্থ হইতে তদ্বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

Pliny the elder relates the fact, after Cornelius Nepos, who, in his account of a voyge to the North, says, that in the consulship of Quintus Metellus Celer, and Lucius Afranius (A. U. C 694, before Christ 60), certain Indians, who had embarked on a commercial voyge, were cast away on the coast of Germany, and given as a present, by the king of the Suevians, to Metellus, who was at that time procnosular governor of Gaul. "Cornelius Nepos de septentrionali circuitu tradit, Quinto Metello Celeri, Lucii Afranii in consulatu collegæ, sed tum Galliæ proconsuli, Indos a rege Suevorum dono datos, qui ex India commercii causa navigantes, tempestatibus essent in Germaniam abrepti" Pliny, lib. ii. s. 67. The work of Cornelius Nepos has not come down to us; and Pliny, as it seems, has abridged too much. The whole tract would have furnished a considerable event in the history of navigation. At present we are left to conjecture, whether the Indian adventurers sailed round the cape of Good Hope, through the Atlantic Ocean, and thence into the Northern seas; or whether they made a voyge still, more extraordinary, passing the island of Japan, the coast of Siberia, Kamschatska, Zembla in the Frozen ocean, and thence round Lapland & Norway, either into the Baltic or the German Ocean.—Tacitus translated by Murphy. Philadelphia. 1836. p. 606, Note 2.

কর্ণেল উইলফোর্ড এই সমুদায় প্রমাণের অনেক ভাগ ও অন্যান্য প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন। যদিও তিনি কোন প্রতারক পণ্ডিত দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার যে বহু অধ্যয়ন ও ভূরি দর্শন ছিল তাহার সংশয় নাই, এবং যখন পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ সমুদায়ের সমূলত্ব স্থাপিত হইল, তখন অবশিষ্ট ভাগও অমূলক বোধ হয় না; অতএব পশ্চাদুক্ত প্রমাণ সমুদায়ের কিয়দংশ তাঁহার কথানুসারেও লেখা গেল।

খ্রীষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতবর্ষীয় বিস্তর লোক মিশর রাজ্যের রাজধানীতে * গিয়া অবস্থিতি করিত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সেবেরস † নামে এক বিদ্যাবিশারদ রোমীয় পণ্ডিত পূর্ব্বোক্ত স্থানে স্বকীয় গৃহে বহুতর ব্রাহ্মণের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, ও তাঁহারদিগের প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য ও সম্মান প্রকাশ করিয়াছিলেন। তণ্ডুল ও খর্জ্জুর তাঁহারদের খাদ্য, ও জলমাত্র তাঁহারদের পানীয় ছিল। তাঁহারদের ব্যবহার বিষয়ে এইরূপ এক পরম কৌতুকজনক আখ্যান আছে, যে তাঁহারা নগরের পরম শোভাকর অট্টালিকাদি দর্শনার্থ প্রার্থিত হইয়াও তাহা দৃষ্টি করেন নাই ‡।

নোনস নামে এক মিশর দেশীয় কবি¶ স্বকৃত কাব্য মধ্যে কথা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, যে হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রায় বহু অভ্যাস আছে, এবং স্থল যুদ্ধ অপেক্ষা সামুদ্রিক যুদ্ধে তাঁহারদের অতিশয় বিক্রম বৃদ্ধি হয়। বিদ্যা-বিশারদ সুবিচক্ষণ উইলসন সাহেবও এই কাব্যের তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, যে খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে আরবি ও হিন্দু নাবিকদিগের পোত দ্বারা মিশর দেশের সহিত ভারতবর্ষের অত্যন্ত যোগাযোগ ছিল, তাহার কোন সংশয় নাই*। আর অতি পূর্ব্ব কালাবধি হিন্দুরা যে আফ্রিকা খণ্ডের পূর্ব্বাংশে জোকতরদিউ অর্থাৎ সুখতর দ্বীপে বাস করিয়া আছে, তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। এপ্রকার লিপি আছে যে ২০৩৯ বৎসর পূর্ব্বে এক হিন্দু ইজিপ্ত বৃহৎ ফ্রিজিয়ারা† প্রান্তবর্ত্তি কোন নদীতে পতিত হইয়াছিল, এপ্রযুক্ত সেই নদীর হিন্দু নাম হয়। তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে গ্রীশ দেশে সচরাচর হিন্দু দাস দাসী প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্ত্তি কলচিস দেশে অদ্যাপি হিন্দুদিগের বাস আছে। আর কেসিচিয়স নামে এক গ্রন্থকর্ত্তা লেখেন, যে থ্রেস দেশের সিন্ধি নামক লোকেরা ভারতবর্ষ হইতে গিয়া তথায় বাস করে ‡।

ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রাধ্যাপনার্থে হিন্দু পণ্ডিতেরা আরবি ভূপালদিগের সভায় গমন করিয়াছিলেন, ও তথায় অবস্থিতি করিয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট ইতিহাস আছে¶। সেই পূর্ব্ব রীত্যানুসারে অদ্যাপি অনেকানেক হিন্দু ভ্রমণোৎসাহ-পরবশ হইয়া দেশ দেশান্তর গমন করেন। কিঞ্চিদূন শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাণপুরী নামক উর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসী পূর্ব্ব ও দক্ষিণে মালয় দেশে ও সিংহল দ্বীপে, এবং পশ্চিম ও উত্তর দিকে হিংলাজ, পারসীক, খরক দ্বীপ, আরব, তুর্কী, বোখারা, রুষ তাতারের অন্তঃপাতি অস্ত্রাকান, ও ইউরোপীয় রুষিয়ার অন্তঃপাতি মস্কোনগর পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছিলেন। এবং তিনি বলিয়া গিয়াছেন, যে বসোরা নগরে গো-

* আলেকজাণ্ড্রিয়া নগরে।

† Severus.

‡ Ptolemy & Damascius cited in the Asiatic Researches Vol. 10. p. 113 & 111.

¶ ইনি খ্রীষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

*Asiatic Researches. Vol 17th, p. 619 & 620.

† In Asia Minor.

‡ Several Greek authors cited in the A. Researches Vol 10 p. 107.

¶ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৪৭ সংখ্যা। এক প্রধান ফরাশীশ গণিতবেত্তার মতে ইউরোপীয় লোকেরা আরবীদিগের পূর্ব্বে হিন্দুদিগের দশগুণোত্তর সংখ্যার রীতি অবগত ছিলেন।—Humboldt's Cosmos by Sabine. 1848, p, 226.

বিজয়রাও ও কল্যাণরাও নামক দুই বিষ্ণু মূর্ত্তি স্থাপিত আছে, এবং বসোরা, মস্কট, খরক, বোখারা ও অস্ত্রাকানে বিস্তর হিন্দুর বসতি আছে*। এইরূপ একনকার পর্য্যটকদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে অদ্যাপি ভারতবর্ষের বহির্ভূত পারসীক আরব প্রভৃতি বহুতর দূর দেশে হিন্দুদিগের গমনাগমন ও বসবাস আছে†। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশীয় বণিক্ ও নাবিকেরা যে সমস্ত পথে যাতায়াত করে, তাহা সর্ব্বসাধারণেই বিশিষ্ট রূপ জ্ঞাত আছেন। আর আমেরিকা খণ্ডের অন্তঃপাতি পিরুবিনা দেশীয় রাজারা যে আপনারদিগকে সূর্য্য বংশীয় বলিয়া থাকেন, তাঁহারদের এক প্রধান ধর্ম্মোৎসব যে রমাসিতোয়া নামে প্রসিদ্ধ আছে‡, ও সম্প্রতি আমেরিকা খণ্ডে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার [illegible] লোকদিগের সৌভাগ্য ও [illegible] বিষয়েও প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে¶, যদিও এইক্ষণে এ সম্প্রদায়ের মীমাংসা করা দুঃসাধ্য, তথাপি তাহাও বিবেচনার যোগ্য বলিতে হইবেক। ফলতঃ ভারতবর্ষের বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বি মনুষ্যেরা স্বধর্ম্ম প্রচারার্থে ও হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বি লোকের অত্যাচারে সিংহল, চীন, ভোট, তাতার প্রভৃতি নানা দেশে গমন ও বাস করিয়াছিল, তাহার বাস্তব ইতিহাসই আছে, ও এক্ষণে আসিয়া খণ্ডের বহু ভাগেই তাহারদের বসতি আছে, কিন্তু তাহার বিবরণ করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

গ্রীক ও লাটিন ভাষায় লিখিত যাবৎ গ্রন্থে হিন্দুদিগের বিদেশ যাত্রার প্রসঙ্গ আছে, তাহাতে কেবল ভারতবর্ষীয় লোক বলিয়া তাঁহারদের নাম লিখিত আছে; তাহারা হিন্দু কি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বি তাহার নিরূপণ নাই, কিন্তু যে যে স্থানে তদ্বিষয় বর্ণনার অনুষঙ্গে অন্য অন্য কথার উল্লেখ আছে, তাহাতে হিন্দু ধর্ম্মের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। মীডিয়া রাজ্যাধিপতি কয়কয়ুসের সময়ে ও তৎ পূর্ব্বে যে সকল ভারতবর্ষীয় লোক মীডিয়া ও পারসীক দেশে যাতায়াত করিত, তাহারা অবশ্যই হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বি ছিল কারণ তখন সুনির্দ্দিষ্ট বৌদ্ধ ধর্ম্মের সৃষ্টি হয় নাই। পারসীক সম্রাট জর্কসেসের সময়ে তাঁহার সৈন্য স্বরূপ হইয়া যে সকল হিন্দুর গ্রীশ রাজ্যে গমন করিবার প্রসঙ্গ আছে, তাহারদিগকেও বৌদ্ধ বোধ হয় না; কারণ তৎকালেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ প্রচার হয় নাই। তৎপরে যে সকল পঞ্জাব দেশীয় লোক আলেগজাণ্ডরের সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিল, তাহারদিগকেও হিন্দু বোধ হয়, কারণ তাঁহার অমাত্যেরা যে সমস্ত পঞ্জাবীয় উদাসীনের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, তাঁহারদের কথা বার্ত্তা ভাব ভঙ্গিতে হিন্দু ধর্ম্মেরই চিহ্ন প্রকাশ পায়, এবং তৎকালে হিন্দু ধর্ম্ম প্রবল থাকাই সম্ভব*। বিশেষতঃ যে উদাসীন তাঁহার সঙ্গে যাইতে যাইতে পারসীক দেশে অগ্নি মৃত্যু স্বীকার করেন, তিনি অবশ্যই হিন্দু ছিলেন, কারণ হিন্দু শাস্ত্রেই অগ্নি মৃত্যুর ব্যবস্থা আছে। তদনুসারে যে ব্রাহ্মণ এথেন্স নগরে চিতারোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি, ও বোধ করি, তাঁহার সমভিব্যাহারি অন্যান্য দূতেরাও হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বি ছিলেন। যাহারা সীরিয়া দেশীয় দেবী-প্রতিমা সন্নিধানে উপহার প্রদানার্থে গমন করিত, ও যাহারা আর্ম্মানি দেশে বাস করিয়া দেব প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহারা নিশ্চিতই হিন্দু। যাহাহউক, পূর্ব্ব কালীন হিন্দুদিগের বিদেশ যাত্রা বিষয়ে যে সকল উদাহরণ প্রদান করা গেল, তাহার অধিক ভাগেই প্রামাণিক তাহার সন্দেহ নাই; এবং হিন্দু শাস্ত্রের সহিত এই সমস্ত ইতি-

* Asiatic Researches. Vol. 5th.

† Ibid 108 & 11?.

‡ Ibid Vol I. P. 426.

¶ Journal of the American Oriental Society. Vol. 1, p. 333.

* Elphinstone's India. Vol. 1st, Greek accounts of India. Journal Asiatique, 4th Serie. Tom. 8, p, 287.

হাসের ঐক্য করিয়া ইহা নিঃসংশয়ে নিক্ষিপ্ত হইল, যে পূর্ব্ব কালে অপ্রতিহত-চিত্ত মহোৎসাহি হিন্দুরা স্থলপথে ও জলপথে ভারতবর্ষের বহির্ভূত নানা দেশে গমনাগমন করিতেন, ও তথায় ভূরি কাল প্রবাস করিয়া থাকিতেন।

যখন হিন্দুরা সমুদ্র-যাত্রি ও সামুদ্রিক বণিক্ ছিল, তখন তাহারা পোত-নির্ম্মাতা কারুকরও ছিল, তাহার সংশয় নাই। নিষ্পাদ যানোদ্দেশ গ্রন্থে নানাবিধ নৌকা নির্ম্মাণ, তদীয় লক্ষণ, ও গুণাদির যে সবিস্তর বিবরণ আছে, তন্মধ্যে সমুদ্র যানেরও নির্দ্দেশ আছে, ও তৎ পাঠে প্রতীতি হয়, যে উক্ত গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বেও ভোজকৃত ও অন্যান্য মুনিকৃত বলিয়া তদ্বিষয়ক অনেকানেক গ্রন্থও প্রচলিত ছিল *। চতুরঙ্গ ক্রীড়াতে নৌকা বলের প্রয়োগ দেখিয়া অবশ্যই এরূপ উদ্বোধ হইতে পারে, যে পূর্ব্বে হিন্দুদিগের নৌকাবল ছিল, এবং অর্‌ট্রিবো স্পষ্টই লিখিয়াছেন, যে তাহারা যুদ্ধার্থে পোত বল ব্যবহার করিয়া থাকে†। ইহা নিতান্ত সম্ভব, যে হিন্দু শিল্পকারেরাই ঐ সমস্ত পোত নির্ম্মাণ করিত; এবং বিশেষতঃ যৎকালে গ্রীক জাতীয় মিগাস্থেনিস এক গ্রীক ভূপতির দূত স্বরূপ হইয়া মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজ সভায় আগমন করিয়াছিলেন, তখন সমুদ্র-যান নির্ম্মাণ করা জাতি বিশেষের নিরূপিত বৃত্তি ছিল‡।

১৭ বৎসর পূর্ব্বে জান এডাই ** সাহেব ইদানীন্তন দাক্ষিণাত্য ও সৈংহল পোত সমুদায়ের যে বিবরণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সুবিচক্ষণ মাল্‌কোম সাহেব †† লিখিয়াছেন, যে ঐ সকল সমুদ্রযান তদীয় প্রয়োজন সাধনের সম্যক্‌রূপ উপযোগি: ইউরোপীয় শিল্পকারেরা এপর্য্যন্ত তাহার কিছু উন্নতি করিতে পারেন নাই, আর অতি পূর্ব্বকালেও হিন্দুদিগের পোতনির্ম্মাণ বিদ্যা এইরূপই ছিল *।

সর্ব্বসাধারণ লোকের এই প্রকার হৃদয়ঙ্গম আছে যে হিন্দুরা চিরকালই বিদেশযাত্রা বিমুখ; তাহারা স্থলপথে বা জলপথে কথনই কোন দেশে গমন করে নাই। এই কুসংস্কার নিরাকরণার্থে এবিষয়ের সবিস্তর বিবরণ করা গেল, এবং যখন চীন রাজ্যাদি পূর্ব্ব প্রদেশীয় লোকের সহিত হিন্দুদিগের বাণিজ্য ব্যবসায়ের বৃত্তান্ত প্রকাশ করা যাইবেক, তখন তাহারদের তত্তৎস্থানে গমনেরও প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শিত হইবেক।

যখন খ্রীষ্টাব্দ স্থাপনের ছয় শত বৎসরেরও পূর্ব্বে হিন্দুরা পারস্যাদি পশ্চিম দেশে গমনাগমন করিত, এবং তৎপরেও তত্তৎদেশে তাহারদের সর্ব্বদা চর গতায়াত ছিল, তখন ভারতবর্ষীয় বণিকদিগের স্থল পথে পারস্যক সমুদ্রের কূলে গিয়া ফিনিসিয়ার লোকদিগকে পণ্য বিক্রয় করা কোন ক্রমে অসঙ্গত বোধ হয় না। বিশেষতঃ কাবুলস্থানবাসি হিন্দুদের তথায় গমন করা অত্যল্প আয়াস সাধ্য। যদিও এত কাল পূর্ব্বে তাহারদের সমুদ্রমার্গে তৎপ্রদেশে যাতায়াত করিবার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু সংস্কৃত মহাবাক্যের ক্রমাদিগের সময়ে আটলান্টিক বা উত্তর মহাসাগর অতিক্রম করিয়া জর্ম্মণ দেশে উপনীত হইয়াছিল, এবং যাহারা খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে বা কিছুকাল পূর্ব্বে আফ্রিকা খণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তি সুখতর দ্বীপে বাস করিয়াছিল, ও যাহারদের বেদাদি সমস্ত প্রাচীন

---

* পঞ্চম প্রকরণের নৌকা শব্দ দৃষ্টি করিবেন।

† Elphinstone's India Vol. 1, p, 459.

‡ Arrian's History of India, Chapt, 12th.

** John Edye.

†† John Malcolm.

* মালকোম সাহেবের মত অতি প্রামাণিক, অতএব তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

Many of the vessels of which he gives us an account, illustrated by correct drawings of their construction, are so admirably adapted to the purposes for which they are quired, that notwithstanding their Superior science, Europians have been unable, during an intercourse with India of two centuries, to suggest, or at least to bring into successful practice, one improvement—Journal of the R. A. Society No, Ist. Art. Ist.

শাস্ত্রেই সমুদ্রযাত্রার বিধান আছে, তাহারদের বিক্রমাদিত্যের বহু শতাব্দ পূর্ব্বেও পোতারূঢ় হইয়া পারস্যক ও আরব রাজ্যে গমন করা কখনই অসম্ভাবিত নহে*। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে গ্রীক ও রোমীয় ইতিহাসবেত্তাদিগের পুস্তকে আরবি বণিকদিগের ভারতবর্ষে আসিবার যেমন সবিশেষ বৃত্তান্ত আছে, হিন্দু পোত বণিকদিগের আরব রাজ্যে সতত গতায়াত করিবার সেরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না; অতএব অনুমানে আরবীয় লোকেরা ঐ সকল পণ্য বহনার পক্ষেও সচরাচর ভারতবর্ষের গুজরাট সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি পশ্চিম প্রদেশের আপণ সমূহে আগমন পূর্ব্বক পণ্য সামগ্রী সমস্ত ক্রয় করিয়া তাহারদের পশ্চিমোত্তর দেশীয় বণিকদিগকে বিক্রয় করিত, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে স্থলপথের বাণিজ্যই প্রবল ছিল; এবং ভারতবর্ষের পণ্য সমুদায় কাবুলস্থান ও পারস্য দেশ দিয়া তৎপশ্চিমে প্রেরিত হইত। বাবিলন দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য বিনিময় করিবার সময়ে উল্লেখ প্রতিপন্ন হইতেছে।

যে কালে ভারত-ভূমি স্বসন্তান স্বরূপ হিন্দু ভূপ দ্বারা প্রতিপালিত হইতেন, যে কালে অনেক বীর্য্যবান্ লোক সকল বহুতর দুরূহ দেশ সমাগমন করিয়া দুঃসাধ্য কর্ম সকল সম্পন্ন করিতেন, যে কালে হিন্দুদিগের স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বিপণি স্থিত নানা জাতীয় নানাবর্ণ বিচিত্র পরিচ্ছদধারি বণিকদিগের সহিত নানা ভাষায় কথোপকথন করিতেন, সে কাল আমারদের পক্ষে কি মহোৎসাহের—কি পরম সৌভাগ্যের কালই ছিল! তৎকালীন দৃঢ়ব্রত মহাবীর্য্য হিন্দুদিগের সহিত ইদানীন্তন নিরুদ্যম, নিরুৎসাহ, আলস্য-পরবশ হিন্দুদিগের তুলনা করিলে আমারদিগকে হিন্দুসন্তান বলিয়া পরিচয় দিতেও লজ্জা হয়। আমরা এমন নির্ব্বীর্য্য ও এমন ক্ষুদ্রাশয় হইয়াছি, যে বিদেশ গমন করা শাস্ত্র নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে! কেবল বিদ্যা প্রচারই এ রোগের এক মাত্র ঔষধ!

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

* [illegible] সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাঁহার গ্রন্থে ইহাও লিখিত আছে, যে অনেকানেক পোত ভারতবর্ষ হইতে আরব রাজ্যে গতায়াত করিত। তদনুসারে যে কেবলই আরব নাবিকদিগের পোত এমন নিশ্চয় করা যায় না; যখন তাহার কিছুকাল পরেই আফ্রিকা খণ্ডের পূর্ব্বাংশে হিন্দুদের বাস করিবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন ঐ সমস্ত সমুদ্রযানের কতক হিন্দুদিগেরও হইতে পারে।

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে শ্রীযুক্ত জেমস্ লং সাহেব মহাশয় বর্ত্তমান খ্রীষ্টাব্দের খ্রীষ্টীয় পঞ্জিকার এক খণ্ড এই সভায় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়ে সভ্যেরা যদি গ্রন্থ প্রদান করেন, তবে তাহা উত্তম রূপে রক্ষিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা সভার বহু উপকার হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

৭।৮।১৪।১৫।৪৫ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রয়োজন হইয়াছে, যিনি উক্ত কএক সংখ্যক পত্রিকার এক এক খণ্ড সভার কার্য্যালয়ে প্রদান করিবেন, তাঁহাকে তাহার প্রত্যেকের মূল্য এক এক টাকা দেওয়া যাইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ২৮ মাঘ সম্বৎ ১৯০৬। কলিগতাব্দা ৪৯৫০।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

ঋগ্বেদ সংহিতা
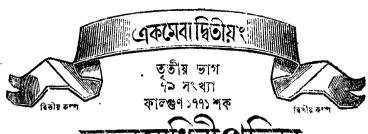
প্রথমমণ্ডলস্য নবমানুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং

প্রস্কণ্ব ঋষিঃ গায়ত্রং ছন্দঃ
অশ্বিনৌ দেবতা

৫৪২

১ এষো উষা অপূর্ব্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবঃ। স্তুষে বামশ্বিনা বৃহৎ।

১ 'এষো' এষা এব 'উষা' অস্মাভিঃ পরিদৃশ্যমানা 'প্রিয়া' সর্ব্বেষাং প্রীতিহেতুঃ 'অপূর্ব্ব্যা' পূর্ব্বেষু মধ্যরাত্র্যাদিকালেষু বিদ্যমানা ন ভবতি কিন্তু ইদানী-তনী উষা উষোদেবতা 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য সকাশাৎ আগত্য 'ব্যুচ্ছতি' তমঃ বর্জ্জয়তি। হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ 'বাং' যুবাং 'বৃহৎ' প্রভূতং যথা ভবতি তথা 'স্তুষে' স্তৌমি।

১ আমারদিগের দৃষ্টি পথ সমারূঢ়া, সকলের প্রীতির কারণ, এই উষাদেবতা মধ্য-রাত্রাদিতে অগোচর ছিলেন, কিন্তু এইক্ষণে স্বর্গ হইতে আগমন করিয়া অন্ধকার বিনাশ করিতেছেন। হে অশ্বিনীকুমার দ্বয়! তোমারদিগকে বিস্তর স্তব করি।

৫৪৩

২ যা দস্রা সিন্ধুমাতরা মনোতরা রয়ীণাং। ধিয়া দেবা বসুবিদা।

২ 'দেবাঃ' 'যা' যৌ অশ্বিনৌ বক্ষ্যমাণগুণযুক্তৌ স্তুবন্তি। কীদৃশৌ 'দস্রা' দস্রৌ দর্শনীয়ৌ 'সিন্ধুমাতরা' সিন্ধুমাতরৌ সমুদ্রমাতৃকৌ 'রয়ীণাং' ধনানাং 'মনোতরা' মনস্তারৌ মনসা তারয়িতারৌ 'ধিয়া' কর্ম্মণা 'বসুবিদা' বসুবিদৌ নিবাসস্থানস্য লম্ভয়িতারৌ।

২ দেবতারা বক্ষ্যমাণ গুণযুক্ত অশ্বিনীকুমার দ্বয়কে স্তব করেন, ইঁহারা দর্শনীয়, সমুদ্রের পুত্র, ইচ্ছা মাত্র ধনোদ্ধার কর্ত্তা ও নিবাস স্থানের প্রাপক হয়েন।

৫৪৪

৩ বচ্যন্তে বাং ককুহাসো জূর্ণায়ামধি বিষ্টপি। যদ্বাং রথো বিভিষ্পতাৎ।

৩ হে অশ্বিনৌ 'বাং' যুবয়োঃ 'রথঃ' জূর্ণায়াং নানাশাস্ত্রৈঃ স্তুতায়াং 'অধিবিষ্টপি' স্বর্গলোকে 'যৎ' যদা 'বিভিঃ' অশ্বৈঃ 'পতাৎ' পততি গচ্ছতি তদানীং 'বাং' যুবয়োঃ 'ককুহাসঃ' স্তুতয়ঃ অস্মাভিঃ 'বচ্যন্তে' উচ্যন্তে।

৩ হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! যে কালে তোমারদিগের রথ অশেষ শাস্ত্র দ্বারা স্তুত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে সেই কালে আমরা তোমারদিগের স্তব করি।

৫৪৫

৪ হবির্ষা জারো অপাং পিপর্ত্তি পপুরির্নরা। পিতা কুটস্য চর্ষণিঃ।

৪ হে অশ্বিনৌ দেবৌ 'নরা' নরঃ পুরুষঃ 'অপাং' উদকানাং 'জারঃ' স্বকীয়তাপেন জরয়িতা সূর্য্যঃ 'হবিষা' অস্মদ্দত্তেন 'পিপর্ত্তি' দেবান্ পূরয়তি তাদৃশে সূর্য্যে হবিঃপ্রদানায় সূর্য্যস্য পূরকত্বং দৃষ্টত্বাৎ। অতঃ সূর্য্যোদয়কালে যুবাভ্যাং আগন্তব্যং। কীদৃশো জারঃ 'পপুরিঃ' উক্তক্রমেণ পূরণস্বভাবঃ 'পিতা' পালকঃ 'কুটস্য' কর্ম্মণঃ 'চর্ষণিঃ' দ্রষ্টা।

৪ স্বীয় উত্তাপ দ্বারা জলশোষক, পূরণ স্বভাব, পালক, কর্ম্মদর্শী সূর্য্য অস্মৎ-প্রদত্ত হবির্দ্বারা দেবতাদিগকে পূরণ করেন। সেই হেতু হে পূর্ণস্বভাব দীপ্তি-বিশিষ্ট অশ্বিনীকুমারদ্বয়! সূর্য্যোদয় কালে আপনারা আগমন করিবেন।

৫৪৬

৫ আদারো বাং মতীনাং নাসত্যা মতবচসা। পাতং সোমস্য ধৃষ্ণুয়া ॥১।৩।৩৩।

৫ হে 'মতবচসা' মতবচসৌ অভিমতস্তোত্রৌ 'নাসত্যা' নাসত্যৌ অশ্বিনৌ 'বাং' যুবয়োঃ 'মতীনাং' বুদ্ধীনাং 'আদারঃ' প্রেরকোঽয়ং সোমঃ অস্তি 'সোমস্য' তং সোমং 'পাতং' যুবাং পিবতং কীদৃশং সোমং 'ধৃষ্ণুয়া' ধর্ষণশীলং মদকরত্বেন তীব্রমিত্যর্থঃ ১।৩।৩৩।

৫ হে অভিমত স্তুতির যোগ্য সত্যবাদী অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমারদিগের বুদ্ধির প্রেরয়িতা যে সোম আছে সেই ধর্ষণশীল সোম তোমরা পান কর। ১।৩।৩৩।

৫৪৭

৬ যা নঃ পীপরদশ্বিনা জ্যোতিষ্মতী তমস্তিরঃ। তামস্মে রাসাথামিষং।

৬ 'জ্যোতিষ্মতী' রসবীর্য্যাদিরূপজ্যোতির্যুক্তা 'যা' ইট্ অন্নং 'নঃ' অস্মান্ 'পীপরৎ' পারণেন তৃপ্তিং প্রাপয়েৎ কিং কৃত্বা 'তমঃ' দারিদ্র্যরূপং অন্ধকারং 'তিরঃ' অন্তর্হিতং বিনষ্টং কৃত্বা 'তাং' তাদৃশীং 'ইষং' অন্নং 'অস্মে' অস্মভ্যং হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ যুবাং 'রাসাথাং' দত্তং।

৬ রসবীর্য্যাদিরূপ জ্যোতির্বিশিষ্ট যে অন্ন দারিদ্র্যরূপ অন্ধকার পরিহার করিয়া আমারদিগকে তৃপ্ত করে, হে অশ্বিনীকুমার দ্বয়! তোমরা সেই অন্ন আমারদিগকে প্রদান করিয়াছ।

৫৪৮

৭ আ নো নাবা মতীনাং যাতং পারায় গন্তবে। যুঞ্জাথামশ্বিনা রথং।

৭ হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ যুবাং 'মতীনাং' স্তুতীনাং 'পারায়' পারং 'গন্তবে' গন্তুং 'নাবা' নৌরূপেণ গমনসাধনেন 'নঃ' অস্মান্ প্রতি 'আ-যাতং' সমুদ্রস্যাপারাদাগচ্ছতং। ভূমৌ আগন্তুং ভবদীয়ং 'রথং' 'যুঞ্জাথাং' সাশ্বং কুরুতং।

৭ হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা অশেষ স্তুতি লাভার্থে নৌকাদ্বারা আমারদিগের নিকট সমুদ্র হইতে আগমন কর। ভূমিতে গমন করিবার নিমিত্ত তোমারদিগের রথ অশ্ব বিশিষ্ট কর।

৫৪৯

৮ অরিত্রং বাং দিবস্পৃথু তীর্থে সিন্ধূনাং রথঃ। ধিয়া যুযুজ্র ইন্দবঃ।

৮ হে অশ্বিনৌ 'বাং' যুবয়োঃ 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ অপি 'পৃথু' বিস্তীর্ণং 'অরিত্রং' গমনসাধনং নৌরূপং 'সিন্ধূনাং' সমুদ্রাণাং 'তীর্থে' অবতরণপ্রদেশে বিদ্যতে ইতি শেষঃ 'রথঃ' চ ভূমৌ গন্তুং বিদ্যতে। 'ইন্দবঃ' সোমাঃ 'ধিয়া' স্তবরূপেণ কর্ম্মণা 'যুযুজ্রে' যুক্তাঃ বভূবুঃ।

৮ হে অশ্বিনীকুমার দ্বয়! স্বর্গ হইতেও বিস্তীর্ণ তোমারদের নৌকারূপ গমন যান সমুদ্রাবতরণ দেশে বিদ্যমান আছে এবং ভূমি গমন নিমিত্ত রথও আছে, সোমচয় তোমারদিগের কর্ম্মযুক্ত হউক।

৫৫০

৯ দিবস্কণ্বাসইন্দবোবসু সিন্ধূনাং পদে। স্বংবব্রিং কুহ ধিৎসথঃ।

৯ হে 'কণ্বাসঃ' কণ্বপুত্রাঃ ঋত্বিজঃ অশ্বিনৌ ইত্থং পৃচ্ছত। কথং 'দিবঃ' দ্যুলোকসকাশাৎ 'ইন্দবঃ' সূর্য্যরশ্ময়ঃ প্রাদুর্ভূতাঃ। 'সিন্ধূনাং' অপাং বৃষ্টিরূপাণাং স্যন্দনশীলানাং 'পদে' স্থানে অন্তরিক্ষে 'বসু' অস্মদাদিনিবাসহেতুভূতং উষঃকালীনং জ্যোতিঃ আবির্ভূতমিতি শেষঃ। অস্মিন্নবসরে যুবাং 'স্বং বব্রিং' স্বকীয়ং রূপং 'কুহ' কুত্র 'ধিৎসথঃ' স্থাপয়িতুমিচ্ছথঃ অত্র আগত্য প্রদর্শনীয়মিতি তাৎপর্য্যার্থঃ।

৯ হে কণ্বপুত্র ঋত্বিক্ সকল! তোমরা অশ্বিনীকুমার দ্বয়কে জিজ্ঞাসা কর যে কি প্রকারে দ্যুলোক হইতে সূর্য্য রশ্মি সকল আবির্ভূত হইয়াছে, এবং অস্মদাদির নিবাস কারণ উষঃকালীন জ্যোতিঃ কি প্রকারে সমুদ্রে আবির্ভূত হইয়াছে। এই সময়ে তোমরা স্বীয় রূপ কোথায় স্থাপন করিবে অর্থাৎ এই স্থানে আসিয়া দেখাও।

৫৫১

১০ অভূদ ভাউ অংশবে হিরণ্যং প্রতি সূর্য্যঃ। ব্যখ্যজ্জিহ্বয়াসিতঃ।১।৩।৩৪।

১০ 'ভাউ' সূর্য্যস্য দীপ্তিস্তু 'অংশবে' উষঃকালীনরশ্মিসিদ্ধ্যর্থং 'অভূৎ' প্রাদুর্ভূতা 'উ' এব 'সূর্য্যঃ' চ 'হিরণ্যং প্রতি' স্বকীয়োদয়েন হিরণ্যসদৃশোঽভূৎ। অগ্নিশ্চ 'অসিতঃ' স্বকীয়দীপ্তেঃ সূর্য্যপ্রবেশেন স্বয়ং কৃষ্ণোভূত্বা 'জিহ্বয়া' স্বকীয়য়া জ্বালয়া 'ব্যখ্যৎ' প্রকাশিতবান্ তস্মাৎ অয়ং অশ্বিনোঃ আগমনকালঃ।১।৩।৩৪।

১০ উষাকালে প্রকাশ নিমিত্ত সূর্য্যজ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং সূর্য্য হিরণ্য তুল্য হইয়াছেন, অগ্নি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া স্বীয় কিরণ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই হেতু অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের আগমন কাল এই।১।৩।৩৪।

৫৫২

১১ অভূদ পারমেতবে পন্থাঋতস্য সাধুয়া। অদর্শি বি স্রুতির্দিবঃ।

১১ 'ঋতস্য' সূর্য্যস্য 'পারং' অস্তাদ্রেঃ পারভূতং উদয়াদ্রিং 'এতবে' গন্তুং 'পন্থাঃ' মার্গঃ 'সাধুয়া' সমীচীনঃ 'অভূৎ' নিষ্পন্নঃ 'উ' এব। 'দিবঃ' দ্যোতনাত্মকস্য সূর্য্যস্য 'স্রুতিঃ' প্রসৃতা দীপ্তিঃ 'বি অদর্শি' বিশেষেণ দৃষ্টা তস্মাৎ অশ্বিনৌ যুবাভ্যাং আগন্তব্যং।

১১ সূর্য্যদেবের উদয়াচল গমন নিমিত্ত পথ উত্তম হইয়াছে, প্রকাশবান্ সূর্য্যের সর্ব্বব্যাপী দীপ্তি বিশেষ রূপে দৃষ্ট হইয়াছে, সেই কারণে হে অশ্বিনীকুমার দ্বয়! তোমরা আগমন করিবে।

৫৫৩

১২ তত্তদদশ্বিনোরবোজরিতা প্রতিভূষতি। মদে সোমস্য পিপ্রতোঃ।

১২ 'জরিতা' স্তোতা 'অশ্বিনোঃ' সম্বন্ধি 'তত্তদিৎ' পুনঃপুনঃ কৃতং সর্ব্বমপি 'অবঃ' অস্মদ্বিষয়ং রক্ষণং 'প্রতিভূষতি' প্রত্যেকমলঙ্করোতি তত্তৎ প্রশংসতীত্যর্থঃ। কীদৃশয়োঃ অশ্বিনোঃ 'মদে' হর্ষে নিমিত্তভূতে সতি 'সোমস্য' সোমং 'পিপ্রতোঃ' পূরয়তোঃ।

১২ হর্ষেতে সোম পূরয়িতৃ অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের বারম্বার কৃত রক্ষণকে স্তবকারীরা প্রশংসা করেন।

৫৫৪

১৩ বাবসানা বিবস্বতি সোমস্য পীত্যা গিরা। মনুষ্বচ্ছম্ভু আগতং।

১৩ হে 'শম্ভূ' সুখস্য ভাবয়িতারৌ অশ্বিনৌ 'মনুষ্বৎ' মনৌ ইব 'বিবস্বতি' পরিচরণবতি যজমানে 'বাবসানা' বাসয়মানৌ নিবাসশীলৌ যুবাং 'সোমস্য' 'পীত্যা' পাননিমিত্তং 'গিরা' স্তুতিনিমিত্তঞ্চ 'আগতং' আগচ্ছতং।

১৩ হে সুখ স্বভাব পালক অশ্বিনী-কুমার দ্বয়! যেমন মনুতে সেই প্রকার পরিচরণ বিশিষ্ট যজমানেতে নিবাস শীল তোমরা সোম পান নিমিত্ত এবং স্তুতি নিমিত্ত আগমন কর।

৫৫৫

১৪ যুবোরুষা অনু শ্রিয়ং পরিজ্মনোরুপাচরৎ। ঋতা বনথো অক্তুভিঃ।

১৪ হে অশ্বিনৌ 'পরিজ্মনোঃ' পরিতঃ গমোঃ 'যুবোঃ' যুবয়োঃ 'শ্রিয়ং' আগমনরূপাং শোভাং 'অনু' অনুসৃত্য উষা 'উপাচরৎ' উষঃকালদেবতা আগচ্ছতু যুবয়োরাগমনয়োঃ সতোঃ পশ্চাদাগচ্ছ ইত্যর্থঃ। যুবাং 'অক্তুভিঃ' রাত্রিভিঃ 'ঋতা' যজ্ঞগতানি হবীংষি 'বনথঃ' কাময়েথে।

১৪ হে সর্ব্বগামী অশ্বিনীকুমার দ্বয়! তোমাদিগের আগমনানন্তর উষাদেবতা আগমন করুন. তোমরা রাত্রিসংজ্ঞক যজ্ঞ প্রাপ্ত হবিঃ প্রার্থনা করিতেছ।

৫৫৬

১৫ উভা পিবতমশ্বিনোভানঃ শর্ম্ম যচ্ছতং। অবিদ্রিয়াভিরূতিভিঃ।১।৩।৩৫।

১৫ হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ 'উভা' উভৌ যুবাং 'পিবতং' সোমপানং কুরুতং ততঃ ঊর্দ্ধং 'উভা' উভৌ যুবাং 'অবিদ্রিয়াভিঃ' প্রশস্তাভিঃ 'ঊতিভিঃ' রক্ষাভিঃ 'নঃ' অস্মভ্যং 'শর্ম্ম' সুখং 'যচ্ছতং'।১।৩।৩৫

১৫ হে অশ্বিনীকুমার দ্বয়! তোমরা উভয়ে সোমরস পান কর, তদনন্তর উভয়ে প্রশস্ত রক্ষা দ্বারা আমারদিগকে সুখ প্রদান কর।১।৩।৩৫।

ইতি প্রথমাষ্টকে তৃতীয়োধ্যায়ঃ

বৈষ্ণব সম্প্রদায়

চৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখা।

মথুরা ও বৃন্দাবনবাসি কতক গুলি চৈতন্য-সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের স্থাপিত মূর্ত্তি বিশেষের নামানুসারে রাধারমণি, রাধীপালি, বিহারিজি, গোবিন্দজি, যুগলভক্ত প্রভৃতি কতিপয় শাখা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। মূল সম্প্রদায়ের সহিত ইহারদের নামান্তর গ্রহণ ব্যতিরেকে ব্যবহার-গত বৈলক্ষণ্য কিছুই নাই। কিন্তু তাহার সহিত স্পষ্টদায়ক ও সহজি প্রভৃতি কয়েক শাখার বিস্তর বিশেষ আছে।

স্পষ্টদায়কদিগকে দুটি বিষয়ে অপরাপর সমুদায় হিন্দু সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন বলিতে হয়। তাঁহারা দীক্ষাগুরুর দেবত্ব ও সর্ব্ব-শক্তিমত্ত্ব অস্বীকার করেন, এবং তৎসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী পরস্পর দোষশূন্য সহবাস অঙ্গীকার করিয়া এক মঠেই অবস্থিতি করেন। সর্ব্বজাতীয় গৃহস্থেরাই এসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতীয় উদাসীন মাত্র গুরু পদ প্রাপ্তির অধিকারী। ইঁহারা কণ্ঠদেশে এক-কণ্ঠিকা মালা ধারণ করেন, এবং মূলীভূত চৈতন্য-সম্প্রদায়ের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র করিয়া তিলক সেবা করেন। পুরুষেরা কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিধান করেন, এবং স্ত্রীলোকেরা প্রায় সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া এক ক্ষুদ্র শিখা মাত্র অবশিষ্ট রাখেন। এসম্প্রদায়ের সাতিশয় ব্রহ্মচারি ব্যক্তিরা স্বসাম্প্রদায়িক ভিন্ন অন্য কাহারও অন্নগ্রহণ করেন না।

স্পষ্টদায়কদিগের মতে একত্র বাস, ভ্রাতৃভগিনীবৎ প্রণয়াচরণ, সম-ধর্ম্ম ও সমার্থতা, উভয়ে মিলিত হইয়া কৃষ্ণ ও চৈতন্যের প্রীতিতে নৃত্য, গীত ও গুণ সঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠানেই স্ত্রীপুরুষের সংসর্গ সমাধান হয়। বৈষ্ণবীরা ধনাঢ্য লোকের স্ত্রীদিগকে মন্ত্রোপদেশ করেন। অন্তঃপুর প্রবেশে তাঁহারদের বারণ নাই, এবং পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোকেরাও সময় ক্রমে তাঁহারদের নিজ নিকেতনে গিয়া দর্শন করে। এই রূপে কলিকাতা মধ্যে এসম্প্রদায় বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

সহজিদিগের ভাব পূর্ব্বেই ব্যক্ত করা গিয়াছে; তাহারা আপনাদের মত অপ্রকাশিত রাখে, অনেকে বলে যে তাহারা

বামাচারি শাক্তদিগের ধর্ম্মানুরূপ শাক্ত উপাসনা করিয়া থাকে।

তদ্ভিন্ন বাউল ন্যাড়া প্রভৃতি বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় এক চৈতন্য সম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

পরমেশ্বরের কৌশল বর্ণন

প্রাণির দেহালোচনা দ্বারা প্রতীত হইতেছে, যে তাহা প্রতিক্ষণে কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষয় হইতেছে। এইপ্রকার পরীক্ষাতে নিশ্চিত হইয়াছে যে জীবাত্মার দেহ গেহ ঈদৃশ ক্রমক্ষয় নিয়ম দ্বারা দিন দিন ক্ষয় হইয়া প্রতি সপ্ত বর্ষ পরে তাহার এক অণু মাত্রও থাকে না, অতএব 'মনুষ্যের শৈশবাবস্থার শরীরের এক অণুমাত্র প্রৌঢ়াবস্থার শরীরে থাকে না,' এবং প্রৌঢ়াবস্থার দেহস্থ কোন অংশ বৃদ্ধ শরীরে সংপ্রাপ্ত হয় না। জীবের দেহান্তরাবাপ্তি মতসিদ্ধ ব্যক্তিরা স্বমত প্রতিপোষক স্বরূপ এই উদাহরণ সর্ব্বদা প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে 'মনুষ্য যদ্রূপ পুরাতন পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তদ্রূপ জীবাত্মা মৃত্যুকালীন পুরাতন দেহ পরিবর্জ্জনানন্তর অভিনব কলেবর ধারণ করত পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করেন' তাঁহারদের সম্বন্ধে ইহা অবশ্য কৌতূহলের বিষয় বটে, যে জীবাত্মার সংসারলীলা সম্বরণের পূর্ব্বেও আজন্ম অন্তিম পর্য্যন্ত প্রতি সাত বৎসরে নূতন দেহ নির্ম্মাণ হয়। বাস্তবিক কি সজীব কি নির্জীব পদার্থ মাত্রেই ব্যবহার ক্রমে উত্তর উত্তর ক্ষয় পায়, ইহা স্বভাব সিদ্ধ বটে; বিশেষ এই যে নির্জীব বস্তুর নষ্ট অংশের স্বতঃ প্রতীকার হইবার কোন সাধন নাই,—নিরুক্ত সঞ্চালন-জনিত ঘটিকা-যন্ত্রের অঙ্গ প্রভৃতি ক্ষয়াপন্ন হইতে লাগিলে আপনা হইতে তাহার নষ্টোদ্ধার হয় না, আর প্রাণিগণের অবিচ্ছিন্ন নিশ্বাস ত্যাগ বা গাত্রোত্থান দ্বারা কোমল বা কঠিন অবয়বাদির বারম্বার চালনা ও ঘর্ষণাদি জন্য এবং সময়ে সময়ে তনু কূপ হইতে ঘর্ম্মবহির্গম কালীন প্রাণিদেহের যে অংশ বিকৃত অবস্থান্তর প্রাপ্ত অর্থাৎ নষ্ট হয়, তাহার প্রতীকার হেতু জগতের নিয়ন্তা পরম পুরুষ কর্তৃক এই উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যে পুষ্টিকর-দ্রব্যের উপযোজন দ্বারা জীব সকল আপনারদিগের এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ যন্ত্রকে অকাল পতন হইতে নিরন্তর রক্ষা করিবে। এস্থলে বিবেচনা কর, যে এক অহোরাত্র মাত্র অনশন থাকিলে পরদিন যখন আপনাকে অতি কৃশ ও দুর্ব্বল বোধ হয়, তখন আহারের নিয়মই না থাকিলে প্রত্যেক জীবের উৎপত্তির অব্যবহিত পরক্ষণেই জলবিম্ববৎ বিলয় প্রাপ্ত হইতে কি অপেক্ষা থাকিত? ইহার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ক্ষুধা বস্তুতঃ প্রাণিদিগের পক্ষে দৈনন্দিন কায়িক ক্ষয়োদ্ধারের সময় বোধক মাত্র, অর্থাৎ যে সময়ে দেহ সম্বন্ধীয় ক্ষতি পূরণের আবশ্যক হয়, তৎকালেই ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তদভাবে আমারদের না আহারে প্রবৃত্তি হইত, না দেহই রক্ষা হইত। এস্থলে উদ্ভিজ্জ জাতির দৈহিক ক্ষয় বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। বৃক্ষাদির সূত্রবৎ অথচ কঠিন অঙ্গাদি একবার পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্রাণিদেহ তুল্য ক্রমশঃ ক্ষয় পাইয়া পুনর্নূতন হয় না; তাহারা একবার পূর্ণদশা সম্পন্ন হইলে উপযুক্ত পোষণাভাবে বৃদ্ধি পাইতেই ক্লান্ত বা ম্রিয়মাণ হয়, কিন্তু ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া শীর্ণকায় হয় না। ইহা প্রত্যক্ষ বটে যে বৃক্ষের পত্র হইতে বিশেষতঃ সূর্য্য মুখী পুষ্প হইতে বাষ্প নিঃসৃত হয়, কিন্তু সে বাষ্প তাহাদের দৈহিক অংশ নহে, অন্তরীক্ষস্থ এবং ভূমিগত যে জলীয় ভাগ তাহারা শোষণ করে, তাহাই বাষ্প রূপে উদ্গত হয়। অপিচ প্রাণি বর্গের ন্যায় উদ্ভিজ্জ জাতির অবয়বগত পুষ্টিবর্দ্ধন কাল জ্ঞাপক স্বরূপ ক্ষুধা বোধও নাই; ইহার দ্বারা আর স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, যে তাহারা অবয়ব ক্ষয়শীল নহে *। প-

* বস্তুতঃ উদ্ভিজ্জ জাতির মৃত্যু নিবন্ধন অবধিই তাহারদের অবয়বাদি অপচয় হইতে থাকে।

বস্তু আমারদিগের তুলনায় বৃক্ষ গুল্ম লতা প্রভৃতি শারীরিক ক্ষয় ভাবাপন্ন. সুতরাং তদনুসারে ক্ষুদ্বোধ সম্পন্ন হইলেও তাহারা মৃত্তিকাতে নিয়ত বদ্ধমূল হওয়াতে আহারের উপযোজন দ্বারা উচিত সময়ে পুষ্টিবর্দ্ধনে বঞ্চিত থাকিত; কারণ মৃত্তিকাই সে সকলের অশন স্বরূপ, এবং তদন্তরস্থ রসই পুষ্টি জনক. অথচ সেই মৃত্তিকা ঋতুভেদে কখন সরস কখন বা নীরস হইতেছে। বরঞ্চ এরূপ বৈষম্য অবস্থায় স্থাপিত হইলে পরস্পর বিপর্য্যয় ঘটনা দ্বারা তজ্জাতির একেবারে উচ্ছেদ হওয়াই সম্ভব হইত। এনিমিত্তে যিনি নরপশু বৃক্ষবল্লী প্রভৃতির এক মাত্র কারণ, তিনি উদ্ভিজ্জ জাতির স্বভাব ও অবস্থানুযায়ি বর্ত্তমান নিয়ম করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাহারা আমারদিগের ন্যায় জীবদ্দশায় ক্রম বিক্ষয়ের নিয়মাধীন হয় নাই, এবং একবার পূর্ণাবয়বে প্রকাশ হইলে আর তাহারদিগকে পুষ্টিতার প্রতি একান্ত নির্ভর করিতে হয় না।

পরন্তু জীবাদির দেহের যে অংশ ব্যবহার ক্রমে ক্ষয় পাইয়া যায় তাহা কি নিরর্থক? না, তাহা নিরর্থকও নহে, কেবল উদর পরিতোষণ কারণও নহে, কেবল সেই মঙ্গল বিধাতার মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পাদন জন্যই হয়। শারীরিক বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরদের দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, যে দেহস্থ যে অংশ বিকৃতি অবস্থাপন্ন হইয়া অকর্ম্মণ্য হয়, তাহা দেহেতে থাকিলে প্রাণিগণের প্রাণাশ্রয় শক্তির হানি কারক নানা প্রকার রোগের আশ্রয় হয়*, এই নিমিত্তে এবম্প্রকার সুনিয়ম হইয়াছে, যে আপনা হইতেই সেই নষ্ট শরীরাংশ সমস্ত বিবিধ প্রকারে দেহ হইতে অনবরত নিঃসারিত হইতেছে*, এবং ভুক্ত সামগ্রীর সার ভাগ শোণিতে পরিণত হইয়া পরম্পরা ক্ষয়িত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সমশীল হইতেছে, তদ্দ্বারা মনুষ্যাদি জীব শ্রেণি সুস্থ শরীরে জীবিত থাকিয়া বিশ্বাধিপের অনুজ্ঞাত কার্য্যে আজন্ম ব্যাপৃত রহিতে সক্ষম হইয়াছে।

দেহের নষ্ট অংশ প্রতিসাধন বিষয়ে যদ্রূপ আহারের উপযোগিতা প্রদর্শিত হইল, তদ্রূপ প্রাণি মাত্রের প্রথমাবস্থায় তাহার অঙ্গ বৃদ্ধি নিমিত্তে ভোজন ব্যাপারের সম্পূর্ণ আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে। মনুষ্য পশু পক্ষি প্রভৃতি তরুণাবস্থায় আহারের জন্য যে অত্যন্ত ব্যগ্র হয় তাহার এই কারণ। বিশেষতঃ সর্ব্ব প্রথমাবস্থায় সাধারণ নিয়মানুসারে বৃক্ষাদিবৎ তাহারদের দৈহিক ক্ষয়াপেক্ষা বৃদ্ধির ভাগ অধিক; যদি এরূপ না হইয়া তৎকালীন ক্ষয়ের ভাগ অধিক কিম্বা উভয় সমান হইত, তবে জীব গণকে চিরজীবন বাল্য শরীরে থাকিতে হইত, তাহারদের দেহ সম্পূর্ণ বৃদ্ধি সম্পন্ন হইত না। এই নিমিত্তে যে পর্য্যন্ত প্রাণি গণের অঙ্গ সমস্ত পূর্ণাবস্থায় প্রকাশমান না হয়, তাবৎ তাহারদের এই কায়বর্দ্ধন শক্তি বলবৎ থাকে, সুতরাং পুষ্টি বর্দ্ধনও অধিক পরিমাণে প্রয়োজনীয় হয়। অতএব জগৎ স্রষ্টা পরমেশ্বর জীবের শৈশব কালীন এরূপ স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, যে সে সময়ে তাহারদের রক্ত অতি সবেগে সঞ্চালিত হয়, শ্বাস প্রশ্বাস ব্যাপার শীঘ্র শীঘ্র নির্ব্বাহ হইতে থাকে†, এবং প্রৌঢ়াবস্থাপেক্ষা তৎকালে তাহারা ভুক্ত বস্তু আশু পরিপাক করিতে পারে। পরন্তু স্ত্রী জাতির স্বকীয় অবয়বাংশের বর্দ্ধনশক্তি পুংজাতির ন্যায় অল্প

* নত প্রকার রোগে শরীর মধ্যে এই প্রকার অপচয় অবাধুহ্নি করে. তাহা কোন ক্রমে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পুনঃ সমশীল হয় না; একারণ ভেষজেরা জ্বরাদি রোগে উপবাস বা রেচকৌষধ ব্যবস্থা করেন, যদ্দ্বারা সেই অনিষ্টকারী নূতন সঙ্কর ভাবাপন্ন বস্তু সমস্ত দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া সে সকল ব্যাধির শান্তি [illegible] দেহ যখন সুস্থ থাকে, তখন এই সমস্ত অকর্মণ্য নূতন সঙ্করীভূত পদার্থ জীবের রক্ত সঞ্চালন শক্তি দ্বারা স্বকীয় স্থানে স্থিতি করিতে প্রতিবাধিত হয়. সুতরাং রোগের আশ্রয় হইতে পারে না।

* প্রাত্যহিক স্নান ও ব্যায়াম ইহার দুই উৎকৃষ্ট উপায় হইয়াছে।

† বাল্য জীব সমস্ত ক্ষণকাল যে সুস্থির থাকিতে পারে না, অর্থাৎ প্রায় সর্ব্বদা যে তাহারা কোন না কোন এক বিষয়ে ব্যাপৃত থাকে, তাহা তাহারদিগের বাল্য জনক হইয়াছে।

দিন স্থায়ী নহে, তাহারা যথা নিয়মে পূর্ব্বাবস্থা সম্পন্না হইলেও তাহারদের অবয়বাংশের বৃদ্ধি শীলতা শেষ হয় না, এবঞ্চ পুংজাতি অপেক্ষা স্ত্রী জাতির অবয়ব বর্দ্ধন শক্তি অত্যন্ত প্রবল ; এনিমিত্তে পরম্পরাগত এই উক্তি আছে, যে "আহারোদ্বিগুণঃস্ত্রীণাং।" কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে বিলোকিত হইবে, যে স্ত্রী জাতির এরূপ স্বভাব হইবার এক আশ্চর্য্য তাৎপর্য্য আছে। পুষ্টি জনক খাদ্য দ্রব্যের উপভোগ দ্বারা তাহাদের স্বস্ব দেহের বৃদ্ধি সাধন এবং ক্ষতি সম্পূরণ নিষ্পাদন হইয়াও কিয়দংশ উদ্বর্ত্ত হয়, এবং তাহা স্ত্রী জাতির প্রসূতি শক্তির এক প্রধান কারণ হইয়াছে। এই অতিরেক দেহাংশে নূতন সাবয়ব বস্তু উৎপন্ন হইবার সমুদায় অধিভূত পদার্থ আছে। ফলতঃ স্ত্রীজাতি যখন অন্তরাপত্যা না হয়, তখন উক্ত অতিরিক্ত অবয়বাংশ পুঞ্জীকৃত হইয়া সময়ে সময়ে শরীর হইতে নিঃসৃত হয় ; অনন্তর গর্ভিণী হইলে তাহারদের সেই উদ্বর্ত্ত শোণিত দ্বারা ক্রমশঃ গর্ভস্থ জীবের কায় নির্ম্মাণ হইতে থাকে*।

পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, যে কৈশোরকালে জীব জন্তু মাত্রের দেহ সম্পর্কীয় ক্ষয় প্রতীকার এবং অধিক ভাগে বৃদ্ধি সাধিবার উপলক্ষে বারম্বার পুষ্টি কর বস্তুর উপযোজন আবশ্যক হেতু তাহারদের পুনঃ পুনঃ ক্ষুধা উদ্রেকের সম্যক্ তাৎপর্য্য হইয়াছে, তথাপি অনেক অবিবেচক পিতা মাতার দোষে মানব সন্তানদিগের ভোজন অত্যাচরণ বিষয়ে উক্ত তাৎপর্য্যের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ঘটনা প্রায় অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। বিবেচনা করা উচিত যে বালকেরা খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে অথবা তাহার পরিমাণ কল্পে বিচার ক্ষমতা হীন ; তাহারা ক্ষুধা অভাবেও ভোজন দ্রব্য দেখিলেই খাইবার নিমিত্তে অধৈর্য্য হয়, বরঞ্চ তাহার অপ্রাপ্তিতে ক্রন্দন করে, ইহাতে পুত্র বাৎসল্য পরবশ হইয়া প্রত্যেক বারে আহার প্রদান পূর্ব্বক তাহারদের দৃষ্টি ক্ষুধা সান্ত্বনা করিতে গেলে ঐশ্বরিক নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়, এবং তাহার প্রতিফল স্বরূপ ঐ সকল বালক বালিকার উৎকট রোগ জন্মে*, কেহ কেহ তজ্জন্য অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া অবিজ্ঞ পিতা মাতাকে যাবজ্জীবন শোকাকুল করে। এস্থলে জানা উচিত যে এই সূত্রেই জগৎ নিয়ন্তার বিবিধ নিয়মের মধ্যে প্রথমতঃ মনুষ্যের শারীরিক নিয়ম ভঙ্গের প্রারম্ভ হয়। প্রত্যুত এ অংশে পশ্বাদি কি সুখী ; তাহারা যদিও আমারদের ন্যায় বুদ্ধিমত্ত্বার অভিমান রাখে না, কিন্তু স্রষ্টার সুখাবহ শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনে মনুষ্যাপেক্ষায় আপনারদিগকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে পারে। তাহারদের শরীর আমারদের ন্যায় ব্যাধির মন্দির নহে, আমারদের ন্যায় অকালেও প্রায় শমন ভবন গমন করে না। ইহা আমারদিগের স্মরণ রাখা উচিত, যে যখন যে পারমাণে দেহগত হ্রাস বৃদ্ধির উপযোজনা নিমিত্তে পুষ্টি প্রয়োজন হয়, ঈশ্বরের সুকৌশল ক্রমে তখন সেই পরিমাণেই ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তাহার অন্যথা কদাপি হয় না, তবে আমারদের প্রকৃতি গুণে সর্ব্ব মঙ্গল করের ইষ্ট অভিপ্রায়ে দৃক্পাত না করিয়া তাঁহার সুখাকর নিয়মোল্লঙ্ঘন করা সাধারণ হইয়াছে, এনিমিত্তে কখন কখন রসনার লালসাতে বিমুগ্ধ হইয়া ক্ষুধানুসারে আহারে পরিতৃপ্ত না হইয়া অতি ভোজন দ্বারা যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করি। কিন্তু এতাদৃশ নিয়ম ভঙ্গ কালীনও যাঁহার

* এস্থলে মানব স্ত্রী জাতির তুলনায় ইতর জন্তুর বিশেষ এই যে ইহারদের সন্তান উৎপত্তির মূল কারণ স্বরূপ যে অবয়ব অংশের অতিরিক্ত বৃদ্ধি তাহা বৃক্ষাদিবৎ বাহ্য তাপাংশ ও খাদ্য বস্তুর গুণাগুণের প্রতি নিতান্ত নির্ভর, অর্থাৎ নারী গণের স্ত্রী ধর্ম্মের ন্যায় ইহারা রজস্বলা হয় না। অতএব ইহারদিগকে এক প্রকার উৎকৃষ্টতর উদ্ভিদ্ বস্তু বলিলেও হয়।

* ইহার দৃষ্টান্ত অনেক প্রাপ্ত হয়। অজীর্ণ উদরাময় প্লীহাদি দ্বারা অনেককে অল্প বয়সে মৃত হইতে দেখা যাইতেছে, যদি বা কেহ কেহ তাহাতে বাঁচিয়ে, তথাপি বাল্যকাল হইতে সেই সকল ব্যাধি দুষ্টি জন্যেই যাবজ্জীবন সহবর্ত্তী হইতে দুষ্ট হয়।

ক্ষমার পার নাই, দয়ার শেষ নাই, তিনি আমারদিগকে সতর্ক করিতে ক্ষান্ত নহেন। মনুষ্যাদির যে কালে যতোধিক ভোজন প্রয়োজন, তিনি তাহার সহিত ক্ষুধা জ্ঞানের পূর্ণ সমন্বয় রাখিয়াছেন, অতএব সাবধান চিত্তে সেই চিরন্তন অভ্রান্ত নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া অন্ন গ্রহণ করিলে মনেতে যে এক পরিতোষ ভাব উপস্থিত হয়, এবং তদ্বিপরীতাচরণে বিশেষ ক্লেশানুভব হয়, ইহার প্রতি প্রণিধান পূর্ব্বক ঐ নিয়মানুসারে চলিলে এ অংশে পশ্বাদি অপেক্ষা হীন হইতে হয় না।

ইহা নিশ্চিত হইল যে জীব শরীরের পুষ্টি বর্দ্ধন আহারের মুখ্য তাৎপর্য্য; কিন্তু এতদ্ব্যতীতও অন্য কারণে ভোজন ব্যাপারের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে। যে প্রকার পোষণাভাবে দেহ ধারণ হয় না, তদ্রূপ ইহাও নিশ্চয় আছে যে অন্তরস্থ উত্তাপ ব্যতিরেকে জীবের জীবন রক্ষা পায় না। এই উত্তাপ সংরক্ষণার্থে শারীরিক অংশ নিরন্তর দাহ্যমান রহিয়াছে; এবিষয়ে দেহকে প্রাণি মাত্রিক উত্তাপের ইন্ধন স্বরূপ বলিলেই হয়। অপিচ অন্যান্য বস্তুর ন্যায় শরীরের সহিতও বাহ্য শীত ও উষ্ণতার নিয়ত সম্বন্ধ আছে। তপ্ত লৌহ দণ্ড শীতল স্থানে স্থিত হইলে ক্রমশঃ তাহার উত্তাপ হ্রাস হয়, এবং উষ্ণ স্থানে রক্ষিত হইলে উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়; প্রাণির দেহ ও চতুর্দ্দিকস্থ শীতল বায়ু দ্বারা আবৃত হইলে উত্তর উত্তর শীতলতা প্রাপ্ত হয়, এবং উষ্ণ বায়ুতে বেষ্টিত থাকিলে উপতপ্ত হয়। ইহাতে কোন কারণ বশতঃ শারীরিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া দেহ নিকেতনে আবশ্যক মত নিয়মিত উষ্ণতার অভাব হইলে উৎকট পীড়া এবং অবিলম্বে প্রাণাশ্রয় বৃত্তি সমুদয়* অবশ হইয়া মৃত্যু ঘটনা হইতে পারে।

এইরূপ বাহ্যশীত উষ্ণতার সহিত প্রাণি দেহের সম্বন্ধ থাকাতে ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির প্রতি মনোযোগ হইয়া স্বভাবতঃ জানিতে বাসনা হয় যে জীবের দেহস্থ তাপাংশ রক্ষা হইবার জন্যই বা কি নিয়ম ধার্য্য হইয়াছে। শারীরিক ও রসায়ন বিদ্যা প্রসাদাৎ জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে খাদ্য বস্তুই কায়িক উত্তাপ রক্ষণের এক মাত্র উপায় হইয়াছে; অর্থাৎ খাদ্য দ্রব্যের অঙ্গীভূত অঙ্গার এবং উদজান* পদার্থ যখন নাসিকা গৃহীত প্রাণ বায়ুর† সহিত মিলিত হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত বস্তুদ্বয় দগ্ধীভূত হইয়া দেহস্থ উত্তাপ সম্ভূত হয়, অনন্তর সেই উত্তাপ হৃদয় পিণ্ডে সংযুক্ত রক্তবহা নাড়ীস্থ‡ রক্ত প্রবাহ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপিত হইয়া প্রাণি শরীরকে উত্তপ্ত রাখে, যাহাতে জীবের জীবন অনন্যথা রূপে চিরকাল রক্ষা পাইয়া আসিতেছে। পরন্তু আমারদের শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার ন্যূনাধিক্য অনুসারে যৎপরিমাণে অক্সজেন বস্তু শরীরাভ্যান্তরে নীত হয়, তৎপরিমাণে তাহার উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সুতরাং তদনুযায়ি দাহোপযুক্ত আহার রূপ সমিধেরও প্রয়োজন, নতুবা অনশন দ্বারা বা উপযুক্ত খাদ্যাভাবে অক্সজেন পদার্থ স্বীয় স্বভাব বশতঃ জীবিত দেহকেই ধ্বংস করিতে থাকে, এবং অচিরাৎ ভগ্ন দশা প্রাপ্ত করায়। দেহেগত উত্তাপাংশের ঈদৃশ তারতম্য জনিত আহারের তারতম্য হওয়াতে যে আশ্চর্য্য কৌশল শক্তি প্রকাশ পাইতেছে তাহা পশ্চাতে বিদিত হইবেক। গ্রীষ্মকালাপেক্ষায় শীতকালে হিম প্রভাবে

---

* ভুক্ত বস্তুর সার ভাগ রক্তে পরিণত হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সুসম্পন্ন হওয়া, সর্ব্বশরীরে রক্ত সঞ্চালন, শ্বাস নিঃশ্বাস ক্রিয়া নিষ্পাদন, জরাপথ বা বর্দ্ধন যোগ্য অবয়বাদির প্রতি পোষক স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন সকল বস্তু রক্ত হইতে পৃথক্ করণ, রক্তের অন্তর্ভূত অনিষ্ট জনক পদার্থ সমস্ত বিশ্লেষ করণ, দেহ হইতে অকর্ম্মণ্য দেহাংশ বা দূষ্ট মল নির্গমন, পুষ্টি দ্বারা দেহস্থ সমুদয় যন্ত্রের যথানির্দ্দিষ্ট ব্যাপার সম্পাদন ইত্যাদি শারীরিক ধর্ম্মের সাধারণ নাম প্রাণাশ্রয় বৃত্তি।

* ইংরাজি শব্দে ইহাকে হাইড্রোজেন বা হাইড্রোজেন গ্যাস বলে, ইহা জলের প্রধান উপাদান কারণ।

† অর্থাৎ তাহার অংশ বিশেষের সহিত মিলিত হয়; ইংরাজি ভাষাতে এই অংশ অক্সজেন বা অক্সজেনগ্যাস শব্দে উক্ত হয়। ইহার দ্বারাই প্রাণ বায়ুর প্রাণ ধারণ সামর্থ হইয়াছে।

‡ Artery.

অল্পাকাশে অধিক বায়ু সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, সুতরাং শ্বাস গ্রহণ কালীন তদধিভূতাংশ অক্সজেন বস্তু আমরা অধিক মাত্রায় গ্রাস করি, এই হেতু গ্রীষ্মকাল হইতে শীতঋতুতে অধিক ভোজন করা যায়*; এইরূপ অত্যন্ত শীতার্ত্ত দেশে দৈহিক তাপাংশ অধিক ভাগে বিলয় হয়† বলিয়া আহার দ্বারা তাহা বৃদ্ধি করা আবশ্যক, এনিমিত্তে সেখানে ক্ষুৎশক্তি আত্যন্তিক প্রবল থাকে; এবং মাংস প্রভৃতি যে সকল খাদ্যে উত্তাপ বর্দ্ধক অঙ্গার ও উদজান বস্তুর প্রচুর ভাগ আছে, তাহাই তদ্দেশস্থ জীবেরা অভিরুচি পূর্ব্বক ভোজন করে, ভূমিজ শীতল সামগ্রীতে তাহারদের তাদৃক্ স্পৃহা হয় না। আর যে দেশ অত্যন্ত উষ্ণ, তত্রস্থ প্রাণি সমাজের উত্তাপ অতি অল্প ভাগে বিনির্গত হয়, একারণ আহারের অল্প সাপেক্ষতা জন্য ক্ষুধানলের মান্দ্য থাকে, এবং তৈল বা ঘৃত বিশিষ্ট মাংস অপেক্ষায় জল বিশিষ্ট স্নিগ্ধ ফলাদিতেই তাহারদের বিশেষ তৃপ্তি জন্মে। এস্থলে প্রাণির সহিত উদ্ভিজ্জ জাতির অনেক বিশেষ আছে। যদ্রূপ শীত দ্বারা জীবদিগের শরীরস্থ উত্তাপ অধিক বিনষ্ট হওয়াতে তাহা নিয়ত পূর্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে উপযুক্ত খাদ্য আবশ্যক, বৃক্ষাদি বিষয়ে সেরূপ নহে। উদ্ভিজ্জ জাতির প্রাণাশ্রয় সামর্থ বরং শীতকালে অবসন্ন প্রায় হয়, এবং পত্র পুষ্প সমুদয় শুষ্ক হইয়া যায় এনিমিত্তে তাহারদের সে অবস্থায় পুষ্টিতার অল্প প্রয়োজন হেতু শাখা প্রভৃতিতে রস পরিচালনা অধিক হয় না, কিন্তু সূর্য্যের উত্তাপ ও আলোক দ্বারা বসন্ত বা গ্রীষ্ম কালে পরিপূর্ণ উত্তেজিত হইলে যখন প্রাণাশ্রয় বৃত্তি সমুদয় সব্যাপার হয়, নবপ্রসূত শ্যামল দল পল্লব প্রসূন ফল ভারেতে অবনত হয়, তখন প্রচুর ভাগে পুষ্টির আবশ্যক বলিয়া বৃক্ষ শাখাদিতে অপর্য্যাপ্ত রূপে রসের সঞ্চালন হইয়া থাকে*। শীত দেশাপেক্ষায় উষ্ণদেশে তরুলতা সমূহ এই প্রযুক্তই সতেজ হয় এবং সব্যাপার থাকে†।

ইহা সপ্রমাণ হইল যে দেহ যন্ত্রের ক্ষয় উদ্ধার বৃদ্ধি সাধন এবং উত্তাপ পরিরক্ষণ নিমিত্তে ভোজন কার্য্যের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। এইক্ষণে ইহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক যে কোন্ জাতীয় বস্তু হইতে দেহের পুষ্টিকার্য্য সম্পাদন হইতে পারে, এবং ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে এবিষয়েই বা জগৎ কর্ত্তা কি সুকৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। আমারদের জ্ঞাত হওয়া উচিত যে জলবায়ু লবণ এই তিন নির্জীব‡ স্বভাব বস্তুভিন্ন বৃক্ষ পশ্বাদি সজীব-বস্তুর¶ অংশ ব্যতীত কোন পদার্থ জীবদিগের খাদ্য নহে সুতরাং পুষ্টি করও নহে; এবঞ্চ প্রাণি বর্গের এমত সামর্থও নাই যে অপুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন দ্বারা অঙ্গ পুষ্টি জন্মাইতে পারে: ফলতঃ নির্জীব স্বভাব তাবৎ বস্তু শারীরিক অংশে যে সমশীল হইতে পারে না ইহা যুক্তি মূলক বটে, এনিমিত্তেই আমারদের ও অন্যান্য প্রায় সমুদয় জীবের মৃত্তিকা প্রস্তর কিম্বা ধাতু দ্রব্যেতে রুচি হয় না।

যখন প্রত্যক্ষ হইতেছে যে শরীরের ক্ষয় প্রতীকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রকাশ, প্রাণি মাত্রিক উত্তাপ রক্ষণ শ্বাস নিঃশ্বাসের প্রবাহ ইত্যাদি সমুদয় প্রাণাশ্রয় ব্যাপার রক্তের উপরে সম্যক্ নির্ভর, তখন সেই সকল সামগ্রীই আহারের উপযুক্ত অর্থাৎ পুষ্টি কারক রূপেগণ্য হইতে পারে, যাহা উদরস্থ হইলে রক্তে পরিণত হয়। রসায়ন শা-

---

*গ্রীষ্ম কালে অগ্নিমান্দ্য ও শীত কালে তাহার বৃদ্ধি ইহা প্রায় সকলেরই বিদিত আছে।

*যদি এমত বিবেচনা করা যায় যে শীতকালে মেদিনী নীরস হয়, এই নিমিত্তে বৃক্ষ জাতির সম্বন্ধে এরূপ ঘটনা সম্ভব হয়; পরন্তু পরীক্ষা করিলে নিশ্চয় প্রতীত হইতেছে যে এরূপ অনুমান সমূলক নহে। প্রখর গ্রীষ্ম কালে যে সকল বৃক্ষ লতা মুকুলিত হয়, শীতকালে বৃষ্টি দ্বারা বা মূলে বারি সেচন করিলেও তাহারদের উদ্ভিদ শক্তি কদাপি সতেজ হয় না, পত্র পুষ্পও দেখা দেয় না, কিন্তু বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে অধিক বারি বর্ষণ কিম্বা উপযুক্ত রূপে মূলেতে জল সেচন না হইলেও ঈশ্বরের নিয়ম মত তাহাতে প্রফুল্লিত হয়।

† ইংলণ্ড দেশাপেক্ষা ভারতভূমি সাতিশয় উর্ব্বরা ইহা প্রত্যক্ষই আছে

‡ Inorganic.

¶ Organic.

ন্ত্রের অনুযায়ি পরীক্ষা দ্বারা সুনিশ্চয় হই-য়াছে যে জীবের দেহস্থ যে অংশে চলৎশক্তি অর্থাৎ প্রাণাশ্রয় সামর্থ আছে অথবা যে অবয়ব সম্পূর্ণ-অবস্থাপন্ন হইয়াছে তাহাতেই নাইট্রোজেন পদার্থ* দেহের অন্যান্য অধিভূত দ্রব্যাপেক্ষায় অধিক-ভাগে পাওয়া যায়; এবং ইহাও প্রত্যক্ষ হ-ইয়াছে যে রক্তেতেও উক্ত বস্তুর সত্ত্বা আছে। ইহার দ্বারা এই উপপত্তি হইতেছে যে সেই সকল সামগ্রীই পুষ্টিকর খাদ্যরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে যাহাতে বিশেষ মতে নাই-ট্রোজেন পদার্থ সংপ্রাপ্ত হয়; যেহেতু নাইট্রোজেন বস্তুই শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রধান পুষ্টি কারক হইয়াছে। ইহা ব্যতীত খাদ্য সামগ্রীতে তাহার অন্য সকল অন্তরঙ্গ পদার্থের সহিত অঙ্গার ও উদজান বস্তু দ্বয় প্রবিষ্ট আছে, তাহা খাদ্যবস্তুর সহিত উ-দরস্থ হইয়া রুধিরের অঙ্গীভূত হয়; এবং শ্বাস প্রশ্বাস গৃহীত অক্সজেন বাষ্প সহ-যোগে দেহের উত্তাপ রক্ষা করে। পরন্তু প্রত্যক্ষ হইতেছে যে প্রাণি গণের যাব-দীয় খাদ্য দুগ্ধ ভূমিজবস্তু মাংস এই ত্রিবিধ দ্রব্যের অন্তর্গত। এইক্ষণে দৃষ্টি কর যে বিশ্ব বিধাতা উক্ত তিন দ্রব্যকে সামান্যতঃ জীবদিগের খাদ্যরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া কি সুবিজ্ঞতা পূর্ব্বক তাহারদের রসেন্দ্রিয়ের সহিত সুখসম্বন্ধ নিবন্ধ করিয়াছেন! যখন প্রত্যেক গ্রাসে তৃপ্তিরসে জঠরাগ্নি স্নিগ্ধ হইতে থাকে, তখন কি বোধহয়? তখন এইমাত্র প্রবোধ সহযোগে চিত্ত স্ফুরিত হইতে থাকে, যে জননী যেরূপ স্বীয় সন্তা-নের বদনে তাহার সে অবস্থার জীব-নানন্দ কারণ স্তন্য প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে প্রতিপালন করেন, তদ্রূপ যাঁহার নিকটে আবাল বৃদ্ধ সকলেই আহার বিষয়ে, সদ্যঃ-প্রসূত বালকবৎ, এবং যিনি মাতার মাতা ও পিতার পিতা হইয়াছেন, তিনি স্বীয় স্নেহ স্বরূপ স্তন্য বিধান দ্বারা অসংখ্য প্রাণি সমাজের রসেন্দ্রিয়কে সন্তৃপ্ত করিয়া তাহা-রদের জঠরানলকে নিয়ত শীতল রাখিতে-ছেন। তিনি রসনার সহিত খাদ্য বস্তুর সুখ-সম্বন্ধ না করিতেও পারিতেন, কিন্তু তাহার প্রকৃত অভিপ্রায় সৃষ্ট জীববর্গের বিবিধমত প্রকারে সুখ বর্দ্ধন করা অতএব এস্থলেও তিনি আপনার অদ্বিতীয় উদার উপচিকীর্ষ স্বভাব প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই।

ইহার শেষ আগামীতে প্রকাশিত হইবেক

*যবক্ষারের অর্থাৎ সোরার বায়বীয় অবস্থা বিশিষ্ট আদি কারণ বিশেষ। রসায়ন শাস্ত্রের পরীক্ষা দ্বারা বি-দিত হইয়াছে যে রক্তের শত ভাগের ১৭ ভাগ নাই-ট্রোজেন, এবং প্রাণিদিগের এমত কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই, যাহার শত ভাগের ১৭ ভাগ নাইট্রোজেন পদার্থ না পাওয়া যায়।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের কত দুঃখ হয় তাহার বিবরণ।

৭৭ সংখ্যক পত্রিকার ১৪৩ পৃষ্ঠের পর।

শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল।

আত্ম শরীর মাত্র বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করাতে ভূমণ্ডল যে প্রকার দুঃসহ দুঃখা-নলে দগ্ধ হইতেছে, পূর্ব্বে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ করা গিয়াছে। এক্ষণে তদনুরূপ অন্য প্রকার দুঃখ রাশির কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়ম লঙ্ঘন বশতঃ পরম সুখোদ্দেশ্য উদ্বাহ-ক্রিয়াও অশেষ যাতনার মূল হইয়াছে। পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব, অসম-বুদ্ধি ও বিপরীত-মতাবলম্বি স্ত্রীপু-রুষের পাণিগ্রহণ হইলে উভয়কেই যাব-জ্জীবন বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। মানসিক ভাব ও বুদ্ধি চালনা বিষয়ে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকাতে কত কত দম্পতী মহা অসুখে কাল যাপন করিয়া থাকেন; তাঁহারা আপনারাই আপনারদের অপ্রণ-য়ের কারণ বুঝিতে পারেন না। ফলতঃ উভয়ের মানসিক বৈলক্ষণ্যই অনৈক্য ঘট-নার এক মাত্র কারণ। যদিও প্রথম

উদ্যমে তাঁহারদের প্রণয় সঞ্চার হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা অধিককাল স্থায়ী হয় না। পরম সুন্দরী ভার্য্যার কুসুম সদৃশ মনোহর লাবণ্যও অবিলম্বে অতি মলিন বোধ হয়, এবং পূর্ব্বে যে অপ্রণয় রূপ অগ্নি কণা মোহরূপ নিবিড় আবরণে আচ্ছন্ন ছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত হইতে থাকে।

যদি স্বামী অতিশয় মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও বিশ্বাস-ঘাতক হয়, আর স্ত্রী যদি সদাচারিণী, সত্যবাদিনী, ও অতিশয় ধর্ম্ম-ভীতা হন, তবে নিজ পতিকে পুনঃ পুনঃ অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া তিনি সর্ব্বদাই ক্লেশানুভব ও গ্লানি প্রকাশ করেন। যে স্থলে স্বামী যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া কোন ক্রমে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই আপনাকে সুখি ও চরিতার্থ বোধ করেন, আর তাঁহার চির সহচরী ভোগাভিলাষিণী পত্নী পরম শোভাকর বেশ ভূষা ও বৈষয়িক আড়ম্বর প্রকাশার্থেই সতত ব্যাকুলা থাকে, সে স্থলে যেরূপ অসুখের সম্ভাবনা, তাহা অনেকানেক স্বামীই প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকেন। ফলতঃ বিদ্যাবান্, উদার স্বভাব, মহাশয় পুরুষের সহিত কোন বিদ্যাহীনা, কলহ প্রিয়া, ক্ষুদ্রাশয়া রমণীর পাণিগ্রহণ হওয়া অশেষ ক্লেশের বিষয়। ইহার উদাহরণ সংগ্রহার্থে আর অধিক দর্শনের প্রয়োজন নাই; এদেশীয় অনেক বিদ্যার্থি ব্যক্তিই এবিষয়ের বিশিষ্ট রূপ দৃষ্টান্ত স্থল। বিদ্যাবান্ পতি মানব জন্মের সার্থক্য-সাধক জ্ঞান রসের রসিক হইয়া তদ্বিষয়ের প্রসঙ্গেই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হয়েন, ইহাতে মূর্খ স্ত্রীর সহবাসে কোন ক্রমেই তাঁহার মনস্তুষ্টি জন্মে না, এবং স্ত্রীও পতির ভিন্ন মতি দেখিয়া কখনই সন্তোষ প্রকাশ করেন না। স্বামী যে সকল বিষয় অলীক ও অপকারি বলিয়া জানেন, তাঁহার কুসংস্কারাবিষ্টা পত্নী তাহাই অবশ্য-কর্ত্তব্য রূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম বিষয়ে উভয়ের অতিশয় অনৈক্য বশতঃ একের অতি শ্রদ্ধেয় পরম পূজনীয় পদার্থও অন্যের উপেক্ষা ও অনাদরের আস্পদ হইয়া উঠে। এক্ষণে এদেশীয় বিদ্যাবান্ যুবক মণ্ডলীর মধ্যে এইরূপ শত শত ঘটনা ঘটিতেছে, এবং তাহা অনেকেরই মনস্তাপ ও দুষ্প্রবৃত্তিরও কারণ হইয়াছে।

এইরূপে সর্ব্ব বিষয়ে একীভূত হওয়া যাহারদের পণ, কোন বিষয়েই তাহারদের ঐক্য থাকে না।—তাহারদের অন্তঃকরণ পরস্পর যত অন্তর, ভূতল হইতে অন্তরিক্ষও তত অন্তর নহে! কোন অপরিচিত ব্যক্তির—কোন অজ্ঞাত-কুল-শীল মনুষ্যের—কোন বিদেশীয় লোকেরও সহিত যে সকল বিষয়ে কথোপকথন করা যায়, যাহার অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ—একাত্ম স্বরূপ হওয়া উচিত, তাহার নিকটে সে সকল কথার প্রসঙ্গও করিবার সম্ভাবনা নাই! কি আক্ষেপের বিষয়! যৎ সামান্য সাংসারিক কথা এবং কোন ইতর সুখের প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে তৎ সন্নিধানে আর কোন বিষয়েরই উত্থাপন করিবার উপায় নাই! বিদ্যার প্রসঙ্গ, ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব, সংসারের সুখ-জনক কোন নূতন প্রথা সংস্থাপন ইত্যাদি হৃদয় ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন সকল তাহার নিকটে প্রকাশ করা যায় না। ইহাতে এমন যে সুলভ-সুখ সংসার ধাম, তাহাও বিবাদ রূপ বিষম বিষ-দূষিত হইয়া সর্ব্বদাই দুঃখ রূপ দারুণ রোগের উৎপত্তি করে।

এ সকল কারণে স্ত্রী লোকের বিদ্যা শিক্ষা যে কি পর্য্যন্ত আবশ্যক, তাহা বাক্যের বচনীয় নহে; তৎ পক্ষে যে শত শত যুক্তি আছে, তন্মধ্যে ইহাও এক অখণ্ডনীয় যুক্তি স্বীকার করিতে হইবে।

অতএব এবিষয়ে পিতা মাতার উপর কি গুরুতর ভার সমর্পিত রহিয়াছে, তাহা সকলেরই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যাহারা কন্যা ও পাত্রের শুভাশুভ চরিত্র বিবেচনা না করিয়া সন্তানের বিবাহ দেন, তাঁহারা পদে পদে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছেন, তদ্দ্বারা সংসার রূপ অপার সাগরের দুঃখ প্রবাহ প্রবল করিতেছেন, এবং আপনারাও সন্তানের দুঃখে দুঃখি হইয়া সে অপরাধের প্রতিফল স্বরূপ অশেষ যাতনা

ভোগ করিতেছেন। তাঁহারা পুত্র কন্যার সম্বন্ধ নির্ণয় কালে পণাপণের আন্দোলন করেন, কৌলীন্য মর্য্যাদা রক্ষার উপায় চিন্তা করেন, আর আর সকল বিষয়েরই বিবেচনা করেন, কেবল যাহা পিতা মাতার নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহাতেই মনোযোগি হয়েন না। তাঁহারা ইহা জ্ঞাত নহেন, যে পুত্র ও কন্যা উভয়কেই শিক্ষা দেওয়া, ও তাহাদের যেরূপ স্বভাব তদুপযুক্ত কন্যা ও পাত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া পিতা মাতার অবশ্য-পরিশোধ্য ঋণ স্বরূপ; তাহা নিঃশেষে পরিশোধ না করিলে পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বর সমীপে সাপরাধ থাকিতে হয়।

সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা এবং শিরঃসামুদ্রিক* পণ্ডিতদিগের মতানুসারে মস্তকের ভাগ বিশেষের পরিমাণ দ্বারা লোকের শুভাশুভ চরিত্র অবগত হওয়া যাইতে পারে।

এপ্রস্তাবের মধ্যে স্বদেশ সম্পর্কীয় কোন বিষয় কেবল উদাহরণ স্বরূপে ও প্রসঙ্গ ক্রমে অবতীর্ণ করিতে হয়, অতএব আর বাহুল্য করা কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ কাহার নিকটে ক্রন্দন করি? কেবা আমারদের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করে? চৈতন্য শূন্য বৃক্ষ বা নির্জীব পর্ব্বত সন্নিধানে রোদন করিলে কি হইবে? জন্মান্ধের নিকটে পরম মনোহর চিত্র-ফলক উপস্থিত করিলে কি ফলোদয় হইবে? কত কালে আমারদের দেশস্থ লোক এসকল বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব শিক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন!

অবৈধ পাণি গ্রহণের ফল কেবল দম্পতীর দুঃখ ভোগ মাত্রে পর্য্যাপ্ত হয় না, সন্তানের মঙ্গলামঙ্গল তদুপরি বিস্তর নির্ভর করে। পশ্চাৎ তদ্বিষয়ের বিবরণ করা যাইবেক।

মহাভারতীয়শ্লোকাঃ

ন তথা বলবীর্য্যাভ্যাং জয়ন্তি বিজিগীষবঃ।
যথা সত্যানৃশংস্যাভ্যাং ধর্ম্মেণৈকেন চানঘ ॥

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী ॥
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎপ্রাপ্য শুভাশুভং।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।
রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখং ॥
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥
ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণং ॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথা দর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতং ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং ॥
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥

ভীষ্ম পর্ব্বণি।

* Phrenologist.

১৪ ফাল্গুন সম্বৎ ১৯০১। কলিগতাব্দাঃ ৪৯৫০।

সভা প্রবেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য এই পত্রিকার এক খণ্ড বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হয়েন।

তৃতীয় ভাগ
৮০ সংখ্যা
চৈত্র ১৭৭১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

সপ্তদশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

৭৭ সংখ্যক পত্রিকার ১৩৯ পৃষ্ঠের পর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে তপোধন! এমত সময়ে কদ্রু ও বিনতা দুই ভগিনী অবলোকন করিলেন উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্ব তাঁহাদের সমীপ দেশদিয়া গমন করিতেছে দেবগণ হৃষ্টচিত্তে তাহার সাতিশয় সমাদর করিতেছেন। সেই সর্ব্বোত্তম সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্ন, শ্রীমান্, অজর, অমোঘবল, দিব্য অশ্বরত্ন অমৃত মন্থন কালে উৎপন্ন হয়।

শৌনক কহিলেন, হে সুতনন্দন! তুমি কহিলে সেই পরম সুন্দর মহাবীর্য্য অশ্বরাজ অমৃত মন্থন কালে উৎপন্ন হয় অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি বল, দেবতারা কি নিমিত্তে ও কোন্ স্থানে অমৃত মন্থন করিয়াছিলেন।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সুমেরু নামে এক পরমসুন্দর ভূধর আছে। তাহার স্বর্ণময় উজ্জ্বল শৃঙ্গসমূহের জ্যোতিঃ প্রভাবে প্রদীপ্ত সূর্য্যের প্রভা মলিন হয়। ঐ কনকালঙ্কৃত অপ্রমেয় বিচিত্র গিরি দেবগণ ও গন্ধর্ব্ব গণের আবাস ভূমি। অধর্ম্ম পরায়ণ লোকেরা তাহার ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। অতিদুর্দ্দান্ত হিংস্র জন্তুগণ তদুপরি নিরন্তর পরিভ্রমণ করে। রজনীতে নানাবিধ দিব্য ওষধি * দ্বারা আলোকময় হয়। উচ্চতা দ্বারা স্বর্গলোক আবর্জ্জন করিয়া অবস্থিত আছে। বহুলতর তরঙ্গিণী ও তরুমণ্ডলী ঐ গিরিবরের শোভা সম্পাদন করিতেছে। অশেষবিধ মনোহর বিহঙ্গমগণ চারিদিকে অনবরত কোলাহল করিতেছে। ঐ স্বর্ণ গিরি সামান্য লোকদিগের মনেরও অগম্য। তপোনিয়ম সম্পন্ন মহাবল দেবগণ সেই স্বর্ণময় শৈলের শুভ্র শৃঙ্গে সমারূঢ় ও আসীন হইয়া অমৃত লাভ বিষয়ক মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন।

এই রূপে দেবতাদিগকে মন্ত্র চিন্তনে সাতিশয় ব্যাসক্ত দেখিয়া নারায়ণ ব্রহ্মাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, দেখ দেবতারা ও অসুরগণ ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করুন, মন্থন করিতে করিতে সমুদ্র গর্ভ হইতে অমৃত উৎপন্ন হইবেক। অনন্তর দেবতাদিগকে কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা সর্ব্ব প্রকার ওষধি ও সর্ব্বপ্রকার রত্ন পাইয়াও উদধি মন্থনে বিরত হইবে না, তাহা হইলে তোমাবদিগের অমৃত লাভ হইবেক।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন দেবতারা অমৃত মন্থনের আদেশ পাইয়া মন্দর গিরিকে

---

*লতা বিশেষ, রজনীতে তাহার দীপ্তি প্রকাশ পায়।

মন্থানদণ্ড করিবার নিশ্চয় করিলেন। কিন্তু সেই উত্তুঙ্গ শৃঙ্গসমূহ সুশোভিত, বহুল লতা জাল সঙ্কীর্ণ, বহুবিধ বিহগ মণ্ডল কোলাহল সঙ্কুল, বহুলব্যাল কুল সমাকুল, অপ্সরঃ কিন্নর অমরগণ সেবিত, একাদশ সহস্র যোজন উন্নত, ও তৎপরিমাণে ভূগর্ভে অবস্থিত গিরি রাজের উদ্ধরণে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা ব্রহ্ম, ও নারায়ণের নিকটে আসিয়া বিনয় বচনে নিবেদন করিলেন আপনারা আমারদিগের হিতার্থে কোন সদুপায় নির্দ্ধারণ ও মন্দরের উদ্ধরণে যত্ন করুন।

অপ্রমেয় স্বরূপ নারায়ণ ও ব্রহ্মা তাঁহারদিগের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া ভুজগ রাজ অনন্তদেবকে মন্দরোদ্ধরণের আদেশ প্রদান করিলেন। মহাবল মহাবীর্য্য অনন্তদেব তাঁহারদিগের নিদেশানুসারে সমস্ত বন ও বনচরগণ সহিত সেই পর্ব্বত রাজের উদ্ধরণ করিলেন। তদনন্তর দেবগণ অনন্তদেব সমভিব্যাহারে অর্ণবতীরে উপস্থিত হইলেন এবং অর্ণবকে সম্বোধিয়া কহিলেন আমরা অমৃত লাভার্থে তোমাকে জলমন্থন করিব। সমুদ্র কহিলেন মন্দর পরিভ্রমণ দ্বারা আমাকে বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হইবেক অতএব আমিও যেন অমৃতের অংশ ভাগী হই। অনন্তর সমুদায় দেবতা ও অসুর মণ্ডলী কূর্ম্মরাজের নিকট প্রার্থনা করিলেন, তুমি এই গিরির অধিষ্ঠান হও। কূর্ম্মরাজ তথাস্তু বলিয়া মন্দর গিরির অধিষ্ঠানার্থে আপন পৃষ্ঠ পাতিয়া দিলেন। দেবরাজ তৎপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত শৈলরাজকে যন্ত্র সহকারে চালিত করিলেন।

এইরূপে অমরগণ মন্দরকে মন্থান দণ্ড ও বাসুকিকে মন্থন রজ্জু করিয়া অমৃত লাভাভিলাষে জলনিধি সমুদ্রের মন্থন আরম্ভ করিলেন। মহাবল দানবাসুরদল রজ্জু স্থানীয় নাগরাজের মুখদেশ ও দেবগণ তাহার পুচ্ছদেশ ধারণ করিলেন। ভগবান্ অনন্তদেব নারায়ণের অপর মূর্ত্তি এই নিমিত্ত তিনি তাঁহার মুর্দ্ধসহ বিপের বেগ সংবরণ করিয়া দিলেন দেবতারা অমৃতার্থে নাগরাজ বাসুকিকে বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করাতে তাঁহার মুখ হইতে বারম্বার ধূম ও অগ্নি শিখা সহিত অতি প্রভূত শ্বাসবায়ু নিঃসৃত হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত শ্বাসবায়ু সমবেত হইয়া বিদ্যুৎ সহিত মেঘ সমূহরূপে পরিণত হইল; এবং শ্রান্ত ও সন্তপ্ত দেব দানবদিগের উপর বারিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। আর সেই শৈলের শিখর দেশ হইতে সমন্ততঃ পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল।

এইরূপে মন্দর গিরি দ্বারা সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক মথ্যমান সমুদ্রের মেঘরবানুকারী মহান্ শব্দ হইতে লাগিল। নানাবিধ শত শত জলচরগণ মন্দর গিরির মর্দ্দনে নিষ্পিষ্ট হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। পাতালতল বাসি অন্যান্য বহুবিধ জলীয় প্রাণিগণ মন্দরাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। গিরিরাজ অনবরত ভ্রাম্যমাণ হওয়াতে তদীয় অগ্রভাগস্থিত অতি প্রকাণ্ড মহীরুহ সকল পরস্পর সংঘৃষ্ট হইয়া পতগগণ সহিত নিপতিত হইতে লাগিল। যেমন নীলবর্ণ জলদের সৌদামিনী মণ্ডলদ্বারা সমাবৃত হয় তদ্রূপ সেই সমস্ত ভূরুহের পরস্পর সংঘর্ষণ সমুদ্ভূত অতি প্রভূত হুতাশনের শিখাসমূহ দ্বারা সমাবৃত হইল। ঐ হুতাশন ক্রমশঃ প্রবল হইয়া অরণ্য বিনির্গত কুঞ্জর ও কেশরি সকল দগ্ধ করিল। তদ্ব্যতীত অন্যান্য নানা বনচর ঐ হুতাশনের আহুতি হইল। হুতাশন এইরূপে ইতস্ততঃ দাহ আরম্ভ করাতে দেবরাজ ইন্দ্র মেঘ সম্ভূত সলিল সেক দ্বারা তাহার শান্তি সম্পাদন করিলেন।

তদনন্তর মহাদ্রুম গণের নির্য্যাস ও অশেষ বিধ ঔষধিরস সাগর সলিলে গলিয়া পড়িতে লাগিল। সেই সমস্ত অমৃতগুণ সম্পন্ন রসের ও কাঞ্চন নিস্রবের প্রভাবে সুরগণ অমরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অর্ণববারি, উক্তবিধ রস, কাঞ্চন নিস্রব ও অন্যান্য বহুবিধ উৎকৃষ্ট রসে মিশ্রিত হইয়া ক্ষীররূপে পরিণত হইল। সেই ক্ষীর হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইল।

অনন্তর দেবতারা পদ্মাসনে আসীন

বরুণ ব্রহ্মার নিকট আসিয়া নিবেদন করিলেন, ভগবান্ ! দেবাদিদেব নারায়ণ ব্যতিরেকে আমরা সমুদায় দেব দানব একান্ত শ্রান্ত হইয়াছি। কোন্ কালে মন্থন আরম্ভ করা গিয়াছে এখন পর্য্যন্তও অমৃত উদ্ভূত হয় নাই। তখন ব্রহ্মা নারায়ণকে কহিলেন তুমি ইহারদিগের বলাধান কর; তোমা ভিন্ন এবিষয়ে আর গতি নাই। নারায়ণ কহিলেন যাহারা এই ব্যাপারে ব্যাসক্ত আছ তাহারদিগের সকলকেই আমি বলপ্রদান করিতেছি; সকলে মিলিত হইয়া মন্দর পরিভ্রমণ দ্বারা সরিৎপতিকে আলোড়িত কর।

সমুদায় দেব দানব নারায়ণের বচন শ্রবণ মাত্র বলপ্রাপ্ত ও এক বাক্য হইয়া পুনর্ব্বার অতি প্রবল রূপে জলধি মন্থন আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর মথ্যমান অম্ভোনিধির গর্ভ হইতে সতসহস্র শীতল ময়ূখ সম্পন্ন সৌম্য ও প্রসন্ন মূর্ত্তি চন্দ্র উৎপন্ন হইলেন। শ্বেতসরোজ সমাসীনা লক্ষ্মী, সুরা-দেবী ও শ্বেতবর্ণ অশ্বরত্ন উচ্চৈঃশ্রবঃ ঘৃত হইতে আবির্ভূত হইলেন। তৎপরে কৌস্তুভ নামা শ্রীমান্ মহোজ্জ্বল দিব্য মণি ঘৃত হইতে সমুদ্ভূত হইয়া নারায়ণের বক্ষঃস্থলে লম্বমান হইল। লক্ষ্মী, সুরা, শশধর ও মনোজব অশ্বরাজ আদিত্য পথানুসারী হইয়া দেবতা পক্ষে গমন করিলেন। অনন্তর মূর্ত্তিমান্ ধন্বন্তরিদেব অমৃত পূর্ণ শ্বেত কমণ্ডলু হস্তে করিয়া আবির্ভূত হইলেন। এই পরমাদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া দানব গণ "এই অমৃত আমার আমার" বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল। তদনন্তর ধবল বর্ণ দশন চতুষ্টয় সম্পন্ন, মহাকায়, ঐরাবত নামা মহান্ মাতঙ্গ উৎপন্ন হইল বজ্রধারী দেবরাজ ঐ গজরাজ অধিকার করিলেন।

দেবাসুর গণ এখনও ক্ষান্ত না হইয়া সাতিশয় মন্থন করাতে কালকূট উৎপন্ন হইয়া, ধূমবহুল প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় সহসা জগমণ্ডল আকুল করিল। ঐ অতি বিষম বিষের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ত্রৈলোক্য বিচেতন ও মূর্চ্ছিত হইল। ব্রহ্মা তদ্দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া অনুরোধ করাতে ভগবান্ মন্ত্রমূর্ত্তি মহেশ্বর লোক রক্ষার্থে তৎক্ষণাৎ তাহা পান করিয়া কণ্ঠ দেশে ধারণ করিলেন। তদবধি তিনি নীলকণ্ঠ নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত হইলেন।

দানবেরা এই অদ্ভুত ঘটনা দর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া অমৃত ও লক্ষ্মী লাভার্থে ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত করিল। তখন নারায়ণ মোহিনী মায়া অবলম্বন করিয়া স্ত্রীরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক দানব দলের নিকট উপস্থিত হইলেন। মূঢ়মতি দৈত্য দানবগণ তাঁহার পরমাদ্ভুত রূপ লাবণ্য অবলোকনে মোহিত ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহাকে অমৃত প্রদান করিল।

উনবিংশতি অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন তদনন্তর সমুদায় দৈত্যদানব ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র হস্তে লইয়া দেবতাদিগকে আক্রমণ করিল। মহাবীর্য্য ভগবান্ বিষ্ণু নরদেবের সমভিব্যাহারে দানবেন্দ্রদিগের নিকট হইতে অমৃত হরণ করিলেন। অনন্তর দেবগণ বিষ্ণুর নিকট হইতে অমৃত প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে পান করিতে বসিলেন। দেবতারা অমৃতপান আরম্ভ করিলে রাহুনামে এক ধূর্ত্ত দানব অবসর বুঝিয়া দেবরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সমভিব্যাহারে অমৃত পান করিল। অমৃত দানবের কণ্ঠ দেশ মাত্র গমন করিয়াছে এমত সময়ে চন্দ্র ও সূর্য্য দেবতাদিগের হিতার্থে ঐ গূঢ় ব্যাপার ব্যক্ত করিয়া দিলেন। ভগবান্ চক্রপাণি সুদর্শন চক্রদ্বারা দানবের শিরশ্ছেদন করিলেন।

রাহুর শৈলশৃঙ্গ সম, চক্রচ্ছিন্ন, প্রকাণ্ড মস্তক তৎক্ষণাৎ নভোমণ্ডলে আরোহণ করিয়া অতিভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল। তাহার কবন্ধ সবন, সপর্ব্বত, সদ্বীপ, মহীমণ্ডল কম্পিত করিয়া ভূতলে পতিত হইল। তদবধি চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত রাহুমুখের চিরন্তন বৈর নির্ব্বন্ধ হইল। এই নিমিত্তেই ঐ মুখ অদ্যাপি তাঁহারদিগকে ... গ্রাস করিয়া থাকে। ভগবান্

নারায়ণ নিরুপম নারীরূপ পরিহার করিয়া নানাবিধ আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক দানব দল আক্রমণ করিলেন।

তদনন্তর লবণার্ণবতীরে দেব দানব গণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণাগ্র প্রাস তোমর প্রভৃতি বিবিধ শস্ত্র সমন্ততঃ পতিত হইতে লাগিল। অসুরগণ খড়্গ চক্র শক্তি গদা প্রভৃতি শস্ত্রাঘাতে ছিন্ন ও ভিন্ন হইয়া ভূতল শায়ী হইল। তাহারদিগের তপ্ত কাঞ্চন বিচিত্র মস্তক সকল অতিদারুণ পাট্টিশ প্রহারে কলেবর হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়া অনবরত ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। সমরনিহত মহাসুর গণ রুধিরলিপ্ত কলেবর হইয়া ধাতুরাগ-রঞ্জিত গিরি শিখরের ন্যায় ভূশয্যায় শয়ন করিল। পরস্পর শস্ত্র প্রহার দ্বারা রণক্ষেত্রে হাহা রব উত্থিত হইল। দূর হইতে লৌহময় তীক্ষ্ণ পরিঘের আঘাত ও সন্নিকর্ষে মুষ্টি প্রহার ইত্যাদি প্রকার রণ প্রবৃত্ত দেব দানব গণের কোলাহল নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত করিল। চারি দিকে কেবল ছিন্ধি ভিন্ধি ঘাতয় পাতয় ইত্যাদি ঘোরতর শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল।

এইরূপে মহাভয় দায়ি তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে নর ও নারায়ণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন ভগবান্ নারায়ণ নরদেবের দিব্য ধনুঃ অবলোকন করিয়া দানব কুল-বিলয়কারি স্বীয় চক্র স্মরণ করিলেন। সেই অরাতিনিপাতন, সূর্য্য সমপ্রভ, অপ্রতিহত প্রভাব, ভীষণ মূর্ত্তি, সুদর্শন চক্র স্মৃত মাত্র অন্তরিক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইল। করিকর দীর্ঘবাহু ভগবান্ প্রজ্বলিত হুতাশন সম, পর-পুর-বিদারণ, মহাপ্রভ চক্র বিপক্ষ দলে প্রক্ষেপ করিলেন। ভগবৎপ্রেরিত চক্র মহাবেগে গমন করিয়া সহস্র সহস্র দৈত্যদানব সংহার করিল; কোনস্থলে অতিপ্রদীপ্ত দহনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া অসুর দল নিপাত করিল; কখন কখন নভোমণ্ডলে ও ভূতলে বিচরণ পূর্ব্বক পিশাচের ন্যায় তাহারদের শোণিত পান করিতে লাগিল।

নবজলধর কলেবর মহাবল পরাক্রান্ত অসুরেরাও গিরি নিক্ষেপ দ্বারা দেবদল দলন করিতে আরম্ভ করিল। তখন আকাশ মণ্ডল হইতে অতি প্রকাণ্ড ভয়ানক ভূধর সকল পরস্পরাভিঘাত পূর্ব্বক বহুবিধ জলধরের ন্যায় সমন্ততঃ পতিত হইতে লাগিল। এইরূপ অবিরত অদ্রিপাতে অভিহতা হইয়া সদ্বীপা সকাননা পৃথিবী বিচলিতা হইল। তখন নরদেব স্বর্ণমুখ শিলীমুখ* সমূহ দ্বারা অসুর বিক্ষিপ্ত গিরি শিখর বিদারণ পূর্ব্বক গগণ মণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত অসুর দল দেবগণ কর্ত্তৃক ভগ্নবল হইয়া এবং নভোমণ্ডলে প্রজ্বলিত হুতাশন সম সুদর্শন চক্রকে পরিকুপিত অবলোকন করিয়া ভূমধ্যে ও লবণার্ণব গর্ভে প্রবেশ করিল।

দেবতারা এইরূপে জয় প্রাপ্ত হইয়া সমুচিত সৎকার বিধান পূর্ব্বক মন্দর গিরিকে পূর্ব্ব স্থানে স্থাপিত করিলেন। জলধরেরাও গগণমণ্ডল ও স্বর্গলোক নিনাদিত করিয়া যথাগত প্রতিগমন করিল। তদনন্তর দেবতারা আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া সেই অমৃত ভাণ্ড সুরক্ষিত করিয়া নারায়ণের নিকট নিহিত করিলেন।

বিংশতি অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ঋষিপ্রবর! যে অমৃত মন্থনে শ্রীমান্ অতুল বিক্রম অশ্বরাজ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। কদ্রু সেই অশ্ব রত্ন অবলোকন করিয়া বিনতাকে কহিলেন বিনতে! শীঘ্র বলদেখি উচ্চৈঃশ্রবার কিরূপ বর্ণ। বিনতা কহিলেন এ অশ্বরাজ শ্বেতবর্ণ; তুমি কি বল; আইস এবিষয়ে পণ করা যাউক। কদ্রু কহিলেন হে চারুহাসিনি! আমি বোধ করি এই অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ; আইস এ বিষয়ে এই পণ করা যাউক, যে হারিবেক সে দাসী হইবেক। তাঁহারা এইরূপে দাসী বৃত্তি স্বীকার রূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া কল্য অশ্ব দেখিব এই নিশ্চয় করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

কদ্রু গৃহে গিয়া কৃত্রিম করিবার অভি-

---

* বাণ।

প্রায়ে স্বীয় পুত্র সহস্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন কজ্জল তুল্য কালরূপ ধারণ করিয়া ত্বরায় ঐ তুরঙ্গ শরীরে প্রবেশ কর; যেন আমাকে দাসী হইতে না হয়। যে সকল ভুজঙ্গম তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইল, তিনি তাহারদিগকে এই শাপ দিলেন পাণ্ডুকুলোদ্ভব ধীমান্ রাজা জনমেজয়ের সর্প সত্রে অগ্নি তোমারদিগকে দগ্ধ করিবেন। সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা এই দৈবাৎ কদ্রুকৃত অতিক্রূর শাপ স্বকর্ণে শ্রবণ করিলেন, এবং সর্পগণের সংখ্যা অধিক দেখিয়া ঐ শাপ প্রজাগণের হিতকর ভাবিয়া দেবগণ সহিত হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; আর কহিলেন এই সকল মহাবল সর্পের বিষ অতি তীক্ষ্ণ ও বীর্য্যবৎ; ইহারা স্বভাবতঃ হিংসারত ও অন্যান্য সমস্ত প্রাণির নিয়ত অহিতকারী; অতএব কদ্রু এই রূপ শাপ প্রদান উচিত বিবেচনা করিয়াছেন। তাহারা যেমন ক্রূর, দৈব তেমনি তাহারদিগের উপর প্রাণান্ত দণ্ডপাত করিয়াছেন।

ব্রহ্মা দেবতাদিগকে এইরূপ সম্ভাষণ ও কদ্রুর সমুচিত প্রশংসা করিয়া কশ্যপকে স্বসমীপে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন হে পুণ্যাত্মন্! যে সকল তীক্ষ্ণ বিষ মহাফণ দন্দশূক * তোমার ঔরসে জন্মিয়াছে জননী তাহারদিগকে শাপ দিয়াছেন। বৎস! তদ্বিষয়ে কোন ক্রমেই তোমার মন্যু করা বিধেয় নহে। যজ্ঞে সর্পকুলসংহার পূর্ব্বাবধি নির্দ্দিষ্ট আছে। বিধাতা মহাত্মা কশ্যপ প্রজাপতিকে এই রূপে প্রসন্ন করিয়া বিষহরী বিদ্যা প্রদান করিলেন।

একবিংশতি অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন কদ্রু ও বিনতা পরস্পর দাস্য পণ করিয়া অমর্ষ ও রোষপরবশ হইয়াছিলেন। একণে রজনী প্রভাতা ও দিনকরের উদয় হইবামাত্র অনতিদূরবর্ত্তি তুরগরাজ উচ্চৈঃশ্রবার দর্শনার্থ প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাঁহারা অপ্রমেয়, অন্তিক্রমণীয়, সর্ব্বভূত ভয়ঙ্কর, অতলস্পর্শ, পবিত্র জল জলনিধি অবলোকন করিলেন। জলনিধি তিমি, তিমিঙ্গিল, মীন, কূর্ম্ম, মকর, গ্রাহ প্রভৃতি সহস্র সহস্র বহুবিধ বিকৃতাকার ভয়ঙ্কর জলচর সমূহে সতত সমাকীর্ণ; সমস্ত রত্নের আকর; জলাধিপতি বরুণ দেবতার আলয়; নাগগণের আবাস স্থান; অসুরদলের পরম মিত্র; স্থলচর প্রাণিগণের অতি ভয়ানক; অমৃতের অদ্বিতীয় আকর; পাঞ্চজন্য শঙ্খের উৎপত্তির স্থান; প্রবল বড়বানল তাহার গর্ভে নিয়ত অবস্থিতি করিতেছে; জলচর গণ অনবরত ঘোরতর শব্দ করিতেছে; প্রবল পবন বেগে নিরন্তর পরিচালিত হইতেছে, সুতরাং অবিচ্ছেদে পর্ব্বতাকার তরঙ্গ উঠিতেছে; বোধ হয় তরঙ্গরূপ হস্ত উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতেছে; চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে তাহার হ্রাসবৃদ্ধি হয়; অপ্রমেয় প্রভাব ভগবান্ গোবিন্দ বরাহ রূপ পরিগ্রহ করিয়া অন্তর্জলে প্রবেশ পূর্ব্বক ইহাকে আলোড়িত ও আবিল করিয়াছিলেন; ব্রতপরায়ণ ব্রহ্মর্ষি অত্রি শত শত বৎসরেও তাঁহার তলস্পর্শ করিতে পারেন নাই; অপ্রমিততেজাঃ ভগবান্ পদ্মনাভ বিষ্ণু প্রলয় কালে যোগ নিদ্রা অবলম্বন করিয়া তাঁহার তরঙ্গ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন; মৈনাক ভূধর দেবরাজের বজ্রপাতভয়ে কাতর হইয়া শরণাগত হইলে, তিনি তাহাকে অভয় প্রদান করিয়াছিলেন; অসুরদল অরাজক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইঁহার আশ্রয়ে আসিয়া পরিত্রাণ পায়; সহস্র সহস্র মহানদী প্রতিদ্বন্দ্বিনী অভিসারিকার* ন্যায় সতত তাঁহাতে সমাবেশ করিতেছে।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন নাগেরা মাতৃ শাপ শ্রবণানন্তর বিবেচনা করিল আমারদিগের জননীর অন্তঃকরণে স্নেহ সঞ্চার নাই সুতরাং তাঁহার মনোরথ সম্পন্ন না হইলে কুপিত হইয়া আমারদিগকে দগ্ধ করিবেন। কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সম্পাদন করিতে

* সর্প।

* যে নায়িকা নায়কের নিকট স্বয়ং গমন করে।

পারিলে প্রসন্না হইয়া আমারদিগের শাপ মোচন করিতে পারেন। অতএব তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য. চল সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ করি। এই সঙ্কল্প করিয়া তাহারা ঐ অশ্বের পুচ্ছকেশ রূপে পরিণত হইল। এমত সময়ে দক্ষতনয়া কদ্রু ও বিনতা আকাশ পথে বায়ুবেগে সাতিশয় বিচলিত, ঘোরতর নিনাদ সঙ্কুল. তিমিঙ্গিল মকর সমূহ সমাকীর্ণ, বহুবিধ ভয়ঙ্কর জন্তু সহস্র পরিবৃত, অতি ঘণ মূর্ত্তি. সমস্ত নদীনায়ক, সকল রত্নাকর, অমৃতাধার, বরুণ দেব ভবন, নাগগণালয়, বড়বানলাশ্রয়. ভয়ঙ্কর, প্রাণি সমূহ নিবাস, অসুরগণ বাসভূমি, বহুসংখ্য নদীগণ কর্ত্তৃক স্থানে স্থানে নিরন্তর পরিপূর্য্যমাণ অতিদুর্দ্ধর্ষ, অতলস্পর্শ, অক্ষোভ্য, অপ্রমেয়, অচিন্তনীয়,অতি মনোহর.পবিত্রজল জলধি অবলোকন করিতে করিতে প্রীতমনে তদীয় অপরপারে উপনীত হইলেন।

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন কদ্রু ও বিনতা সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অনতিবিলম্বে অশ্ব সমীপে উপনীত হইয়া দেখিলেন অশ্ব শশাঙ্ক কিরণের ন্যায় শুভ্রাকার কেবল পুচ্ছ দেশের কেশ গুলি কৃষ্ণ বর্ণ। কদ্রু তদ্দর্শনে বিষাদ সাগরে মগ্না বিনতাকে দাসী কর্ম্মে নিয়োজিতা করিলেন। বিনতাও পণিতে * পরাজিতা হইয়াছেন সুতরাং দুঃসহ দুঃখ দাবানলে দগ্ধ হইয়া দাসী ভাব অবলম্বন করিলেন।

এই সময়ে গরুড়ও সময় উপস্থিত হওয়াতে মাতৃসাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং অণ্ডবিদারণ পূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিলেন। মহাসত্ত্ব, মহাবল, মহাকায়, প্রলয় কালীন অনল তুল্য দুর্নিরীক্ষ্য,বিদ্যুৎসম বিষম নেত্র, কামরূপা. কামবীর্য্য,কামগম, বিহঙ্গমরাজ অতিপ্রদীপ্ত হুতাশন রাশির ন্যায় আভাসমান হইয়া নভোমণ্ডলে আরোহণ ও ঘোরতর নিনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহসা অতি প্রকাণ্ড কলেবর ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে দেবতারা ব্যাকুল হইয়া বিশ্বরূপি আসনোপবিষ্ট অগ্নিদেবতার শরণাগত হইলেন এবং প্রণিপাত করিয়া অতিবিনয়ে নিবেদন করিলেন হে অগ্নে! আর শরীর বৃদ্ধি করিওনা তুমি কি আমারদিগকে দগ্ধ করিবার মানস করিয়াছ, ঐ দেখ! তোমার প্রদীপ্ত রাশি সর্ব্বতঃ প্রসৃত হইতেছে। অগ্নি কহিলেন হে দেবগণ! তোমরা যাহা বোধ করিতেছ, বাস্তবিক তাহা নহে; আমার তুল্য তেজস্বী,বলবান্, বিনতা হৃদয় নন্দন গরুড় জন্মগ্রহণ করিয়া কলেবর বৃদ্ধি করিতেছেন; সেই তেজোরাশি দর্শনে তোমরা মোহাবিষ্ট হইয়াছ: এই সর্প কুল সংহারকারী মহাবল কশ্যপসূনু সদা তোমারদিগের হিতকারী ও দৈত্য রাক্ষস প্রভৃতির অহিতকারী হইবেন; অতএব তোমারদের ভয়ের বিষয় কি; তথাপি আইস সকলে মিলিয়া গরুড়ের নিকট যাই।

এই রূপ নিশ্চয় করিয়া দেবতা গণ. ঋষিগণ সমভিব্যাহারে গরুড়ের সমীপে গমন পূর্ব্বক তদীয় স্তুতিবাদ আরম্ভ করিলেন; হে মহাভাগ পতগেশ্বর! তুমি ঋষি, তুমি দেব, তুমি প্রভু, তুমি সূর্য্য, তুমি প্রজাপতি. তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি শর, তুমি জগৎপতি, তুমি সুখ,তুমি পদ্মজ, তুমি বিপ্র, তুমি অগ্নি,তুমি পবন,তুমিই ধাতা ও বিধাতা, তুমি সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু, তুমি মহান্, তুমি অভিভূ, তুমি সনাতন অমৃত, তুমি মহৎযশঃ, তুমি প্রভা, তুমি অভিপ্রেত, তুমি আমারদিগের পরম রক্ষা স্থান, তুমি মহাবল, তুমি সাধু, তুমি মহাত্মা, তুমি সমৃদ্ধমান্, তুমি দুঃসহ; হে মহাকীর্ত্তে গরুড়! ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকলি তোমা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে; তুমি উত্তম, তুমি চরাচর মূর্ত্তি তুমি স্বকিরণ পরিবেশ * দ্বারা দিবাকরে শোভা প্রাপ্ত হইতেছ; তুমি স্বীয় তেজোরাশি দ্বারা সূর্য্যের প্রভামণ্ডল ন্যক্কৃত করিতেছ; তুমি অন্তক, তুমি স্থির। স্থির সমস্ত পদার্থ স্বরূপঃ হে হুতাশন প্রভ! তুমি পরিকুপিত দিবা-

* বাজী।

† কাম ইচ্ছা।

* মণ্ডল।

করের ন্যায় প্রজা সকলকে দগ্ধ করিতেছ; তুমি লোক সংহারে উদ্যত প্রলয় কালীন অনলের ন্যায় ভয়ঙ্কর; আমরা মহাবল, মহাতেজাঃ, বিদ্যুৎ সমান কান্তি, অগ্নিসম প্রভ, নভোমণ্ডলমধ্যবর্ত্তি, খগকুলতিলক, পরাৎপর, বরদ দুর্দ্ধর্ষ বিক্রম, বিহঙ্গম রাজ গরুড়ের শরণ লইলাম। হে জগন্নাথ! তোমার তপ্ত সুবর্ণ সমান কান্তি তেজোরাশি দ্বারা জগন্মণ্ডল সন্তপ্ত হইয়াছে; অতএব তুমি মহাত্মা দেবতাদিগকে রক্ষা কর; দেবতারা ভয়ে অভিভূত হইয়া আকাশে বিমানারোহণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছেন; হে খগবর! তুমি দয়ালু মহাত্মা কশ্যপ ঋষির সন্তান, রোষ পরিহার কর; জগৎকে দয়াকর তুমি ঈশ্বর, শান্তি অবলম্বন কর; আমারদিগের রক্ষা কর; তোমার মহাবজ্র সদৃশ ভয়ঙ্কর রবে দিঙ্মণ্ডল, নভঃ স্থল, স্বর্গলোক, ভূলোক এবং আমারদিগের হৃদয় নিরন্তর কম্পিত হইতেছে। তুমি অনল তুল্য কলেবর সংহার কর; তোমার কুপিত কৃতান্ত তুল্য আকার দর্শনে আমারদের মন অস্থির হইয়াছে। হে ভগবান্ পতগপতি! আমরা প্রার্থনা করিতেছি প্রসন্ন, শিবপ্রদ ও সুখাবহ হও। গরুড় দেবতাদিগের এইরূপ স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া আত্মতেজঃ সংহার করিলেন।

চতুর্বিংশতি অধ্যায়।

গরুড় দেবতাদিগের এইরূপ স্তুতি ও প্রার্থনা শুনিয়া এবং আপন কলেবর অবলোকন করিয়া তৎপ্রতিসংহার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কহিলেন আমার দেহ দর্শনে সকল প্রাণিকে আর ভীত হইতে হইবেক না। সকলেই ভয়ানক আকার দেখিয়া ভীত হইয়াছে; অতএব আমি আত্মতেজঃ সংহার করিতেছি। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন কামগম কামবীর্য্য বিহঙ্গম অরুণকে আত্ম পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া পিত্রালয় হইতে মহার্ণবের অপর পারবর্ত্তিনী স্বীয় জননীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; এবং ঐ সময়ে সূর্য্য স্বীয় উগ্রতেজঃ দ্বারা ত্রিলোক দগ্ধ করিবার উদ্যম করাতে মহাদ্যুতি অরুণকে পূর্ব্বদিকে স্থাপিত করিলেন।

রুরু কহিলেন ভগবান্ সূর্য্য কি নিমিত্তে সমস্ত ভুবন দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আর দেবতারাই বা তাঁহার কি অপরাধ করিয়াছিলেন, যে তিনি এত কুপিত হইলেন প্রমতি কহিলেন যখন চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুকে ছদ্মবেশে অমৃত পান করিতে দেখিয়া দেবতাদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়া দেন; তদবধি তাঁহারদের উভয়ের সহিত রাহুর বৈরানুবন্ধ হয়। পরে ঐ দুষ্ট গ্রহ সূর্য্যকে গ্রাস যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিলে তিনি এই ভাবিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন যে আমি দেবতাদিগের মঙ্গল চেষ্টা করিয়া রাহুর কোপে পতিত হইলাম, এবং তন্নিবন্ধন আমিই একাকী নানা অনর্থকর পাপ ভোগ করিতেছি; বিপৎকালে কোন ব্যক্তিকেই সহায়তা করিতে দেখিতে পাই না; যৎকালে রাহু আমাকে গ্রাস করে, দেবতারা অনায়াসে সহ্যকরে; অতএব আমি নিঃসন্দেহ সকল লোক সংহার করিব।

সূর্য্যদেব এই মানস করিয়া অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন; এবং লোক বিনাশ মানসে স্বীয় তেজ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। মহর্ষিগণ তদ্দর্শনে শঙ্কিত হইয়া দেবতাদিগের নিকট গিয়া নিবেদন করিলেন, অদ্য অর্দ্ধরাত্র সময়ে সর্ব্বলোক ভয়প্রদ মহান্ দাহ আরম্ভ হইবেক; তাহাতে ত্রৈলোক্য বিনাশ-সম্ভাবনা। তখন দেবতারা ঋষিগণ সমভিব্যাহারে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, ভগবান্! অদ্য কোথা হইতে মহৎ দাহভয় উপস্থিত হইল; সূর্য্য লক্ষিত হইতেছেন না; অথচ লোকক্ষয় উপস্থিত, জানি না, সূর্য্য উদয় হইলে কি দশা ঘটিবেক।

পিতামহ কহিলেন, হে দেবগণ! আমারদিগের সূর্য্য লোক বিনাশে উদ্যত হইয়াছেন; অদ্য উদিত হইয়াই ত্রিলোক ভস্মরাশি করিবেন; কিন্তু পূর্ব্বেই ইহার প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছি; কশ্যপের

অরুণ নামে মহাকায় মহাতেজাঃ এক পুত্র জন্মিয়াছে সে সূর্য্যের সম্মুখে অবস্থিতি করিবেক তাঁহার সারথি হইবেক এবং তদীয় তেজঃ সংহার করিবেক ; তাহা হইলেই দেবতা ঋষি ও সমস্ত লোকের মঙ্গল হইবেক। প্রমত্ত কহিলেন তদনন্তর অরুণ ব্রহ্মার আদেশানুরূপ সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠানে সম্মত হইলেন এবং সূর্য্য উদিত হইবামাত্র তাঁহাকে আবরণ করিবা তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইলেন। সূর্য্য যে কারণে কুপিত হইয়াছিলেন অরুণ যে রূপে তাঁহার সারথি হইলেন সে সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম এক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিত অপর প্রশ্নের বিষয় শ্রবণ কর।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

১১ মাঘ ১৭৭১ শক

ওঁ আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত

কোন কোন ব্যক্তি আপত্তি করেন যে যখন বিপদ্ কি অন্য কোন সময়ে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে সে প্রার্থনা সিদ্ধ করিতে তিনি আপনার অখণ্ড নিয়ম সকল কখন উল্লঙ্ঘন করেন না, আর যখন কোন পৃথিবীস্থ রাজার ন্যায় স্তুতি বন্দনা তাঁহার তুষ্টিকর হয় না তখন তাঁহার উপাসনার আবশ্যক কি? এরূপ আপত্তিকারকেরা বিবেচনা করেন না যে যদ্যপি ঈশ্বরোপাসনার প্রতি কোন সাংসারিক কামনার সাফল্য নির্ভর করে না বটে, তথাপি তাহা নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম : যিনি মঙ্গল অভিপ্রায়ে প্রাকৃতিক সকল নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, যিনি জল বায়ু আলোক প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু সকল এমত প্রচুর রূপে দিয়াছেন যে সে সকল মূল্য দিয়া আহরণ করিতে হয় না, যিনি মনের ক্ষুধা নিবারণ নিমিত্ত বিদ্যার নিয়োগ করিয়াছেন, যিনি ভাবি বালকের পোষণ নিমিত্ত মাতার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার করেন, যিনি কি পুণ্যবান্ কি পাপী কি ব্রহ্মনিষ্ঠ কি নাস্তিক সকলকেই উপজীবিকা বিতরণ করিতেছেন, আর পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইলেও এবং প্রভুর কোপে জীবিকাচ্যুত হইলেও তিনি বাস ও জীবিকা প্রদান করিতে ক্ষান্ত হয়েন না, হা! তাঁহার প্রতি কি কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে? তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্পণ করা কি উচিত বোধ হয় না! যখন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব মানিতে হইল তখন পিতা, মাতা, ও বন্ধু স্বরূপে তাঁহার প্রতি আমারদিগের যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহাও সাধন করিতে হইবেক। "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ।" পরমেশ্বর আমারদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমরাও যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। হে অকৃতজ্ঞ পুত্রেরা! তোমারদিগের পিতাকে তোমরা স্মরণ না কর, তাঁহার প্রতি তোমরা শ্রদ্ধা না কর; কিন্তু তিনি তোমারদিগের প্রতি যেরূপ করুণা বর্ষণ করিতেছেন তাহা বর্ষণ করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন না। পরমেশ্বরের উপাসনা কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে তাহা অত্যন্ত আনন্দ জনক হইয়াছে। জগদীশ্বর যত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন তন্মধ্যে এই এক নিয়ম যে ব্রহ্ম চিন্তাতে অত্যন্ত সুখোৎপত্তি হয়। বোধাতীত সুকৌশল সম্পন্ন মহৎ বিশ্বকার্য্য আলোচনা করিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি, করুণা প্রতিপন্ন করা যে কি আনন্দ জনক তাহা বাক্য পথের অতীত। সে সুখ যে ব্যক্তি যথার্থ রূপে আস্বাদন করেন তাঁহার নিকট পৃথিবীর বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য ও শোভনতম মুকুট সকল তুচ্ছ বোধ হয়। যখন মন ঈশ্বরের কার্য্য সকল আলোচনা করিয়া তাঁহার মহিমা স্বতঃবতঃ এইরূপ কীর্ত্তন করে যে "হে পরমাত্মন্! তোমার মঙ্গলাভিপ্রায়োৎপন্ন এই বিচিত্র জগৎ কি আশ্চর্য্য রচনা! কি নিরুপম কৌশল! কি অদ্ভুত ব্যাপার! ভূরি ভূরি গূঢ় কার্য্য সহিত এই এক ভূলোকই কি প্রকাণ্ড পদার্থ! এই ভূমণ্ডল অপেক্ষা অতল পরিমাণে বৃহত্তর কত অসংখ্য অসংখ্য লোকমণ্ডল গগনে বিস্তৃত রহিয়াছে! অন্ধকার রজনীতে যখন

বর্জ্জিত আকাশে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ উজ্জ্বল নক্ষত্র গণ কি অগণ্য রূপে প্রকাশ পায়! নক্ষত্রের পর নক্ষত্র, সূর্য্যের পর সূর্য্য! এমত সূর্য্য সকলও আছে যাহারদিগের রশ্মি নিঃসৃত হইয়া পৃথিবীতে অদ্যাপি আসন্ন হইতে পারে নাই! হে জগদীশ্বর! তোমার শক্তি বাক্য মনের অগোচর এমত ব্রহ্মাণ্ড তুমি এককালে সৃজন করিলে, তুমি চিন্তা করিলে আর এ সমস্ত তৎক্ষণাৎ হইল! তোমার জ্ঞানের কথা কি কহিব? যখন এক বৃক্ষ পত্রের রচনা আমরা এক্ষণ পর্য্যন্তও সম্যক রূপে জ্ঞাত হইতে পারি নাই তখন আমরা তোমার জ্ঞান সমুদ্র সন্তরণদ্বারা কি প্রকারে পার হইব? দিবা রাত্র ষড়্ঋতুর কি সুচারু বিবর্ত্তন! পঞ্চ ভূতের পরস্পর সামঞ্জস্য কি চমৎকার নিয়ম! জীবশরীর কি পরিপাটী শিল্পকার্য্য! মনুষ্যের মন কি নিগূঢ় কৌশল! তুমি সৃষ্টির সময়ে যে সকল নিয়ম স্থাপিত করিয়া ছিলে অদ্যাপি সেই সকল নিয়মদ্বারা জগতের কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে;-প্রথম দিবসে তোমার সৃষ্টি যেরূপ মনোহর দৃশ্য ছিল অদ্যাপি তাহা সেই রূপ মনোহর দৃশ্য রহিয়াছে। মহৎ তোমার কীর্ত্তি, জগদীশ্বর! অনন্ত তোমার মহিমা! কোন্ মন তোমাকে অনুধাবন করিতে পারে? কোন্ জিহ্বা তোমাকে বর্ণন করিতে সমর্থ হয়! যখন ঈশ্বরের কার্য্য আলোচনা করিয়া মন এপ্রকারে আপনা হইতেই সেই পরম পাতার মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকে তখন সে কি বিপুল ও বিমলানন্দ সম্ভোগ করে! ফলতঃ সকল পদার্থ হইতে যিনি শ্রেষ্ঠতম তাঁহার স্বরূপচিন্তা অত্যন্ত আনন্দপ্রদ হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? এমত শ্রেষ্ঠতম পদার্থের প্রতি—এমত প্রীতিযোগ্য পদার্থের প্রতি যে পরিমাণে প্রীতি প্রগাঢ় হইতে থাকে সেই পরিমাণে ব্রহ্মোপাসনার আনন্দ বৃদ্ধি হইতে থাকে। "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।" যিনি মঙ্গলস্বরূপজ্ঞান, যিনি নির্ম্মলানন্দস্বরূপ পদার্থ, যাঁহার সহিত আমারদিগের নিত্যসম্বন্ধ, যিনি আমারদিগের শেষ গতি, যিনি ইহকালে মঙ্গল বিতরণ করিতেছেন এবং পরকালে ক্রমে ক্রমে অধিকতর মঙ্গল বিতরণ করিবেন, যিনি অবশেষে আমারদিগকে এক আনন্দ পরিচ্ছদ প্রদান করিবেন যাহা কখনই জীর্ণ হইবেক না, তাঁহাকে চিন্তা করিলে কোন্ সুস্থমন প্রীতি রূপ পুষ্পদ্বারা তাঁহাকে পূজা করিতে অগ্রসর না হইবেক? মনুষ্যের শরীর ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যের মন পরিবর্ত্তনের আকর। পরমেশ্বরের প্রতি যিনি প্রীতিকরেন তাহার সুহৃদের সহিত তাঁহার কখন বিচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা নাই "স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি"। মনুষ্যের যে নিত্যোন্নতির বাসনা আছে তাহা মোক্ষাবস্থা ব্যতীত, পরমপুরুষার্থ ব্যতীত, আর কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না? ঈশ্বরব্যতীত, আর কোন বস্তুর প্রতি প্রীতিস্থাপন করিয়া তিনি প্রীতির সার্থকতা প্রাপ্ত হইতে পারেন না ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ইহা আপনার অত্যন্ত সৌভাগ্য জ্ঞান করেন যে এই প্রধ্বংসমান সংসারে তিনি এমত এক পদার্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন যাঁহার প্রতি প্রীতি স্থাপন করিয়া যাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া তিনি তাহাতে সুস্থির থাকিতে পারেন। যখন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহার প্রিয় পরমাত্মাকে দর্শন করেন, সর্ব্বব্যাপি রূপে আপনার নিকট আপনার অন্তরে প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত কল্লোলামৃতে সিক্ত হয় এবং বিশ্ব সংসার পরম মঙ্গল ও নির্ম্মলানন্দের আলয়রূপে প্রতীত হইয়া সকল বস্তু তাঁহার সম্বন্ধে সুখের আকর হয়। কর্ত্তব্য কর্ম্ম অথচ পরম উৎকৃষ্ট আনন্দজনক ব্রহ্মোপাসনা সুচারুরূপে সম্পাদন করা, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি যাহাতে উত্তরোত্তর গাঢ় হয় তাঁহার প্রত্যক্ষ ক্রমে ক্রমে অধিকতর স্থায়ি হয়, এমত অভ্যাস করা, জীবনের মুখ্য কর্ম্ম হইয়াছে কারণ প্রতীত হইতেছে যে পরমেশ্বর যে নিত্যপূর্ণ সুখের অবস্থা আমারদিগকে প্রদান করিবেন তাহার সুখ কেবল এই সুখ। হে পরমাত্মন্! প্রীতিপূর্ব্ব মনের সহিত তোমার আলোচনার

সময়ে যে সুস্নিগ্ধ সুনির্ম্মল মহদানন্দ দ্বারা চিত্ত কখন কখন প্লাবিত হয়, তোমার নিকটে এই প্রার্থনা যে সেই আনন্দ তুমি চিরস্থায়ি কর তাহা হইলে আমি পরিত্রাত ও কৃতার্থ হইলাম। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি উত্তরোত্তর যত গাঢ় হইবে তাঁহার প্রত্যক্ষ উত্তরোত্তর যত অধিক স্থায়ী হইবে ততই আমারদিগকে মুক্তির নিকটতর জ্ঞান করিতে হইবেক।

কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনাতে এপ্রকার আনন্দ প্রতিভাত হয় না, এপ্রকার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যদ্যপি সেই উপাসনার এক অঙ্গ সাধন অর্থাৎ তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন না হয়। যেমত রাজার নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া তাঁহাকে কেবল অভিবাদন করিলে তাঁহার নিকট তাহা গ্রাহ্য হয় না তদ্রূপ ঈশ্বরের নিয়মপ্রতি পালন না করিয়া তাঁহার উপাসনা করিলে সে উপাসনাও তাঁহার গ্রাহ্য হয় না। অন্তর বিশুদ্ধ না হইলে ঈশ্বরজ্ঞান তাহাতে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায় না। "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে এক্ষণে অনেকের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান কোন আমোদজনক বিদ্যার ন্যায় আলোচিত হইয়া থাকে, কার্য্যের সময় তাহা কিছুই প্রকাশ পায় না। হে পাপাসক্ত ব্যক্তি! নরক স্বরূপ তোমার মনের সহিত সেই পরিশুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে কি প্রকারে তোমার ভরসা হয়? সুমধুর স্বরে অতি পরিপাটীরূপে বেদ পাঠই কর আর উপনিষদের ভূরি ভূরি শ্লোক কণ্ঠস্থই থাকুক, আর সুচারুরূপে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের সন্দেহ সুতর্ক দ্বারা নিরাকরণই কর তথাপি অন্তর বিশুদ্ধ না হইলে তাহাতে কি ফল দর্শিতে পারে? বরঞ্চ পরমেশ্বর অজ্ঞ পাপী অপেক্ষা বিদ্বান্ পাপীর প্রতি অধিক রুষ্ট হয়েন। অন্ধ ব্যক্তি কূপে পতিত হইয়া থাকে; চক্ষুঃ থাকিতে কূপে পতিত হইলে কোন প্রকারে ক্ষমার যোগ্য হইতে পারে না। বিদ্বান্ পাপী অপেক্ষা অজ্ঞ সাধু মহত্তর ব্যক্তি। হে বিদ্বন্! আমি মানিলাম যে তুমি বিবিধ শাস্ত্রে অতি ব্যুৎপন্ন, জ্ঞানোপদেশ প্রদানে অতিদক্ষ, নানা শাস্ত্র হইতে ভূরি ভূরি সমীচীন শ্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়া লোকদিগকে আশ্চর্য্য যুক্ত করিতে পার কিন্তু যে পর্য্যন্ত তুমি তোমার চরিত্র শোধন না কর, তোমার ব্যাখ্যাত উপদেশ সকল কার্য্যেতে পরিণত না কর, সে পর্য্যন্ত তুমি কেবল এক গ্রন্থবাহক চতুষ্পদ তুল্য। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। পরমাত্মা ইন্দ্রিয়লোল ব্যক্তিদ্বারা কখন লব্ধ হয়েন না। "নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ"। অশান্ত অসমাহিত দুশ্চরিত্র ব্যক্তি কেবল প্রজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয় না। ঈশ্বরের নিয়ম কি সুচারু কি সুখাবহ! মন রিপু সকল বশে রাখিয়া ও হিতৈষণাদ্বারা আর্দ্র থাকিয়া কি সুস্থ ও প্রফুল্লতা দ্বারা জ্যোতিষ্মান থাকে! ইন্দ্রিয়নিগ্রহে চরিত্র শোধনে প্রথম অনেক কষ্ট কিন্তু ক্রমে ক্রমে সহজ হইয়া পরিশেষে অপর্য্যাপ্ত সুখ লাভ হয়। অদ্য তুমি নিত্য আচরিত কুকর্ম্ম হইতে কষ্ট স্বীকার করিয়া নিবৃত্ত হও, কল্য নিবৃত্ত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে, পরশ্বঃ তদপেক্ষা এই রূপে ক্রমে তুমি পাপরূপ পিশাচীর লৌহশরীরের আলিঙ্গন হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে ধর্ম্মাচল আরোহণ করিতে প্রথমে অনেক কষ্ট বোধ হয় কিন্তু তাহাতে আরোহণ করিলে শান্তির সুমন্দ হিল্লোল সেবিত পরমোৎকৃষ্ট আনন্দ কুঞ্জে অবস্থিতি করত মুমুক্ষু ব্যক্তি কি পর্য্যন্ত কৃতার্থ হয়েন তাহা বর্ণনাতীত। ইহা নিঃসন্দেহ যে সেই আনন্দের স্বরূপ যদি এক বার পাপাত্মা ব্যক্তির প্রতি প্রতিভাত হয় তবে সে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে বিরত হইতে সম্যক্ চেষ্টাবান্ হয়। ধর্ম্ম কি রমণীয় পদার্থ, ধর্ম্মের কি মনোহর স্বরূপ! "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি" সকল বস্তুর মধ্যে ধর্ম্ম মধু স্বরূপ হইয়াছে, ধর্ম্ম হইতে আর

শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। "হে পরমাত্মন্ মোক্ত-কৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া ও দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়ম পালনে আমারদিগকে যত্নশীল কর এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরমমঙ্গল ও নির্ম্মলানন্দ স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহযুক্ত কর যাহাতে ক্রমে নিত্য পূর্ণ সুখলাভ করিতে সমর্থ হই"।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের কত দুঃখ হয় তাহার বিবরণ।

৭১ সংখ্যক পত্রিকার ১৭৮ পৃষ্ঠের পর।

শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল।

অবৈধ পাণিগ্রহণ দ্বারা দম্পতীর যেরূপ অসুখ উপস্থিত হয়, পূর্ব্বে তদ্বিশেষ বিবরণ করা গিয়াছে; সন্তানের অমঙ্গল তাহার দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ ফল। ইহা এক প্রকার নিরূপিত হইয়াছে, যে পিতা মাতার শরীর সুস্থ ও সবল হইলে সন্তানও তদনুরূপ সুস্থ ও সবল শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং তদ্বিপরীত হইলে বিপরীত ফলের উৎপত্তি হয়। সর্ব্ব সাধারণেই অবগত আছেন যে শ্বাস, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, উন্মাদ ইত্যাদি নানা রোগ কোন বংশে একবার প্রবিষ্ট হইলে পুরুষানুক্রমেই চলিয়া আইসে, এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, যে কোন কোন পরিবারে অন্ধতা রোগ ও অঙ্গ বৃদ্ধিও পুত্র পৌত্র দৌহিত্রাদিক্রমে অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত হইয়া আসিতেছে। এই বাঙ্গলা দেশেরই অনেকানেক ব্যক্তির হস্ত পাদে অধিকাঙ্গুলি ও যুক্তাঙ্গুলি হওয়াতে তাহারদিগের সন্তান-পরম্পরারও সেইরূপ অঙ্গ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। অতএব সন্তানেরা পিতা মাতার বিষয় সম্পত্তিরে তাঁহারদের শারীরিক রোগেরও অধিকারি হয়। ফলতঃ তাহারা রোগাক্রান্ত হইয়া ভূমিষ্ট না হউক, পিতা মাতার অল্প রোগাই দুর্ব্বল প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, যে শারীরিক নিয়মের অত্যল্প ব্যতিক্রম ঘটিলেই পীড়া জন্মে।

শরীরের অপরাপর অঙ্গের ন্যায় কপালস্থ মস্তিষ্ক-রাশি এবং তদনুসারে মনোবৃত্তি সমুদায়ও পুরুষানুক্রমে এক রূপ হইয়া আইসে। এইরূপে জনক জননীর জ্ঞান-জ্যোতি স্বকীয় সন্তানে অবভাসিত হয়, এবং এই রূপেই তদীয় পুণ্য বল সন্তানেতে প্রকাশ পায়। যদি পিতা মাতা উভয়েই অতি দুঃশীল ও বুদ্ধি অংশে অত্যন্ত হীন হয়েন, তবে তাঁহারদের সন্তানদিগকে প্রায় পরম ধার্ম্মিক ও বিশিষ্টরূপ বুদ্ধি-সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না। সমুদায় ভূমণ্ডলই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। যে দেশীয় যে জাতীয় লোকের চরিত্রের বিষয় বিবেচনা করা যায়, তাহাতেই এই যথার্থ তত্ত্বের ভূরি ভূরি উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; এমন কি, এই অথণ্ডনীয় নিয়ম বশতঃ জাতি বিশেষের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি সম্ভূত হইয়াছে। বাঙ্গালিদের অনৈক্য ও ভীরু স্বভাব, শিখদিগের বীর্য্য ও সাহস, ইংরাজদিগের দুর্জ্জয় অর্জন স্পৃহা, ফরাশীসদের সাতিশয় স্বাতন্ত্র্যানুরাগ, কাফ্রিদের বুদ্ধি-হীনতা ইত্যাকার এক এক জাতির এক এক প্রকার স্বভাব কাহার না বিদিত আছে? যদি জনক জননীর পৈতৃক বা স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির ন্যায় তাঁহারদের শারীরিক ও মানসিক গুণাগুণও সন্তানে না বর্ত্তিত, তবে এক এক দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকেরই এক এক প্রকার প্রকৃতি হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত হইত না। বস্তুতঃ লোকের স্বভাব বাস্তু ভূমির গুণ এবং সন্তানোৎপাদনের নিয়মের উপর সম্যক্ নির্ভর করে। আমারদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা নিরুপদ্রব ভীরু-স্বভাব ছিলেন, আমরাও তদনুরূপ বা তদপেক্ষায় অপকৃষ্ট প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং আমারদের সন্তানেরাও আমারদের স্বভাব ও চরিত্রের উত্তরাধিকারি হইবেক। যাবৎ পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম সমুদায় অবগত হইয়া তৎ প্রতিপালন দ্বারা এবিষয়ের প্রতীকার চেষ্টা না করা যাইবে, তাবৎ আমারদের

এম্বভাব এবং এইরূপ অন্যান্য ভূরি ভূরি কুস্বভাব নির্ম্মূল হইবার সম্ভাবনা নাই।

তদ্ভিন্ন পরস্পর-বিভিন্ন জাতীয় দম্পতীর সহযোগ-সমুৎপন্ন সন্তানের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এবিষয়ের আরও দৃঢ়তর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেকেই কহে, যে হিন্দু ও ইউরোপীয় স্ত্রী পুরুষের সংসর্গ-জাত সন্তানদিগের বল ও বীর্য্য হিন্দু অপেক্ষায় অধিক ও ইউরোপীয় অপেক্ষায় কিঞ্চিৎ ন্যুন হইয়া থাকে। আমেরিকার বিষয়েও অনেকে অনেক প্রমাণ দিয়া এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। তত্রত্য আদিম লোকের সহিত ইউরোপীয় লোকের সংসর্গে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারদের স্বভাব ঐ আদিম লোকদের অপেক্ষায় বিশিষ্টরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

পারসীক দেশে এবিষয়ের এক আশ্চর্য্য উদাহরণ স্থল উপস্থিত হইয়াছে। তত্রত্য সম্ভ্রমশালি ধনাঢ্য লোকেরা সর্কেসিয়া দেশীয় পরম সুন্দরী রমণীদিগকে আনয়ন করাইয়া তাহারদিগের পাণিগ্রহণ করেন; ইহাতে ক্রমে ক্রমে তাঁহারদের শারীরিক সৌন্দর্য্য ও মানসিক গুণের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

পিতা মাতার স্বভাব-সিদ্ধ গুণ দোষ যে সন্তানে বর্ত্তে তাহার সংশয় নাই। কিন্তু ইহাতে এরূপ স্থির করা উচিত নহে, যে সন্তান অবাধে জনক জননী উভয়েরই মিলিত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারদের দোষ ভাগ ও গুণ ভাগের অধিকারি হয়, ফলতঃ ইহাই প্রামানিক বোধ হয়, যে পিতা মাতার বিশেষ বিশেষ স্বাভাবিক গুণ এবং অপত্যোৎপাদন কালে তাঁহারদের যে সকল মনোবৃত্তি সমধিক প্রবল থাকে তাহাই অধিকার করিয়া ভূষিত হয়। এই নিয়মের শেষার্দ্ধ সপ্রমাণ পক্ষে ৩।৪ টি বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ কারণ বিশেষ দ্বারা শারীরিক প্রকৃতির অন্যথাভাব ঘটিলে তাহাও সন্তানেতে বর্ত্তিতে পারে। পিতা মাতার হস্ত পাদে অধিকাঙ্গুলি ও ন্যুনাঙ্গুলি হইলে সন্তানও যে তদনুরূপ অধিকাঙ্গ ও বিকলাঙ্গ হয়, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। কোন ব্যক্তির প্রথম পুত্র যথাবৎ ধীর ও সুস্থমনা হইয়াছিল; তদনন্তর অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া তিনি শিরোদেশে আহত ও বিচলিত চিত্ত হন, তদবস্থায় তাঁহার যে দুই সন্তান জন্মে দুটিই জড় হয়: অবশেষে অস্ত্র-চিকিৎসা দ্বারা প্রতীকার হইলে তাঁহার আর দুই সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারদের কাহারও চিত্ত-বৈকল্য ও বুদ্ধি-ভ্রংশ হয় নাই। এইরূপ উন্মত্ত ব্যক্তির সন্তানের যে উন্মাদ রোগ হয় ইহা সচরাচর প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। ফরাশীশ দেশের সুপ্রসিদ্ধ ভয়ানক রাজবিপ্লবের অত্যল্প কাল পরে দুর্ব্বল, ক্রুদ্ধ-স্বভাব ও অব্যবস্থিত-চিত্ত অনেকানেক ব্যক্তির জন্ম হয়; কোন সামান্য ক্রোধ ও উৎসাহ জনক ব্যাপার উপস্থিত হইলেই তাহারা এককালে উন্মত্ত হইত।

দ্বিতীয়তঃ অভ্যাস বশতঃ মেষ, অশ্ব, কুক্কুরাদির ভোজন গমন মৃগয়াদি বিষয়ে প্রকৃতি সিদ্ধ ব্যবহারের অন্যথা হইলে তাহারদের শাবকেরাও তত্তৎ বিষয়ে স্বস্ব পিতা মাতার অনুবর্ত্তি হইয়া চলে। তদনুসারে ইহাও সম্ভাবিত বোধ হয়, যে মনুষ্যেরাও পিতা মাতার অভ্যাস-কৃত গুণ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

তৃতীয়তঃ স্ত্রীলোকেরা যৎকালে সসত্ত্বা থাকে, তাহারদের তাৎকালিক মানসিক ভাবানুসারে সন্তানের শুভাশুভ প্রকৃতির উৎপত্তি হয়। বস্তুতঃ যখন জরায়ু শয্যায় থাকিয়া জীবের অবয়ব সংস্থান হইতে থাকে, মাতার তাৎকালিক মানসোদিত কোন প্রগাঢ় ভাব দ্বারা সন্তানের স্বভাবেরও অবশ্যই কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ হইবার সম্ভাবনা। স্কটলণ্ড দেশীয় এক চর্ম্মকার-পত্নী সসত্ত্বা থাকিয়া আপন আলয়ে এক জড়কে দেখিয়া অতিশয় চমকিত হইয়াছিলেন; তিনি কহিতেন "ঐ ক্ষিপ্তের মূর্ত্তি আমার এপ্রকার প্রগাঢ়রূপ হৃদয়ঙ্গম হইল, যে আমি তাহাকে বিমুক্ত হইয়া অন্য-মনস্কা হইতে পারিলাম না।" পরে

সেই গর্ভে তাঁহার যে সন্তান জন্মিল, সেও জড় হইল।

তদ্ভিন্ন ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে, যে পরিবার মধ্যে দৈবাৎ এক জন মূক ও বধির হইলে তৎপরে অন্য অন্য যাহারা জন্মে, তাহারাও সেইরূপ বিকলেন্দ্রিয় হয়। কিছু কাল পূর্ব্বে সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা বিদিত হইয়াছিল, যে তৎকালে আয়র্লণ্ড দ্বীপে অনেকানেক পরিবারেই দুই, তিন, বা চারি করিয়া মূক ও বধির ছিল। কোন কোন পরিবারে এরূপ বিকলেন্দ্রিয় পাঁচ, সাত, ও দশ জনও ছিল, এবং এক যুদ্ধ-ব্যবসায়ি দরিদ্র ব্যক্তির বংশে উপর্য্যুপরি মূক ও বধির দশ সন্তান জন্মে। তদ্ব্যতীত ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ড প্রভৃতি অপরাপর বহুতর দেশে এইরূপ বিষম যন্ত্রণা-জনক ভূরি ভূরি ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

স্কট্‌লণ্ড দেশে অন্ধের বিষয়েও এই প্রকার সমূহ স্থল উপস্থিত হইয়াছে। তথাকার কোন ব্যক্তির ছয় সন্তান জন্মে; দুই পুত্র, চারি কন্যা। পিতা মাতার নেত্র রোগ মাত্র ছিল না, এবং পুত্র দুইটিও চক্ষুষ্মান হইয়াছিল, কিন্তু কন্যা গুলি সমুদায়ই অন্ধ হয়। এক পরিবারস্থ চারি সন্তানের তিনটি একরূপ চক্ষুঃ পীড়ায় পীড়িত হয়।

গ্রন্থকর্ত্তারা এই প্রকার ভূরি ভূরি উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, এবং যদিও তদনুসারে এই অনুভব করেন যে গুর্ব্বিণী স্ত্রী অন্ধ বধিরাদি দৃষ্টি করিলে তদ্দ্বারা তাঁহার মানসিক ভাব বিশেষের প্রগাঢ়তা হইয়া সেই বারের সন্তানও তদনুরূপ বিকলেন্দ্রিয় হয়, কিন্তু বোধ হয় এবিষয়ের চরম সিদ্ধান্ত করিবার সময় অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই। তবে স্ত্রী লোকের অন্তঃসত্ত্বা কালীন শরীর ও মনঃ সম্বন্ধীয় অবস্থানুসারে সন্তানের শুভাশুভ প্রকৃতি হওয়া অবশ্যই সম্ভবে। অতএব এদেশীয় লোকেরা যে সগর্ভা স্ত্রীদিগের আতঙ্ক প্রাপ্তি ও অন্য কোন বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কায় তাহারদিগকে কোন স্থানে এবং বিশেষতঃ বন্ধুর ভূমিতে একাকী গমন করিতে দেন না, এ ব্যবহার প্রামাণিক ও প্রশংসনীয় বটে।

চতুর্থতঃ সন্তান পিতা মাতার শারীরিক ও মানসিক নৈমিত্তিক গুণ সমুদায়ও প্রাপ্ত হন। অপত্যোৎপাদন কালে পিতা মাতার এবং বিশেষতঃ মাতার শরীর ও মনের যাদৃশ ভাব থাকে, সন্তানের স্বভাবও কিয়দংশে তদনুরূপ হয়। ইহা কাহার অবিদিত আছে যে পাঁচ সহোদরের মধ্যে কেহ নম্র, কেহ উগ্র, কেহ লোভি, কেহ ভোগাসক্ত, কেহ বা পরম ধার্ম্মিক শান্ত-স্বভাব হয়। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, যে সন্তানোৎপত্তি কালে পিতা মাতার মানসিক অবস্থা বিশেষই সন্তানদিগের এরূপ প্রকৃতি ভেদের প্রধান কারণ। অল্প বয়সে সন্তানোৎপত্তির আরম্ভ হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কনিষ্ঠদিগের অপেক্ষায় প্রায়ই অল্প বুদ্ধি ও হীনমতি দেখা যায়। প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, যে অনেকানেক ব্যক্তি মদিরিকা পানে আসক্ত থাকিয়া যতগুলি কন্যা পুত্র উৎপন্ন করিয়াছেন, সকলেই পানাসক্ত হইয়াছে, এবং সেই দুর্জ্জয় দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিলে পরে তাহারদের যত সন্তান জন্মিয়াছে, সকলেই এবিষয়ে নিতান্ত নিস্পৃহ ছিল। কলিকাতার কোন কোন পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তিই যে মদ্যপায়ি হয়, পৈতৃক দোষ ও কুদৃষ্টান্ত উভয়ই তাহার প্রধান কারণ। ফরাশীশ দেশস্থ ভুবন-বিখ্যাত মহাবীর বোনাপার্টির পিতা ঘোরতর যুদ্ধ বিগ্রহাদির সময়ে ভার্য্যাপরিগ্রহ করেন। ঐ পরম সুন্দরী রমণীও বিলক্ষণ বীর্য্যবতী ছিলেন, স্বামির সহিত ঐ সকল উৎপাত ও কলহ ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া ছিলেন, এবং তাঁহার অতুল কীর্ত্তিমান্ পুত্র প্রসবের অত্যল্প কাল পূর্ব্বেও অশ্বারোহণ করিয়া স্বামি সমভিব্যাহারে যুদ্ধ যাত্রায় গিয়াছিলেন, অথবা দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়াছিলেন। তৎকাল-জাত বোনাপার্টির অদ্বিতীয় শূরত্ব ভূমণ্ডলের সর্ব্বাংশেই বিশিষ্ট রূপে বিখ্যাত আছে। এইরূপ সন্তান উৎপাদন সময়ে যাঁহার যে বিষয়ে অনুরাগ, উৎসাহ ও চর্চ্চা থাকে, তাঁহার সন্তানেরা যে সেই বিষয়ে রত ও [illegible] হয়,

ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

এই সমস্ত বৃত্তান্ত দ্বারা ইহা অত্যন্ত সম্ভাবিত বোধ হইতেছে, যে পিতা মাতার প্রাকৃতিক ও উপার্জিত গুণের উপর সন্তানের গুণাগুণ ও মঙ্গলামঙ্গল বিস্তর নির্ভর করে। ইহা কি পরম মঙ্গলকর মনোহর নিয়ম! ইহা দ্বারা ভূমণ্ডলের সুখ সৌভাগ্য সমুন্নতির কত আশা ও কত সম্ভাবনা রহিয়াছে! এই নিয়মের অনুবর্ত্তি হইয়া শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনে চেষ্টা করিলে মানববর্গের ক্রমাগতই শ্রীবৃদ্ধি হইবেক। পুরুষে পুরুষে জ্ঞান, শক্তি ও সুখ স্বচ্ছন্দের আধিক্যই হইতে থাকিবে।

কিন্তু স্বকর্ত্তব্যের শতাংশের একাংশও কে অনুষ্ঠান করে? মনুষ্যেরা গো মেষ মেষাদি পশুগণের উৎকর্ষ সাধনার্থে যাদৃশ যত্ন ও কৌশল করিয়া থাকেন, আপনার কুলোন্নতি নিমিত্তে তদনুরূপ কিছুই চেষ্টা করেন না। পালিত পশুর কুলোৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে পশুপালকেরা কখনই তাহাকে হীন জাতি সমাগম করিতে দেয় না, এবং কৃষাণেরাও কখন সাধ্য পক্ষে স্বীয় ক্ষেত্রে অপকৃষ্ট বীজ বপন করে না। কিন্তু মনুষ্য সর্ব্ব বিষয়ে এইরূপ স্বার্থপর হইয়াও কেবল অজ্ঞান দোষে স্বজাতির উত্তমতা সম্পাদনে তৎপর নহেন।

উদ্বাহ ক্রিয়া যে কি পর্য্যন্ত গুরুতর ব্যাপার তাহা কেহ বিবেচনা করেন না। এই এক কার্য্যের উপর প্রায় ৫। ৬ ভাবি জীবের মরণ, জীবন, রোগ, আরোগ্য, দুঃখ, সুখ সম্যক্ রূপে নির্ভর করে। ইহা অতি শুভ কর্ম্ম বটে, কিন্তু যাহাতে পরিণামে অশুভ জনক না হয়,—পুত্র-পীড়ক, সন্তান-ঘাতক, ও ভ্রূণঘাতী না হইতে হয় এ বিবেচনা করিয়া কয় ব্যক্তি পাণি গ্রহণ করে? সহস্র সহস্র ব্যক্তি অযোগ্য কন্যা পাত্রের সহিত পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া এক কালে স্ববংশ ও দৌহিত্র বংশের সুখ সৌভাগ্যে জলাঞ্জলি দিতেছেন, বা তাহার উৎসেদ-দশা সাধনের অমোঘ সূত্র সঞ্চার করিতেছেন। এখনও সচেতন হওয়া উচিত, এবং উদ্বাহ বিষয়ক ঐশিক বিধান সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে শিক্ষা করিয়া সম্যক্‌রূপে পালন করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ পশ্চাল্লিখিত নিয়মত্রয় সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পালন করিতে হইবে, এবং ইহা নিশ্চিত জানা উচিত, যে যত দিন আমারদের তদ্বিষয়ে ত্রুটি থাকিবে, তাবৎ ঈশ্বর সন্নিধানে সাপরাধ থাকিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

১—ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করা গিয়াছে, যে অল্প বয়সে ও বৃদ্ধকালে বিবাহ করা উচিত নহে, এবং যক্ষ্মা, শ্বাস, বাত, কুষ্ঠ, উন্মাদ, ইত্যাদি উৎকট রোগ গ্রস্ত ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদিগের কখনই পাণিগ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। আমারদের পূর্ব্ব-পুরুষ প্রাচীন হিন্দুরা এবিষয় অজ্ঞাত ছিলেন না *। তাঁহারা আমারদের অপেক্ষায় বিচক্ষণ ছিলেন, এবং অপেক্ষাকৃত বিহিত বিধানে উদ্বাহ সংস্কার সমাধান পূর্ব্বক পরমেশ্বরের প্রসাদ-ভাজন হইয়া স্বজাতির শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন করিয়া সুখে কালযাপন করিতেন। আমরা তদ্বিপরীত ব্যবহার করিয়া বিপরীত ফল ভোগ করিতেছি।

২—স্বকুল-সন্নিহিত কোন বংশের কন্যা গ্রহণ করাও কর্ত্তব্য নহে। যেরূপ এক ভূমিতে পুনঃপুনঃ একরূপ শস্য বপন করিলে সুচারুরূপ শস্যোৎপত্তি হয় না, সেইরূপ সম-কুলোদ্ভব ব্যক্তিদিগের পরস্পর পাণি গ্রহণ হইলে সে কুলে অত্যন্ত দোষস্পর্শে। তদীয় সন্তান সকল সর্ব্বাংশে অশক্ত ও নির্বীর্য্য হইতে থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে তদ্বংশের লোপাপত্তি হইবার উপক্রম হয়। স্পেন রাজ্যের রাজবংশীয় বহুতর ব্যক্তি ভাগিনেয়ী ও ভ্রাতুষ্কন্যাকে বিবাহ করিয়া অতি হীন হইয়াছেন, এবং এই গুরুতর দোষে তত্রত্য ও পোর্ত্তুগিশ ধনাঢ্য লোকদিগের বংশে অনেকানেক জড়েরও উৎপত্তি হইয়াছে। ইংরাজদিগেরও এই

---

* মনু লিখিয়াছেন ক্ষয়, আময়, অপস্মার, শ্বিত্র কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের বংশে এবং অধিকাঙ্গী, রোগিণী, কপিলকেশা, অতিলোমিকা প্রভৃতি দোষান্বিত কন্যাকে বিবাহ করিবেক না।

মনু তৃতীয় অধ্যায় ৭ ও ৮ শ্লোক।

প্রকার নিকট-সম্পর্কীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার প্রথা আছে। কিন্তু আমারদের পরম সৌভাগ্য, যে ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রয়োজক মহানুভব পণ্ডিতগণ আমারদের অপেক্ষায় এই অতুল মঙ্গলদায়ক ঐশিক নিয়ম বিশিষ্টরূপে অবগত ছিলেন, এবং তাঁহারদের সুখাবহ ব্যবস্থাক্রমে অদ্যাপি আমরা এই উদ্বাহ বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালনে নিয়োজিত হইতেছি *। তাঁহারদের নিয়মানুসারে অদ্যাপি এই লোকপ্রবাদ প্রচলিত আছে, যে পিতা মাতার সগোত্রা ও সপিণ্ডা কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে কখনই বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু মনুষ্য কখনই যথা বিধানে স্বকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া ঈশ্বর সন্নিধানে নিরপরাধ থাকিতে পারেন না। ইহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, যে এমত প্রবল শাসন সত্ত্বেও বাঙ্গলাদেশীয় কোন কোন ব্যক্তি এই কল্যাণকর নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বকুলের লোপাপত্তি সম্ভাবনা উপস্থিত করিয়াছেন।

কিন্তু আর আর সমুদায় নিয়ম পালন করিলেও যদি কোন দেশে বিজাতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা নিতান্ত ব্যবহার-বিরুদ্ধ হয়, তবে তত্রত্য লোকের বিশিষ্টরূপ বংশোন্নতি হওয়া সম্ভাবিত নহে, কারণ তাহারদের যে সমুদায় মূলীভূত প্রাকৃত দোষ থাকে, তাহা আর কোন ক্রমেই দুরীভূত হয় না। কোন জাতির কোন অংশে বৈলক্ষণ্য থাকিলে তত্তৎ অংশে সুলক্ষণ-সম্পন্ন অন্য জাতির সহিত উদ্বাহ সূত্রে সংযুক্ত না হইলে তাহা নিরাকৃত হইতে পারে না। এইরূপ বৈজাত্য বিবাহের প্রথা না থাকায় আমারদের যে পর্য্যন্ত অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা বলিবার নহে। যাবতীয় অকল্যাণের বীজ আমারদের মানস ক্ষেত্রকে দুষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, এবং অন্যান্য নানা কারণ সহকারে আমারদিগকে ক্রমাগতই বীর্য্যহীন ও হত-চেতন করিতেছে, তাহা নিঃশেষে নিষ্কাশিত হইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই। বর্ষান্তরীয় লোকের সহিত হিন্দুদিগের উদ্বাহের কথা দূরে থাকুক, ভারতবর্ষের অন্তঃপাতি বিভিন্ন দেশীয় লোকের পরস্পর বিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকিলেও বিস্তর উপকার দর্শে।

এরূপ বৈদেশিক বিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধও নহে; পূর্ব্বকালের হিন্দুরা বিনা সংশয়ে মহোৎসাহ সহকারে বিদেশীয় স্ত্রীদিগকে পত্নী স্বরূপে গ্রহণ করিতেন। ইহার আর অন্য প্রমাণ কি, সমস্ত পুরাণ ইতিহাসই ইহার সাক্ষী আছে। প্রাচীন সম্প্রদায়ি ব্যক্তিরা এপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া কহিবেন, যদিও ইহা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে, ব্যবহার বিরুদ্ধ বটে। এ কথাতে যন্ত্রণানল চতুর্গুণ—চতুঃসহস্রগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। স্বদেশ-হিতৈষি দয়াদ্র্র মহাত্মারা পরপীড়া পরিহারার্থে যত শুভ প্রস্তাব উত্থাপন করেন, স্বদেশের অহিতকারি—আপনার অশুভকারি—আত্মঘাতি নিদারুণ লোকেরা কেবল ব্যবহার ব্যপদেশ করিয়া সমুদায় অগ্রাহ্য করে! স্বদেশের শুভানুরাগী ব্যক্তি স্বপরিবার স্বরূপ দেশস্থ লোকের হীনতা ও দারিদ্র্য দশা দেখিয়া যেরূপ মর্ম্ম-বেদনা প্রাপ্ত হন, তাহারা তাহা কিছুই অনুভব করে না। যে দিন জন্মভূমির দারুণ দুরবস্থা মনে হয়, কত অসুখেই সেদিন যাপন হয়! এমন দুঃখের দিন কত দীর্ঘই বোধ হয়! তাহার প্রত্যেক মুহূর্ত্ত কত দুঃসহ যাতনাই দিতে থাকে। সর্ব্বদেশীয় দয়ালুদিগেরই এই যন্ত্রণা আছে. কিন্তু বাঙ্গলা দেশের হিতৈষি ব্যক্তির দুঃখের আর পরিসীমা নাই; তাঁহার অন্তঃকরণে কারুণ্য রসের উদয় দ্বারা নয়ন যুগলে অবিরল অশ্রুজল বিগলিত হইতে দেখিলেও অন্য লোকে ভ্রূক্ষেপ করে না। তাহারদের পাষাণময় চিত্ত কিছুতেই আদ্র্র হয় না! তাহারা কুব্যবহার সমীপে দয়াধর্ম্ম সমুদায় বিসর্জন দিয়াছে! তাহারা ব্যবহার-বিরুদ্ধ বলিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞাও তুচ্ছ করে! হায়! কুব্যবহার রূপ দুর্ভেদ্য লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া আমরা

* মনু তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোক।

অচল-প্রায়—জীবন-শূন্য-প্রায় হইয়াছি! আমারদের জড়ীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছে! মনুষ্যের আত্মা—অচেতন পদার্থ যত দূর বিকৃত হইতে পারে, আমারদের বিষয়ে তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। স্বকপোল-কল্পিত কদাচারের অনুরোধে পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন অপেক্ষা হতজ্ঞান হইবার স্পষ্টতর চিহ্ন আর কি আছে! হে স্বদেশস্থ ব্যক্তি সকল! একবার স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখ; কুসংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পক্ষপাত-শূন্য হইয়া বিবেচনা করিলে কখনই এই সকল পরম মঙ্গলকর নিয়ম যুক্তি বিরুদ্ধ বোধ হইবে না।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য নবমানুবাকে চতুর্থং সূক্তং

প্রস্কণ্বঋষিঃ অযুজোবৃহতীচ্ছন্দঃ অশ্বিনৌ দেবতা

৫৫৭

১ অয়ং বাং মধুমত্তমঃ সুতঃ সোমঋতাবৃধা। তমশ্বিনা পিবতং তিরোঅহ্ন্যং ধত্তং রত্নানি দাশুষে।

১ হে 'ঋতাবৃধা' ঋতাবৃধৌ ঋতস্য যজ্ঞস্য বর্দ্ধয়িতারৌ 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ 'বাং' যুবয়োঃ 'অয়ং' পুরোবর্ত্তী 'সোমঃ' 'সুতঃ' অভিষুতঃ কীদৃশঃ 'মধুমত্তমঃ' অতিশয়েন মাধুর্য্যবান্ 'তিরোঅহ্ন্যং' তিরোভূতে পূর্ব্বস্মিন্ দিনে অভিষুতং 'তং' 'সোমং' 'পিবতং'। 'দাশুষে' হবির্দ্দত্তবতে যজমানায় 'রত্নানি' রমণীয়ানি ধনানি 'ধত্তং' প্রযচ্ছতং।

১ হে যজ্ঞবর্দ্ধক অশ্বিনীকুমার দ্বয়! তোমারদিগের পুরোবর্ত্তী মধুররসোপেত অভিষুত সোম আছে, পূর্ব্বদিনে অভিষুত সেই সোম তোমরা পান কর, এবং হবির্দ্দাতা যজমানকে মনোরম ধন প্রদান কর।

অযুজঃসতোবৃহতীচ্ছন্দঃ

৫৫৮

২ ত্রিবন্ধুরেণ ত্রিবৃতা সুপেশসা রথেনাযাতমশ্বিনা। কণ্বাসো বাং ব্রহ্ম কৃণ্বন্ত্যধ্বরে তেষাং সু শৃণুতং হবং।

২ হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ 'ত্রিবন্ধুরেণ' উন্নতানতরূপত্রিবিধবন্ধনকাষ্ঠযুক্তেন 'ত্রিবৃতা' অপ্রতিহতগতিতয়া লোকত্রয়ে বর্ত্তমানেন 'সুপেশসা' শোভনসুবর্ণযুক্তেন 'রথেন' 'আযাতং' ইহ আগচ্ছতং। 'কণ্বাসঃ' কণ্বপুত্রাঃ 'বাং' যুবয়োঃ 'অধ্বরে' যাগে 'ব্রহ্ম' স্তোত্ররূপং মন্ত্রং 'কৃণ্বন্তি' কুর্ব্বন্তি 'তেষাং' কণ্বানাং 'হবং' আহ্বানং 'সুশৃণুতং' সুষ্ঠু আদরেণ শৃণুতং।

২ হে অশ্বিনী কুমারদ্বয়! তোমরা উচ্চাদি ত্রিবিধ বন্ধন কাষ্ঠ বিশিষ্ট, ত্রিলোক গামী, বর্ত্তমান শোভন সুবর্ণ বিশিষ্ট রথ দ্বারা যজ্ঞ স্থানে আগমন কর, কণ্ব পুত্র সকল যজ্ঞে তোমারদিগের স্তুতি করেন, উক্ত স্তবকারী কণ্ব পুত্রদিগের আহ্বান উত্তম রূপে শ্রবণ কর।

অযুজোবৃহতীছন্দঃ।

৫৫৯

৩ অশ্বিনা মধুমত্তমং পাতং সোমমৃতাবৃধা। অথাদ্য দস্রা বসু বিভ্রতা রথে দাশ্বাংসমুপগচ্ছতং।

৩ হে 'ঋতাবৃধা' ঋতাবৃধৌ যজ্ঞস্য বর্দ্ধকৌ 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ 'মধুমত্তমং' 'সোমং' 'পাতং' পিবতং। হে 'দস্রা' দস্রৌ অশ্বিনৌ সোমপানার্থং 'অথ' অস্মদাহ্বানানন্তরং 'অদ্য' অস্মিন্ দিনে 'রথে' স্বকীয়ে 'বসু' অস্মদুপযুক্তং ধনং 'বিভ্রতা' বিভ্রতৌ ধারয়ন্তৌ। 'দাশ্বাংসং' হবিঃপ্রদং যজমানং 'উপগচ্ছতং' সমীপে প্রাপ্নুতং।

৩ হে যজ্ঞ বর্দ্ধক অশ্বিনীকুমার দ্বয়! তোমরা মধুর রসোপেত সোম রস পান

কর, হে দর্শনীয় অশ্বিনীকুমার দ্বয়! তোমরা আমারদিগের আবাহনান্তর যজ্ঞদিবসে সোম পান নিমিত্ত স্বীয় রথে আমারদিগের অভিপ্রেত ধন ধারণ করিতেছ, তোমরা হবিঃপ্রদ যজমানের নিকট আগমন কর।

অযুজঃ সতোবৃহতীচ্ছন্দঃ।

৫৬০

৪ ত্রিষধস্থে বর্হিষি বিশ্ববেদসা মধ্বা যজ্ঞং মিমিক্ষতং। কণ্বাসো বাং সুতসোমা অভিদ্যবো যুবাং হবন্তে অশ্বিনা।

৪ হে 'বিশ্ববেদসা' বিশ্ববেদসৌ সর্বজ্ঞৌ অশ্বিনা ত্রিষধস্থে ত্রিকাণ্ডরূপেণ অস্তীর্ণত্বাৎ ত্রিষু স্থানেষু অবস্থিতে বর্হিষি দর্ভে স্থিত্বা 'মধ্বা' মধুরেণ রসেন যজ্ঞং 'মিমিক্ষতং' সেক্তুমিচ্ছতং হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ 'বাং' যুবামর্থং 'সুতসোমাঃ' অভিষুতসোমযুক্তাঃ 'অভিদ্যবঃ' অভিগতদীপ্তয়ঃ 'কণ্বাসঃ' কণ্বপুত্রাঃ 'যুবাং' উভৌ 'হবন্তে' আহ্বয়ন্তি।

৪ হে সর্ব্বজ্ঞ অশ্বিনীকুমার দ্বয়! তোমরা তিন স্থানস্থিত দর্ভে স্থিতি করিয়া মধুর রস দ্বারা যজ্ঞ সেচন কর, হে অশ্বিনী কুমার দ্বয়! তোমারদিগের জন্য অভিষুত সোমযুক্ত, দীপ্তি বিশিষ্ট, কণ্ব পুত্র সকল তোমারদিগকে আহ্বান করেন।

৫৬১

৫ যাভিঃ কণ্বমভিষ্টিভিঃ প্রাবতং যুবমশ্বিনা। তাভিঃ ষ্বস্মাঁ অবতং শুভস্পতী পাতং সোমমৃতাবৃধা ॥১।৪।১॥

৫ হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ 'যুবং' যুবাং উভৌ 'যাভিঃ' 'অভিষ্টিভিঃ' অপেক্ষিতাভিঃ রক্ষাভিঃ 'কণ্বং' মহর্ষিং 'প্রাবতং' রক্ষিতবন্তৌ হে 'শুভস্পতী' শোভনস্য কর্ম্মণঃ পালকৌ 'তাভিঃ' রক্ষাভিঃ 'অস্মাঁ' অস্মান্ অনুষ্ঠাতৄন্ 'সু-অবতং' রক্ষতং সুষ্ঠু রক্ষতং হে 'ঋতাবৃধা' ঋতাবৃধৌ 'সোমং' 'পাতং' পিবতং।১।৪।১

৫ হে অশ্বিনীকুমার দ্বয়! তোমরা উভয়ে যে রক্ষণ দ্বারা মহর্ষি কণ্বকে রক্ষা করিয়াছ, হে শোভন কর্ম্মের পালক অশ্বিনীকুমার দ্বয়! সেই রক্ষণ দ্বারা আমারদিগকেও সুন্দর রূপে রক্ষা কর, হে যজ্ঞ বর্দ্ধক অশ্বিনীকুমার দ্বয়! সোমরস পান কর।১।৪।১

৫৬২

৬ সুদাসে দস্রা বসু বিভ্রতা রথে পৃক্ষো বহতমশ্বিনা। রয়িং সমুদ্রাদুত বা দিবস্পর্য্যস্মে ধত্তং পুরুস্পৃহং।

৬ হে 'দস্রা' দর্শনীয়ৌ 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ 'সুদাসে' শোভনদানযুক্তায় রাজ্ঞেঽপি জবনপূজায় 'রথে' বসু ধনং 'বিভ্রতা' বিভ্রতৌ যুবাং 'পৃক্ষঃ' অন্নং বহতং প্রাপিতবন্তৌ। 'সমুদ্রাৎ' অন্তরিক্ষাৎ 'উত বা' অথবা 'দিবস্পরি' স্বর্গাৎ পর্য্যাহৃত্য 'পুরুস্পৃহং' বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং 'রয়িং' ধনং 'অস্মে' অস্মাসু 'ধত্তং' স্থাপয়তং।

৬ হে দর্শনীয় অশ্বিনীকুমার দ্বয়! তোমরা শোভনদানযুক্ত, জবন রাজ পুত্রার্থে রথে ধন ধারণ করিতেছ, তোমরা আমারদিগকে অন্ন লাভ করাও, জন সমূহের বাঞ্ছনীয় ধন অন্তরিক্ষ কিম্বা স্বর্গ হইতে আহরণ করিয়া অস্মদাদির নিমিত্তে স্থাপন কর।

৭ যন্নাসত্যা পরাবতি যদ্বা স্থো অধিতুর্বশে। অতো রথেন সুবৃতা ন আগতং সাকং সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ।

৭ হে 'নাসত্যা' নাসত্যৌ অসত্যরহিতৌ অশ্বিনৌ 'যৎ' যদি যুবাং 'পরাবতি' দূরদেশে 'স্থঃ' বর্ত্তেথে 'যদ্বা' অথবা 'অধিতুর্বশে' অধিকে সমীপে স্থঃ। 'অতঃ' অস্মাদ্দূরাৎ সমীপাদ্বা 'সূর্য্যস্য' 'রশ্মিভিঃ' 'সাকং' সূর্য্যোদয়কালে 'সুবৃতা' শোভনবর্ত্তনযুক্তেন 'রথেন' 'নঃ' অস্মান্ প্রতি 'আগতং' আগচ্ছতং।

৭ হে ঋতবাদী অশ্বিনীকুমার দ্বয়! যদাপি তোমরা দূরে বা অধিক নিকটে বর্ত্তমান আছ, তথাপি দূর বা নিকট হইতে সূর্য্যোদয় কালে শোভন জীবনোপায় বিশিষ্ট রথ দ্বারা আমারদিগের নিকটে আগমন কর।

৫৬৪

৮ অর্ব্বাঞ্চা বাং সপ্তযোঽধ্বরশ্রিযোবহন্তু সবনেদুপ। ইষং পৃঞ্চন্তা সুকৃতে সুদানবআ বর্হিঃ সীদতং নরা।

৮ হে অশ্বিনৌ 'অধ্বরশ্রিয়ঃ' যাগসেবিনঃ 'সপ্তয়ঃ' অশ্বাঃ 'সবনা' অস্মদনুষ্ঠেয়ানি ত্রীণি সবনানি 'উপ' এব 'উপ' উপ লক্ষ্য 'অর্ব্বাঞ্চা' অর্ব্বাঞ্চৌ অভিমুখৌ 'বাং' যুবাং 'বহন্তু' প্রাপয়ন্তু। হে 'নরা' নরৌ অশ্বিনৌ 'সুকৃতে' সুষ্ঠু কর্ম্মকারিণে 'সুদানবে' শোভনদানযুক্তায় যজমানায় 'ইষং' অন্নং 'পৃঞ্চন্তা' পৃঞ্চন্তৌ সংযোজয়ন্তৌ। যুবাং 'বর্হিঃ' বর্হিঃ 'আসীদতং' প্রাপ্নুতং।

৮ হে অশ্বিনীকুমার দ্বয়! যজ্ঞোপকারক অশ্ব সকল আমারদিগের অনুষ্ঠেয় সবন ত্রয় উপলক্ষ্য করিয়া অনুকূল তোমারদিগকে বহন করে, হে অশ্বিনীকুমার দ্বয়! উত্তম কর্ম্মকারি শোভন দান বিশিষ্ট যজমানকে অন্ন যুক্ত কর, তোমরা দর্ভ প্রাপ্ত হও।

৫৬৫

৯ তেন নাসত্যাগতং রথেন সূর্য্যত্বচা। যেন শশ্বদূহথুর্দ্দাশুষে বসু মধ্বঃ সোমস্য পীতযে।

৯ হে 'নাসত্যা' নাসত্যৌ অশ্বিনৌ 'সূর্য্যত্বচা' সূর্য্যরশ্মিসদৃশেন 'তেন' প্রসিদ্ধেন 'রথেন' 'আগতং' আগচ্ছতং। 'যেন' রথেন 'দাশুষে' হবির্দ্দত্তবতে যজমানায় 'বসু' ধনং 'শশ্বৎ' সর্ব্বদা 'ঊহথুঃ' প্রাপিতবন্তৌ। কিমর্থং আগমনং 'মধ্বঃ' মধুরস্য 'সোমস্য' 'পীতযে' পানার্থং।

৯ হে অশ্বিনীকুমার দ্বয়! যে রথ দ্বারা হবির্দ্দাতা যজমানকে সর্ব্বদা ধন লাভ করাও, তোমরা সূর্য্য তেজ তুল্য সেই প্রসিদ্ধ রথ দ্বারা মধুর সোম-পানার্থ আগমন কর।

৫৬৬

১০ উক্‌থেভিরর্ব্বাগবসে পুরুবসূ অর্কৈশ্চ নিহ্বযামহে। শশ্বৎ কণ্বানাং সদসি প্রিযে হিকং সোমং পপথুরশ্বিনা।১।৪।২।

১০ 'পুরুবসূ' প্রভূতধনৌ অশ্বিনৌ 'অবসে' অস্মদ্রক্ষণার্থং 'উক্‌থেভিঃ' উক্‌থৈঃ শস্ত্রৈঃ 'অর্কৈঃ' অর্চ্চনসাধনৈঃ স্তোত্রৈঃ 'চ' 'অর্ব্বাক' অস্মদাভিমুখ্যেন 'নিহ্বযামহে' নিতরাং আহ্বযামঃ। হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ যুবাং 'কণ্বানাং' কণ্বপুত্রাণাং 'প্রিযে' 'সদসি' যজ্ঞস্থানে 'শশ্বৎ' সর্ব্বদা 'সোমং' 'পপথুঃ' পীতবন্তৌ 'হিকং' খলু।১।৪।২।

১০ উক্‌থ শস্ত্র এবং স্তোত্র দ্বারা প্রচুর ধনশালি অশ্বিনীকুমার দ্বয়কে আমারদিগের রক্ষার নিমিত্ত অগ্রে আহ্বান করি, হে অশ্বিনীকুমার দ্বয়! তোমরা কণ্ব পুত্রদিগের মনোজ্ঞ যজ্ঞে সর্ব্বদা সোমরস পান কর।১।৪।২।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বিতীয় কল্পের তৃতীয় ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র

পৃষ্ঠ

৬৯ সংখ্যা

৭০ সংখ্যা

৭১ সংখ্যা

৭২ সংখ্যা

৭৩ সংখ্যা

৭৪ সংখ্যা

৭৫ সংখ্যা

৭৬ সংখ্যা

৭৭ সংখ্যা

৭৮ সংখ্যা

৭৯ সংখ্যা

৮০ সংখ্যা